ফিওদর
দস্তোয়েভস্কি

তিনটি উপন্যাস

ফিওদর
দস্তোয়েভস্কি
তিনটি
উপন্যাস

ফিওদর
দস্তয়েভস্কি

•

তিনটি
উপন্যাস

ফিওদর দস্তয়েভস্কি · তিনটি উপন্যাস

চিরায়ত রুশ সাহিত্য

ফিওদর দস্তোয়েভস্কি

■

তিনটি উপন্যাস

■

খুড়োর স্বপ্ন

যাচ্ছেতাই কাণ্ড

জুয়াড়ী

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

অনুবাদ: ননী ভৌমিক

অঙ্গসজ্জা: ম. রুদাকোভ

ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ

ПОВЕСТИ

Дядюшкин сон. Скверный анекдот. Игрок.

На языке бенгали

সূচি

খুড়োর স্বপ্ন ৬

যাচ্ছেতাই কাণ্ড ১৬৮

জুয়াড়ী ২৩২

খুড়োর স্বপ্ন

১

মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা মস্কালিওভাই যে মোর্দাসভের পয়লা নম্বরের মহিলা তাতে কোনো সন্দেহই নেই। এমনভাবে তিনি চলেন যেন মনে হয় তিনি কারো প্রত্যাশী নন, সবাই বরং তাঁরই প্রত্যাশী। এ কথা সত্য, তাঁকে কেউই প্রায় পছন্দ করে না, বলতে কি অনেকে তাঁকে সর্বান্তঃকরণে ঘৃণাই করে, তবে সকলেই তাঁকে ভয় পায় এবং সেটুকুই তাঁর প্রয়োজন। এবং এটা যে তিনি প্রয়োজন জ্ঞান করে থাকেন সেটাই তো এক উঁচু দরের কূটনীতির লক্ষণ। নইলে দেখুন না কেন, মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা পরনিন্দার অত ভক্ত, সারা দিনের মধ্যে কলঙ্কের রটনা কিছু কানে না এলে তাঁর রাত্রে ঘুম হয় না, সেই মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা তা সত্ত্বেও কী করে এমন ভাব করতে পারেন, যে তাঁর দিকে তাকিয়ে স্বপ্নেও মনে হবে না যে এই প্রখ্যাতা মহিলাটিই হলেন দুনিয়ায় কিংবা নিদেনপক্ষে মোর্দাসভে পরচর্চার শিরোমণি? বরং মনে হবে যেন তাঁকে দেখামাত্রই পরনিন্দা সব অদৃশ্য হবে, ভারিক্কী গুরুমশায়ের সামনে ছাত্রের মতোই অধোবদনে কাঁপতে থাকবে পরনিন্দুক এবং যা কিছু আলাপ-আলোচনা তা চলবে কেবল অতি উচ্চমার্গীয় সব প্রসঙ্গে। যেমন ধরুন, মোর্দাসভের কোনো কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে উনি এমন সব গুরুতর কেলেঙ্কারির কথা জানেন যে উপযুক্ত মুহূর্তে, মোক্ষম প্রমাণ দিয়ে যদি একবার মুখ খোলেন তবে লিস্‌বনের ভূকম্পনটার মতো একটা ভয়ানক কান্ড ঘটে যাবে মোর্দাসভে। অথচ এই সব গোপনীয় কথা সম্বন্ধে উনি নিতান্তই নীরব, একান্ত চরম ক্ষেত্রেই তিনি তা ফাঁস করে থাকেন তাও কেবল তাঁর অতি ঘনিষ্ঠদের মহলেই। করবার মধ্যে তিনি শুধু একটু ভয় পাইয়ে দেন, একটু ইঙ্গিত করেন যে তিনি

ব্যাপারটা জানেন, সরাসরি চূর্ণ করার বদলে মহিলা বা ভদ্রলোকটিকে তিনি রাখতে চান একটা অবিরাম আতঙ্কের অবস্থায়। একেই বলে মাথা, একেই বলে চাল! নিখুঁত comme il faut-এর* জন্যে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা আমাদের মধ্যে চিরকাল বিখ্যাত, সকলেই তাঁর এই জিনিসটা নকল করতে চায়। comme il faut-এর ব্যাপারে মোর্দাসভে উনি অতুলনীয়া। একটিমাত্র কথায় তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীকে বধ করতে পারেন, নির্যাতন করতে পারেন, চূর্ণ করে দিতে পারেন — আমি নিজেই তার সাক্ষী, অথচ এমন ভাব করবেন যেন কী বললেন তাতে ভ্রূক্ষেপও নেই। এ কৃতিত্ব যে সমাজের উচ্চতমদেরই গুণ তা সুবিদিত। এবম্বিধ শরক্ষেপে তিনি স্বয়ং পিনেত্তিকেও** হার মানান। জানা শোনা তাঁর অনেক। মোর্দাসভে যেই আসে, তাদের অনেকেই তাঁর অভ্যর্থনায় মুগ্ধ হয়ে ফিরেছে, এমনকি পরে চিঠির আদানপ্রদানও চালিয়ে গেছে। কে একজন তাঁকে একটা কবিতা লিখেও পাঠান এবং মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা সেটি সগর্বে সকলকে দেখিয়েছেন। জনৈক সাহিত্যিক অতিথি একটি উপন্যাস উৎসর্গ করেন তাঁর নামে, এবং সেটি তাঁর সান্ধ্যবাসরে পড়ে শোনান, শুনে সকলে বেশ প্রীতি লাভও করে। কার্লজরুহে থেকে এক জার্মান বৈজ্ঞানিক এসেছিলেন বিশেষ একধরনের শুঁয়োপোকার বিষয়ে অনুসন্ধান করার উদ্দেশ্য নিয়ে — আমাদের গুবের্নিয়ায় এ বস্তুটির বেশ প্রাদুর্ভাব। এই কীট নিয়ে উনি কোয়ার্তো সাইজের চার খণ্ড বই লেখেন এবং মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার আতিথ্য ও অমায়িকতায় এতই মুগ্ধ হন যে আজো পর্যন্ত সেই সুদূর কার্লজরুহে থেকে উনি একটা সসম্ভ্রম ও সুনীতিব্যঞ্জক পত্রালাপ চালিয়ে যাচ্ছেন। কতকগুলো দিক থেকে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে নেপোলিয়নের সঙ্গেও তুলনা করা হয়। বলাই বাহুল্য এটা করে তাঁর শত্রুরা, এবং সেটা যাথার্থ্যের জন্যে ততটা নয় যতটা ব্যঙ্গের জন্যে। এ তুলনাটা একান্তই বিদঘুটে বলে মানলেও অবিশ্যি আমার একটি নিরীহ প্রশ্ন আছে: বলুন তো, নেপোলিয়ন যখন অতি উঁচুতে উঠলেন তখন শেষ পর্যন্ত কেন তাঁর মাথা ঘুরে গেল? সাবেকী রাজবংশের পক্ষপাতীরা*** তার এই কারণ দর্শান যে নেপোলিয়ন রাজবংশজাত তো

* মার্জিত চাল। (ফরাসী) — সম্পাঃ

** পিনেত্তি — ইতালীয় যাদুকর। — সম্পাঃ

*** বিপ্লবে সিংহাসনচ্যুত বুরবোঁ রাজবংশের অনুগামী। — সম্পাঃ

নয়ই, এমনকি ভালোরকম অভিজাতও নয়, তাই স্বভাবতই অত উঁচুতে উঠে ঘাবড়ে যায়, নিজের যথাস্থানটি মনে পড়ে। এ অনুমানের পেছনকার রসিকতাটা পরিষ্কার এবং তাতে সেকালের ফরাসী রাজদরবারের ঝলমলে দিনগুলোর ছবি ভেসে উঠলেও আমি এবার আমার নিজের বক্তব্যও একটু বলতে চাই. কিন্তু মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার মাথা যে কিছুতেই ঘুরে যায় না, তা কেন? কেন তিনি চিরকালই মোর্দাসভের রমণীপ্রথমা? এমন ঘটনাও তো হয়েছে, যখন সবাই বলাবলি করেছে: 'এ রকম জটিল অবস্থায় এবার কী করবেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা?' কিন্তু জটিল অবস্থার উদ্ভবও হয়েছে, অবসানও হয়েছে অথচ কিছুই ঘটে নি! সবকিছুই চলেছে নিরাপদে, যথাপূর্বং, বরং আরো ভালো। যেমন সকলেরই মনে আছে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার স্বামী আফানাসি মাতভেয়িচের অপদার্থতা ও বুদ্ধিহীনতায় জনৈক পরিদর্শকের মনে কী রূপ ক্রোধের সঞ্চার হয় এবং ফলে তাঁর পদচ্যুতিও ঘটে। সকলেই ভেবেছিল মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ভেঙে পড়বেন, নিজের মর্যাদা খোয়াবেন, কাকুতি-মিনতি করবেন, অর্থাৎ তাঁর গুমর ভাঙবে। কিন্তু কোথায়? মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা টের পেয়েছিলেন অনুনয়-বিনয় করে ফল হবে না। অন্যদিক দিয়ে এমনভাবে সবকিছু গুছিয়ে নিলেন যে সমাজে তাঁর প্রভাব একবিন্দু কমতে দিলেন না, তাঁর ভবনখানাই মোর্দাসভের শ্রেষ্ঠ ভবন রূপেই বিবেচিত হয়ে চলল। উকিল গিন্নি আন্না নিকোলায়েভনা আন্তিপোভা বাইরে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার সঙ্গে বন্ধুত্বের ভাব করলেও আসলে তাঁর জাত শত্রু। তিনি তো লাফাতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু যখন দেখা গেল মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে টলানো কঠিন, তখন বোঝা গেল, সবাই যা ভেবেছিল তার চেয়েও কত গভীরে তাঁর শিকড়।

মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার স্বামী আফানাসি মাতভেয়িচের কথা যখন উঠলই তখন তাঁর কিছু বলি। প্রথমত, চেহারার দিক থেকে ও কড়া কেতা-কায়দার দিক থেকে উনি খুবই দর্শনধারী ব্যক্তি, যদিও সংকটকালে ঈষৎ উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েন এবং নতুন গোয়ালের ভেড়ার মতো চেয়ে থাকেন। দেখতে তিনি ভয়ানক সম্ভ্রান্ত, বিশেষ করে জন্মদিনের ডিনারে যখন তিনি তাঁর শাদা গলাবন্ধটি গলায় বাঁধেন। কিন্তু এই মর্যাদা ও প্রিয়দর্শন বজায় থাকে শুধু যতক্ষণ না তিনি তাঁর মুখটি খুলছেন। মুখ খুললেই, মাপ করবেন, মনে হয় কানে তুলো গুঁজি। মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার স্বামী হবার যোগ্যতা তাঁর আদৌ

নেই। সবারই এই মত। পদস্থ হয়ে যে তিনি ছিলেন সে শুধু তাঁর স্ত্রীর গুণে। আমার সুচিন্তিত অভিমত এই যে অনেক আগেই ওঁকে শস্যক্ষেতের কাগতাড়ুয়া করে পাঠানো উচিত ছিল। সেখানেই, একমাত্র সেই ক্ষেত্রেই তিনি দেশবাসীর সত্যিকার সুনিশ্চিত একটা কাজে লাগবেন। তাই মোর্দাসভের বাইরে মাইল দুয়েক দূরের এক গাঁয়ে তাঁকে পাঠিয়ে দিয়ে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ভালোই করেছিলেন — সেখানে তাঁর ছিল একশ কুড়ি জন ভূমিদাস; প্রসঙ্গত বলি — এই হল ওঁদের গৃহের আভিজাত্য রক্ষার একমাত্র সঙ্গতি। সকলেই বুঝল, আফানাসি মাতভেয়িচকে উনি এতদিন পাশে রেখেছিলেন কারণ আফানাসি মাতভেয়িচের একটি সরকারী চাকুরি ছিল, কিছু কিছু অন্যান্য উপরি আয় ছাড়াও তিনি বেতন পেতেন। বেতন ইত্যাদি পাওয়া যখন তাঁর বন্ধ হল তখন অযোগ্য এবং একেবারে অপ্রয়োজনীয় বলে তৎক্ষণাৎ নির্বাসিত করা হল তাঁকে। তীক্ষ্ম বিচার ও দৃঢ় সংকল্পের জন্যে সকলেই মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার প্রশংসা করলে। গাঁয়ে আফানাসি মাতভেয়িচ থাকেন বেশ আরামে। আমি একবার তাঁর কাছে গিয়েছিলাম, পুরো একঘণ্টা বেশ আনন্দে কাটাই। উনি অনবরত তাঁর সেই শাদা গলাবন্ধগুলো পরে পরে দেখেন, নিজের জুতো নিজেই পালিশ করেন, উপায় নেই বলে নয় — করেন নিতান্তই কাজটা তাঁর ভালো লাগে বলে, জুতো বেশ চকচকে রাখাই ওঁর ইচ্ছে। দিনে তিনবার করে চা খান, স্নান করতে খুব ভালোবাসেন এবং — বেশ খুশিতেই আছেন। মনে আছে তো, মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা আর আফানাসি মাতভেয়িচের একমাত্র কন্যা জিনাইদা আফানাসিয়েভনাকে নিয়ে বছর দেড়েক আগে আমাদের মধ্যে কী কেলেঙ্কারিটা হয়েছিল? জিনাইদা নিঃসন্দেহে সুন্দরী, চমৎকার শিক্ষাও পেয়েছে, কিন্তু বয়স তার তেইশ এবং এখনো বিয়ে হয় নি। জিনাইদা যে এখনো অনূঢ়া তার প্রধান কারণ বছর দেড়েক আগে ওর সঙ্গে স্থানীয় স্কুলের শিক্ষকের কী একটা বিচিত্র সম্পর্ক নিয়ে একটা চাপা গুজব রটে — সে গুজব এখনো মরে নি। লোকে এখনো নাকি জিনার হাতের লেখা একটা প্রেমপত্রের কথা বলে চিঠিটি নাকি মোর্দাসভের সর্বত্র ঘুরে এসেছে। কিন্তু বলুন তো, সত্যি সত্যিই চিঠিটা কেউ দেখেছে কি? সেই কথাটা বলুন। মোর্দাসভের সর্বত্র যদি ঘুরে থাকে তো গেল কোথায়? সকলেই শুনেছে, কিন্তু দেখে নি কেউ। আমি অন্তত এমন কাউকে পাই নি যে

স্বচক্ষে সে চিঠি দেখেছে। মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার কাছে এই চিঠির ইঙ্গিত করলে উনি একেবারে আকাশ থেকে পড়তেন। যদি ধরেও নিই যে কিছু একটা হয়েছিল, জিনা সত্যিই একটা চিঠি লিখেছিল (আমি বিশ্বাস করতে রাজী আছি যে সে লিখেছিল), তাহলেও মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার কী রকম হাতযশ দেখুন। বিচ্ছিরি কেলেঙ্কারিটা কী রকম চাপা পড়ে গেল। একটু দাগ, একটু চিহ্নও রইল না! এইসব হীন কুৎসার প্রতি মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা এখন আর ভ্রূক্ষেপও করেন না, অথচ শুধু ঈশ্বরই জানেন, তাঁর একমাত্র মেয়েটির নাম অকলঙ্ক রাখার জন্যে কী খাটুনিই না তিনি খেটেছেন। এবং জিনার যদি এখনো বিয়ে না হয়ে থাকে, তবে তাতে অবাক হবার কী আছে? — এখানে তেমন পাত্রই বা কোথায়? জিনার বিয়ে হওয়া উচিত খাঁটি বনেদী বংশের কোনো প্রিন্সের সঙ্গে। এমন রূপ কি কেউ দেখেছে কখনো? মেয়েটি অহঙ্কারী তা সত্যি, সাংঘাতিক অহংকারী। লোকে বলে, মজ্‌গ্লিয়াকভ ওর পাণিপ্রার্থী, কিন্তু মনে হয় না বিয়ে হবে। কেননা মজ্‌গ্লিয়াকভের কতটুকু মূল্য? সে অবশ্য তরুণ, দেখতেও মন্দ নয়, বেশ ধাবু, দেড়শ ভূমিদাসের সম্পত্তি, বন্ধক দেওয়া নয়, তাছাড়া পিটার্সবুর্গের লোক। কিন্তু হলে কী হয়, প্রথমত, একটু পাগলাটে, বাজে বকে, মাথায় ছিট আছে, অনবরত নতুন নতুন আইডিয়ায় ভরপুর! দেড়শ ভূমিদাসের সম্পত্তিই বা এমন কী, বিশেষ করে অত নতুন নতুন আইডিয়া থাকলে সে আর কতক্ষণ! না, না! ও বিয়ে চলবে না!

অনুরাগী পাঠক এতক্ষণ যা পড়লেন সেটি আমি লিখেছিলাম পাঁচ মাস আগে, স্রেফ শ্রদ্ধার বশেই। আগেই বলে রাখি যে আমি মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার ঈষৎ পক্ষপাতী। ইচ্ছে ছিল, 'উত্তরাঞ্চল মক্ষিকা' প্রভৃতি পত্রিকায় সেকালে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ সেকাল আর ফেরার নয়, যেসব লেখা প্রকাশিত হত সেই ধরনে বন্ধুর নিকট এক সরস পত্রের আকারে এই মহীয়সী মহিলার উদ্দেশে একধরনের শ্রদ্ধাঞ্জলি রচনা করব। কিন্তু যেহেতু আমার তেমন কোনো বন্ধু নেই অথচ কিছুটা সাহিত্যিক ভীরুতা আছে, তাই আমার রচনাটি টেবিলেই পড়ে ছিল, সাহিত্য কর্মের একটা প্রাথমিক চেষ্টা হিসাবে এবং আলসেমি ও আনন্দের মুহূর্তে নিরীহ চিত্তবিনোদনের স্মৃতিরূপে। পাঁচ মাস কেটে গেছে — তারপর হঠাৎ একটা অস্বাভাবিক

ঘটনা ঘটল মোর্দাসভে। একদিন খুব সকালে শহরে এসে পৌঁছলেন কাউন্ট 'ক' এবং উঠলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার বাড়িতে। এ আগমনের ফল হল অসংখ্য। মোর্দাসভে কাউন্ট ছিলেন মাত্র তিন দিন কিন্তু সেই তিন দিনেই রেখে গেলেন একটা মারাত্মক অনপনোদনীয় স্মৃতি। বলব, তার চেয়েও বেশি, আমাদের শহরে কাউন্ট যেন একটা বিপ্লব ঘটিয়ে দিলেন। নিঃসন্দেহে মোর্দাসভের ইতিবৃত্তের অতি তাৎপর্যময় একটা পর্বই হবে সে বিপ্লবের বিবরণ। কিছুটা ইতস্তত করার পর এই পর্বটাকেই একটা সাহিত্য-রূপ দেব স্থির করেছি, শ্রদ্ধেয় পাঠকসাধারণের দরবারে তা পেশ করব। মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা এবং তাঁর বংশের উত্থান, যশোদীপ্ত ও সগৌরব পতনের সমগ্র ও অপূর্ব কাহিনী নিয়েই আমার উপন্যাস। প্রসঙ্গটা যেমন উপযুক্ত, লেখকের পক্ষে তেমনি লোভনীয়। অবশ্যই প্রথমে এ কথা বলা প্রয়োজন, আমাদের শহরে এসে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার বাড়িতে কাউন্ট যে রইলেন, সেটা কোন দিক থেকে আশ্চর্য। তবে সে কথা বলতে হলেই কাউন্ট 'ক' সম্পর্কেও দুচার কথা জানানো দরকার। তাছাড়া আমাদের কাহিনীর পরবর্তী গতি পরিণতির দিক থেকেও এই লোকটির জীবনী দেওয়া একান্ত অপরিহার্য। সুতরাং শুরু করা যাক।

২

শুরুতে এই কথা বলব যে কাউন্ট 'ক' মোটেই বৃদ্ধ নন, কিন্তু তাকিয়ে দেখলে মনে না হয়ে পারে না যে ওঁর শরীর এই বুঝি ভেঙে পড়বে, খুবই অথর্ব, অথবা বলা ভালো, জীর্ণ হয়ে পড়েছেন তিনি। এই কাউন্টটি সম্বন্ধে মোর্দাসভে অতি অদ্ভুত সব খবর ছড়িয়েছিল। কেউ কেউ এ কথাও বলে বসে যে লোকটা পাগল। সকলের কাছেই এইটে খুব আশ্চর্য লেগেছিল যে চার হাজার ভূমিদাসের মালিক, অতি প্রসিদ্ধ এক বংশের এই যে মানুষটা, ইচ্ছা করলে তাঁর গুবের্নিয়ায় প্রবল জাঁক করে থাকতে পারতেন, তিনি কিনা তাঁর সেই চমৎকার জমিদারিতে বাস করছেন এক সন্ন্যাসীর মতো। ছয় সাত বছর আগে মোর্দাসভে থাকাকালে কাউন্টকে যারা দেখেছিল তারা বলে যে সে সময় কাউন্ট নিঃসঙ্গতা সইতে পারতেন না, আর যাই হোক এমন সন্ন্যাসী ছিলেন না মোটেই।

তাঁর সম্পর্কে আমি যেসব নির্ভরযোগ্য সংবাদ সংগ্রহ করেছি তা এই:

একদা যৌবনকালে, মানে অতি অতীতে, কাউণ্টের জীবন শুরু হয় চমৎকার। ভোগসুখ ও প্রেমচর্চায় তিনি আত্মনিয়োগ করেন, বিদেশে বার কয়েক টাকা ওড়ান, রোমান্স গাইতেন, রসিকতা করতেন এবং কদাচই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতেন না। স্বভাবতই তাঁর সমস্ত টাকা নিঃশেষ হয়, বুড়ো বয়সে দেখেন হাতে প্রায় একটি পয়সাও নেই। কেউ তাঁকে পরামর্শ দেয় মহালে ফিরে যেতে — সে মহাল তখন নিলামে উঠতে শুরু করেছে। এই প্রসঙ্গেই তিনি আসেন মোর্দাসভে এবং সেখানে ঠিক ছয় মাস থাকেন। গুবের্নিয়ার জীবন তাঁর খুব ভালো লাগে, এবং এই ছয় মাসে প্রেমচর্চা চালিয়ে ও গুবের্নিয়ার মহিলাদের সঙ্গে নানাবিধ ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করে তাঁর অর্থের যেটুকু বাকি ছিল তার শেষ কপর্দক পর্যন্ত ব্যয় করেন। লোক তিনি ছিলেন ভালোই, যদিও কিছু কিছু অভিজাত বদ-অভ্যাস থেকে মুক্ত ছিলেন না, কিন্তু যেহেতু এর্বাম্বিধ বদ-অভ্যাস মোর্দাসভের উঁচু সমাজের গুণ বলে বিবেচিত হয় তাই তাতে সাধারণের মনে কোনো খেদ জাগে না, বরং বেশ একটা চমক লাগে। বিশেষ করে মহিলারা তাদের এই প্রিয় অতিথিটির কথায় নিয়ত গদ্‌গদ হয়ে উঠতেন। তাঁর সম্বন্ধে নানা গল্প এখনো থেমে যায় নি। শোনা যায় কাউণ্টের প্রসাধনের জন্য দিনের অর্ধেকটাই লেগে যেত। মনে হত মানুষটা যেন কতকগুলো টুকরো দিয়ে তৈরি। কবে এবং কোথায় উনি অমনভাবে টুকরো হয়ে গেলেন তা কেউ জানত না। মাথায় পরচুলা পরতেন এবং তার গোঁপ, বাকেনবার্ড গালপাট্টা এমনকি তাঁর 'ইম্পিরিয়েল' নুরটুকু পর্যন্ত আগাগোড়া নকল চুলে তৈরি, আর সমস্তই চমৎকার কালো রঙের। প্রতিদিন উনি পাউডার মাখতেন, রং লাগাতেন। শোনা যেত নাকি মুখের বলিরেখাগুলি উনি ক্লিপ এ'টে সমান করে নিতেন, ক্লিপগুলো সুকৌশলে লুকনো থাকত তাঁর চুলের মধ্যে। আরো শোনা যেত যে উনি নাকি একটা করসেট পরতেন, ইতালিতে কোনো এক অভিসার থেকে পালাবার সময় জানলা দিয়ে আনাড়ীর মতো লাফাতে গিয়ে তাঁর পাঁজরার একটি হাড় খোয়া যায়। বাঁ পায়ে উনি খুঁড়িয়ে চলেন, লোকে বলে পা-টা নকল, আসল পা-টা জখম হয় প্যারিসে অন্য আরেকটা অভিসারে। লোকে এও বলে যে নতুন পা-টি খুব চমৎকার কর্কের তৈরি। কিন্তু লোকে তো কত কীই বলে! অবশ্য ওঁর ডান চোখটা

যে কাঁচের সেটা ঠিকই। তবে বেশ নিপুণ করে বসানো। দাঁতগুলোও বাঁধানো। ঘণ্টায় ঘণ্টায় নানা রকম পেটেণ্ট লোশন দিয়ে উনি গা হাতপা ধোন, আতরে প্রলেপে সর্বদাই ভুরভুর করেন। শোনা যায় সেই সময়েই কাউণ্টের মধ্যে বার্ধক্যের লক্ষণ বেশ ফুটে উঠেছিল, কথা কইতেন অসহ্য রকমের বেশি। সবাই বুঝেছিল, কেরিয়ার ওঁর শেষ হয়ে গেছে। সকলেই জানত, ওঁর আর একটি পয়সাও নেই। ঠিক সেই মুহূর্তে ওঁর এক নিকটতমা আত্মীয়া হঠাৎ মারা যান — অথর্ব বৃদ্ধাটি প্যারিসে কায়েমী বাসা করে ছিলেন, তাঁর কাছ থেকে কাউণ্টের কোনো প্রত্যাশা ছিল না। কিন্তু ঠিক তার এক মাস আগেই মহিলাটির ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারীটিও মারা গিয়েছিলেন। ফলে একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবেই কাউণ্ট তাঁর বৈধ উত্তরাধিকারী হয়ে গেলেন। মোর্দাসভ থেকে ঠিক পঞ্চাশ মাইল দূরে চমৎকার এক মহালের চার হাজার ভূমিদাসের একমাত্র মালিক হয়ে উঠলেন তিনি। তৎক্ষণাৎ পিটার্সবুর্গে রওনা দিলেন নিজের ব্যাপারটা গুছিয়ে নেবার জন্যে। আমাদের মহিলারা একজোট হয়ে বিদায়ী অতিথির জন্যে একটা চমৎকার ভোজের আয়োজন করলেন। এই শেষ ডিনারটির সময় কাউণ্ট ভারি হাসিখুসি হয়ে ছিলেন তা সকলের মনে আছে — শ্লেষ করছিলেন, রহস্য করছিলেন, নানা রকমের অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শোনাচ্ছিলেন, কথা দিয়েছিলেন যথাশীঘ্র দুখানভোয় যাবেন (তাঁর নতুন সম্পত্তিতে) এবং শপথ করেছিলেন, সেখানে গেলেই আমোদ-প্রমোদ পিকনিক বলনাচ আর আতশবাজির এক অখণ্ড আসর শুরু করে দেবেন। উনি চলে যাবার পর পুরো এক বছর ধরে মহিলারা এই সব প্রতিশ্রুত আমোদ-প্রমোদের কথা আলোচনা করেছেন এবং প্রিয় এই বৃদ্ধটির প্রত্যাগমনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থেকেছেন। ইতিমধ্যে দুখানভোতে ভ্রমণ করেও এসেছেন তাঁরা। দেখে এসেছেন একটা সেকেলে ধরনের বাড়ি, বাগানে একেসিয়ার ঝাড় ছাঁটা হয়েছে সিংহের আকারে, মণ্ডপ, বিরামমঞ্চ, চন্দ্রাতপ, mon plaisirs, নকল পাহাড়, লেক, তার ওপর ভাসন্ত নৌকো, তাতে বেণু-বাদক এক তুর্কীর মুখ ক্ষোদাই করা এবং আরো কত কী।

অবশেষে কাউণ্ট ফিরলেন, এবং সকলকে বিস্মিত ও হতাশ করে মোর্দাসভে না এসে একেবারে গিয়ে বসতি নিলেন দুখানভোতে, সেখানে বাস করতে লাগলেন সন্ন্যাসীর মতো। বিচিত্র সব গুজব রটতে লাগল তাঁর

সম্পর্কে এবং সেই সময় থেকে তাঁর ইতিহাস হয়ে দাঁড়াল অস্পষ্ট, রূপকথার মতো। প্রথমত, শোনা গেল পিটার্সবুর্গে তিনি বিশেষ কিছু সুবিধা করতে পারেন নি, তাঁর ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীদের নিশ্চয়ই ভয় হয়েছিল যে এ সম্পত্তিটাও তিনি উড়িয়ে দেবেন, তাই তারা মতিচ্ছন্নতার অজুহাতে কাউন্টের ওপর এক অভিভাবকতা চাপাতে চেয়েছিল। কেউ কেউ বলে, সত্যি করেই নাকি তাঁকে এক উন্মাদ-আশ্রমে আটকে রাখার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু কেউকেটা গোছের তাঁর এক আত্মীয় নাকি তাঁর পক্ষ নেয়, অতিশয় নির্ভুলভাবে অন্যদের বোঝায় যে বেচারা কাউন্ট এখনই প্রায় আধমরা, আসলে টিকে আছেন শুধু কৃত্রিম উপায়ের জোরে, খুবই সম্ভব শীগগিরই মারা যাবেন, পাগলাগারদের পন্থা ছাড়াই তখন সম্পত্তিটা ওদের হাতে এসে পড়বে। কিন্তু ফের বলি, লোকে কী না বলে, বিশেষ করে আমাদের মোর্দাসভে! এই সবের ফলে কাউন্ট বেশ ঘাবড়ে যান, চরিত্র একেবারে বদলে গিয়ে উনি সন্ন্যাসী হয়ে ওঠেন। মোর্দাসভের কেউ কেউ নিতান্তই কৌতূহলবশে তাঁকে অভিনন্দন জানাতে গিয়েছিল, কিন্তু কাউন্ট হয় তাদের সঙ্গে দেখা করেন নি নতুবা অভ্যর্থনা করেন খুবই অদ্ভুত ধরনে। পুরনো বন্ধুদেরও আর চিনতে পারেন নি। লোকে বলে, চেনেন তা দেখাতে চাইছিলেন না।

স্বয়ং লাটও গিয়েছিলেন দেখা করতে। ফেরেন এই সংবাদ নিয়ে যে তাঁর মতে কাউন্ট সত্যিই কিছুটা বিকৃতমস্তিষ্ক এবং এরপর থেকে দুখানভোতে তাঁর এই সাক্ষাৎকারের কথা উঠলেই উনি মুখ ব্যাজার করতেন। মহিলাদের ধিক্কার মুখর হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত একটা পাকা খবর জানা গেল, কাউন্ট নাকি জনৈকা স্তেপানিদা মাতভেয়েভনার অঙ্গুলি হেলনে চলছেন (মহিলাটি যে কে তা ঈশ্বরই জানেন!)। মেয়েটা ওঁর সঙ্গে এসেছে পিটার্সবুর্গ থেকে, দেখতে মোটা, বয়স হয়েছে, ঘুরে বেড়ায় সুতী কাপড়ের পোষাকে, হাতে থাকে একগোছা চাবি। কাউন্ট তার একান্ত বাধ্য, ঠিক শিশুর মতো, তার অনুমতি ছাড়া এক পাও চলেন না। মেয়েটা নাকি নিজের হাতে ওঁর ধোয়া মোছা করে, শিশুর মতো ওঁকে আদর দেয় সোহাগ করে, এবং এই মেয়েটিই তাঁকে আটকে রাখে যত অভ্যাগতদের কাছ থেকে, বিশেষ করে আত্মীয়দের কাছ থেকে — গোপন খবর বার করার জন্যে এরা প্রায়ই আসতে শুরু করেছিল দুখানভোতে। এই রহস্যময় সম্পর্ক নিয়ে

মোর্দাসভে নানা জল্পনা কল্পনা চলে, বিশেষ করে মহিলাদের মহলে। লোকে বলে, স্তেপানিদা মাতভেয়েভনা কাউণ্টের সমস্ত সম্পত্তি দেখাশোনা করে, সেই সর্বেসর্বা, নায়েব গোমস্তা চাকরবাকরকে সেই বরখাস্ত করে, সেই নজরানা আদায় করে। কিন্তু ম্যানেজার হিসাবে মেয়েটা ভালো, চাষীদের কপাল ফিরেছে। আর কাউণ্ট — জানা গেল সারা দিন তিনি প্রসাধনে ব্যয় করেন, পরচুলা আর ফ্রককোট পরে পরে দেখেন, বাকি সময়টা তিনি কাটান স্তেপানিদা মাতভেয়েভনার সঙ্গে, তার সঙ্গে বিস্তি খেলেন, তাস দেখে ভবিষ্যৎ বার করেন, আর মাঝে মধ্যে বেড়াতে বেরোন তাঁর শান্তশিষ্ট বিলাতী ঘোড়াটায় চেপে, তবে নির্ঘাত সঙ্গে থাকে একটা ঘেরা গাড়ির মধ্যে স্তেপানিদা মাতভেয়েভনা — পাছে কোনো দুর্ঘটনা হয় এই জন্যে, কেননা, জিনের ওপর বসে থাকাই কাউণ্টের দায়। ঘোড়ায় যে চাপতেন সেটা তাঁর আনন্দের জন্যে ততটা নয়, যতটা জাঁক দেখাবার জন্যে। মাঝে মাঝে দেখা যেত পায়ে হে'টে আসছেন, গায়ে একটা ওভারকোট, মাথায় চওড়া স্ট্র-হ্যাট, গলায় একটা গোলাপী মেয়েলী রুমাল জড়ানো, চোখে মনোক্‌ল্‌, বাঁ হাতে বাস্কেট — ব্যাঙের ছাতা, ঘাস ফুল, কর্ণফ্লাওয়ার ইত্যাদি রাখার জন্যে। তাঁর পাশেই স্তেপানিদা মাতভেয়েভনা এবং পেছনে দুই ছ'ফুট লম্বা বরকন্দাজ এবং পাছে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, তাই একটা গাড়ি। পথে যদি কোনো চাষী পড়ত, পথ ছেড়ে টুপি নামিয়ে নিচু হয়ে অভিবাদন করে যদি বলত, 'শুভদিন হুজুর, শুভদিন গো কাউণ্ট, আমাদের আঁধার ঘরের আলো, আমাদের আকাশের সূর্য্যি!' কাউণ্ট অমনি তাঁর লর্নেটটা তুলে তার দিকে চেয়ে সুন্দর করে মাথা নুইয়ে অমায়িকভাবে বলতেন, 'Bonjour, mon ami, bonjour!'* এমনি ধারা নানা গুজব চালু হয়েছিল মোর্দাসভে। কাউণ্টের কথা লোকের মন থেকে যাচ্ছিল না — থাকতেন তো খুব কাছে! সুতরাং ভেবে দেখুন, এক শুভদিনে যখন গুজব রটল যে সেই কাউণ্ট, সেই পাগলা সন্ন্যাসীই স্বেচ্ছায় এসেছেন মোর্দাসভে এবং মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার বাড়িতে উঠেছেন, তখন কী রকম অবাক হল সবাই! সবাই একেবারে উত্তেজিত অভিভূত হয়ে উঠল, সকলেই তার একটা কারণ খুঁজতে চাইছিল, সবাই সবাইকে অনবরত জিজ্ঞেস করলে,

* সুভদিন, বন্ধু, সুভদিন! (ফরাসী) — সম্পাঃ

'ব্যাপারটা কী?' কেউ কেউ ঠিকই করে ফেলল মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার সঙ্গে দেখা করতে যাবে। কাউণ্টের এই আগমন সকলের কাছেই মনে হল বেশ অস্বাভাবিক। মেয়েদের মধ্যে চলল চিরকুটের আদানপ্রদান, এ বাড়ি ও বাড়ি যাওয়া আসা, ঝি আর স্বামীদের তারা পাঠালে গোপন খবর জেনে আসার জন্যে। আর কোথাও নয়, মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার বাড়িতেই যে কাউণ্ট এসে উঠেছেন এইটেই সবচেয়ে অদ্ভুত লাগল সকলের। তাতে সবচেয়ে বিরত বোধ করলেন আন্না নিকোলায়েভনা আন্তিপোভা — কাউণ্টের তিনি এক অতি দূরের আত্মীয়া। কিন্তু এসব প্রশ্নের জবাব পাবার একমাত্র উপায় হল গিয়ে খোদ মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার সঙ্গে দেখা করা। অনুরাগী পাঠকবৃন্দকেও আমরা সেখানেই নিমন্ত্রণ জানাই। এখন সবে সকাল দশটা সত্যি, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের অভ্যর্থনা করতে উনি আপত্তি করবেন না। আমাদের সঙ্গে অন্তত দেখা উনি নিশ্চয় করবেন।

৩

সকাল দশটা। আমরা এসেছি বলশায়া স্ট্রিটে, মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার বাড়িতে, ঠিক সেই ঘরখানিতেই, গুরুত্ব উপলক্ষে যেটিকে গৃহকর্ত্রী বলেন সালোঁ। 'বুদোয়ার'ও তাঁর একটি আছে। সালোঁর মেজেটা ভালোই পালিশ করা, ওয়াল-পেপারটাও খারাপ নয়। ভারি ভারি আসবাবপত্রের সাজসজ্জায় লাল রঙটার প্রাধান্য। ম্যাণ্টেলপিসের ওপর একটা আয়না, আয়নার সামনে ব্রোঞ্জের ঘড়ি, অতি কুরুচিকর কিউপিড মূর্তি দিয়ে সে ঘড়ি অলংকৃত। জানলার মাঝে মাঝে দুটি আয়না, ঢাকনাগুলো ইতিমধ্যেই সরিয়ে রাখা হয়েছে। আয়নাদুটির সামনে ছোটো ছোটো টেবলের ওপর আরো দুটি ঘড়ি। পেছনকার দেয়াল ঘেঁষে একটি বড়ো পিয়ানো, — আনা হয়েছে বিশেষ করে জিনার জন্যে, জিনা বাজাতে পারে। জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের পাশে মোটামুটি শোভন বিশৃঙ্খলায় সাজানো কয়েকটা আরামকেদারা। তাদের মাঝখানে একটা ছোট্ট টেবল। ঘরের অন্য কোণে, ঝকঝকে শাদা কাপড়ে ঢাকা আর একটা টেবল। তার ওপর রুপোয় তৈরি ফুটন্ত সামোভার, সুচারু একটি চায়ের পাট। সামোভার এবং চায়ের ব্যাপারটা নাস্তাসিয়া

পেত্রোভনা জিয়াবলভা নামক একটি মহিলার দায়িত্বে — দূর সম্পর্কের আত্মীয়া হিসাবে তিনি মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার সঙ্গেই থাকেন। এই মহিলাটি সম্পর্কে কিছু বলি। মহিলাটি বিধবা, বয়স তিরিশ পেরিয়েছে, তাজা লাবণ্যময় গায়ের রং, কালো চুল, সজীব কালচে বাদামী চোখ। মোটেই খারাপ দেখতে নন। আমুদে স্বভাব, ভয়ানক হাসতে ভালোবাসেন, বেশ সেয়ানা, পরচর্চায় অবশ্যই পাকা এবং নিজেরটুকু বেশ গুছিয়ে নিতে পারেন। দুটি সন্তান আছে, কোথাকার কোন স্কুলে পড়ছে। ফের বিয়ে করার খুব ইচ্ছে। বেশ স্বাধীনভাবেই চলেন। স্বামী ছিল একজন সামরিক অফিসার। মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা বসে ছিলেন আগুনের পাশে, মেজাজটা খুব ভালো, পরনে একটা হাল্কা সবুজ পোষাক, চমৎকার মানিয়েছে। কাউণ্ট সে সময় ওপর তলায় প্রসাধনে ব্যস্ত। তাঁর আগমনে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার খুশি আর ধরে না। এত খুশি যে তা চাপা দেবারও চেষ্টা নেই। সামনে তাঁর একটি যুবা পুরুষ, একটু কায়দা করে দাঁড়িয়ে সোৎসাহে কী যেন বলছে। চোখের ভাবটা দেখেই বোঝা যায়, শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করাই তার লক্ষ। বয়স পঁচিশ বছর। ভাবভঙ্গিটা খারাপ নয়, তবে বড়ো ঘন ঘনই সে আহ্লাদে আটখানা হয়ে ওঠে, তাছাড়া রসজ্ঞান জাহিরেরও লোভ খুব। পোষাক আশাকের বেশ পারিপাট্য, শণ রঙের চুল, দেখতে মন্দ নয়। কিন্তু এর কথা তো আগেই বলেছি। এই হল শ্রীযুত মজগ্লিয়াকভ, যাকে নিয়ে সকলেই খুব আশা করে আছে। মনে মনে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা তাকে কিছুটা শূন্যগর্ভ বলে ভাবতেন, কিন্তু ভালোভাবে আপ্যায়ন করতেন সর্বদাই। সে-ই তাঁর মেয়ে জিনার পাণিপ্রার্থী। মজগ্লিয়াকভের কথা অনুসারে জিনার প্রেমে সে উন্মত্ত। জিনার দিকে সে বারে বারে তাকাচ্ছিল, ফুর্তি রসিকতা করে জিনার ঠোঁটে একটু হাসি ফোটানোই তার ইচ্ছে। কিন্তু বোঝাই যায় ছেলেটির প্রতি জিনার একটা নিরুত্তাপ উপেক্ষা আছে। এই মুহূর্তে জিনা দাঁড়িয়ে আছে একটু দূরে, পিয়ানোটার কাছে, অন্যমনস্কভাবে একটা ক্যালেণ্ডারের পাতা ওলটাচ্ছে আঙুলের ডগা দিয়ে। সমাজে দেখা দেওয়ামাত্রই সকলের সানন্দ বিস্ময় যারা জাগিয়ে তুলতে পারে, জিনা তেমনি এক নারী। অসম্ভব সুন্দরী সে — মাথায় লম্বা, গাঢ় রঙের চুল, প্রায় কালো আশ্চর্য একজোড়া চোখ, সুঠাম গড়ন, পরিপুষ্ট অপরূপ বুক। পুরামূর্তির মতো কাঁধ আর বাহু, লোভনীয় পদযুগল, রাণীর মতো

চলন। আজকে ওকে দেখাচ্ছে একটু ফ্যাকাশে, কিন্তু ওর ভরাট লাল নিখুঁত খোদাই ঠোঁট দুটি আর তার ফাঁকে এক সারি মুক্তার মতো সমান ছাঁদের ছোট ছোটো দাঁতের যে ঝিলিক, তা একবার দেখলে তিন সপ্তাহ ধরে সে ছবিটা স্বপ্নে এসে হানা দেবে। মুখের ভাবটা গম্ভীর কঠিন। ওর স্থির দৃষ্টিতে মুঁসিয়ে মজগ্লিয়াকভ কেমন যেন ভয় পাচ্ছিল, অন্ততপক্ষে সাহস করে জিনার দিকে যতবার চাইছিল ততবারই মুখটা শুকিয়ে যাচ্ছিল। জিনার হাবভাবে একটা উগ্র তাচ্ছিল্য। পরনে একটা সাধারণ শাদা মসলিনের ড্রেস. শাদায় ওকে আশ্চর্য মানায় — কিন্তু সে তো সবেতেই ওকে মানায়। আঙুলে কুন্তলগুচ্ছের একটা আংটি। রং দেখে বোঝা যায়, তা ওর মায়ের চুল নয়। মজগ্লিয়াকভ কখনো সাহস করে জিজ্ঞেস করতে পারে নি চুলটা কার। এদিনের এই সকালটিতে জিনাকে দেখাচ্ছে অস্বাভাবিক নীরব, প্রায় বিমর্ষ, যেন কিসের একটা দুশ্চিন্তায় ডুবে আছে। তবে তার বদলে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা অবিরাম বকবক করতে রাজী, যদিও মাঝে মাঝে কেমন সন্দিগ্ধ চোখে চেয়ে দেখছেন মেয়ের দিকে। তবে দেখছেন চোরা দৃষ্টিতে, মনে হয় তিনিও যেন ভয় পাচ্ছেন জিনাকে।

'ভারি খুশি হয়েছি, ভারি খুশি হয়েছি পাভেল আলেক্সান্দ্রভিচ,' উনি বলছিলেন, 'সে কথা আমি গলা বাড়িয়ে সবাইকে বলতে রাজী। যা বলেছিলেন তার চেয়ে দু সপ্তাহ আগেই এসে জিনাকে আর আমাকে যে ভারি অবাক করে দিয়েছেন, সে কথা নয় ছেড়েই দিলুম, সে তো বটেই! ভয়ংকর খুশি হয়েছি আপনি আমাদের কাউণ্টকে নিয়ে এসেছেন বলে। চমৎকার এই বুড়ো মানুষটাকে আমি যে কী ভালোই বাসি তা আপনি জানেন না! না, সে আপনি বুঝবেন না। আপনারা অল্পবয়সী, যতই বোঝাবার চেষ্টা করি আমার কেন যে এত আনন্দ তা আপনাদের মাথায় ঢুকবে না। জানেন কি, উনি একদিন — ছ'বছর আগে আমার কতখানি ছিলেন — তোর মনে আছে জিনা? ও হো, ভুলেই গিয়েছিলুম, তুই তো তখন তোর খুড়ীর কাছে ছিলি... আপনার বিশ্বাস হবে না, পাভেল আলেক্সান্দ্রভিচ, আমি ছিলুম ওঁর গাইড়, ওঁর মা, ওঁর বোনের মতো! শিশুর মতো আমায় উনি মেনে চলতেন! কেমন যেন ভারি সরল, নরম, উদার ছিল আমাদের সম্পর্ক, প্রায় যেন সেই রাখালিয়া গীতের মতো... মানে কী যে বলা যায়, ভেবে পাই না! সেই জন্যেই উনি এমন কৃতজ্ঞচিত্তে কেবল আমার

এই বাড়িটাকেই মনে রেখেছেন, ce pauvre prince!* জানেন, পাভেল আলেক্সান্দ্রভিচ, আমার কাছে ওঁকে নিয়ে এসে আপনি ওঁকে সম্ভবত বাঁচিয়ে দিলেন। এ ছ'বছর ওঁর কথা ভেবে কেবলি কষ্ট হয়েছে। বিশ্বাস হবে না আপনার — আমি সত্যিই ওঁকে স্বপ্নে দেখতাম। লোকে বলে, ওই ভয়ানক মেয়েটা ওঁকে যাদু করেছে, ওঁর সর্বনাশ করেছে! যাক, শেষ পর্যন্ত আপনি ওর হাত থেকে ওঁকে ছিনিয়ে আনলেন তাহলে! উহুঁ, এই সুযোগে ওঁকে একেবারে মুক্ত করে আনতে হবে! কিন্তু কী করে সব ঘটালেন আর একবার বলুন না, ঘটনাটা সব খুঁটিয়ে বলুন। প্রথম যখন বলেছিলেন তখন উত্তেজনায় শুধু মোদ্দা ব্যাপারটা শুনেছিলুম অথচ খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলোতেই তো বলা যায় আসল রস। খুঁটিনাটি আমার খুব ভালো লাগে, খুব গুরুতর ব্যাপারেও আমার সবচেয়ে আগে চোখ পড়ে খুঁটিনাটিগুলোর ওপর — আর... উনি যতক্ষণ সাজগোজ করছেন... ততক্ষণে আপনি...'

'সে তো আপনাকে আমি আগেই সব বলেছি মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা,' মজ্‌গ্লিয়াকভ সাগ্রহেই সূত্রটা লুফে নিলে। বোঝা যায় গল্পটা দরকার হলে দশবার বলতেও সে রাজী, ওতেই তার আনন্দ। 'সারা রাত ধরে যাত্রা, স্বভাবতই এক মুহূর্তও ঘুমতে পারি নি — বুঝতেই পারছেন কী রকম তাড়া ছিল!' কথাটা সে বললে জিনার দিকে চেয়ে, 'মোট কথা, গালমন্দ চেঁচামেচি করে ঘোড়ার তাগাদা দিতে হয়েছে। ডাক ঘাঁটিগুলোতে একেবারে হল্লা বাধিয়ে দিয়েছিলুম। ছাপালে তা একেবারে আধুনিক স্টাইলের একটি কবিতা হয়ে উঠবে! যাক, সেটা কথা নয়! সকাল ঠিক ছটায় আমি এসে পৌঁছলুম ইগিশেভোতে, এইটেই শেষ স্টেশন। হাড় পর্যন্ত জমে গেছে, একটু গরম হয়ে নেবার জন্যেও সবুর সইল না, ঘোড়ার জন্যে হাঁকাহাঁকি শুরু করে দিলুম। ডাক মাস্টারের বৌ তো ভড়কেই গেল। কোলে তার ছেলে, ভয়ে বুকের দুধ বোধ হয় শুকিয়ে শেষ... সূর্যোদয়টা ছিল চমৎকার। জানেন তো — তুষারকণাগুলো কেমন লাল হয়ে ওঠে, তারপর রুপোলী! কিন্তু কোনো দিকে তখন আমার বিন্দুমাত্র নজর নেই। মোটের ওপর একেবারে পাড়িমরি তাড়া! ঘোড়া প্রায় লুট করে নিলুম এক

* বেচারা কাউন্ট। (ফরাসী) — সম্পাঃ

প্রিভি-কাউন্সিলারের কাছ থেকে, প্রায় তার সঙ্গে ডুয়েল বাধে আর কি। লোকে বলাবলি করছিল কোন একজন কাউন্ট নাকি তার নিজের ঘোড়ায় চেপে এসেছিল রাত্রে, মিনিট পনেরো আগে ঘাঁটি ছেড়েছে। কে শোনে ওসব, গাড়িতে উঠে একেবারে শেকল-ছেঁড়া ছুট। ফেত-এর কোন একটা 'এলিজি'তে এই রকমেরই কী একটা বর্ণনা আছে যেন। শহর থেকে ঠিক সাত মাইল দূরে, একেবারে স্ভেতোজের্স্ক আশ্রমের মোড়টায় দেখি এক অবাক কান্ড। একটা মস্ত গাড়ি কাত হয়ে পড়েছে, কোচোয়ান আর দুজন চাকর হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, গাড়িটার মধ্যে থেকে আসছে মর্মভেদী চিৎকার আর গোঙানি। ঠিক করলুম, যেমন যাচ্ছি চলে যাই। কাত হয়ে পড়ে আছে তো থাক গে! তাতে আমার কী? কিন্তু হাইনে যা বলেছেন, মানবতা এসে সবকিছুতেই নাক গলায়। আমার মধ্যেও ঐ মানবতাটা চাড়া দিয়ে উঠল। গাড়ি থামালুম। আমি আর আমার কোচোয়ান সেমিওন — তারও তো রুশী কলজে — ছুটে গেলুম উদ্ধার করতে। দু'জনে মিলে গাড়িটাকে দাঁড় করানো গেল পায়ের ওপর, মানে পা তো আর সত্যিই নয়, স্লেজের আর পা কোথায়! জনকয়েক চাষী শহরে যাচ্ছিল কাঠ নিয়ে, তারাও সাহায্য করলে। বখশিশ করলুম ওদের। ভাবলুম, যে কাউন্টের কথা সবাই বলছিল সেই না তো? তাকিয়ে দেখি, হায় ভগবান, তিনিই স্বয়ং, কাউন্ট গাভ্রিলা! একেই বলে সাক্ষাৎ! চেঁচিয়ে ডাকলুম, 'কাউন্ট, খুড়ো!' প্রথম দৃষ্টিতে অবশ্য উনি আমায় চিনতেই পারেন নি। তবে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চিনলেন, মানে পরের দৃষ্টিতে। অবিশ্যি বলতে বাধা নেই, আমি কে তা বোধ হয় উনি এখনো জানেন না, মনে হচ্ছে আমাকে ভেবেছেন অন্য কেউ, আত্মীয় বলে চিনতে পারেন নি। সাত বছর আগে ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় পিটার্সবুর্গে। আমি তখন একটা ছোটো ছেলে। সে কথা আমার মনে ছিল, ওঁকে দেখে খুবই অবাক লেগেছিল তখন। কিন্তু উনি কি আর আমায় মনে রাখতে পারেন? নিজের পরিচয় দিলুম। আনন্দে উনি আমায় জড়িয়ে ধরলেন, তবে কেবলি ভয়ে থরথর করছেন আর কাঁদছেন। সত্যি কাঁদছিলেন, নিজের চোখে দেখেছি! এ-কথা সে-কথা বলে শেষ পর্যন্ত ওঁকে রাজী করালাম আমার গাড়িতে করে একদিনের জন্যে হলেও মোর্দাসভে আসবেন, বিশ্রাম নিয়ে চাঙ্গা হয়ে যাবেন। গাঁইগুঁই না করেই উনি রাজী হয়ে গেলেন। বললেন যাচ্ছিলেন স্ভেতোজের্স্ক আশ্রমে সাধু

মিসাইল বাবাজীর সঙ্গে দেখা করতে, ওঁকে উনি ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। বললেন, স্তেপানিদা মাতভেয়েভনা আর আত্মীয়স্বজন আমরা স্তেপানিদা মাতভেয়েভনার কথা কে না জানি, এই তো গত বছরই সে আমায় ঝাঁটা হস্তে দ্ভখানভো থেকে তাড়িয়েছিল — তা এই স্তেপানিদা মাতভেয়েভনার নাকি একটা চিঠি এসেছে, তার এক আত্মীয় নাকি মস্কোয় মৃত্যুশয্যায় — হয় তার বাপ নয় তার মেয়ে, এই দুজনের কেউ একজন, ঠিক কে মনে নেই, ওদিকে মনও দিই নি। বোধ হয় বাপ এবং মেয়ে দুজনেই। সরাইখানায় কাজ করে কোন এক ভাইপো না কে, সেও এসে জোটে... মোটের ওপর মেয়েটা এতই বিচলিত হয়ে পড়ে যে ঠিক করে দিন দশেকের জন্যে কাউণ্টকে ছেড়ে যাবে, রাজধানীতেই যাত্রা করেছে, রাজধানীর শোভা বর্ধন করবে আর কি। কাউণ্ট কয়েকদিন অপেক্ষা করেন, পরচুলোগুলো পরে পরে দেখেন, প্রসাধনের প্রলেপ নেন, চুল রঙ করেন, তাস থেকে ভবিষ্যৎ গোনেন (নাকি বরবটি বীচি থেকে), তবে দেখা গেল স্তেপানিদা মাতভেয়েভনাকে ছাড়া ওঁর চলছে না! ঘোড়া জুততে হুকুম দেন, রওনা হন স্ভেতোজেস্কি আশ্রমের অভিমুখে। অদৃশ্যগোচর স্তেপানিদা মাতভেয়েভনার ভয়ে একজন চাকর নাকি সাহস করে আপত্তি তুলেছিল, কিন্তু কাউণ্ট গোঁ ছাড়েন না। রওনা দিয়েছিলেন গতকাল ডিনারের পর, রাতটা কাটান ইগিশেভোতে, ভোরে স্টেশন ছাড়েন এবং যেখানটিতে মোড় নিয়ে মিসাইল বাবাজীর কাছে পৌঁছবার কথা সেখানেই গাড়ি ঘোড়া সমেত উল্টে পড়েন প্রায় খালের মধ্যে। উদ্ধার করে ওঁকে বোঝাই আমাদের উভয়ের সুহৃদ মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার বাড়িতে যেতে। বলেন, আপনার মতো এমন মনোহারিণী মহিলা উনি দেখেন নি, — আর দেখতেই পাচ্ছেন, এসে পড়লুম আর কি, সুতরাং কাউণ্ট ওপর তলায় তাঁর প্রসাধন ঠিক করছেন খানসামার সাহায্যে, ওটিকে উনি সঙ্গে আনতে ভোলেন নি, ওকে না নিয়ে কোথাও উনি পা বাড়াতে রাজী নন, বরং মরবেন কিন্তু কিছুটা প্রস্তুতি, মানে কিছুটা মেরামতি না করে মহিলাদের সামনে দর্শন উনি দেন না — এই হল গে মোট কাহিনী! Eine allerliebste Geschichte!'*

---

* খাশা গল্পটি! (জার্মান) — সম্পাঃ

'এত রগড়ও জানেন বাপু, শুনলি জিনা!' সবটা শোনার পর মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন, 'কী চমৎকার করে বলেন! কিন্তু আচ্ছা পল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। কাউণ্টের সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা ঠিক কী? ওঁকে আপনি খুড়ো বললেন না?'

'খোদা জানেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, সত্যিই জানি না কী সম্পর্ক। গোটা সাতেক কুল পেরিয়ে বোধ হয় — তাও আমার সন্দেহ আছে. দোষটা আমার নয়, খুড়িমা আগলায়া মিখাইলভনার। মানে, খুড়িমা আগলায়া মিখাইলভনার কোনো কাজ নেই, শুধু কোথায় কে আত্মীয় আছে তারই হিসেব করেন। উনিই আমায় খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে গত বছর দুখানভোতে পাঠিয়েছিলেন। আমায় না পাঠিয়ে উনি নিজে গেলেই একবার পারতেন! সোজা কথা, এমনিই ওঁকে আমি খুড়ো বলি, উনিও জবাব দেন। এখনো পর্যন্ত মোটের ওপর এই হল আমাদের সম্পর্ক...'

'সে যাই হোক আমি বাপু চিরকালই বলব, ওঁকে যে সোজা আমার বাড়িতে নিয়ে এসেছেন, সে বুদ্ধি আপনাকে ঈশ্বরই জুগিয়েছেন। অন্য কারো ঘরে গিয়ে উঠলে বেচারীর কী যে হাল হত ভাবলেই কাঁপুনি আসে। এখানকার লোকগুলো ওঁকে একেবারে ছেঁকে ধরত, ছিঁড়ে খেত, গিলত! এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ত যেন একটা সোনার খনি না কী পেয়েছে, একেবারে লুট করে ছাড়ত! এখানকার লোকগুলো যে কী লোভী, কী হীন, কী কুটিল তা আপনার ধারণাতেও নেই পাভেল আলেক্সান্দ্রভিচ!..'

'সে আবার কী! আপনার এখানে ছাড়া আর কোথায় আবার উনি যাবেন? কী যে বলেন আপনি মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা!' চা ঢালতে ঢালতে ফোড়ন কাটেন বিধবা নাস্তাসিয়া পেত্রোভনা, 'আন্না নিকোলায়েভনার ওখানে তো আর কাউণ্টকে তোলা যায় না!'

'কিন্তু বেরুচ্ছেন না যে, এত দেরি করছেন কেন? সত্যিই আশ্চর্য,' চেয়ার থেকে অধীরভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

'খুড়ো তো? তা সাজগোজ শেষ করতে ওঁর বোধ হয় আরো পাঁচ ঘণ্টা লাগবে। তাছাড়া, স্মৃতি-শক্তি ওঁর একেবারেই গেছে, হয়ত ভুলেই গেছেন যে আপনার বাড়িতে এসে উঠেছেন। অদ্ভুত লোক, জানেন তো মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা!'

'দোহাই আপনার, থামুন তো, কী যে বলেন!'

'কী-যে-বলেন মোটেই নয় মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, একেবারে খাঁটি সত্য কথা! উনি কি আর মানুষ, আধখানাই ওঁর তৈরি! আপনি ওঁকে ছ'বছর আগে দেখেছেন, কিন্তু আমি দেখেছি এই ঘণ্টা খানেক আগেই। জ্যান্ত মড়া একটি! মানুষ নন! শুধু একটা অতীত স্মৃতি! লোকে নিতান্তই সমাধিস্থ করতে ভুলে গেছে। ওঁর চোখ নকল, ঠ্যাং আগাগোড়া কর্কের, স্প্রিংএর ওপর বসেন, কথাও বলেন স্প্রিংএর জোরে!'

'ছি ছি, কী হ্যাবলা আপনি!' কড়া ভাব করে চেঁচিয়ে উঠলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'বয়স আপনার অল্প, আত্মীয় হন অথচ শ্রদ্ধেয় একজন বৃদ্ধ সম্পর্কে অমনি করে কথা কইতে লজ্জা হয় না! ওঁর অপার দাক্ষিণ্যের কথা নয় নাই তুললাম,' কণ্ঠে তাঁর কেমন একটা গম্ভীরতা ফুটে উঠল, 'ভুলবেন না যে আমাদের অভিজাত মহলের উনি একটা অবশেষ, বলা যেতে পারে একটা ধ্বংসস্তূপ। বুঝি, mon ami, এ হ্যাবলামির পেছনে আপনার ওই সব নতুন নতুন আইডিয়াগুলোই রয়েছে, তা আপনি অনবরত বোঝান। কিন্তু আমিও যে আপনার ঐ সব নতুন আইডিয়ার ভক্ত! জানি আপনার মতামতগুলোর মূলকথা হল উদারতা, সততা। এই সব মতামতগুলোর মধ্যে উঁচু কিছু একটা আছে তাও টের পাই। কিন্তু এসব সত্ত্বেও, সোজা দিকটা, বলা যেতে পারে সাংসারিক দিকটা দেখতে আমার তো বাধে না। আমি এই দুনিয়াতেই দিন কাটিয়েছি, দেখেছি আপনার চেয়ে অনেক বেশি, শেষ কথা আমি একজন মা, আপনি তো এখনো ছেলেমানুষ! উনি বুড়ো মানুষ, তাই আপনার চোখে হাস্যকর! তাছাড়া, গতবার আপনি তো বলেই বসেছিলেন, আপনার চাষীদের আপনি মুক্তি দিতে চান, যুগের প্রতি নাকি আপনার কিছু কর্তব্য আছে; এ সবই আপনার ঐ অতিমাত্রায় শেকস্‌পিয়র পড়ার ফল! শুনুন পাভেল আলেক্সান্দ্রভিচ, আপনার শেকস্‌পিয়রের যুগ বহুকাল পেরিয়ে গেছে, আজ তিনি যদি ফিরেও আসেন, তাহলেও তাঁর মহামনীষা সত্ত্বেও আমাদের জীবনের একটা পঙক্তিও উনি বুঝে উঠতে পারবেন না! আমাদের বর্তমান সমাজে শিভালরির বা মহত্ত্বের যদি কিছু থেকে থাকে তবে সেটা ঐ উঁচু শ্রেণীর মধ্যেই। সেখানেই তার সন্ধান মিলবে। কাউণ্ট যেখানেই থাকুন — কাউণ্ট। প্রাসাদেই থাকুন আর কুটিরেই থাকুন, কাউণ্ট কাউণ্টই! এই তো দেখুন না আমাদের নাতালিয়া দ্মিত্রিয়েভনার স্বামী,

প্রায় এক প্রাসাদতুল্য বাড়ি তুলেছেন; হলে কী হয় — তিনি ঐ নাতালিয়া দ্‌মিত্রিয়েভনার স্বামী ছাড়া কিছুই নন! নাতালিয়া দ্‌মিত্রিয়েভনা নিজেও চাই কি পঞ্চাশটা ক্রিনোলিন পেটিকোট পরতে পারে তবু সে ওই চিরকালের নাতালিয়া দ্‌মিত্রিয়েভনাই, ওজন তাতে বাড়বে না। আপনি নিজেও তো খানিকটা উ'চু মহলের লোক, কেননা জন্মটা ওখানেই। আমিও নিজেকে তার বাইরে বলে ভাবি না, — কিন্তু যে ছেলে নিজের বাসাকেই নোংরা করে, সে কুপুত্র! তবে এ সব আপনি নিজেই ভালো টের পাবেন, mon cher Paul,* শেকস্‌পিয়রকে ভুলে যাবেন, এই বলে রাখলুম। এখনো আপনি বিশেষ মন থেকে এসব করছেন না, ফ্যাশন হয়েছে বলে করছেন। কিন্তু দ্যাখো দিকি, কী বকছি! আপনি এখানেই থাকুন, mon cher Paul, আমি ওপরে গিয়ে দেখে আসি কাউণ্ট কী করছেন। হয়ত কিছু ওঁর দরকার হতে পারে, আর আমার চাকরবাকরগুলো, জানেন তো...'

এবং তাঁর ঐ চাকরবাকরগুলোর কথা মনে হতেই মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা দ্রুত ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

'কাউণ্ট যে ওই সাজ-দেমাকী আন্না নিকোলায়েভনার খপ্পড়ে পড়েন নি তাতে দেখছি ভারি খুশি হয়েছেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা। অথচ বলে বেড়িয়েছে কাউণ্ট নাকি আবার ওর আত্মীয়! রাগে ফেটে পড়বে নিশ্চয়!' ফোড়ন কাটেন নাস্তাসিয়া পেত্রোভনা, কিন্তু কেউ কিছু বলল না দেখে তিনি জিনা আর পাভেল আলেক্সান্দ্রভিচের দিকে চকিত দৃষ্টিক্ষেপ ক'রে ব্যাপার বুঝে এমনভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন যেন কী একটা কাজ আছে তাঁর। তবে অবিলম্বেই তার শোধ তুললেন দরজার বাইরে আড়ি পেতে।

পাভেল আলেক্সান্দ্রভিচ সঙ্গে সঙ্গেই ফিরল জিনার দিকে। অবস্থাটা তার বেশ বিচলিত, গলার স্বর কাঁপছিল। ভীরু মিনতির সুরে বললে, 'জিনাইদা আফানাসিয়েভনা, আমার ওপর রাগ করেন নি তো?'

'আপনার ওপর? কেন?' জবাব দিল জিনা। একটু লাল হয়ে উঠে তার আশ্চর্য চোখ দুটি সে তুললে মজগ্লিয়াকভের দিকে।

'এত তাড়াতাড়ি চলে এলুম ব'লে! আমি আর পারছিলুম না, জিনাইদা

* প্রিয় পল। (ফরাসী) — সম্পাঃ

আফানাসিয়েভনা, আরো দু-সপ্তাহ থাকতে আমি পারতুম না . এমনকি স্বপ্নে পর্যন্ত কেবলি আপনাকে দেখতুম! ছুটে এলুম আমার নির্বন্ধ জানতে... কিন্তু আপনি ভ্রূকুটি করছেন, রাগ করেছেন! নিশ্চিত কোনো কথা কি আমার এখনো জানার সময় হয় নি?'

জিনা ভুরু কোঁচকাচ্ছিল তা সত্যি।

'জানতাম আপনি এই কথা তুলবেন,' জিনা বললে চোখ নামিয়ে; গলার স্বর তার দৃঢ় কঠিন, কিন্তু বিষাদের একটা সুরও তাতে শোনা গেল, 'এই অপেক্ষায় থাকাটা আমার কাছেও ভারি অসহ্য, তাই যত তাড়াতাড়ি তা শেষ হয় ততই ভালো। আপনি ফের জবাব দাবি করছেন, মানে জানতে চাইছেন। তাহলে বেশ, একই জবাব ফের শুনুন, কেননা অবস্থাটা সেই একই — অপেক্ষা করুন! ফের বলি, এখনো মন ঠিক করে উঠতে পারি নি, আপনার স্ত্রী হব এ প্রতিশ্রুতি দিতে পারি না। জবরদস্তি করে তা আদায় হয় না পাভেল আলেক্সান্দ্রভিচ। তবে আপনাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বলি, চূড়ান্তভাবে আমি এখনো প্রত্যাখ্যান করছি না। আরো মনে রাখবেন, অনুকূল সিদ্ধান্তের জন্যে আপনাকে এই যে আশা রাখতে বলছি সেটা শুধু আপনার অধীরতা ও উদ্বেগে বিচলিত হচ্ছি বলে। ফের বলি, সিদ্ধান্ত নেবার একান্ত স্বাধীনতা আমার চাই, আর শেষ পর্যন্ত যদি আমি অমত জানাই তাহলে আশা দিয়েছি বলে আমায় দোষ দেওয়া চলবে না। এই কথাটা মনে রাখবেন কিন্তু।'

'মনে রাখবেন! কী বলছেন আপনি!' অনুযোগের সুরে চেঁচিয়ে ওঠে মজাগ্লিয়াকভ, 'একে কি ভরসা বলে! জিনাইদা আফানাসিয়েভনা, বলুন আপনার কথা থেকে আশার একটি কণিকাও কি পেতে পারি?'

'যা বললুম তা মনে রেখে যদি কিছু পেতে চান পাবেন। আপনার ইচ্ছে। তবে আমি এর বেশি একটি কথাও বলব না। আপনাকে এখনো প্রত্যাখ্যান করছি না, শুধু বলছি সবুর করে থাকুন। কিন্তু ফের বলি, আপনাকে প্রত্যাখ্যান করতেও পারি এ অধিকার আমি রাখছি। আর একটা কথা, পাভেল আলেক্সান্দ্রভিচ, জবাব পাবার সময় হবার আগেই আপনি যদি এসে থাকেন একটু বাঁকা পথে চাপ দেবেন ব'লে, অথবা বাইবের লোকের (ধরা যাক, মায়ের) কোনো প্রশ্রয় পাবেন আশা ক'রে, তাহলে আপনার হিসাবে ভয়ানক ভুল হয়েছে। সেক্ষেত্রে আমি আপনাকে সোজাসুজি

প্রত্যাখ্যান করব, শুনছেন তো? আপাতত এই যথেষ্ট, সময় আসার আগে আর এ বিষয়ে একটি কথাও নয়।'

কথাটা বলা হল বেশ ঠান্ডা কড়া গলায়, বিনা দ্বিধায়, যেন মুখস্থ করে রাখা হয়েছিল। মঁসিয়ে পলের মনে হল ভারি ফাঁদে পড়েছে সে। সেই মুহূর্তে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ফিরে এলেন, আর প্রায় ঠিক তাঁর পেছু পেছু মাদাম জিয়াবলভা।

'মিনিট খানেকের মধ্যেই উনি আসছেন, জিনা। নাস্তাসিয়া পেত্রোভনা, শীগগীর নতুন করে চা করুন!'

মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা বেশ ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন।

'আন্না নিকোলায়েভনা এর মধ্যেই গোয়েন্দা পাঠিয়েছিল, ওর সেই আনিউৎকা গিয়ে ঢুকেছিল রান্নাঘরে, নানা কথা জিজ্ঞেস করছিল। ওহ্, এতক্ষণে ও যা জ্বলেপুড়ে মরছে!' সামোভারের দিকে ছুটতে ছুটতে যোগ করলেন নাস্তাসিয়া পেত্রোভনা।

'তাতে আমার কী?' মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা বললেন মাদাম জিয়াবলভার দিকে পেছন ফিরে চেয়ে, 'আন্না নিকোলায়েভনা কী ভাবছে না ভাবছে তাতে আমার বয়েই গেল। কারো রান্নাঘরে লোক পাঠাতে আমি যাচ্ছি না জেনে রাখুন। আমার অবাক লাগে, সত্যি অবাক লাগে যে আপনারা সকলেই আমায় বেচারী আন্না নিকোলায়েভনার শত্রু ভাবেন — শুধু আপনিই বা কেন, সারা শহরই যেন তাই ভাবে। আপনিই বলুন, পাভেল আলেক্সান্দ্রভিচ, আপনি আমাদের দুজনকেই চেনেন — কী আমার দায় পড়ল যে তার শত্রুতা করতে যাব? লোকে বলবে সমাজের সেরা? কিন্তু ও ব্যাপারে আমি একেবারে উদাসীন। ওর যদি সে ইচ্ছে থাকে তো হোক না। আমিই সবার আগে গিয়ে ওকে অভিনন্দন জানিয়ে আসব। তাছাড়া, এসব সত্যিই অন্যায়। আমি ওর পক্ষ নিই, ওর পক্ষ নেওয়া আমার কর্তব্য! লোকে ওর নিন্দা করে। সবাই ওর পেছনে লাগে। বয়স কম, সাজগোজ করতে ভালোবাসে — এই জন্যেই? আমার মতে অন্য কিছু করার চেয়ে সাজগোজ করা বরং ভালো, যেমন ধরুন এই নাতালিয়া দ্মিত্রিয়েভনা, উনি যে জিনিসটির ভক্ত সে কথা মুখে আনাও যায় না। আন্না নিকোলায়েভনা না হয় পাড়া বেড়াতে ভালোবাসেন, ঘরে বসে থাকতে পারেন না, এই জন্যে কি? তা কী করবে বলুন, শিক্ষাদীক্ষা তো বেশি নেই, একটা বই বা অন্য কিছু নিয়ে

একনাগোড়ে দু'মিনিট বসে থাকা ওর পক্ষে যে সহজ নয়। না হয় একটু ফ্লার্টই করে, রাস্তা দিয়ে যে যায় তার দিকেই কটাক্ষে চায়। কিন্তু লোকেই বা কেন গিয়ে বোঝায় যে ও সুন্দরী, ফর্সা রং ছাড়া আর কীই বা আছে? ওর নাচ দেখলে হাসি পায় — সে কথা মানলাম! কিন্তু লোকেই বা কেন ওর মাথায় ঢোকায় যে ও খাসা পোলকা নাচে? অদ্ভুত অদ্ভুত সব টুপি পরে ও, কিন্তু ভগবান যে ওকে বিশেষ রুচি দেন নি, লোকের কথায় নাচে সে কি ওর দোষ? লজেন্সের মোড়ক দিয়ে চুল বাঁধলে ওকে তোফা দেখবে এ কথা গিয়ে বললে ও ঠিক তাই পিন এঁটে পরবে। বড়ো পরনিন্দা করে, কিন্তু সে তো এখানকার সবাই করে। কে করে না? সকাল নেই দুপুর নেই রাত নেই ঐ গালপাট্টা বাগিয়ে সুশিলভ ওর বাড়ি যায়। কিন্তু বাপু, ও করবেটা কী যদি ওর স্বামী ভোর পাঁচটা পর্যন্ত কেবল তাসই খেলে! তাছাড়া, শহরে কুদৃষ্টান্ত তো অল্প নেই। তবে, **সম্ভবত,** এটা নিতান্তই একটা বাজে রটনা। অন্তুতপক্ষে, আমি চিরকালই ওর পক্ষ নেব, চিরকাল!.. আরে ওমা, কাউণ্ট আসছেন যে! ওই তো উনি! এ যে আমার চেনা মুখ, হাজার লোকের মধ্যেও ঠিক চিনতে পারি! এতদিন পরে তাহলে দেখা হল, mon prince!* এই বলে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ছুটে গেলেন কাউণ্টকে অভ্যর্থনা করতে।

৪

প্রথম দৃষ্টিতে কাউণ্টকে মোটেই বুড়ো মনে হবে না। শুধু আরো খুঁটিয়ে ঘনিষ্ঠভাবে দেখলে বোঝা যাবে একটা স্প্রিঙে বসানো শবদেহ। আর্টের যতকিছু কলাকৌশল সব প্রয়োগ করা হয়েছে মমিটাকে যুবার মতো সাজিয়ে তোলার জন্যে। আশ্চর্য এক পরচুলা, গালপাট্টা, গোঁপ, ছুঁচলো দাড়ি — সবই এক আশ্চর্য কালো রঙের এবং তাতে মুখের অর্ধেকটা ঢাকা। এমন অপূর্ব কৌশলে প্রলেপ ও রং পড়েছে যে একটা কুঞ্চনও প্রায় চোখে পড়ে না। গেল কোথায় সেগুলো — বোঝা যাবে না। পোষাকে ফ্যাশনের চূড়ান্ত, দেখে মনে হয় এইমাত্র একটা ফ্যাশনের বিজ্ঞাপন থেকে উঠে এসেছেন। যে কোটটি পরেছিলেন সেটা কাট-এ্যাওয়ে বা ঐ রকমেরই

---

* আমার কাউণ্ট। (ফরাসী) — সম্পাঃ

কিছু একটা, ঠিক কী জানি না, তবে ভয়ানক ফ্যাশনদুরস্ত এবং আধুনিক প্রাতঃকালীন আমন্ত্রণের জন্যে বিশেষভাবে তৈরি। দস্তানা, টাই ওয়েস্টকোট, শার্ট সবই ঝকঝকে তাজা এবং ভারি রুচিকর। কাউণ্ট একটু খুড়িয়ে চলেন, কিন্তু সেটা করেন এমন চালে যে মনে হয় এটাও বোধ হয় একটা ফ্যাশন। এক চোখে একটা মনোক্‌ল্ — ঠিক সেই চোখটিতে যেটা কাচের। সেন্টে ভুরভুর করছেন। কথা বলার সময় কিছু কিছু শব্দ টেনে টেনে উচ্চারণ করেন, হয় তা জরার জন্যে, নয়ত তাঁর সমস্ত দাঁতগুলো বাঁধানো বলে, হয়ত বা শুধু ঠাটের জন্যেই। কতকগুলো অক্ষর উনি অস্বাভাবিক মধুর করে উচ্চারণ করেন, শেষের 'এ'টাতে একটু জোর দেন। 'হ্যাঁ' কথাটিকে বলেন ম্‌হ্যাঁ-া, তবে শোনায় মিষ্টি। আচারে ব্যবহারে কেমন একটা অবহেলার ভাব, সারা জীবনের বাবুগিরি থেকে সেটা যেন তাঁর অঙ্গাঙ্গি হয়ে আছে। কিন্তু তাঁর পূর্বতন বাবু জীবনের যদি কিছু রেশ এখনো থেকে থাকে তবে সেটা মোটেই সচেতন নয়, যেন একটা ঝাপসা স্মৃতির মতো, বিস্মৃতির আড়ালে পড়ে যাওয়া কিছু একটার অবশেষ, হায়, যা আর কোনো প্রসাধন, কর্সেট, সুগন্ধ বা নরসুন্দরেই ফিরিয়ে আনতে পারবে না। সুতরাং আগেই স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে বৃদ্ধটি তাঁর রসবুদ্ধি না হারালেও স্মৃতি-শক্তি হারিয়ে বসেছেন বহুদিন আগেই। অনবরত কথা গুলিয়ে ফেলছিলেন, একই কথার পুনরাবৃত্তি করছিলেন, এমনকি প্রলাপও বকছিলেন। ওঁর সঙ্গে আলাপ চালানো সহজ নয়। কিন্তু মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার অঢেল আত্মবিশ্বাস, কাউণ্টকে আসতে দেখেই উনি আহ্লাদে গদগদ হয়ে উঠলেন।

'কিন্তু আপনার চেহারা তো একটুও বদলায় নি, একটুও না!' অতিথির হাত ধরে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি; আরামকেদারায় ওঁকে বসিয়ে দিয়ে বললেন, 'বসুন কাউণ্ট, বসুন! ছয় বছর, পুরো ছয় বছর আমাদের দেখা নেই, একটি চিঠি কি পত্র, কিছু না! সত্যি ভারি অন্যায় ব্যবহার করেছেন আমার সঙ্গে কাউণ্ট! কী যে রেগেছি আপনার ওপর, mon cher prince!* কিন্তু চা — জল্‌দি চা, নাস্তাসিয়া পেত্রোভনা, চা!'

'ধন্‌-ন্যবাদ... ধন্‌-ন্যবাদ... ভারি দুঃখ্‌-খিত!' একটু তোতলালেন

* প্রিয় কাউণ্ট! (ফরাসী) — সম্পাঃ

কাউণ্ট (বলতে ভুলে গেছি কাউণ্টের একটু তোতলামি আছে, সেটাও তিনি এমনভাবে সারেন যেন ভারি একটা ফ্যাশনের ব্যাপার)। 'দুঃখ্-খিত! গত বছর আমি আসব বলেই একেবারে ঠিক করেছিলুম,' উনি যোগ করলেন লর্নেটের মধ্যে দিয়ে ঘরখানা নিরীক্ষণ করে, 'কিন্তু সবাই আমায় ভয় পাইয়ে দিলে। বললে, আপনাদের এখানে নাকি ক-লেরা শুরু হয়েছে...'

'না কাউণ্ট, এখানে তো কলেরা হয় নি,' বললেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

'গো-মড়ক হয়েছিল খুড়ো!' বৈশিষ্ট্য অর্জনের ইচ্ছায় ফোড়ন কাটল মর্জাগ্নিয়াকভ। কড়া চাউনির ধমক দিলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

'হ্যাঁ, তাহলে গো-মড়ক বা অমনি কিছু একটা হবে। তাই বাড়িতেই রয়ে গেলুম। আপনার স্বামী কী রকম আছেন, আন্না নিকোলায়েভনা? এখনো সেই উকিলির কাজে?'

'না কাউণ্ট,' মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা বললেন একটু তো-তো করে, 'আমার স্বামী কিন্তু সরকারী উকিল নন...'

'বাজি রেখে বলতে পারি খুড়োর সব গুলিয়ে গেছে, আপনাকে ভেবেছেন আন্না নিকোলায়েভনা আন্তিপোভা!' বুদ্ধিমন্ত মর্জাগ্নিয়াকভ চেঁচিয়ে উঠেছিল, কিন্তু তারপরেই আত্মসংবরণ করে নিলে, কেননা নজরে পড়ল তার বুঝিয়ে বলার আগেই মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ঈষৎ দমে গেছেন।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ আন্না নিকোলায়েভনা আন্তিপোভা, মানে (সব-ই ভুলে যাই!) আন্তিপোভা। ঠিক আন্তি-পোভাই,' বললেন কাউণ্ট।

'না কাউণ্ট, আপনার ভারি ভুল হয়েছে,' শুকনো হেসে বললেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা। 'আমি আন্না নিকোলায়েভনা নই, আমায় চিনতে পারবেন না তা সত্যি ভাবতেই পারি নি! অবাক করলেন কাউণ্ট! আমি আপনার পুরনো পরিচিতা মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা মস্কালিওভা। মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে মনে নেই আপনার কাউণ্ট?..'

'মারিয়া আলে-ক্সা-ন্দ্রভনা! দ্যাখো দিকি! আর আমি ভাবছিলুম, আপনি হলেন গে (কী যেন ওঁর নাম) — হ্যাঁ, হ্যাঁ, আন্না ভাসিলিয়েভনা! C'est délicieux!* তাহলে ভুল জায়গায় এসে পড়েছি! আর আমি ভায়া, ভাবছিলাম তুমি আমায় সোজা নিয়ে যাচ্ছ, ইয়ে, মানে আন্না মাতভেয়েভনার

---

* চমৎকার ব্যাপার! (ফরাসী) — সম্পাঃ

কাছে। C'est charmant!* কিন্তু প্রায়ই আমার এই হয়। বেঠিক জায়গায় প্রায় এসে পড়ি। তবে তাতে এসে যায় না, যাই ঘটুক আমি খুশি থাকি। আপনি তাহলে নাস্তাসিয়া ভাসি-লিয়েভনা নন? কী আশ্চর্য..'

'আমি মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা কাউন্ট, মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা! ওহ্ আপনি যে কী রকম করলেন আমার সঙ্গে! আপনার সবচেয়ে বড়ো বন্ধুকেই ভুলে গেলেন!'

'মানে, সত্যি বন্ধু আমার... pardon, pardon!'** কাউন্ট বললেন একই রকম তোতলিয়ে, জিনার ওপর থেকে উনি আর চোখ ফেরাতে পারছিলেন না।

'এ-টি আমার মেয়ে জিনা। আপনার সঙ্গে ওর পরিচয় হয় নি। আপনি যখন এসেছিলেন এখানে, সেই কোন সালে মনে আছে কাউন্ট? তখন ও বাড়ি ছিল না।'

লর্নেটের মধ্যে দিয়ে উৎসুকভাবে জিনার দিকে চেয়ে থেকে কাউন্ট বললেন, 'এটি তাহলে আপনার মেয়ে? Charmante, charmante! Mais quelle beauté!***' বললেন ফিসফিসিয়ে, বোঝা গেল বেশ অভিভূত হয়েছেন।

ট্রে হাতে কাউন্টের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল একটা বাচ্চা পেয়াদা। তার দিকে কাউন্টের মনোযোগ আকর্ষণ করে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা বললেন, 'একটু চা, কাউন্ট?'

কাউন্ট কাপটা নিয়ে ছেলেটার দিকে চাইলেন — ছেলেটার গাল দুটো টোপা টোপা, লালচে।

'আহ, এটি বুঝি আপনার ছেলে?' কাউন্ট বললেন, 'ভারি চমৎ-কার ছেলে। ভারি ভদ্র নিশ্চয়?'

'জানেন কাউন্ট,' তাড়াতাড়ি করে বাধা দিলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'আপনার ঐ ভয়ংকর দুর্ঘটনার কথাটা শুনলুম। বলতেই হবে ভয়ে একেবারে আঁতকে উঠেছিলুম, মাগো... কোথাও লাগে নি তো? এ সব কিন্তু উপেক্ষা করা ঠিক নয়, জানেন...'

---

* খাশা ব্যাপার! (ফরাসী) — সম্পাঃ

** মার্জনা, মার্জনা করুন! (ফরাসী) — সম্পাঃ

*** চার্মিং, চার্মিং! রীতিমতো সুন্দরী! (ফরাসী) — সম্পাঃ

'ওই ব্যাটাই আমায় ফেলে দেয়, ঐ ব্যাটাই ফেলে দিয়েছে — ঐ কোচোয়ানটা!' রীতিমতো উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠলেন কাউণ্ট। 'ভাবলুম প্রলয় টলয় কিছু একটা ঘটেছে! বলতেই হবে ভয়ানক ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম... ভগবান সহায়, একেবারে ভয়ে হতভম্ব! ভাবিই নি এমন হবে, একদম ভাবি নি! আশাই করি নি! সব ঐ কোচোয়ানটার, ঐ ফি-য়ো-ফিলের দোষ! তোমার ওপর ভরসা করে আছি ভায়া — মতলবটা কী টেনে বার করো তো, তারপর যা হোক একটা হেস্তনেস্ত করে দিয়ো। আমার স্থির বিশ্বাস লোকটা আমায় খুন করতে চে-য়ে-ছিল।'

'বেশ খুড়ো,' বললে পাভেল আলেক্সান্দ্রভিচ, 'যা পারি করব। কিন্তু একটা কথা খুড়ো! এই বারের মতো ওকে মাপ করে দিন না? কী বলেন?'

'কভি নে-হি! আমার স্থির বিশ্বাস ও আমায় খুন করার চেষ্টা করে-ছিল! ও আর ওই লাভরেন্তিটা — ওটাকে আমি বাসায় রেখে এসেছি। মাথায় ওর কী সব নতুন ভাব ঢুকেছে জানেন তো! সব কিছু অস্বীকার করার ঝোঁক হয়েছে... মোট কথা- আস্ত একটি কমিউনিস্ট! ওর সঙ্গে ফের দেখা হবে ভাবলেই ভয় হয়!'

'অতি সত্যি কথা কাউণ্ট!' উল্লাস প্রকাশ করলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'এ অপদার্থ জীবগুলোর জন্যে আমি নিজেও যে কী ভুগি তা আপনার ধারণা নেই! দেখুন না — এই সবে দুটো চাকরকে ছাড়িয়ে দিতে হল, আর নতুন যে দুটো এসেছে, তারা এমনই নিরেট যে বলতেই হবে, সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত কেবলি ঝঞ্ঝাট। কী যে নিরেট তা আপনার ধারণা নেই কাউণ্ট।'

'ঠিকই, ঠিকই! তবে এ কথা আমি কবুল করব যে আমার চাকরবাকরগুলো একটু নিরেট হলেই আমি বাঁচি,' কাউণ্ট বললেন; সব বুড়োর মতো উনিও খুশি হন যখন দেখেন তার বকবকানি লোকে শুনছে বেশ বাধ্যের মতো, 'খানসামাদের বেলায় জিনিসটা বেশ মানায়। ওদের পক্ষে সাধু এবং নিরেট হওয়া একটা গুণ। অবিশ্যিই ক্ষেত্র-বিশেষে। তাতে ওরা যেন বেশ দেখনসই হয়ে ওঠে, মুখের ওপর বেশ একটা গুরু-গম্ভীর ভাব জাগে। মোটের ওপর, দেখে মনে হয় বেশ তালিম পাওয়া, আর খানসামার কাছে এই তা-লিম-টাই হল আমার প্রথম দাবি। তে-রে-ন্তি বলে এখন

আমার একটি লোক আছে। মনে আছে ভায়া, তে-রে-ন্তি-কে মনে পড়ে? ওকে দেখেই আমি ওর ভবিষ্যৎ স্থির করে ফেলি, একেবারে প্রথম দেখেই: তুমি হবে আমার দারোয়ান। অদ্ভুত নিরেট! ভেঁড়ার মতো মুখের ভাব! কিন্তু কেমন দেখনসই, কেমন ভা-রিক্কী! এমন তাজা গোলাপী রঙের গলার ডিমখানা! সে গলার ওপর একটা শাদা টাই বেঁধে খানসামার পোষাকে সাজিয়ে দিলে যা হবে তোফা। সত্যিই আমার টান পড়ে গেছে ওর ওপর। মাঝে মাঝে ওর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি — মনে হবে বুঝি দর্শন টর্শন নিয়ে লোকটা মাথা ঘামাচ্ছে, আস্তো একজন ক্যান্ট, কিংবা ঠিকভাবে বলতে হলে, আস্তো একটি মুটকো তুর্কী মোরগ। চাকর হিসাবে নিখুঁত comme il faut!..*

মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা সানন্দে গদগদ হয়ে উঠেছিলেন, হাততালি না দিয়ে পারলেন না। পাভেল্ আলেক্সান্দ্রভিচ সর্বান্তঃকরণে তাঁর হাসির প্রতিধ্বনি দিলে। খুড়োর কথায় ওর ভারি মজা লেগেছিল। নাস্তাসিয়া পেত্রোভনাও হাসলেন। এমনকি জিনাও।

'কী রগুড়ে, কী আমুদে, কী রসিক আপনি কাউন্ট!' চেঁচিয়ে উঠলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মজার জিনিস লক্ষ করার কী অপূর্ব ক্ষমতা!.. অথচ পাঁচ বছর আপনি সমাজ থেকে অন্তর্ধান করেছেন, কুঠাঁর বন্দী হয়ে আছেন! এমন গুণ সত্ত্বেও! আপনার লেখা উচিত কাউন্ট! আপনি ঠিক একজন ফনভিজিন কি গ্রিবয়েদভ কি গোগল হয়ে যেতে পারতেন!...'

'তা বটে, তা বটে!' বললেন সদাই-তুষ্ট কাউন্টটি, 'মনে হয় পার-তুম!.. এককালে ভারি রসিক বলে আমার নাম ছিল। একটা প্র-হসনের কয়েকটা দৃশ্যও আমি লিখে-ছিলুম... কতকগুলো চমৎ-কার ছড়াও ছিল! তবে অভিনয় হয় নি কখনো...'

'পড়তে পারলে কী চমৎকারই না হত! কী বলিস, জিনা, এই তো চাইছিলুম! দেশের কাজে চাঁদা তোলার জন্যে আমরা কিছু মঞ্চস্থ করব ভাবছিলুম কাউন্ট, আহতদের সাহায্যের জন্যে... আপনার এই প্রহসনটা যদি পেতুম!'

* তোফা ঠাট। (ফরাসী) — সম্পাঃ

'কেন পাওয়া যাবে না? আমি ফের লিখে দিতে পারি — কিন্তু কিন্তু একেবারে ভুলে গে-ছি। তবে ওর দু-তিনটে ব্যঙ্গ-রঙ্গ আমার যা মনে আছে সে একেবারে...' (কাউন্ট তাঁর আঙুলের ডগায় চুমু দিলেন)। 'বি-দেশে যখন ছিলুম তখন একটা রীতিমতো fu-ro-re* বাধিয়ে দিয়ে-ছিলুম। লর্ড বাইরনের কথা মনে পড়ছে। আমাদের দুজনের বেশ অন্তরঙ্গ-তা ছিল। ভিয়েনা কংগ্রেসে** উনি চমৎকার মাজুরকা নাচ নেচেছিলেন।'

'লর্ড বাইরন, খুড়ো! সে কী খুড়ো, কী বলছেন?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, লর্ড বাইরন। কিন্তু না, বোধ হয় লর্ড বাইরন নন, অন্য কেউ হবে। ঠিক, ঠিক — লর্ড বাইরন নন, একজন পোল! বেশ মনে পড়ছে এইবার। কী আশ্চর্য লোক ছিল ঐ পোলটা! নিজেকে ও জাহির করেছিল কাউণ্ট বলে, পরে জানা গেল নেহাৎ এক বাবুর্চি। কিন্তু মাজুরকা নেচেছিল চমৎ-কার। নাচতে নাচতে পা'টি ভাঙল। সে সময় এই নিয়ে আমি কিছু পদ্যও লিখেছিলুম:

পোল মহাশয়
নাচে মন্দ নয়...

আরো আছে। মনে নেই... বোধ হয় এমনি কথা কিছু ছিল:

ঠ্যাং ভাঙে সে মেঝের ওপর পড়ে
বেচারি পোল নাচে নি তার পরে।'

'তাই হবে খুড়ো?' বললে মজাগ্রিয়াকভ, ক্রমেই উৎসাহিত হয়ে উঠছিল সে।

'এই-ই লিখেছিলুম বোধ হয় ভায়া, নয়ত এই ধরনেরই কিছু একটা,' বললেন কাউণ্ট। 'হুবহু হয়ত ঠিক এই-ই নয়; কিন্তু পদ্যটা ভারি সুন্দর হয়ে-ছিল... কতকগুলো ঘটনা এখন আর মনে নেই। এত ব্যস্ত থাকি, তারই ফল।'

'কিন্তু বলুন না কাউণ্ট, ওখানে সারা সময় একলা একলা কী করেন

---

* হৈচৈ। (ফরাসী) — সম্পাঃ

** নেপোলিয়নের পতনের পর ভিয়েনায় ইউরোপীয় রাজন্য ও কূটনীতিকদের কংগ্রেস (১৮১৪—১৮১৫)। — সম্পাঃ

আপনি?' জিজ্ঞেস করলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা। 'আপনার কথা এত মনে হত আমার, mon cher prince;* আপনার সব কথা জানার জন্যে একেবারে অধীর হয়ে উঠেছি...'

'কী করি? মোটের ওপর আমি ভারি ব্যস্ত থাকি আর কি। মাঝে মাঝে কিছুটা বিশ্রাম নিই, মাঝে মাঝে একটু হেঁ‍টে আসি, নানা কথা ভাবি...'

'আপনার খুব জোরালো একটা কল্পনা শক্তি থাকার কথা খুড়ো?'

'খুবই জোরালো ভায়া। মাঝে মাঝে এমন সব কথা ভাবি যে নিজেই অ-বাক হয়ে যাই। আমি যখন কাদুয়েভে ছিলুম... A propos,** তুমি একবার কাদুয়েভের সহকারী শাসনকর্তা হয়েছিলে না?'

'আমি খুড়ো? সে কী!' চেঁচিয়ে ওঠে পাভেল আলেক্সান্দ্রভিচ।

'দ্যাখো তো ভায়া! এদিকে আমি সারাক্ষণ তোমায় ধরে রেখেছি সেই সহকারী শাসনকর্তা বলে, আর অবাক হয়ে ভাবছি সেই লোকটা এমন অন্য রকম হয়ে গেল কেমন করে?.. সে লোকটার ভারি সম্ভ্রান্ত, বুদ্ধি-মান একটা চেহারা ছিল। ভারি বুদ্ধি-মান ছিল, নানা উপলক্ষে কবিতা লিখ-ত। দেখতে ছিল খানিকটা — মানে পাশ থেকে দেখলে — হরতনের সায়েবের মতো...'

'না কাউণ্ট,' বাধা দিলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'শপথ করে বলতে পারি যে আপনি এভাবে জীবন কাটিয়ে নিজেকে ধ্বংস করছেন! পাঁচ বছর ধরে একা একা আটকে থাকা, কারো সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ নেই, কথাবার্তা নেই! আপনার তো সর্বনাশ হয়ে গেছে কাউণ্ট! আপনার প্রতি অনুরাগ আছে এমন যাকে ইচ্ছে জিজ্ঞেস করুন। বলবে আপনি একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছেন!'

'সত্যি?' চেঁচিয়ে উঠলেন কাউণ্ট।

'তাতে কোনো সন্দেহ নেই! আমি বন্ধুর মতো আপনাকে বলছি, বোনের মতো! এ কথা বলছি কারণ, আপনি আমার কাছে প্রিয় জন, অতীতের স্মৃতিটা আমার কাছে পবিত্র! লুকিয়ে লাভ কী? না, আপনি যে ভাবে দিন কাটাচ্ছেন তার একটা আমূল বদল দরকার। নইলে আপনি অসুখে পড়বেন, ক্ষয়ে যাবেন, মরবেন...'

---

* আমার প্রিয় কাউণ্ট। (ফরাসী) — সম্পাঃ

** ভালো কথা। (ফরাসী) — সম্পাঃ

'ওরে বাবা! সত্যিই মারা যাব নাকি এত শীগ্‌গির?' আঁতকে উঠলেন কাউন্ট, 'তবে আপনি ধরেছেন ঠিক। অর্শে আমি একেবারে জ্বলে মরছি, বিশেষ করে কিছুকাল থেকে... অর্শটা যখন বাড়ে তখন আশ্চর্য আশ্চর্য সব উপ-সর্গ দেখা দেয় (আপনাকে সবিস্তারে তাহলে বলি).. প্রথমত...'

'অন্য আর এক সময়ে বলবেন খুড়ো,' মন্তব্য করে প্যাভেল আলেক্সান্দ্রভিচ, 'এখন ... ওঠার সময় হয়েছে, তাই না?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই ভালো, আর এক সময়! শুনতেও হয়ত খুব কৌতূহল লাগবে না। এখন বুঝতে পারছি... অথচ ভারি অদ্ভুত একটা রোগ। কতরকম ব্যাপার আছে... আমায় পরে মনে করিয়ে দিও ভায়া, আজ সন্ধ্যাতেই এর একটা ঘট-নার কথা বলব...'

'কিন্তু কাউন্ট, সারিয়ে নেবার জন্যে বিদেশে যাচ্ছেন না কেন?' ফের বাধা দিলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

'বিদেশ? হ্যাঁ, হ্যাঁ বিদেশ! নিশ্চয় বিদেশে যাব আমি। মনে আছে বিশ সালে যখন বিদেশে ছিলুম, তখন ভা-রি ফুর্তিতে কেটেছিল। একজন ফরাসী ভাইকাউন্টেস্-এর সঙ্গে প্রায় বিয়ে হয়-হয়। ভয়ানক প্রেমে পড়েছিলুম, সারা জীবন ওর জন্যে উৎসর্গ করতেও রাজী ছিলুম। তবে বিয়ে করলে আমি নই আর একজন। আশ্চর্য ব্যাপার — আমি শুধু ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে দূরে ছিলুম, তখন আর একজন এসে ওকে জিতে নিলে — লোকটা ছিল এক জার্মান ব্যারন। তারপর কিছুদিন এক পাগলাগারদে ওকে কাটাতে হয়।'

'কিন্তু cher prince, ও কথা তুলেছিলাম কারণ, স্বাস্থ্য সম্পর্কে আপনার গুরুত্ব দিয়ে ভাবা উচিত। বিদেশে কত ভালো ভালো ডাক্তার আছে... তাছাড়া, জীবন ধারার একটা বদল হলেও উপকার হবে! অল্প দিনের জন্যে হলেও দুখানভো আপনার নিশ্চয় ছেড়ে আসা উচিত।'

'নিশ্চয়। অনেকদিন থেকেই আমি তা ভেবে রেখেছি, মানে হাই-ড্রো-পাথি চিকিৎসাই করব।'

'হাইড্রোপাথি?'

'হ্যাঁ, হাইড্রোপাথি। একবার হাই-ড্রো-পাথি চিকিৎসা করেছিলুম। সে সময় কী একটা প্রস্রবণের কাছে ছিলুম আমি। মস্কোর এক মহিলাও সেখানে ছিলেন। নামটা মনে নেই, কিন্তু অত্যন্ত কাব্যিক এক মহিলা —

সত্তর বছর বয়েস হয়েছিল। সঙ্গে ছিল তার এক মেয়ে, বিধবা, প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়েস, একটা চোখ ঢ্যালা বার করা। গলা দিয়ে তারও প্রায় কবিতা ঝরত। পরে ওর একটা দুর্ঘটনা ঘটে — রাগের বশে ঝিটাকে খুন করে বসে, তাই নিয়ে বিচার হয়। সে কথা যাক গে, এই দুটি মহিলা আমায় জল-চিকিৎসা নেবার জন্যে বোঝায়। বলতেই হবে সে সময় আমার কোনো অসুখ ছিল না। কিন্তু ওরা আমার পেছনে লাগল — চিকিৎসা করো, চিকিৎসা করো! ফলে আমি নানা রকম জল খেতে লাগলুম, নেহাৎ ভদ্রতা করে। ভাবলুম, হয়ত সত্যিই কোনো উপকার হবে। জল খাই, খালি জল খাই — একটা গোটা জলপ্রপাত গলাধঃকরণ করে গেলুম। সত্যিই হাউড্রোপাথি ভারি উপকারী জিনিস, আমার অনেক উপকার হয়েছিল। শেষের দিকে অসুখে না পড়লে সত্যি একেবারে নিখুঁত স্বাস্থ্য বজায় থাকত, কোনো সন্দেহ নেই...'

'নিখুঁত যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্ত, খুড়ো! আচ্ছা খুড়ো, আপনি কখনো তর্কশাস্ত্র অনুশীলন করেছিলেন?'

'মা গো! প্রশ্নের ছিরি দ্যাখো!' স্তম্ভিত কাঠিন্যের সুর এনে বললেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

'অনুশীলন করেছি ভায়া, কিন্তু সে বহু দিন আগে। জার্মানিতে দর্শনও পড়েছিলুম; পুরো একটা কোর্স পড়ি, কিন্তু তখনই আর কিছু মনে ছিল না। স্বীকার করতে লজ্জা নেই... ভয়ানক ভয়ানক সব রোগের কথা বলে আপনি আমায় এমন ভয় দেখিয়েছেন যে... খুব বিচলিত হয়ে গেছি। শীগগিরই আসছি...'

'কিন্তু কোথায় চললেন কাউন্ট?' চেঁচিয়ে উঠলেন বিস্মিত মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

'এক মিনিটের জন্যে... একটা নতুন ভাবনা মাথায় এসেছে, টুকে রাখব... au revoir...*'

'আচ্ছা লোক বটে!' হোহো করে হেসে উঠল পাভেল আলেক্সান্দ্রোভিচ।

মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার ধৈর্যচ্যুতি হল।

রাগতভাবে তিনি বললেন, 'হাসির কী আছে? কিছু বুঝছি না, একদম না। শ্রদ্ধেয় মান্যগণ্য বুড়ো মানুষকে দেখে হাসি কেন, তাতে আপনার

* নমস্কার। (ফরাসী) — সম্পাঃ

আত্মীয়, ওঁর শিবতুল্য ভালোমানুষির সুযোগে ওঁর প্রত্যেকটা কথাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করা! ছি, পাভেল আলেক্সান্দ্রভিচ, আপনার জন্যে আমারই লজ্জা করছিল। বলুন আপনি ওঁর মধ্যে অমন হাস্যকর কী দেখলেন? আমি তো কিছু দেখছি না।'

'উনি যদি একটা লোককে আর একজন ভেবে বসেন, কথার খেই না থাকে?'

'সেটা ওঁর ওই ভয়ঙ্কর জীবনযাত্রার ফল, ওই রাক্ষসী মেয়েটার তদারকে পাঁচ বছর বন্দী হয়ে থাকার ফল। ওঁকে দেখে হাসতে নেই, করুণা হওয়া উচিত। এমনকি আমাকেও উনি চিনতে পারলেন না, আপনি নিজেই তো দেখলেন। এ একেবারে কেলেঙ্কারী ব্যাপার! ওঁকে বাঁচাতেই হবে! আমার মতে, ওঁর বিদেশে যাওয়া উচিত, ঐ... মাগীটার হাত থেকে মুক্তি পাবার এই ওঁর একমাত্র পথ!'

'আমি কী বলি জানেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা? ওঁর বিয়ে দেওয়া উচিত!'

'ফের! আপনার স্বভাব আর শোধরাবে না, মঁসিয়ে মজ্‌গ্লিয়াকভ।'

'না, না, মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, এবার আমি রীতিমতো সিরিয়স হয়েই বলেছি! বিয়ে দিয়ে দিন! চমৎকার আইডিয়া! C'est une idée comme une autre!* ওঁর আর কী ক্ষতি? বরং ওঁর যা অবস্থা, সেই হবে ওঁর একমাত্র মুক্তি। আইন অনুসারে উনি এখনো বিয়ে করতে পারেন। প্রথমত, তাতে উনি ওই মাগীটার হাত থেকে রেহাই পাবেন (অশ্লীল কথাটা মার্জনা করবেন)। দ্বিতীয়ত, এবং এটা আরো গুরুত্বপূর্ণ, ধরা যাক উনি কোনো কনে পছন্দ করতে চান। সবচেয়ে ভালো হয় অবশ্য একজন বিধবা, মিষ্টি স্বভাব, দয়ামায়া আছে, চালাক চতুর, নরম মন, আর সবচেয়ে বড়ো কথা, গরিব — মেয়ের মতো যে ওঁর দেখাশোনা করবে; সে বুঝবে যে লোকটা ওকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করে তার উপকার করেছেন। সেক্ষেত্রে ওই... মাগীটার বদলে তাঁর নিজেরই কোনো আপন জন, অকপট, নিঃস্বার্থপর, সব সময় তাঁর পাশে থাকবে। এমন কেউ হলেই সবচেয়ে ভালো। অবিশ্যি তাকে কিন্তু সুন্দরী হতে হবে। খুড়োর এখনো সুন্দরী মেয়ের ওপর টান আছে। দেখেছিলেন, জিনাইদা আফানাসিয়েভনার দিকে উনি কী ভাবে চাইছিলেন?'

* এ বুদ্ধিটা মোটেই খারাপ নয়। (ফরাসী) — সম্পাঃ

'কিন্তু এমন পাত্রী আপনি পাবেন কোথায়?' জিজ্ঞেস করলেন নাস্তাসিয়া পেত্রোভনা। এতক্ষণ তিনি মন দিয়ে শুনছিলেন।

'কেন পাব না? আপনিই তো হতে পারেন যদি আপনার পোষায়! কাউণ্টের পাত্রী হবার অনুপযুক্ত আপনি কিসে জিজ্ঞেস করতে পারি? প্রথমত, আপনি সুন্দরী, দ্বিতীয়ত, আপনি বিধবা, তৃতীয়ত, আপনি অভিজাত মহিলা, চতুর্থত, আপনি গরিব (কেননা নিশ্চয় আপনি ধনী নন), পঞ্চমত, আপনি বিচক্ষণা, সুতরাং ওঁকে ভালোবাসবেন, যত্ন আত্তি করবেন, ও মেয়েটাকে ঘাড় ধরে বার করে দেবেন, ওঁকে নিয়ে যাবেন বিদেশে, সুজির পায়েস আর লজেন্স খাওয়াবেন ওঁকে — এইভাবে চালিয়ে যাবেন একেবারে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত — সে মৃত্যু তাঁর এক বছরের মধ্যেই হবে, হয়ত বা আড়াই মাসের মধ্যেই, তখন আপনি হবেন একজন কাউণ্টেস, ধনী বিধবা এবং আপনার সৎসাহসের পুরস্কারস্বরূপ কোনো মার্কুইস বা কোয়ার্টার-মাস্টার জেনারেলকে বিয়েও করতে পারেন। C'est joli*, নয় কি?'

'কী বলছেন, উনি প্রস্তাব করলে আমি তো স্রেফ সেই কৃতজ্ঞতাতেই ওঁর সঙ্গে প্রেমে পড়ে যাব!' বলে উঠলেন মাদাম জিয়াবলভা; কালো অর্থময় চোখ দুটি জ্বলজ্বল করে উঠল তাঁর, 'তবে যত বাজে কথা সব!'

'বাজে কথা? বাজে কথা হবে না সেটা চান? বেশ, আমায় অনুরোধ করুন, এই আজই আপনি যদি ওঁর বাগদত্তা পাত্রী না হন তো আমার আঙুলটা কেটে ফেলবেন! খুড়োকে বুঝিয়ে বা লোভ দেখিয়ে কিছু একটা করিয়ে নেবার মতো সহজ আর কিছু নয়! কেবলি বলেন, 'হ্যাঁ, তা বটে, তা বটে!' নিজেই তো শুনলেন। কী হচ্ছে তা বুঝতে না বুঝতেই আমরা ওঁর বিয়ে দেব। চালাকি করেই বিয়ে দেব! সেটা তো তাঁরই ভালোর জন্যে, নয় কি না বলুন? আপনিও একটু সাজগোজ করে নিন, নাস্তাসিয়া পেত্রোভনা। দরকার হতে পারে!'

ম'সিয়ে মজগ্লিয়াকভ উৎসাহে একেবারে ক্ষেপে উঠল, বুদ্ধি বিবেচনা সত্ত্বেও লালায়িত হয়ে উঠলেন মাদাম জিয়াবলভা।

বললেন, 'আপনাকে বলতে হবে না, সে আমি ভালোই জানি আজ আমায় কী কুচ্ছিত দেখাচ্ছে, সাজসজ্জা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছি, স্বপ্ন

---

* তোফা। (ফরাসী) —সম্পাঃ

দেখার বয়স তো আর নেই। একেবারে মাদাম গ্রিবুসিয়ে। সত্যিই রাঁধুনির মতো দেখাচ্ছে আমায়?'

এতক্ষণ মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা বসেছিলেন মুখের একটা ভারি অদ্ভুত ভাব করে। নিতান্ত ভুল হবে না যদি বলি, পাভেল আলেক্সান্দ্রভিচের এই বিচিত্র প্রস্তাব তিনি শুনছিলেন খানিকটা বিভীষিকা শোনার মতো করে, হতভম্ব হয়ে ... শেষ পর্যন্ত সম্বিত ফিরে এল তাঁর।

'চমৎকার সন্দেহ নেই, তবে একেবারেই বাজে, অর্থহীন। সবচেয়ে বড়ো কথা, অপ্রাসঙ্গিক,' কড়া সুরে বললেন তিনি।

'কিন্তু কেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, কেন অর্থহীন এবং অপ্রাসঙ্গিক?'

'বহু কারণে, এবং প্রধানত এই কারণে যে আপনি আছেন আমার বাড়িতে এবং কাউন্ট আমার অতিথি; আমার এ বাড়ির অমর্যাদা হতে আমি দেব না। আপনার কথাগুলো আমি নিতান্ত রহস্য বলেই ধরে নিচ্ছি, পাভেল আলেক্সান্দ্রভিচ, কিন্তু এই যে, কাউন্ট নিজেই আসছেন!'

'আমি এসেছি!' ঘরে ঢুকে চেঁচিয়ে উঠলেন কাউন্ট, 'কতগুলো আইডিয়া যে আজ আমার মাথায় এসেছে, cher ami,* সত্যিই আশ্চর্য! অথচ অন্য সময়, আপনাদের বিশ্বাস হবে না, একটা আইডিয়াও আসতে চায় না। বসে বসেই সময় কেটে যায়।'

'সেটা খুড়ো, বোধ হয় আপনি পড়ে গিয়েছিলেন বলে। আপনার স্নায়ুগুলো ঝাঁকুনি খেয়েছে, তাই এখন ...'

'আমার মতও তাই বন্ধু, এ অভিজ্ঞতাটিকে সত্যিই কল্যাণ-কর বলে মনে হচ্ছে। তাই আমার ফি-য়ো-ফিল-কে ক্ষমা করে দেব ঠিক করেছি। আমায় ঠিক খুন করতে চেয়েছিল তা মনে হয় না। তোমার কী মনে হয়? তাছাড়া, কিছুদিন আগেই ওকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, ওর দাড়ি সব কামিয়ে দিয়েছিলাম আমি।'

'দাড়ি কামিয়ে দিয়েছেন বলেন কী? একেবারে জার্মানির মানচিত্রের মতো এতখানি, তাই না?'

'জার্মানির মানচিত্রের মতো ঠিকই। মোটের ওপর ভায়া, তোমার কথা-টা ভুল নয়। তবে ওটি নকল দাড়ি। একদিন হঠাৎ একটি ক্যাটালগ পেয়ে

---

* প্রিয় বন্ধু। (ফরাসী) — সম্পাঃ

গেলুম। কোচোয়ান আর বাবুদের দা-ড়ি আর জুলপি, নূর, মোচ, ইত্যাদির চমৎকার নমুনা দেওয়া; সদ্য বিদেশ থেকে এসেছে। দরও বেশি নয়। ভাবলুম, আচ্ছা, তাহলে একটা দা-ড়ির বায়না দিয়ে দেখাই যাক না। তাই একটা কোচোয়ানের দাড়ি বায়না দিলুম। সত্যিই চমৎকার দাড়ি! কিন্তু দেখা গেল ফিয়োফিলের নিজস্ব দাড়িটি তার প্রায় দ্বিগুণ বড়ো। স্বভাবতই সমস্যা হল: ওর দাড়িটা কি কামিয়ে ফেলা হবে, নাকি নকল দাড়িটা ফেরত পাঠাব, ওর নিজের দাড়িটাই থাকবে। ভেবে ভেবে ঠিক করলুম, নকল দাড়িটা পরাই ওর ভালো।'

'তা করেছেন সম্ভবত এই জন্যে যে স্বভাবের চেয়ে শিল্প বড়ো, তাই না খুড়ো?'

'ঠিক তাই! কিন্তু ওর দাড়িটা কামিয়ে ফেলার সময় বেচারির কী মনোকষ্ট! যেন শুধু দাড়িটুকু নয়, সমস্ত ভবিষ্যৎটাই ওর জলে গেল... কিন্তু, যাবার সময় হল, তাই না হে?'

'আমি তৈরি, খুড়ো।'

'আপনি কেবল শাসনকর্তার ওখানেই যাবেন, ভরসা করি,' বিচলিতভাবে চেঁচিয়ে উঠলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা। 'আপনি এখন **আমার** কাউণ্ট; সারা দিনের জন্যে আপনি আমাদের পরিবারের সম্পত্তি। এখানকার সমাজ সম্পর্কে খারাপ কথা আমি অবশ্য কিছু বলছি না। হয়ত আপনি আন্না নিকোলায়েভনার ওখানে যেতে চাইবেন — তাতে বাধ সাধার কোনো অধিকার নেই আমার। তাছাড়া, সময়ে সবই বোঝা যাবে, তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। শুধু একটা কথা ভুলবেন না, আপনি আমার অতিথি, আজ গোটা দিনটা আমিই আপনার বোন, আপনার মা, আপনার আয়া; সত্যি বলছি কাউণ্ট, আপনার কথা ভেবে আমি কাঁপি! আপনি জানেন না এই লোকগুলোকে, কাউণ্ট। সময়েই শুধু বোঝা যাবে!..'

মজ্‌গ্লিয়াকভ বলল, 'আমার ওপর ভরসা রাখুন, মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, আমি যা কথা দিচ্ছি করব।'

'যা আপনি বাচাল, আপনার ভরসায় থাকলেই হয়েছে আর কি! দুপুরের খাওয়ায় আসবেন কিন্তু কাউণ্ট। আমরা সকাল সকাল খাই। এত আফসোস হচ্ছে, এমন সময় কিনা আমার স্বামী রয়েছেন গ্রামে! আপনাকে

দেখে উনি কী খুশিই না হতেন! আপনার ওপর ওঁর ভারি শ্রদ্ধা, ভারি অকপট একটা প্রীতি আছে আপনার সম্পর্কে!'

'আপনার স্বামী? আপনার স্বামীও আছে নাকি?' জিজ্ঞেস করলেন কাউণ্ট।

'মা গো! কী অন্যমনস্ক আপনি কাউণ্ট! পুরনো কথা আপনি একেবারে, একেবারে ভুলে গেছেন। আমার স্বামী আফানাসি মাতভেয়িচকেও মনে পড়ে না আপনার? উনি এখন গ্রামে, কিন্তু অতীতে আপনাদের মধ্যে তো বার বার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। নিশ্চয়ই আফানাসি মাতভেয়িচের কথা আপনার মনে আছে?..'

'আফানাসি মাতভেয়িচ! এখন গ্রামে, দ্যাখো দিকি, mais c'est délicieux!* আপনার তাহলে একটি স্বামী আছে? কী অদ্ভুত যোগাযোগ! ঠিক সেই প্রহসনটার মতো — স্বামী ফিরল ঘরে, কিন্তু স্ত্রী... ইস্ ফের ভুলে গেছি! স্ত্রী ঠিক কোথায় চলে গেছে সেইটে কিছুতেই মনে পড়ছে না, মনে হচ্ছে তুলা শহরে নয়ত ইয়ারোস্লাভ্লে — মানে ব্যাপারটা হয়েছিল খুব মজার।'

'স্বামী ফিরল ঘরে, স্ত্রী গিয়েছে সরে!' মজগিয়াকভ কথা জুগিয়ে দিল।

'ও হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিকই তো! ধন্যবাদ ভায়া, তাই বটে! স্ত্রী গিয়েছে সরে, charmant, charmant! মিলও আছে দেখছি। এসব জিনিস তোমার বেশ আসে ভায়া। একটু একটু মনে পড়ছে ইয়ারোস্লাভ্ল্ কিংবা কস্ত্রমা — মানে স্ত্রীও কোথায় যেন চলে গিয়েছিল! কিন্তু কী যেন বলছিলুম ভুলে গেছি... ও হ্যাঁ, তাহলে আমরা চলছি তো ভায়া। Au revoir, madame, adieu, ma charmante demoiselle!**' কাউণ্ট যোগ করলেন জিনার দিকে চেয়ে। নিজের আঙুলের ডগায় একটু চুমুও খেয়ে নিলেন।

'ডিনার কাউণ্ট, ডিনার! শীগগির করে আসতে ভুলবেন না!' মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা চেঁচিয়ে বললেন কাউণ্টের উদ্দেশে।

---

* কী চমৎকার। (ফরাসী) — সম্পাঃ

** ফের দেখা হবে মাদাম, আসি গো সুন্দরী মেয়ে। (ফরাসী) — সম্পাঃ

'হে'সেলটা আপনি বরং একটু দেখুন, নাস্তাসিয়া পেত্রোভনা,' কাউণ্টকে বিদায় দিয়ে বললেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা। 'আমার ভয় হচ্ছে, ঐ নিকিৎকা বদমাইসটা ডিনারটি মাটি করবে! নিশ্চয় নেশা করে বসে আছে...'

আদেশ তামিল করতে গেলেন নাস্তাসিয়া পেত্রোভনা। যাবার সময় একটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার অস্বাভাবিক উত্তেজিত মুখখানার দিকে। বদমাইস নিকিৎকার ওপর তদারক করতে যাবার বদলে নাস্তাসিয়া পেত্রোভনা কিন্তু গেলেন প্রথমে বলরুমে, বলরুম থেকে বারান্দা দিয়ে নিজের ঘরে এবং সেখান থেকে একটি অন্ধকার কুঠরিতে, জায়গাটা একটা চোরা খুপরির মতো, বাক্স প্যাঁটরায় ভরা, নানা রকম পোষাক আষাক ঝুলছে, ঘরের পুরানো কাপড় চোপড়ের পুঁটলি করা। পা টিপে টিপে তিনি গেলেন তালাবন্ধ দরজাটার কাছে, নিঃশ্বাস বন্ধ করে ঝুঁকে পড়লেন চাবির ফুটোটায় চোখ রেখে, কান পেতে। যে ঘরে জিনা আর তার মা বসে আছে, এটি সেই ঘরে যাবারই তিনটি দরজার একটা, কিন্তু সব সময় খিল এ'টে বন্ধ করা থাকে।

মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ভাবতেন নাস্তাসিয়া পেত্রোভনা মতলববাজ মেয়ে, কিন্তু ঘটে বুদ্ধি নেই। নাস্তাসিয়া পেত্রোভনা যে আড়ি পেতে শুনতে পারেন এ আশংকা মাঝে মধ্যে অবশ্যই তাঁর মনে এসেছে, কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি এতই চিন্তিত ও উত্তেজিত যে হুঁশিয়ার থাকার কথা তাঁর মনে হল না। আরামকেদারায় বসে উনি অর্থপূর্ণভাবে চাইলেন জিনার দিকে। জিনা সে দৃষ্টি টের পাচ্ছিল, বুকের মধ্যে তার কেমন একটা জ্বালা শুরু হয়েছিল।

'জিনা!'

আস্তে করে জিনা তার ফ্যাকাশে মুখখানা ফিরিয়ে কালো চিন্তিত চোখ দুটি তুললে।

'খুবই জরুরী একটা ব্যাপার নিয়ে তোর সঙ্গে কথা বলতে চাই, জিনা!'

জিনা সবখানি ফিরে মুখোমুখি তাকালে ওর মায়ের দিকে, দুহাত জড়ো করে প্রতীক্ষার ভাব ফুটিয়ে তুলল। মুখে তার একটা বিষাদ ও বিদ্রূপের ছায়া — সেটি অবশ্য সে লুকতে চাইছিল।

'তোকে জিজ্ঞেস করি জিনা, ঐ মজগ্লিয়াকভ লোকটাকে আজ তোর কেমন লাগল?'

'আপনি তো বহুদিন থেকেই জানেন ওর সম্পর্কে কী আমি ভাবি,' অনিচ্ছায় উত্তর দিলে জিনা।

'হ্যাঁ, mon enfant*, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, ইদানীং ওর... মনোযোগ একটু বেশি অশোভন হয়ে উঠেছে।'

'ও বলে, আমায় ও ভালোবাসে, ওর অশোভনতা তাই মার্জনীয়।'

'আশ্চর্য, ওকে এমন মার্জনা করতে তো তোকে আগে দেখি নি। বরং আমি কিছু বললেই তুই ওকে আক্রমণ করতিস।'

'তার চেয়েও আশ্চর্য, যে-আপনি চিরকাল ওর পক্ষ নিয়েছেন, ওর সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেনই বলে ঠিক করেছিলেন, সেই আপনিই এখন সবার আগে ওকে আক্রমণ করতে শুরু করেছেন।'

'মানলুম! সে কথা অস্বীকার করছি না, জিনা! সত্যিই চেয়েছিলুম তুই মজগ্লিয়াকভকে বিয়ে করবি। তোর এই অবিরাম কষ্ট, এই দুঃখ আমি বেশ বুঝি (আমায় যাই ভাবিস না কেন), রাতে আমার ঘুম হয় না — তোর এ কষ্ট আমি সইতে পারছিলুম না। শেষ পর্যন্ত এ কথা নিশ্চয় করে বুঝেছিলুম যে তোর জীবনের একটা আমূল পরিবর্তনেই কেবল তোকে বাঁচাতে পারে! সে পরিবর্তন হল বিয়ে। আমরা বড়োলোক নই, ধরা যাক বিদেশ যাত্রা আমাদের সম্ভব নয়। এখানকার বোকাগুলো সব অবাক হয়ে যায়, তোর তেইশ বছর বয়স অথচ বিয়ে হয় নি, নানা রকমের গপ্প রটায়। ওরা কি ভেবেছে, তোকে আমি এখানকার একটা মুনসেফ ডেপুটির সঙ্গে বিয়ে দেব, নাকি বিয়ে দেব আমাদের এটর্নি ইভান ইভানভিচের সঙ্গে। এখানে তোর যোগ্য পাত্র আছে কেউ? মজগ্লিয়াকভের ঘটে কিছু নেই, তা ঠিক। তবু, বাকিগুলোর চেয়ে তো ও ভালো। ভালো বংশের ছেলে, ভালো ভালো মুরুব্বী আছে, দেড়শ ভূমিদাসের সম্পত্তি আছে। যত রকম ফন্দি-ফিকির ঘুষটুস নিয়ে দিন কাটানোর চেয়ে সে বরং ভালো। তাই ওর দিকে নজর দিয়েছিলুম। কিন্তু আসল কোনো রকম টান ওর জন্যে কখনো আমার যে ছিল না তা শপথ করে বলছি। সর্বশক্তিমান আমায় খুব

---

* খুকি। (ফরাসী) — সম্পাঃ

বাঁচিয়েছেন। এতদিন পরে ভগবান বুঝি ভালো কিছু একটা পাঠালেন! কী চমৎকারই হবে — ভাগ্যিস তুই আগে ওকে কথা দিয়ে বসিস নি। ওকে পষ্ট করে কোনো কথা আজ দিস নি তো জিনা, তাই না?'

'এত বাখানির কী দরকার মা, দুটো কথাতেই তো ফুরিয়ে যায়।' জিনা বললে খিট্খিটে মেজাজে।

'বাখানি হল জিনা! মাকে বললি এই কথা! বহুদিন থেকেই মার ওপর আর বিশ্বাস নেই! মাকে তুই মা ভাবিস না, ভাবিস শত্রু!'

'ওসব কথা যাক মা। কথায় মারপ্যাঁচ নিয়ে ঝগড়া করে কী লাভ? দুজন দুজনকে তো আমরা বেশ চিনি। মনে হচ্ছে বোঝাবুঝির সময় এসেছে নিশ্চয়!'

'আমায় তুই অপমান করছিস, জিনা। তোর কপাল ফেরাবার জন্যে আমি সবকিছু, সবকিছু করতে যে রাজী তাতে তোর বিশ্বাস নেই!'

রাগ আর বিদ্রুপের দৃষ্টিতে জিনা তাকাল মায়ের দিকে।

'আমার কপাল **ফেরাবার** জন্যে আপনি আমায় ঐ কাউণ্টের সঙ্গে বিয়ে দেবেন ঠিক করেছেন তো, তাই না?' জিনা বললে একটা অদ্ভুত হাসি হেসে।

'সে রকম কোনো কথা আমি বলি নি, কিন্তু তুই যখন কথাটা তুললি, তখন বলি, কাউণ্টের সঙ্গে বিয়ে হলে পাগলামি হবে না, তোর সুখই হবে...'

'কিন্তু আমার মতে সেটা একেবারে উদ্ভট!' আবেগে চেঁচিয়ে উঠল জিনা, 'উদ্ভট, উদ্ভট, উদ্ভট! আপনার মধ্যে কাব্যিক প্রেরণা দেখছি একটু বেশি রকম, আপনি একেবারে পুরো অর্থে কবি। লোকেও এখানে আপনাকে তাই বলে। মাথায় আপনার খালি যত পরিকল্পনা। সেগুলো যত অসম্ভব যত অদ্ভুত হোক, তাতে আপনার কিছু এসে যায় না। কাউণ্ট যখন এখানে এসে বসেছিলেন, তখনই টের পেয়েছিলুম আপনি কী ভাবছেন। মজগ্লিয়াকভ যখন ভাঁড়ামি করে বললে, বুড়োটার বিয়ে দেওয়া উচিত, তখনই আমি আপনার মুখ দেখেই বুঝেছিলুম কী ভাবছেন। এখনো যে তাই ভাবছেন, সেই উদ্দেশ্যেই এসেছেন তা আমি বাজী রেখে বলতে পারি। আপনার পরিকল্পনার জ্বালায় আমি একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি — তাই মিনতি করি, এসব নিয়ে আর একটি কথাও আমায় বলবেন না, শুনছেন মা, — একটি কথাও না, মনে রাখবেন কিন্তু!'

রাগে দম আটকে আসছিল জিনার।

'তুই ছেলেমানুষ জিনা, খিট্‌খিটে অসুস্থ হয়ে উঠেছিস,' সজল মর্মস্পর্শী সুরে বললেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'আমার অসম্মান করে কথা কইছিস, অপমান করছিস। নিত্যি তোর কাছ থেকে আমায় যা সইতে হয়, তা আর অন্য কোনো মা সহ্য করত না। কিন্তু তুই বিচলিত হয়ে আছিস, তুই অসুস্থ, তোর কষ্ট হচ্ছে, আমি তো মা, তার চেয়েও বড়ো কথা, আমি খৃষ্টান। ধৈর্য ধরে সহ্য করা, ক্ষমা করা আমার কর্তব্য। কিন্তু একটা কথা, জিনা — আমি যদি সত্যিই এই মিলনের স্বপ্ন দেখে থাকি, তাতে সেটাকে উদ্ভট ভাবার কী আছে? মজ্‌গ্লিয়াকভ আজ যে বললে কাউণ্টের দরকার একটি বিয়ে, এমন বুদ্ধিমানের মতো কথা সে আর কখনোই বলে নি। তবে ঐ মাগী নাস্তাসিয়ার সঙ্গে বিয়ে নয়! সেটা ওর একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়েছে।'

'শুনুন মা, স্পষ্ট করে বলুন — এটা আপনার একটা অলস খেয়াল, নাকি সত্যি করেই ভাবছেন?'

'আমি কেবল জানতে চাই, এটা তোর এত উদ্ভট মনে হল কেন?'

'কী জ্বালা!' অধীরভাবে পা ঠুকে জিনা চে'চিয়ে উঠল, 'কী পোড়া কপাল! এখনো যদি না জেনে থাকেন তো শুনুন: অন্যান্য কথা ছেড়েই দিচ্ছি — বুড়োর বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে তারই সুযোগ নিয়ে তাকে ঠকানো, একটা পঙ্গুকে বিয়ে করা তার টাকাটা হাত করার জন্যে, তারপর প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে তার মৃত্যু কামনা করা আমার মতে শুধু উদ্ভট নয়, অতি হীন কাজ, এত হীন কাজ যে এমন মতলব আপনার মাথায় এসেছে বলে অভিনন্দন জানাতে আমি অক্ষম, মা!'

এক মুহূর্তের নীরবতা দেখা দিল।

'জিনা, দু-বছর আগে কী হয়েছিল তা কি ভুলে গেছিস?' হঠাৎ প্রশ্ন করলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

জিনা চমকে উঠল।

কঠিন গলায় সে বললে, 'মা, সে কথা আর তুলবেন না বলে আপনি কথা দিয়েছিলেন!'

'আজ পর্যন্ত সে প্রতিজ্ঞা আমি ভাঙি নি কিন্তু এখন, একবারের জন্যে তা ভাঙতে চাই, এই আমার অনুরোধ। জিনা, খোলসা করে কথা কয়ে

নেবার সময় হয়েছে। এই দু-বছর চুপ করে থাকাটা হয়েছে সাংঘাতিক! এ ভাবে চলতে পারে না!.. নতজানু হয়ে তোর কাছে অনুমতি চাইছি কথা বলার। ওরে জিনা, তোর নিজের মা-ই নতজানু হয়ে তোকে মিনতি করছে! তোকে আমি আমার কথা দিচ্ছি — স্নেহময়ী অসুখী মায়ের প্রতিশ্রুতি কখনো কোনোরকমভাবে, কোনো অবস্থাতে, নিজের প্রাণের বিনিময়েও এ বিষয়ে আমি আর একটি কথাও বলব না। এই শেষবার, কিন্তু আপাতত এ আলোচনা না করলেই নয়!'

এতে যে ফল দেবে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা তাতে নিশ্চিত ছিলেন।

'বেশ বলুন,' জিনা বললে, স্পষ্টই আরো ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল সে।

'ভালো কথা জিনা, তবে বলি তোর যে ছোটো ভাইটি মারা গেছে সেই বেচারী মিতিয়ার কাছে দু-বছর আগে একটি শিক্ষক আসত...'

'অত ভণিতা কেন মা? এত বক্তৃতা, এত খুঁটিনাটির কী দরকার — ওগুলো যেমন অবান্তর তেমনি কষ্টকর, দুজনেই তো তা বেশ ভালো জানি!' তিক্ত কেমন একটা বিতৃষ্ণায় বাধা দিলে জিনা।

'বলছি এই জন্য যে আমি তোর মা হই, জিনা, অথচ তোর কাছেই আজ কৈফিয়ৎ দিতে হচ্ছে! কেননা ঘটনাগুলোকে আমি একেবারে নতুন একটা দৃষ্টি থেকে হাজির করতে চাই, যে ভ্রান্ত চোখে তুই দেখিস, সেভাবে নয়। কেননা এসব থেকে আমি যে সিদ্ধান্ত টানতে চাই সেটা তুই ভালো করে বোঝ এই আমার ইচ্ছে। ভাবিস না খুকি, তোর হৃদয় নিয়ে খেলা করতে চাই! না রে জিনা, আমার মধ্যে তুই পাবি এক সত্যিকারের মা, আর হয়ত বা চোখের জল ফেলে আমার পায়ে পড়ে — এক্ষুণি যা বললি এই হীন মেয়েমানুষটারই পায়ে লুটিয়ে ভাব করতে চাইবি — এতদিন পর্যন্ত যা গর্ব করে ঠেকিয়ে রেখেছিস। সেই জন্যেই জিনা, আমি সব কথা শুরু থেকে বলতে চাই। তা না হলে কিছুই বলব না!'

'বেশ বলুন,' জিনা বললে বটে, তবে মায়ের এই বক্তৃতাপ্রীতিকে অভিশাপ দিলে সর্বান্তঃকরণে।

'যা বলছিলুম জিনা। মফস্বল স্কুলের এই মাস্টারটি, বয়সে নিতান্ত ছোকরা, সে তোর ওপর এমন একটা ছাপ ফেললে যা আমি কখনোই বুঝে উঠতে পারি নি। তোর বিবেচনা, তোর বংশগর্ব এবং সবচেয়ে বড়ো কথা

ছোকরাটার নগণ্যতা (খোলাখুলিই বলা উচিত, তাই না?) সম্পর্কে এতই নিশ্চিত ছিলুম যে তোদের সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ হয় নি। তারপর হঠাৎ তুই এসে একেবারে স্থির ঘোষণা করে বসলি ওকে বিয়ে করতে চাস। ওহ্ জিনা! একেবারে আমার বুকের মধ্যে যেন ছুরি বসিয়ে দিলি! আমি চিৎকার জুড়লুম, মূর্ছা গেলুম। কিন্তু... সে সব তো তোর মনেই আছে! স্বভাবতই, তোর ওপর আমার সমস্ত কর্তৃত্ব খাটানো উচিত বলে আমি মনে করলুম — এ কর্তৃত্বকে তুই বলিস অত্যাচার। শুধু ভেবে দেখ — নিতান্ত একটা ছোকরা, গির্জার কোন এক কীর্তনিয়ার ছেলে, মাসে বারো রুবল মাইনে, কী এক হেঁজিপেঁজি পদ্য লিখেছে, দয়া করে 'পাঠক-গ্রন্থাগার' তা ছেপেছে এই মাত্র। কোনো কম্মের নয়, পারে কেবল ঐ হতভাগা শেকস্‌পিয়র নিয়ে কথা কইতে — সেই ছোকরা হবে কিনা তোর স্বামী, জিনাইদা মস্কালিওভার স্বামী! এ কিন্তু ঐ ফ্লোরিয়ান* আর তার রাখালদেরই সাজে! মাপ কর জিনা, মনে পড়লেই দিশাহারা হয়ে উঠি! আমি ওকে ফিরিয়ে দিই, কিন্তু তোকে আটকাবে কে। তোর বাপ অবিশ্যি কেবল চোখ পিটপিটই করলে, আমি কী বলতে চাইছি সেটুকুও বোঝে নি। তুই ছেলেটার সঙ্গে সম্পর্ক রাখলি, এমনকি দেখা সাক্ষাৎও করতিস, সবচেয়ে ভয়ঙ্কর, চিঠিপত্র শুরু করলি। শহরে কথা রটতে লাগল। লোকে আমায় খোঁচা দিয়ে কথা কয়। ওদের খুশি আর ধরে না, ঢাক পিটতে বেরুয় আর কী। আমি যা যা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলুম, হঠাৎ সব ভয়ানক ফলে গেল। কী নিয়ে যেন তোদের ঝগড়া হল, ওই ছোকরাটা (ওকে মানুষ বলা আমার সম্ভবই নয়!) একেবারে অযোগ্যতার পরাকাষ্ঠা করলে, ভয় দেখালে তোর চিঠিগুলো শহরে দেখিয়ে বেড়াবে। এই হুমকিতে তুই ক্রোধে ক্ষেপে উঠলি, ওর গালে চড় মারলি। হ্যাঁ রে জিনা, আমি তাও জানি! সব, সব জানি আমি! হতভাগাটা সেই দিনই তোর একটা চিঠি দেখায় ওই বদমাইস জাউশিনকে, এক ঘণ্টার মধ্যেই সে চিঠি গিয়ে পৌঁছয় আমার চরম শত্রু নাতালিয়া দ্মিত্রিয়েভনার হাতে। সেই সন্ধ্যাতেই পাগলাটা অনুশোচনায় জ্বলে পুড়ে বিষ খাবার এক বিদঘুটে চেষ্টা করে। মোটের ওপর ভয়ানক কেলেঙ্কারি

---

* ফ্লোরিয়ান জাঁ পিয়ের (১৭৫৫—১৭৯৪) ফরাসী লেখক, উপন্যাস, প্রহসন ও রাখালিয়া কাহিনীর রচক। — সম্পাঃ

হয়! ওই নাস্তাসিয়া মাগী আতঙ্কে আমার কাছে ছুটে আসে সাঙ্ঘাতিক খবরটা নিয়ে। নাতালিয়া দ্‌মিত্রিয়েভনার কাছে তোর চিঠিটা আছে ঘণ্টাখানেক যাবৎ, আর এক ঘণ্টার মধ্যেই সারা শহরে তোর কলঙ্কের কথা রটে যাবে! আমি নিজেকে শক্ত করে তুললুম। মূর্ছা যাই নি বটে, কিন্তু কী শেলই না তুই আমার বুকে হেনেছিলি, জিনা! ওই নির্লজ্জ মেয়েটা, ওই রাক্ষুসী নাস্তাসিয়াটা আমার কাছে দুশোটি চাঁদি রুবল দাবি করলে, তা পেলেই তবে ও চিঠিটি ফিরিয়ে আনতে যাবে। যেমন ছিলুম সেই বেশেই আমি বরফের মধ্যে ছুটে গেলুম ইহুদী বুমস্টেইনের কাছে, আমার মায়ের স্মৃতিচিহ্ন নেকলেসটি বাঁধা দিলুম! দু-ঘণ্টা পরে চিঠিটি ফিরে এল আমার হাতে; নাস্তাসিয়া চুরি করে এনেছিল। একটা গয়নার বাক্স ও ভাঙে তোর সম্মান বাঁচল, কোনো প্রমাণ আর রইল না! কিন্তু তোর জন্যে সে কী উদ্বেগের দিন গেছে আমার! পরদিন, জীবনে সেই প্রথম দেখলুম জিনা, কয়েকটা চুলে পাক ধরেছে। সেই ছোকরাটার কীর্তিটা তুই এখন নিজেই বিচার করে দেখেছিস। শুকনো হেসে তুই নিজেই হয়ত বা এখন মানবি, ওর হাতে ভাগ্য সঁপে দেওয়া তোর কী বোকামি হত। কিন্তু সেই থেকে তুই বড়ো কষ্টে আছিস জিনা, নিজেকে কষ্ট দিচ্ছিস। ওকে তুই ভুলতে পারছিস না; মানে ওকে নয় — ও চিরকালই তোর অযোগ্য, যে সুখের ছবি দেখেছিলি সেইটে ভুলতে পারছিস না। হতভাগাটা এখন মৃত্যুশয্যায়। লোকে বলে ও ক্ষয়রোগে ভুগছে আর তুই — সাক্ষাৎ দেবী তুই, তাই যতদিন ও বেঁচে আছে ততদিন বিয়ে করতে চাস না, পাছে ওর কষ্ট হয় বলে, কেননা, ওর এখনো ঈর্ষা যায় নি, যদিও আমি বেশ জানি, সত্যিকারের উঁচু দরের ভালোবাসায় ও তোকে ভালোবাসে নি। আমি জানি, যখন সে শুনলে তোকে নিয়ে মজগ্লিয়াকভের পূর্বরাগের পালা চলছে, তখন কী ভাবে ও গোয়েন্দাগিরি করেছিল, লোক পাঠিয়েছিল জানতে, জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল, সে তো আমি জানি। তুই ওর মনে আঘাত দিতে চাস না, জিনা, তোর মন আমি বেশ বুঝি! ঈশ্বরই জানেন, কী কষ্টের চোখের জলেই না আমি আমার বালিশ ভিজিয়েছি...'

'যথেষ্ট হয়েছে মা, থাক!' বাধা দিল জিনা, বুকটা তার মুচড়ে উঠছিল, 'বালিশ ফালিশ আবার কেন?' সে বললে বিতৃষ্ণায়, 'বড়ো বড়ো কথা ছাড়া কি আর চলে না?'

'তুই আমায় বিশ্বাস করছিস না, জিনা! কিন্তু আমায় শত্রু ভাবিস না রে! আমার চোখের জল এখনো শুকোয় নি, সে জল তোর কাছ থেকে কেবল আড়াল করে রাখি! তবে দিব্যি দিয়ে বলছি, এ দু-বছরে আমি নিজেও অনেক বদলে গেছি! তোর হৃদয়াবেগটা আমি অনেক আগেই বুঝেছিলুম, কিন্তু স্বীকার করছি, তোর দুঃখ যে কতখানি তা বুঝেছি কেবল এখন। কিন্তু তোর এই অনুরাগটাকে যে নেহাৎ রোমান্তিকতা বলে মনে করেছিলুম — যা আসছে ওই পোড়াকপালে শেকস্‌পিয়র পড়ে, সেটা কি আমার অন্যায়? যেখানে দরকার নেই সেখানেও নাক গলাতে আসে ওই শেকস্‌পিয়র! ভয় পেয়েছিলুম, কতকগুলো ব্যবস্থা নিয়েছিলুম, কড়া করে বিচার করেছিলুম সে জন্যে কোন মা আমায় দোষ দেবে? কিন্তু এখন, এখন দু-বছর তোর কষ্ট দেখার পর, তোর হৃদয়াবেগের ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছি, ধরতে পারছি। বিশ্বাস কর, তুই নিজে নিজেকে যতটা বুঝিস তার চেয়েও ভালো করে তোকে আমি বুঝতে পেরেছি। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, ওকে, ওই বিদঘুটে ছোকরাটাকে তুই ভালোবাসিস না, ভালোবাসিস তোর নিজের সোনালী স্বপ্নগুলোকে, তোর না পাওয়া সুখ, তোর উঁচু আদর্শগুলোকে। আমিও একদিন ভালোবেসেছিলুম রে, সম্ভবত তোর চেয়েও বেশি। কষ্ট আমিও সয়েছি — আমারও অনেক উঁচু আদর্শ ছিল। তাই যে একটিমাত্র জিনিস তোকে বাঁচাতে পারে, তোর বর্তমান অবস্থায় যে একটিমাত্র জিনিসের দরকার সেটা কাউন্টের সঙ্গে তোর মিলন — এই যদি আমি বলি, তবে কি কেউ আমায় দোষ দিতে পারে, বিশেষ করে তুই কি পারিস?'

এই দীর্ঘ বক্তৃতা জিনা শুনল অবাক হয়ে, সে ভালোই জানত বিনা কারণে মার গলায় এই সুর ফোটে নি। তবু শেষের এই অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্তটা তাকে একেবারে বিমূঢ় করে দিল।

'আপনি কি, সত্যি করেই আমায় কাউন্টের সঙ্গে বিয়ে দিতে চান?' অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠল সে, মায়ের দিকে চাইলে প্রায় আতঙ্কের দৃষ্টিতে, 'এগুলো তাহলে নেহাৎ দিবাস্বপ্ন, নেহাৎ উড়ো খেয়াল কিছু নয়, আপনার দৃঢ় অভিপ্রায়? তাহলে আমি ঠিকই ভেবেছিলাম? কিন্তু — কিন্তু... এ বিয়ে আমায় বাঁচাবে কী করে; আমার বর্তমান অবস্থায় কেনই বা তা আবশ্যক? আর — আর... এই যে আপনি এত বাখানি করে যা বললেন, তার সঙ্গে এর সম্পর্কই বা কী? আমি আপনাকে মোটেই বুঝতে পারছি না মা!'

'এটা না বোঝার কী আছে mon ange!*' জিনার উত্তেজনায় নিজেও উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'প্রথম কথা, অবিলম্বেই একটা ভিন্ন পরিবেশ, অন্য একটা জগতে তুই গিয়ে পড়বি! এই জঘন্য অন্ধকূপটার স্মৃতিই তো তোর কাছে পীড়াদায়ক, এখানে কেউ তোকে আদর করে ডাকবে না, কোনো বন্ধু নেই, এখানে তোর নিন্দেয় সবাই পঞ্চমুখ, তোর রূপের জন্যে সবাই তোকে এখানে ঘেন্না করে — এ জায়গা তুই ছেড়ে যেতে পারবি চিরকালের মতো। এই বসন্তকালে তুই বিদেশ বেড়াতেও যেতে পারবি, যেতে পারবি ইতালিতে, সুইজারল্যাণ্ডে, স্পেনে — স্পেনে, জিনা, সেখানে আছে আলহামব্রা, গোয়াদালকুইভার, এখানকার মতো ঐ একটা বেয়াড়া নামওয়ালা হতভাগা গোছের ক্ষুদে নদী তো নয়...'

'একটু থামুন মা, এমন ভাবে কথা কইছেন যেন বিয়েটা হয়েই গেছে, নাহলেও কাউণ্ট অন্তত প্রস্তাব করেছেন।'

'সে জন্যে চিন্তা নেই রে, আমি জানি কী বলছি। আমার প্রথম যুক্তি তোকে বলেছি, এবার দ্বিতীয় যুক্তি। আমি বুঝি রে জিনা, মজাগ্লিয়াকভকে বিয়ে করা তোর পক্ষে কী কষ্টের...'

'আমি যে ওর স্ত্রী কখনোই হব না সে কথা আপনাকে বলতে হবে না!' উত্তেজিত হয়ে বললে জিনা, চোখ দুটো ওর জ্বলছিল, 'সে আমি নিজেই জানি!'

'তোর বিতৃষ্ণার কথাটা আমি যে কতটা বুঝি তা যদি জানতিস! যাকে কখনো ভালোবাসা যাবে না, ঈশ্বরের বেদীর কাছে দাঁড়িয়ে তাকেই ভালোবাসব বলে শপথ করা সত্যিই ভয়ানক! যাকে শ্রদ্ধা পর্যন্ত করা সম্ভব নয় তারই কাছে আত্মদান কী সাংঘাতিক! অথচ ও চায় তোর প্রেম, সেই আশাতেই ও তোকে বিয়ে করতে চায়; তুই যখন অন্যদিকে চেয়ে থাকিস তখন যেভাবে ও তোর দিকে তাকায়, তাতেই আমি টের পেয়েছি। উঃ, সদা সর্বদা এই ভান করে চলতে হবে! পঁচিশ বছর ধরে সে আমি নিজেই সহ্য করেছি, তোর বাবা আমার সর্বনাশ করেছে। বলা যায়, আমার যৌবনটি ও শুষে নিয়েছে, কতবার তুই-ও তো আমায় কাঁদতে দেখেছিস!..'

---

* পরী আমার। (ফরাসী) — সম্পাঃ

'বাবা এখন গ্রামে, দয়া করে সে কথা নাইবা তুললেন,' জিনা বললে।

'জানি, জানি তুই সবসময় ওর পক্ষ নিস। তবে কী বলব জিনা, মর্জাগ্নিয়াকভের সঙ্গে তোর একটা হিসেব-নিকেশের বিয়ে দেব ঠিক করে মন আমার কী খারাপই না হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কাউণ্টের কাছে সে রকম ভান করবার দরকার হবে না। এ তো জানা কথা যে তুই ওঁকে ভালোবাসতে পারিস না... সে রকম ভালোবাসা দাবি করা ওঁর পক্ষে **সম্ভবই নয়**...'

'হায় ভগবান, কী যা-তা বকছেন! গোড়া থেকেই আপনার ভুল হয়েছে, একেবারে প্রথম, সবচেয়ে জরুরী কথাটাতেই! জেনে রাখুন, অজ্ঞাত এক উদ্দেশ্যের জন্যে আত্মবলি দেব তা হবে না! জেনে রাখুন যে আমি কখনোই বিয়ে করব না, সারা জীবন কুমারীই থাকব! এই দু-বছর ধরে বিয়ে করার জন্যে আপনি আমায় খোঁচাচ্ছেন। ফলটা কী হল? এবার আপনাকেই মেনে নিতে হবে। আমি বিয়ে করব না, বাস্। তার আর নড়চড় হবে না!'

'জিনা, লক্ষ্মীটি, ভগবানের দোহাই, আমার সব কথা না শুনে রাগ করিস না! সত্যি ভারি রগচটা তুই! আমি যেভাবে দেখছি, সেইভাবে একবার ভেবে দ্যাখ, সঙ্গে সঙ্গেই আমার কথায় সায় দিবি। কাউণ্ট এক বছর বাঁচবেন, বড়ো জোর দুই বছর, খনখনে আইবুড়ি হয়ে থাকার চেয়ে অন্তত তরুণী বিধবা হওয়া অনেক ভালো আর ওঁর মৃত্যুর পর তুই যে এক কাউণ্টেস হবি, স্বাধীনা, ধনবতী, কারো মুখাপেক্ষী নস — সে কথা নয় তুললামই না। এ রকম হিসেবিপনা তুই ঘেন্না করতে পারিস — ওঁর মরণ নিয়ে হিসেব! কিন্তু আমি মা, আমার দূরদৃষ্টির জন্যে কোন মা আমায় দোষ দেবে? আর যদি, ভালোমানুষ তুই, ছোকরাটার প্রতি তোর যদি এখনো অনুকম্পা থেকে থাকে, এমন অনুকম্পা যে ও বেঁচে থাকতে তুই বিয়ে পর্যন্ত করতে চাস না (আমি যা বুঝেছি), তাহলে ভেবে দ্যাখ, কাউণ্টকে বিয়ে করলে ওর মন কী রকম ভালো হয়ে উঠবে, খুশি হবে। এতটুকু সাধারণ বুদ্ধি থাকলে ও নিশ্চয় বুঝবে যে কাউণ্টকে ঈর্ষা করা ওর পক্ষে অশোভন, হাস্যকর। ও বুঝবে, এ বিয়ে সুবিধার বিয়ে, প্রয়োজনের বিয়ে। এবং শেষ কথা, ও বুঝবে — মানে কাউণ্ট মারা যাবার পর, তুই তো যাকে ইচ্ছা বিয়ে করতে পারবি...'

'অর্থাৎ কাউন্টকে বিয়ে করে, তাঁকে লুট করে, তারপর যাকে ভালোবাসি তাকে বিয়ে করার জন্যে কাউন্টের মৃত্যুর দিন গোনা! মতলবটা বার করেছেন বেশ! আপনি এই সব কথা বলে আমায় লোভ দেখাতে চান - আমি আপনাকে বুঝেছি মা, পুরোপুরি বুঝেছি! একটা জঘন্য ব্যাপারেও উদারতার ভান না করে আপনি পারেন না। সোজাসুজি বললেই পারতেন, — জিনা, কাজটা জঘন্য, কিন্তু লাভ আছে, রাজী হয়ে যা। তাতে অন্তত সততা থাকত।'

'কিন্তু কেন কেবল এইভাবেই জিনিসটা দেখছিস জিনা, এই প্রতারণা, ছল আর স্বার্থপরতার দিক থেকে? আমার হিসেবটাকে তুই ভাবছিস নীচতা, শঠতা। কিন্তু যা কিছু পবিত্র তার নাম নিয়েই বলছি, এর মধ্যে হীনতা, শঠতা কোথায়? আয়নায় নিজের দিকে একবার চেয়ে দ্যাখ, তোর এত রূপ যে তোর জন্যে লোকে রাজ্য দিতে রাজী! হঠাৎ সেই রূপসী তুই কিনা তোর জীবনের সেরা বছরগুলোকে দান করলি এক বৃদ্ধের জন্যে! একটা উজ্জ্বল তারা তুই, রাঙিয়ে তুলছিস ওঁর জীবনের অস্তকালটুকু, সবুজ লতার মতো তুই আঁকড়ে ধরবি ওঁর বার্ধক্যকে। এবং সেটা করছিস তুই — ওই আগাছাটা নয়, ওই জঘন্য যে মেয়েটা ওঁকে যাদু করে ওঁর রক্ত শুষে খাচ্ছে, সে নয়! তুই কি ভাবিস ওঁর টাকা, ওঁর কাউন্ট খেতাবের দাম কি তোর চেয়ে বেশি? এতে নীচতা কোথায়, শঠতা কোথায়? তুই নিজেই জানিস না জিনা, কী বলছিস!'

'সে খেতাবের দাম নিশ্চয় বেশি, কেননা তার জন্যেই বিয়ে করা হচ্ছে এক পঙ্গুকে! প্রতারণা সবসময়েই প্রতারণা মা, তার লক্ষ্য যাই হোক।'

'মোটেই নয় রে, মোটেই নয়! একটা উঁচু, বলতে কি খৃষ্টান দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও জিনিসটা দ্যাখ! একবার রাগের মাথায় তুই আমায় বলেছিলি, তুই সেবাব্রতিনী হতে চাস। মনে তোর খুব কষ্ট জমেছিল, মন পাথর হয়ে উঠেছিল। তুই বলেছিলি (সত্যি বলেছিলি), সে মন আর ভালোবাসতে পারবে না। ভালোবাসায় যদি তোর আর আস্থা না থাকে, তাহলে অন্য কোনো উঁচু লক্ষ্যে তোর মন ঢেলে দে, সে কাজ কর আন্তরিকভাবে, শিশুর মতো, পরিপূর্ণ আস্থায়, বিশুদ্ধতায় — তাহলে ভগবানের আশীর্বাদ পাবি। ওই বুড়ো মানুষটাও তো কষ্ট সয়েছেন, উনিও অসুখী, নিপীড়িত। অনেক বছর ধরে আমি ওঁকে চিনি, চিরকালই ওঁর জন্যে কেমন একটা দরদ,

এক ধরনের ভালোবাসা বোধ করেছি, কেমন যেন নির্বন্ধই সেটা। ওঁর সখী হবি, ওঁর মেয়ে হবি, আর সবই যদি খোলসা করে বলতে হয়, তাহলে বলব, হ্যাঁ ওঁর খেলার পুতুলই নয় হবি! কিন্তু মনটা ওঁর উষ্ণ করে তোল, সে হবে তোর ঈশ্বর-সেবা, সে হবে দয়ার কাজ! লোকটা হাস্যকর — কিন্তু সেদিকে মন দিস না। ওঁর শুধু অর্ধেকটা মানুষ — করুণা করবি ওঁকে। তুই খৃষ্টান! নিজের মনের ওপর জোর কর — এসব কাজে মন লাগাতে হয় জোর করেই। আমাদের কাছে ধর হাসপাতালে ঘা ব্যাণ্ডেজ করা কত কঠিন। মড়ক-আশ্রমের সংক্রামক বাতাসে নিঃশ্বাস নিতেই ঘেন্না লাগে। কিন্তু ঈশ্বরের যাঁরা দেবদূত তাঁরা এ কাজ করেন, এ কাজ করতে পেরে তাঁরা ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ। তোর ঘা-খাওয়া হৃদয় এতে সান্ত্বনা পাবে — এটা হবে তোর একটা কাজ, তোর মহাকীর্তি — তোর নিজের ক্ষতটাও সারবে তাতে। তার মধ্যে স্বার্থপরতা, নীচতা কোথায়? আমায় তুই বিশ্বাস করছিস না! তোর বোধ হয় ধারণা, কর্তব্য ইত্যাদির কথা বলে আমি ভান করছি। তুই বিশ্বাস করতে পারছিস না যে আমি এক সোসাইটি মহিলা, — সেই আমার একটা হৃদয় থাকতে পারে, অনুভূতি থাকতে পারে, নীতি থাকতে পারে কী করে? বেশ, বিশ্বাস নয় না-ই করলি, নিজের মাকেই অপমান করতে চাস কর, কিন্তু এইটে অন্তত মানবি যে আমার কথাগুলোয় যুক্তি আছে, এতে তুই বাঁচবি। কল্পনা কর, আমি নই, অন্য কেউ এসব বলছে, কোণে গিয়ে চোখ বুজে পিছন ফিরে দাঁড়া একবার। ভাব যেন অন্য কোনো একটা অদৃশ্য কণ্ঠস্বর তোকে এসব বলছে... তোর সবচেয়ে বড়ো বিতৃষ্ণা এই যে জিনিসটা নাকি হচ্ছে টাকার জন্যে, এটা নাকি একটা কেনা বেচার ব্যাপার? বেশ, টাকা যদি তোর কাছে এত ঘেন্নার হয়ে থাকে, তাহলে টাকাটা নিস নে! নিজের বেঁচে থাকার জন্যে যেটুকু দরকার সেইটুকু রেখে বাকিটা বিলিয়ে দিবি গরীবদের জন্যে। অন্তত মৃত্যু-পথযাত্রী ওই হতভাগ্য ছোকরাটাকেও তো তুই সাহায্য করতে পারবি।'

'কোনো সাহায্যই ও নেবে না,' জিনা বললে যেন নিজের মনে মনে।

'ও নেবে না, কিন্তু ওর মা নেবে,' বিজয়ের সুরে বললেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'ওর মা নেবে গোপনে, ওকে না জানিয়ে। তুই নিজেই তো তোর কাকীর দেওয়া কানবালা দুটো বিক্রি করেছিলি ছ মাস আগে ওর

মাকে সাহায্য করার জন্যে। আমি তা জানি। লোকের বাড়ি বাড়ি কাপড় কেচে বুড়ি তার বেচারা ছেলেটিকে খাওয়ায় সে খবরও আমি রাখি।'

'শীগগিরই ওর আর কোনো সাহায্যের দরকার থাকবে না!'

'তা জানি কী বলতে চাইছিস,' বাধা দিলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা। প্রেরণা, একটা সত্যকার প্রেরণায় উনি জ্বলজ্বল করে উঠলেন, 'জানি কী তুই বলবি। লোকে বলে ওর ক্ষয়রোগ হয়েছে, শীগগিরই মারা যাবে। কিন্তু কে বললে? সেদিন আমি কালিস্ত স্তানিস্লাভিচের কাছে ওর কথা জিজ্ঞেস করেছিলুম। জিজ্ঞেস করেছিলুম কারণ আমারও তো একটা হৃদয় আছে জিনা। কালিস্ত স্তানিস্লাভিচ বললেন, অসুখটা ওর অবশ্যই গুরুতর বটে, কিন্তু ওঁর দৃঢ় ধারণা বেচারা ক্ষয়রোগে ভুগছে না, ভুগছে নিতান্ত একটা কঠিন ধরনের বুকের অসুখে। তুই নিজেই জিজ্ঞেস করে দেখতে পারিস। উনি আমায় জোর দিয়েই বলেন যে, অন্য রকম অবস্থায়, বিশেষ করে আবহাওয়ার এবং মনের পরিবর্তন হলে রোগী সেরে উঠতে পারে। বলেন, এবং আগেও আমি শুনেছি, বলতে কি বইয়েও পড়েছি, স্পেনের উপকূলের কাছে একটা অদ্ভুত দ্বীপ আছে, নামটা বোধ হয় মালাগা — মানে কোনো একটা মদের নামের মতো — সেখানে বুক যাদের খারাপ শুধু তারাই নয়, খাঁটি ক্ষয়রোগীরাও কেবল আবহাওয়ার গুণে সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যায়। রোগ ভালো হবার জন্যেই লোকে সেখানে যায়, অবিশ্যি কেবল অভিজাতরাই যায়, ব্যবসায়ীরাও যায় হয়ত, কিন্তু কেবল খুবই বড়োলোকেরা। কিন্তু শুধু ওই মায়াময় আলহাম্রার, কথাই ধর সেইসব মেহেদি গাছ, লেবু, খচ্চরের পিঠে চাপা স্পেনীয় — কাব্যিক মনের ওপর শুধু এতেই ভারি অসাধারণ একটা ছাপ পড়বে! তুই ভাবছিস, এরকম একটা জায়গায় যাবার জন্যে তোর সাহায্য, তোর টাকা ও নেবে না? তা যদি না নেয়, যদি তোর মায়া থাকে তাহলে ওকে ঠকা! মানুষের জীবন নিয়ে যখন প্রশ্ন তখন ঠকানোতে দোষ নেই। ওকে আশা দে, তুই ওকে ভালোবাসিস এ প্রতিশ্রুতিও দিতে পারিস। বলতে পারিস, বিধবা হলে ওকে বিয়ে করবি। দুনিয়ায় যে কোনো কথাই খুব উদারভাবে বলা যায়। তোর মা তোকে অনুদার কিছু শিক্ষা দিতে যাবে না। তুই জিনিসটা করবি ওর জীবন বাঁচাবার জন্যে, সেই জন্যে সবকিছুই মার্জনীয়! তুই ওকে বাঁচিয়ে তুলবি আশা দিয়ে। নিজে থেকেই ও নিজের স্বাস্থ্যের ওপর নজর রাখতে শুরু করবে, চিকিৎসা করাবে,

ডাক্তারের কথা মানবে। সুখী হবার জন্যে ও সেরে উঠতে চেষ্টা করবে। ও যদি সেরে ওঠে তাহলে শেষ পর্যন্ত তুই যদি ওকে বিয়ে নাও করিস, তবুও তো ও অন্তত সেরে উঠল, তুই ওকে বাঁচালি, জীবন ফিরিয়ে দিলি! তাছাড়া ওর দিকটাও তো দরদ দিয়ে দেখা যায়! ভাগ্যচক্রে হয়ত বা ওর শিক্ষা হয়েছে, ভালোর দিকে ওর বদল হয়েছে, — এবং ও যদি তোর যোগ্য হয়ে ওঠে তাহলে বিধবা হবার পর বিয়েও তো করতে পারিস। তখন তুই স্বাধীন, হাতে টাকা থাকবে। ওকে সারিয়ে তোলার পর একটা সামাজিক প্রতিষ্ঠা তুই ওকে জোগাড় করে দিতে পারবি, একটা কেরিয়ার করে দিতে পারবি। ওর সঙ্গে তোর বিয়ে এখন অসম্ভব, কিন্তু তখন সেটা হবে মার্জনীয়। এখন সে পাগলামি করতে গেলে তোদের দুজনের কপালে কী হবে বল দেখি? জুটবে কেবল সবার কাছ থেকে তাচ্ছিল্য, দারিদ্র্য, ছোটো ছোটো ছেলেদের কান মলে দেওয়া (ওর পেশার সেটা অঙ্গ), দুজনে বসে শেকস্‌পিয়র পড়া, জীবনের মতো মোর্দাসভে বাঁধা হয়ে থাকা এবং পরিশেষে অচিরেই এবং নিশ্চিতই ওর মৃত্যু — এছাড়া কিছু নয়। কিন্তু ওকে যদি তুই বাঁচিয়ে তুলিস তবে সে হবে একটা কাজের জীবন, কল্যাণের ব্যাপার। ওকে ক্ষমা করলে ও তোকে পুজো করবে। বিশ্রী আচরণের জন্যে ও মরমে মরে আছে, আর তুই ওর নতুন জীবনের ব্যবস্থা করে, ওকে ক্ষমা ক'রে ওকে আশা দিতে পারিস, নিজের মনের মধ্যে তার আর অতৃপ্তি থাকবে না। সরকারী দপ্তরে কাজ হতে পারে ওর, প্রমোশন পেতে পারে, পদমর্যাদা বাড়তে পারে। শেষ পর্যন্ত, ও যদি নাও সেরে ওঠে, তবু সুখ নিয়েই মারা যাবে, মরবে নিজের মনের তৃপ্তি নিয়েই, তোর কোলের ওপর, — কেননা সে মুহূর্তে তুই ওর কাছেই থাকতে পারবি, মরবে তোর প্রেম, তোর মার্জনায় নিশ্চিত হয়ে, লেবু আর মেহেদি গাছের ছায়ার নিচে, একটা বিচিত্র নীল আকাশের তলে! ওরে জিনা, এসবই তোর হাতের মুঠোয়! সব দিক থেকেই তোর লাভ — আর তা তুই পেতে পারিস কাউণ্টকে বিয়ে করে!'

মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা থামলেন। দেখা দিল এক দীর্ঘ নীরবতা। ভয়ানক বিচলিত হয়ে উঠেছিল জিনা।

জিনার হৃদয়াবেগ আমরা বর্ণনা করতে যাব না, সেটা অনুমান করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু মনে হয়, মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা যেন তাঁর মন

ছ‌ুঁতে পেরেছিলেন। মেয়ের মানসিক অবস্থাটা সে সময় কী তা জানা না থাকায় উনি সম্ভবপর সবকটি মানসিক তন্ত্রীতেই ঘা দিয়ে শেষ পর্যন্ত অনুভব করলেন, ঠিক পথ ধরেছেন। জিনার হৃদয়ের সবচেয়ে আহত জায়গাটি খুঁজে বার করার জন্যে তিনি স্থূল হাতে হাতড়ে বেড়িয়েছেন এবং তাঁর যা স্বভাব, উদারতম অনুভূতির প্রকাশ না দেখিয়ে পারেন নি, যদিও তাতে স্বভাবতই জিনার মনে কোনো ভাবান্তর হয় নি। 'আমায় যদি ও বিশ্বাস না করে তাতে কিছু এসে যায় না,' মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ভেবেছেন, 'ওকে আর একবার ভেবে দেখাতে পারলেই হল। বড়ো কথা হল, স্পষ্ট করে যা বলা যায় না সে সম্পর্কে শুধু সূক্ষ্ম ইঙ্গিত দিতে পারা!' এই তিনি ভেবেছিলেন এবং তাই করলেন। তার ফল ফলেছে। জিনা ওঁর কথা শুনলে উদগ্রীব হয়ে। তার গন্ড আরক্তিম হয়ে উঠেছিল। ওঠানামা করছিল বুক।

'শুনুন মা,' অবশেষে ও বললে দৃঢ়ভাবে; গালের ওপর ছড়িয়ে পড়ল একটা আকস্মিক বিবর্ণতা, তা থেকে বোঝা যাচ্ছিল এই দৃঢ়তার জন্যে কী মূল্য ওকে দিতে হচ্ছে, 'শুনুন মা!'

কিন্তু সেই মুহূর্তে ঢোকবার বারান্দায় শোনা গেল একটা হঠাৎ গণ্ডগোল। উ'চু গলায় কে যেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার খোঁজ করছিল। তার ফলে আত্মসংবরণ করলে জিনা। মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন।

'এই সেরেছে!' চে'চিয়ে উঠলেন উনি, 'পোড়ামুখী ছাতার পাখি কর্নেলের বৌটা এসে হাজির হয়েছে দেখছি। কিন্তু দিন পনের আগে ওকে তো আমি প্রায় বাড়ি থেকে বারই করে দিতে গিয়েছিলুম!' প্রায় হতাশায় যোগ করলেন উনি, 'কিন্তু... কিন্তু এখন তো আর ডেকে না বসিয়ে উপায় নেই। কোনো উপায় নেই। নিশ্চয় কোনো খবর নিয়ে এসেছে, নইলে এখানে মুখ দেখাবার সাহস হত না। গুরুতর কিছু হবে জিনা। জানতে হচ্ছে... কিছুই এখন আর হেলা ফেলা করা চলবে না। — কী সৌভাগ্য যে আপনি দেখা করতে এসেছেন!' অভ্যাগতের দিকে ছুটে গিয়ে বলে উঠলেন উনি, 'কিসে আমার কথা মনে পড়ল ভাই, সোফিয়া পেত্রোভনা! কী অপ্র-ত্যা-শিত আনন্দের কথা!'

জিনা পালাল ঘর থেকে।

৬

কর্নেলের স্ত্রী সোফিয়া পেত্রোভনা কারপ্‌খিনাকে ছাতার পাখি বলা যেতে পারে কেবল নীতির দিক থেকে। দৈহিক দিক থেকে বরং সে চড়ুইয়ের সঙ্গে তুলনীয়। বছর পঞ্চাশের ছোটোখাটো দেখতে একটি মেয়ে, চোখা নাক, চঞ্চল চোখ, মুখ ভরা হলদে হলদে ছুলি। শীর্ণ স্বল্পকায় শরীরখানা রোগা রোগা কিন্তু শক্ত-সমর্থ চড়ুই ঠ্যাঙের ওপর খাড়া, পরনে গাঢ় রঙের সিল্কের পোষাক। সে পোষাক অনবরতই খসখস করছে, কেননা একনাগাড়ে কয়েক সেকেন্ডও স্থির হয়ে থাকা কর্নেল পত্নীর সম্ভব নয়। নিন্দে রটনায় সে রাক্ষসীর মতো পঞ্চমুখ, কদাচ ভুলতে পারে না যে তার স্বামী কর্নেল। এবং স্বামীর সঙ্গে, মানে অবসরপ্রাপ্ত কর্ণেলটির সঙ্গে ও প্রায়ই ঝগড়া বাধায়, আর মুখে আঁচড় বসায়। তদুপরি সকালে সে রোজ গলাধঃকরণ করে চার পাত্র করে ভোদকা এবং সন্ধ্যাতেও চার পাত্র। আন্না নিকোলায়েভনা আন্তিপোভাকে দেখতে পারে না, — আগের সপ্তাহে সে তাকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছিল, এবং দেখতে পারে না নাতালিয়া দ্‌মিত্রিয়েভনা পাসকুদিনাকেও, কেননা ওঁরও সে ব্যাপারে হাত ছিল।

কিচিরমিচির করে ও বললে, 'এক মিনিটের জন্যে এলুম ভাই, mon ange*, খামোকাই বসছি। কী যে কাণ্ড শুরু হয়ে গেছে, তাই বলতে এলুম। সারা শহর একেবারে কাউণ্টকে নিয়ে পাগলা হয়ে উঠেছে। সেয়ানার দল ওঁকে গাঁথতে চেষ্টা করছে vous comprenez!** ওঁর পেছু লেগেছে, ছিঁড়ে খাচ্ছে, শ্যাম্পেনে নেমন্তন্ন করছে, বিশ্বাস হয় না ভাই, বিশ্বাস হয় না! কী করে ওঁকে ছেড়ে দিলেন আপনি? জানেন, এখন উনি নাতালিয়া দ্‌মিত্রিয়েভনার ওখানে?'

'নাতালিয়া দ্‌মিত্রিয়েভনার ওখানে?' উত্তেজনায় চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে চেঁচিয়ে উঠলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা। 'সে কী, ওঁর তো কেবল শাসনকর্তার বাড়ি যাওয়ার কথা, তারপর হয়ত বা আন্না নিকোলায়েভনার ওখানে, সে শুধু খানিকক্ষণের জন্যে!'

---

* পরী আমার। (ফরাসী) — সম্পাঃ

** বুঝেছেন তো। (ফরাসী) — সম্পাঃ

'খানিকক্ষণই বটে! যান না গিয়ে পাকড়াও করুন গে না। শাসনকর্তা বাড়ি ছিলেন না, তাই উনি চলে যান আন্না নিকোলায়েভনার কাছে, কথা দিয়েছেন ওখানে ডিনার খাবেন, আর নাতালিয়া ওঁকে আর ছাড়ছে না, ঠেলে তুলেছে ওর বাড়িতে লাঞ্চ খাওয়াবার জন্যে। এই হল আপনার কাউণ্টের হাল!'

'কিন্তু মর্জাগ্রিয়াকভ? ও যে কথা দিয়েছিল...'

'যেমন আপনার মর্জাগ্রিয়াকভ, বাক্যবীর একটি! সেও গেছে ওঁরই সঙ্গে! দেখুন না একবার — তাসের টেবিলে আবার না বসায়, তাহলে ঠিক গত বছরের মতো আবার সব টাকা হেরে আসবে! কাউণ্টকেও ওরা খেলতে বসাবে, একেবারে ন্যাংটা করে ছেড়ে দেবে। আর আপনার সম্পর্কে কী সব কথাই না রটাচ্ছে ঐ নাতালিয়া! একেবারে গলা ছেড়ে চ্যাঁচাচ্ছে যে আপনি নাকি কাউণ্টকে... বুঝলেন না... কতকগুলো মতলবে, vous comprenez, বশ করতে চান? কাউণ্টকে ও নিজেই এসব কথা বলছে। কাউণ্টের অবিশ্যি কিছুই মাথায় যাচ্ছে না, বসে আছেন চুবুনি খাওয়া বেড়ালছানার মতো, সবেতেই ঐ এক জবাব: হ্যাঁ, তা বটে! হ্যাঁ তা বটে। আর নাতালিয়া নিজে যে কাণ্ড শুরু করেছে মা গো! নিজের সন্‌কাটিকে সামনে এনে হাজির করেছে — পনের বছর বয়স, কিন্তু এখনো সেই খাটো স্কার্ট! মাত্র হাঁটু পর্যন্ত, বুঝে দেখুন! অনাথ মেয়ে মাশ্‌কাটাকেও নিয়ে এসেছে — সেও খাটো পোষাকে, তাতে আবার হাঁটুর আরো উঁচুতে — লর্নেটের মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম... মাথায় কী একটা করে লাল টুপি পরেছে, পালক গোঁজা — কী যে তার মানে সে আমার সত্যিই বোধগম্য হল না। খুকি দুটোকে দিয়ে একটা ইউক্রেনীয় নাচ নাচালে, পিয়ানোর তালে তালে, একেবারে কাউণ্টের সামনে! কাউণ্টের দুর্বলতা তো ভাই আপনি জানেন। উনি একেবারে গলে গেলেন। মুখে কেবলি: কী গড়ন! কী গড়ন! ওদের নজর করে করে দেখলেন লর্নেটের মধ্যে দিয়ে — ছাতার পাখি দুটোর তখন কী নাচ! পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে একেবারে লাল হয়ে উঠল, দেখার মতো বটে, — একেবারে তিড়িং লাফ, হ্যাঁ ভাই! ছি! এই কী নাচ! আমি নিজেও একবার ওড়না নাচ নেচেছিলুম মাদাম জার্নির অভিজাত বোর্ডিং স্কুল থেকে পাশ করে বেরবার সময় — তখন চমৎকার হয়েছিল, সিনেটররা সবাই খুব প্রশংসা করে! প্রিন্সদের কাউণ্টদের মেয়েরা সব ওখানেই পড়তে

আসত! কিন্তু এ ছঁড়িগুলো যা নাচে সে নেহাৎই 'ক্যানক্যান'* নাচ। লজ্জায় মরে যাচ্ছিলুম ভাই, লজ্জায় মরে যাচ্ছিলুম, বসে আর থাকতে পারলুম না!..'

'কিন্তু... নাতালিয়া দ্‌মিত্রিয়েভনার বাড়ি আপনি নিজে গিয়েছিলেন? আমি ভেবেছিলাম...'

'তা হ্যাঁ, ও সপ্তাহে আমায় সে অপমান করেছিল, সে আমি নিজেই সবাইকে খোলাখুলি বলি। Mais, ma chère**, আমি একবারে উ'কি দিয়ে কাউন্টকে দেখতে চেয়েছিলুম, তা সে দরজার ফাঁক দিয়েও সই — তাই গেলুম। নইলে আর কোথায় বা ওঁকে দেখব? পোড়ারমুখো ওই কাউন্টটি না থাকলে যেতুম আর কী! কী বলব ভাই — ওরা সকলকে চকোলেট দিলে, অথচ আমায় নয়, সারাক্ষণ কেউ আমার সঙ্গে একটি কথাও কইলে না। হিংসে করে করেছে — ওই মুটকীটা! আমিও শোধ নেব! আচ্ছা ভাই আসি, mon ange, বড্ডো তাড়াতাড়ি আছে... আকুলিনা পানফিলভনাকে গিয়ে ধরতেই হবে, ওকে গিয়ে বলব। কিন্তু আপনি ভাই, কাউন্টের আশায় ইতি দিয়ে রাখুন! উনি আর এখানে আসছেন না। জানেনই তো ওঁর কিছু মনে থাকে না, আন্না নিকোলায়েভনা ওঁকে নির্ঘাৎ ওর বাড়ি টেনে নিয়ে যাবে! ওদের সবারই ভারি ভয়, আপনি নাকি — বুঝলেন না? মানে... ডিনার কথা বলছি, বুঝলেন না...'

'Quelle horreur!'***

'এই আমি বলছি, বিশ্বাস করুন! সারা শহরে ঐ গুজব। আন্না নিকোলায়েভনা একেবারে স্থির করে ফেলেছে, ওঁকে ডিনারে নিয়ে যাবে, তারপর চিরকালের মতো রেখে দেবে। ও এসব করছে আপনাকে হিংসে করে, mon ange। বেড়ার ফাঁক দিয়ে আমি ওদের উঠোনে উ'কি দিয়ে এসেছি। হৈচৈ কাণ্ড — রান্না বান্না, ছুরি কাঁটার ঝনঝন... শ্যাম্পেনের আয়োজন। এই বেলা তাড়াতাড়ি করে যান — আন্না নিকোলায়েভনার বাড়ি যাবার পথেই গিয়ে ওঁকে ধরুন! আপনার এখানে ডিনার খাবেন এ কথা তো উনি আপনাকেই প্রথম দিয়েছেন! উনি আপনার অতিথি, ওর নয়!

---

* অত্যধিক পা ছুঁড়ে এক ধরনের নাচ। — সম্পাঃ

** কিন্তু কী জানেন ভাই। (ফরাসী) — সম্পাঃ

*** কী ভয়ঙ্কর! (ফরাসী) — সম্পাঃ

কুচক্রিনী পাজিটা আপনার ওপর একহাত নেবে – সে হতে দেবেন না ভাই! ও তো আমার জ্বতোর শ্বকতলাটারও যোগ্য নয়, হোক না কেন সরকারী উকিলের বউ! আমিও কর্নেলের বউ! মাদাম জার্নির সম্ভ্রান্ত বোর্ডিং ইস্কুলে আমি পড়াশ্বনা করেছি... Mais adieu, mon ange!* আমার স্লেজ দাঁড়িয়ে আছে, নয়ত আপনার সঙ্গেই যেতুম...'

সচল সংবাদপত্র অদৃশ্য হল। উত্তেজনায় মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন, কর্নেল-বৌয়ের পরামর্শটা অতি পরিষ্কার এবং কাজের। আর সময় নষ্ট করা চলে না, দেরি করা উচিত নয়। কিন্তু মূল সমস্যাটার তখনো সমাধান হয় নি। মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ছুটে গেলেন জিনার ঘরে।

ফ্যাকাশে হয়ে উত্তেজনায় জিনা পায়চারি করছিল ঘরে, দুই হাত জড়ো করা, মাথাটা নুয়ে পড়েছে। চোখে তার জল, কিন্তু মায়ের দিকে যে দৃষ্টিতে চাইল তাতে স্থির প্রতিজ্ঞা ফুটে উঠেছে। তাড়াতাড়ি করে চোখের জল আটকে জিনা হাসল ব্যঙ্গভরে।

মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা কিছু বলবার আগেই সে বললে, 'মা, আপনি আমার ওপর অনেক বক্তৃতা ঝেড়েছেন, একটু বেশি পরিমাণেই ঝেড়েছেন। কিন্তু আমার চোখে ধুলো দিতে পারেন নি। আমি শিশু নই। বিন্দুমাত্র অধ্যাত্ম প্রেরণা ছাড়াই সেবাব্রতিনীর কাজ করছি বলে নিজেকে ভাবব, বড়ো বড়ো আদর্শের ভান করে নিতান্ত স্বার্থপরতার ওপর ভিত্তি করা একটা নীচতাকে ন্যায্য বলব — এটা এতই কুটিল একটা জেস্ইটবৃত্তি যে তাতে আমায় ধোঁকা দেওয়া সম্ভব নয়। শুনছেন তাতে আমায় ধোঁকা দেওয়া যায় নি এবং আমি চাই, কথাটা আপনি জেনে রাখুন!'

'কিন্তু mon ange!..' ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

'চুপ করুন মা! একটু ধৈর্য ধরে আমার সব কথা আগে শুনুন। এসব যে নিতান্তই কুটিল জেস্ইটবৃত্তি তা পুরোপুরি জেনেও, এ কাজ যে একেবারেই উদার নয় তাতে আমার স্থির প্রত্যয় সত্ত্বেও আমি আপনার প্রস্তাব অকুণ্ঠভাবে মেনে নিচ্ছি, **অকুণ্ঠভাবে**, এবং বলছি যে আমি কাউন্টকে

---

* কিন্তু চলি, আমার পরী। (ফরাসী) — সম্পাঃ

বিয়ে করতে রাজী, এমনকি আমায় উনি যাতে বিয়ে করেন সে জন্যে আপনার সবকিছু প্রচেষ্টাতেও সাহায্য করতে আমি প্রস্তুত। কেন তা করছি, সেটা আপনার জেনে লাভ নেই। আমি যে এই মত করেছি, এইটে জানাই আপনার যথেষ্ট। সবকিছুর জন্যেই আমি আমার মন ঠিক করে ফেলেছি — আমি ওঁর বুট এনে দেব, আমি ওঁর চাকরের কাজ করব, ওঁকে খুশি করার জন্যে, ওঁর প্রতি আমার নীচতার প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যে আমি নাচব। আমায় বিয়ে করে ওঁকে যাতে আফসোস করতে না হয় তার জন্যে আমার যথাসাধ্য করব! কিন্তু আমার এ সংকল্পের প্রতিদানে আমায় খোলাখুলি বলুন — আপনি এ সব ব্যবস্থা কী ভাবে করতে চাইছেন? এত বারবার করে যে কথাটা বলছেন, তার মানে আপনার মাথায় একটা পরিষ্কার মতলব আছে। আমি আপনাকে চিনি — তা নইলে আপনি কথাটা পাড়তেনই না। জীবনে একবারের জন্যে খোলাখুলি বলুন। আমার এই একটি সর্ত — খোলাখুলি বলতে হবে! আপনি ঠিক কী ভাবে ব্যাপারটা ঘটাতে চান তা না জেনে আমি মন স্থির করতে পারি না!'

জিনার অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্তে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা এমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন যে, কিছুক্ষণ বিস্ময়ে নির্বাক নিশ্চল হয়ে উনি দাঁড়িয়ে রইলেন জিনার সামনে, চোখ তাঁর বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিল। উনি প্রস্তুত হয়ে এসেছিলেন মেয়ের একগুঁয়ে রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে লড়াই চালাবেন — এ মেয়ের কঠোর মহৎ-চিত্ততার ভয়ে ওঁকে সর্বদাই তটস্থ থাকতে হয়। হঠাৎ শুনলেন, মেয়ে তাঁর কথায় পুরোপুরি রাজী, তার নিজস্ব নীতি সত্ত্বেও সবকিছুর জন্যে সে প্রস্তুত! সুতরাং ব্যাপারটা এখন খুব পাকা ভিত্তির ওপর দাঁড়াল, — চোখ ওঁর আনন্দে জ্বলে উঠল।

'জিনা আমার!' সোৎসাহে বলে উঠলেন তিনি, 'সোনা আমার, তুই যে আমার রক্তমাংসে গড়া!'

আর কিছু বলতে পারলেন না, মেয়ের দিকে ছুটে গেলেন জড়িয়ে ধরতে।

'হায় রে কপাল! আমি তো আপনার আলিঙ্গন চাই নি, মা,' অধীর বিতৃষ্ণায় চেঁচিয়ে উঠল জিনা, 'উল্লাসটা থাক, শুধু জবাব চাই আমার প্রশ্নের, আর কিছু নয়।'

'কিন্তু জিনা, আমি যে তোকে ভালোবাসি, তুই যে আমার মাথার মণি,

অথচ তুই আমায় ফিরিয়ে দিচ্ছিস... আমি যা কিছু করছি সে তো তোরই সুখের জন্যে...'

চোখ তাঁর সজল হয়ে উঠল অকপট অশ্রুতে। মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা জিনাকে ভালোবাসতেন সত্যিই, তবে তাঁর নিজের ধরনে; এখন সাফল্যে এবং উত্তেজনায় তাঁর আবেগ আলোড়িত হয়ে উঠল একটা অত্যধিক মাত্রায়। জিনার বর্তমান দৃষ্টি কিছুটা সীমাবদ্ধ হলেও সে জানত মা তাকে ভালোবাসেন। এ ভালোবাসা তার কাছে বোঝার মতো। মা যদি তাকে ঘেন্না করতেন, তাহলেই বরং সে বাঁচত...

'রাগ করবেন না মা,' জিনা বললে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে, 'খুব বিচলিত হয়ে আছি তো।'

'রাগ করি নি সোনা,' তৎক্ষণাৎ চাঙ্গা হয়ে উঠে বললেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'তুই যে কী রকম অস্থির হয়ে আছিস তা আমি বেশ বুঝতে পারছি। বেশ তাহলে খোলাখুলি যখন শুনতে চাচ্ছিস, তখন খোলাখুলি বলব, একেবারে খোলাখুলি! তুই যদি আমায় শুধু বিশ্বাস করতিস! প্রথমত, তোকে বলি, পুরোপুরি পরিষ্কার একটা পরিকল্পনা এখনো কিছু আমার নেই, মানে তার সমস্ত খুঁটিনাটি নিয়ে, সে অসম্ভব। তুই বুদ্ধিমতী মেয়ে, বুঝতে পারছিস কেন অসম্ভব। কিছু কিছু বাধাও আসবে তা মনে হচ্ছে... এই তো এক মিনিট আগেই ওই ছাতার পাখিটা কত কী সব বলে গেল... (মা গো! তাড়াতাড়ি করতে হয়!) দেখলি তো জিনা, কিছুই লুকোচ্ছি না! তবে তোর কাছে এই দিব্যি দিয়ে বলছি, আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবই!' উনি যোগ দিলেন সোল্লাসে, 'আমার এ নিশ্চয়তা তুই কিছুক্ষণ আগে যা বললি সেই দিবাস্বপ্ন নয় রে। তার বাস্তব ভিত্তি আছে। কাউণ্টের মনটা যে একেবারে অথর্ব, সেই হল আমার ভিত্তি। সে মন একেবারে শাদা কাগজ, যে নকসা ইচ্ছে এঁকে দেওয়া যায়। প্রধান কথা, কেউ যেন বাগড়া না দেয়! তবে এই হাঁদাগুলো আমায় বোকা বানাবে সে সাধ্যি ওদের নেই!' চেঁচিয়ে উঠলেন উনি, হাত দিয়ে টেবিলে চাপড় মারলেন, চোখ দুটো জ্বলে উঠল। 'সে আমি দেখছি। কিন্তু তার জন্যে সবার আগে দরকার তাড়াতাড়ি শুরু করা, সম্ভব হলে আজকেই প্রধান কাজটা সারতে হবে!'

'বেশ, তাহলে আর একটি খোলাখুলি কথা শুনুন: জানেন কেন

আপনার পরিকল্পনাটায় আমার এত আগ্রহ, আর অবিশ্বাস কেন? কারণ নিজের ওপর আমার ভরসা নেই। আমি আপনাকে বলেছি বটে, এ নীচ কাজটা করব বলে মন ঠিক করেছি, কিন্তু আপনার পরিকল্পনার খ্ুঁটি-নাটিগ্‌লো যদি খ্‌বই ঘেন্নার, খ্‌বই জঘন্য হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে বলে রাখছি, সে আমি সইতে পারব না, সব ভন্ডুল করে বসব। জানি, এটা এক নতুন ধরনের নীচতা, মানে — নীচ কাজ করব ঠিক করে নোংরা ঘাঁটতে ভয় পাওয়া — কিন্তু কী করা যাবে! শেষ পর্যন্ত ওই হবে, আমি ব্‌ঝতে পারছি, ওই হবে!..'

'কিন্তু এর মধ্যে তেমন নীচতা কী আছে, mon ange?' ভয়ে ভয়ে আপত্তি জানালেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'একটা দাঁও-মারা বিয়ে, তা বইতো কিছ্‌ নয়। সকলেই তো তারই চেষ্টা করে! এই দিক থেকে একবার বিচার করে দ্যাখ, তাহলে সবকিছ্‌ই নিতান্ত সঙ্গত মনে হবে...'

'ওহ্‌ মা, ভগবানের দোহাই, আমার কাছে চালাকি করবেন না! নিজেই তো শ্‌নলেন, আমি সবকিছ্‌তে রাজী — সবকিছ্‌তে! আর কী চান? শ্‌ধ্‌ যেটা যা তাকে তাই বললে আপনি ভয় পাবেন না। হয়ত বা এখন আমার ঐ একমাত্র সান্ত্বনা!'

ঠোঁটের ওপর ওঁর একটা শ্‌কনো হাসি ফুটে উঠল।

'আচ্ছা রে সোনা, নয় তাই হল! পরস্পর মতান্তর হলেও শ্রদ্ধা রাখতে বাধা কি। কিন্তু তোর দ্‌শ্চিন্তা যদি হয় খ্‌টিনাটিগ্‌লো নিয়ে, নোংরামি হবে বলে যদি ভয় পাস, তাহলে সে সব আমার ওপর ছেড়ে দে। তোকে অভয় দিচ্ছি, তোর গায়ে এক ফোঁটাও নোংরা লাগবে না। তোর মাথা কি আমি কখনো হে'ট করে দিতে পারি! আমার ওপর ভরসা করে থাক, সবকিছ্‌ই দিব্যি হয়ে যাবে, হবে অতি ভদ্র, ঠাট বজায় রেখে, প্রধান কথা — ভদ্রঠাট! এতটুকু নিন্দে রটবে না। আর যদি বা ছোটোখাটো অপরিহার্য কিছ্‌ নিন্দে রটেই — বলা তো যায় না! — তাহলে ততক্ষণে আমরা বহ্‌দ্‌রে! এখানে আমরা থাকব না, ব্‌ঝেছিস তো, ততদিনে আমরা বহ্‌দ্‌রে চলে যাব! চে'চিয়ে চে'চিয়ে ওরা গলা ভাঙ্‌ক না, বয়েই গেল! নিজেরাই হিংসেয় মরবে। ও নিয়ে আবার দ্‌শ্চিন্তা করে কেউ? তোর ব্যবহারে অবাক লাগছে, জিনা, রাগ করিস না বাপ্‌ — তোর এত অহঙ্কার, আর তুই কিনা ভয় পাচ্ছিস ওদের?'

'আহ্ মা, আমি মোটেই ওদের ভয় করছি না, আপনি আমায় কিছুই বোঝেন না!' বিরক্ত হয়ে জবাব দিলে জিনা।

'হয়েছে, হয়েছে রে, রাগ করিস নে! আমি শুধু বলছিলুম, ওরা তো প্রতিদিনই কিছু না কিছু একটা খারাপ কাজ করছে আর তুই করছিস কেবল সারা জীবনে একবার... দ্যাখ দিকি, কী সব বকছি! খারাপ আবার কোথায়? বরং রীতিমতো ভদ্রজনোচিত। আমি তোর কাছে প্রমাণ করে দেব জিনা। প্রথমত, ফের বলি, সবকিছুই নির্ভর করছে কী চোখে দেখছিস...'

'আপনার প্রমাণ যথেষ্ট হয়েছে মা!' ফুঁসে উঠল জিনা, অধীরভাবে পা ঠুকলে মেঝেতে।

'ঠিক আছে সোনা, বলব না রে, বলব না! মুখ দিয়ে এমনি বেরিয়ে গিয়েছিল...'

স্বল্প একটু নীরবতা দেখা দিল। মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা জিনার পিছনে সরে এলেন ভয়ে ভয়ে; অন্যায় করেছে জেনে ক্ষুদে কুকুর যেমন ভাবে মনিব গিন্নীর চোখের দিকে চায়, তেমনি উদ্বেগে চাইলেন ওর চোখের দিকে।

'আমি একেবারে বুঝতেই পারছি না আপনি কী ভাবে শুরু করবেন,' বিতৃষ্ণায় বলে চলল জিনা, 'আমার নিশ্চয় ধারণা, আপনার কেবল লজ্জাই সার হবে। ওদের মতামত আমি গ্রাহ্যই করি না, কিন্তু আপনার পক্ষে সেটা হবে লজ্জার চূড়ান্ত।'

'এই যদি তোর একমাত্র দুশ্চিন্তা হয়ে থাকে, তবে তোকে ভাবতে হবে না! কথা শোন, মিনতি করে তোকে বলছি, যতক্ষণ এতে তোর দ্বিমত নেই, ততক্ষণ আমার জন্যে তোকে ভাবতে হবে না। কত ঘাটের জল খেয়ে এসেছি যদি জানতিস! কত কাণ্ড সামলাতে হয়েছে! শুধু একবার চেষ্টা করে দেখতে দে! যাই ঘটুক না কেন, প্রথম কথা হল, কাউণ্টকে যত তাড়াতাড়ি একলা পেতে হবে। সেই হল প্রথম কাজ! সবকিছু তার ওপরেই নির্ভর করছে। কিন্তু বাদ বাকিটাও বেশ দেখতে পাচ্ছি। সবাই ওরা আমাদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগবে। কিন্তু ... তাতে ভয় করি না! একলাই আমি ওদের সামলাতে পারব! আমার ভয় কেবল একজনকে — মজ্‌গ্লিয়াকভকে...'

'মজ্‌গ্লিয়াকভ?' জিনা বললে অবজ্ঞার সুরে।

'হ্যাঁ, মজগ্লিয়াকভ। কিন্তু ভাবিস নে জিনা! আমি নির্ঘাৎ ওকে এমন এক অবস্থায় ফেলব যে ও নিজে থেকেই আমাদের সাহায্য করবে। তুই আমায় এখনো চিনিস নি জিনা। জানিস না, কাজে নামলে কী আমি করি। ওরে জিনা, সোনা আমার, কী বলব তোকে, কাউন্টের কথা যখন থেকে শুনেছি তখন থেকেই আমার ভাবনায় যেন একেবারে আগুন ধরে গেছে! এক লহমায় মাথার মধ্যে আলো হয়ে উঠেছে! কে ভেবেছিল উনি আমাদের এখানেই আসবেন! হাজার বছরেও এমন সুযোগ আর আসবে না! জিনা রে, সোনা আমার! অসম্মান বুড়ো অথর্বকে বিয়ে করায় নয়, বিয়ে করায় তাকে, যাকে একদণ্ড সইতে পারিস না অথচ তারই সত্যিকারের বউ হতে হবে! তুই তো আর কাউন্টের সত্যিকারের বউ হতে যাচ্ছিস না। এ তো আর বিয়ে নয়! নেহাৎ একটা সাংসারিক ব্যবস্থা! যা কিছু সুবিধা সবই তো ওই আহাম্মকটার — হঠাৎ এতখানি সুখ কি না ওরই কপালে, ভেবে দ্যাখ! তোকে আজ কী সুন্দর দেখাচ্ছে রে জিনা! শুধু রূপসী নোস তুই, তুই তিলোত্তমা। আমি যদি পুরুষ হতুম, তাহলে তুই চাইলে তোর জন্যে অর্ধেক রাজত্বই দিয়ে দিতুম! কী গাধা সকলে! এই ছোট্ট হাতখানিতে চুমু দিতে কে না চাইবে?' আবেগে মেয়ের হাতে চুমু দিলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা। 'এ তো আমারই দেহ, আমারই রক্তমাংস! জোর জবরদস্তি করে হলেও আহাম্মকটার একবার বিয়ে দিতে পারলে হয়! তারপর তোর আমার কী জীবনই না হবে! কপাল ফিরতেই মাকে তো আর তাড়িয়ে দিবি না, দিবি নাকি? তোর সঙ্গে ঝগড়া করতে পারি, কিন্তু আমার মতো বন্ধু তোর আর নেই রে। যাই হোক না কেন...'

'মা, মন যদি ঠিকই করে ফেলে থাকেন তাহলে এখন... কাজে লাগার সময়। এখানে তো কেবল সময় নষ্ট করছেন!' জিনা বললে অধীরভাবে।

'সত্যি কাজে লাগার সময় রে জিনা! কী বকবকানিতে পেয়েছে আমায়!' চেঁচিয়ে উঠলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'ওরা কাউন্টকে ফুসলানি দিতে চাইছে। এক্ষুণি রওনা দিতে হবে আমায়! গিয়ে মজগ্লিয়াকভকে ডেকে পাঠাব, তারপর... হ্যাঁ, দরকার হলে জোর করেই টেনে আনব কাউন্টকে! আসি, জিনা, আসি রে সোনা! ছটফট করিস নে, ভাবিস নে, দুঃখ করিস নে, সবচেয়ে বড়ো কথা, দুঃখ করিস নে! সবকিছুই দিব্যি হয়ে যাবে, যথাসম্ভব সুন্দর করে। প্রধান কথা, কী চোখে দেখছিস... চলি!'

জিনার ওপর ক্রুশের চিহ্ন দিলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, তারপর দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে এক মুহূর্তের জন্যে আয়নার সামনে দাঁড়ালেন। দু-মিনিটের মধ্যেই মোর্দাসভের রাস্তায় তাঁর ঘোড়ায় টানা স্লেজ ছুটল — রোজ এই সময় গাড়িটা তৈরিই থাকে, পাছে উনি উঠতে চান এই জন্যে। মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা থাকতেন বড়োলোকী চালে।

'উহুঁ, সেটি হচ্ছে না, আমায় তোমরা বোকা বানাতে পারবে না!' গাড়িতে বসে উনি ভাবছিলেন মনে মনে, 'জিনা রাজী হয়েছে, তার মানে অর্ধেক কাজই হাসিল। তবু নাকি সব ভেস্তে যেতে পারে! দূর! দূর! জিনা! জিনা রে! শেষ পর্যন্ত পথে এসেছে মেয়েটা! তার মানে তোর মনেও অন্য চিন্তা ধরে! ভবিষ্যতের ছবিটা তুলে ধরেছিলুম বেশ লোভের! ঠিক জায়গাটিতে ঘা দিয়েছি! কিন্তু কী সুন্দর ওকে আজ দেখাচ্ছিল, কী সুন্দর! আমি যদি অমন সুন্দরী হতুম তাহলে অর্ধেক ইউরোপ ওলটপালট করে ছাড়তুম! তবে দেখা যাক... ও যখন কাউণ্টেস হবে, এটা সেটা জানবে, তখন কোথায় মিলিয়ে যাবে শেকস্‌পিয়র। কী ও জানে? জানে মোর্দাসভকে আর ঐ মাস্টারটাকে... কিন্তু কাউণ্টেস হলে কী সুন্দর মানাবে ওকে! ওর ওই অহঙ্কারটুকু আমার বেশ লাগে, এমন উদ্ধত, এমন নাগালের বাইরে! চোখ তুলে চাইল তো সে একেবারে রাণীর মতো! কিসে নিজের সুবিধা তা না দেখে পারে কী করে? যাক, শেষ পর্যন্ত বুঝল, বাকিটাও বুঝবে... আমি তো ওর পাশেই থাকছি। শেষ পর্যন্ত, আমার সবকথাতেই ওকে সায় দিতে হবে! আমায় ছাড়া ওর চলবে না! নিজেও আমি কাউণ্টেস হব, পিটার্সবুর্গেও আমায় সকলে চিনবে। বিদায় রে হতভাগা শহর! কাউণ্ট মারা যাবেন, ছোকরাটাও মরবে, ওকে তখন বিয়ে দেব হোমরা-চোমরা এক প্রিন্সের সঙ্গে! আমার কেবল এই ভয়, মেয়েটাকে খুব বেশি বিশ্বাস করে বসি নি তো? খুব কি খোলাখুলি সব বলেছি? খুব ভাবপ্রবণ হয়ে উঠেছিলাম কি? মেয়েটাকে দেখে আতঙ্ক হয় আমার, ইস কী আতঙ্কই যে হয়!'

মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ডুবে গেলেন নিজের চিন্তায়। বলাই বাহুল্য সে চিন্তা দুশ্চিন্তা। কিন্তু কথায় বলে, আকাঙ্ক্ষার বাঁধন নেই।

একলা হতে পেরে জিনা অনেকক্ষণ ঘরময় পায়চারি করলে। মনে তার গভীর ভাবনা, দুটি হাত জড়ো করা। অনেক কিছু ভাবতে হবে তাকে। প্রায় অজান্তেই ও কেবলই বলছিল, 'সময় নেই, নষ্ট করার সময় নেই!' কী

মানে এই টুকরো কথাটার? ওর দীর্ঘ রেশমী অক্ষিপক্ষ্মে জল চিক্‌চিক্‌ করে উঠল কয়েকবার। সে-জল চেপে রাখার, মুছে নেবার কোনো চেষ্টা ও করলে না। তবে ওর মা যে দুশ্চিন্তা করছিলেন সেটা খামোকা। মেয়ের মনটা খুঁতিয়ে দেখতে যাবারও দরকার ছিল না। জিনা সত্যিই তার মন ঠিক করে ফেলেছে, যাই ঘটুক তার জন্যে সে তৈরি...

'তাহলে এই ব্যাপার!' কর্নেল-বউ চলে যাবার পর চোরকুঠরি থেকে বেরিয়ে মনে মনে বললেন নাস্তাসিয়া পেত্রোভনা, 'আর আমি কিনা একটা গোলাপী বো' পরতে যাচ্ছিলুম ওই কাউন্টের জন্যে! কী বোকামি, ভেবেছিলুম কিনা আমায় উনি বিয়ে করবেন! খুব হয়েছে বো'য়ে! আর তুমি মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা। আমি তাহলে হলুম গিয়ে মাগী, ভিখিরি, দুশ' রুবল ঘুস নিয়েছি! তুমি কি বাছা ভেবেছিলে, কিছু না নিয়ে তোমায় অমনি ছেড়ে দেব? নিয়েছি সে তো ভদ্র উপায়ে। নিয়েছি ওই ব্যাপারটার খরচপত্তরের জন্যে... আমাকেও তো ঘুস দিতে হতে পারত! নিজের হাতে তালা ভাঙতে যদি আমি পিছিয়ে না গিয়ে থাকি তাতে তোমার কী বাপু? তোমার জন্যে খেটে মরলুম, ধোয়া ফুলটি হয়ে তুমি বসে আছো! শাদা কাগজে নকসা তুলবে! আচ্ছা দাঁড়াও না, তোমার নকসা আঁকার মজা দেখাচ্ছি! আমি কেমন মাগী তা তোমাদের দুজনকে দেখিয়ে দেব! টের পাবে, নাস্তাসিয়া পেত্রোভনা কেমন মুখচোরা!'

৭

নিজের প্রতিভায় মেতে উঠলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা। একটা স্পর্ধিত, একটা চমৎকার পরিকল্পনা করেছেন তিনি। ধনী লোকটার সঙ্গে, অথর্ব কাউন্টের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে এবং সে বিয়ে দিতে হবে গোপনে, যাতে আগে থেকে কেউ তা জানতে না পারে, অতিথির বিকল মন ও অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে আচরণ করতে হবে, মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার শত্রুরা যা বলে, সেইরকম রাতচরা চোরের মতো — এ সব শুধুই দুঃসাহসিক নয়, স্পর্ধিত। চমৎকারও বটে, কিন্তু এ পরিকল্পনা যদি ভেস্তে যায়, তাহলে রচয়িত্রীর কপালে যে অসম্মান জুটবে, সেটা ভয়াবহ। মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা তা জানতেন, কিন্তু নৈরাশ্য ছিল না তাঁর। 'তোর ধারণা নেই

কীরকম সমূহ বিপদ আমি পার হয়ে এসেছি!' জিনাকে তিনি যে এ কথা বলেছেন সেটা সত্যের অপলাপ নয়। তা নইলে তো ওঁকে নায়িকাই বলা যেত না।

এসবের মধ্যে একটা দিকে ডাকাতিরও গন্ধ আছে, কিন্তু তা নিয়ে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার দুশ্চিন্তা ছিল না। এ ব্যাপারটায় তাঁর নিশংসয় ধারণা ছিল: 'একবার বিয়ে হয়ে গেলে তো আর তার ফেরত নেই।' নিতান্ত সাধারণ কথা, কিন্তু তা থেকে এত সব অসাধারণ লাভের কল্পনা জাগল যে ভাবতে তাঁর রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল, শিউরে উঠল গা। সারাটা সময় উনি একটা তীব্র উত্তেজনার মধ্যে রইলেন, গাড়ির মধ্যে শান্ত হয়ে বসে থাকতে পারছিলেন না। অনুপ্রেরিতা নারী তিনি, উদ্ভাবনী ক্ষমতার নিশ্চিতই অধিকারিণী, সুতরাং একটা কর্মপদ্ধতি তাঁর আগেই ছকা হয়ে গিয়েছিল। পরিকল্পনাটা অবশ্য তখনো চূড়ান্ত নয়, একটা খসড়া আভাস মাত্র, তাঁর মনের মধ্যে সেটার ঝিলিমিলি তখনো যথেষ্ট স্পষ্ট নয়। কেননা অসংখ্য খুঁটিনাটি আর অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির হিসাব করতে হবে। কিন্তু মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার তাতে ভয় ছিল না। অসফল হবেন এ শঙ্কায় তিনি বিচলিত নন — না গো না! তাঁর একমাত্র কামনা যত তাড়াতাড়ি পারেন রণাঙ্গনে ঝাঁপ দিয়ে পড়বেন। বাধা বিলম্বের কথা মনে হতেই অধৈর্য, একটা মহান অধৈর্যে জ্বলে উঠছিলেন উনি। কিন্তু বাধাবিঘ্নের কথা যখন উঠলই, তখন ব্যাপারটাকে আর একটু বিস্তারিত করে বলার অনুমতি চাইছি। মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার আশঙ্কা, সবচেয়ে বিছছিরি বাধাবিঘ্ন যা আসবে তা ঐ তাঁর ভদ্রসমাজী প্রতিবেশীদের কাছ থেকেই, মোর্দাসভ-বাসীদের কাছ থেকে, বিশেষ করে মোর্দাসভের অভিজাত সমাজের মহিলাদের কাছ থেকে। অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জানেন তাঁকে কী রকম ঘৃণা করে তারা। যেমন, তিনি এ কথা বেশ ভালোই জানতেন যে তাঁর অভিসন্ধির কথা সেই মুহূর্তেই শহরের সকলেই জেনে বসে আছে, যদিও তখনো কেউ সে কথা কাউকে বলে নি। নিয়ত তিক্ত অভিজ্ঞতায় তাঁর জানা ছিল, সকালে তাঁর বাড়িতে যা ঘটল সেটা যত গোপন করে রাখার চেষ্টাই হোক না, সন্ধ্যার মধ্যেই সেটা বাজারের প্রতিটি পশারিনী, প্রতিটি দোকানদারনীর গোচরে না গিয়ে পারে না। বলা বাহুল্য এখনো পর্যন্ত এটা শুধু মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার আশঙ্কা, কিন্তু সে আশঙ্কা তাঁর কখনো মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় নি। এবারেও তা মিথ্যা নয়। ব্যাপার

ঘটেছিল এই, - মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা তখনো তা সঠিকভাবে জানতেন না। দুপুর নাগাদ, অর্থাৎ মোর্দাসভে কাউন্টের আগমনের ঠিক তিন ঘন্টা পরে শহরে সব বিচিত্র গুজব রটল। কোত্থেকে তার উৎপত্তি তা জানা নেই, কিন্তু ছড়িয়ে পড়ল অবিলম্বে। লোকে হঠাৎ এ ওকে নিশ্চয় করে বলতে শুরু করলে, মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা কাউন্টের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করে ফেলেছেন তাঁর জিনার, তাঁর তেইশ বছরের, যৌতুকহীনা মেয়ে জিনার, মজগ্লিয়াকভকে পত্রপাঠ বিদায় জ্ঞাপন করা হয়েছে, সবকিছুই ঠিকঠাক, লেখাজোখা হয়ে গেছে। এমন গুজব রটল কিসে? সে কি এই জন্যে যে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে লোকে এতই চেনে যে তাঁর গোপন চিন্তা গোপন স্বপ্নটিকে তারা সরাসরি ধরে ফেলেছে? এ গুজব এমনিতেই অবাস্তব — কেননা এক ঘণ্টার মধ্যেই এমন একটা ব্যাপার ঠিক হতে পারে কদাচিৎ, — অথবা এ গুজব স্পষ্টই অনির্ভরযোগ্য — কেননা কেউ বার করতে পারল না কোথা থেকে তার উৎপত্তি — তাতে কিন্তু মোর্দাসভ-বাসীরা কেউ টলল না। গুজব বাড়তে লাগল এবং আশ্চর্য জেদে গেঁথে বসল। সবচেয়ে তাজ্জব এই যে গুজবটা শুরু হয়েছিল ঠিক সেই সময়ে যখন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ব্যাপারটা নিয়ে কথা শুরু করেন জিনার সঙ্গে। মফস্বলবাসীদের সহজবোধ এমনিই! মফস্বলী গুজবপ্রিয়দের সহজবোধ মাঝে মাঝে প্রায় অলৌকিকের পর্যায়ে গিয়ে পেঁছিয়, তার কারণ খুঁজতেও বেশি দূর যেতে হবে না। তার ভিত্তি হল পরস্পরের অতিঘনিষ্ঠ, একাগ্র ও সুদীর্ঘ পরিচয়। প্রত্যেক মফস্বলবাসীই যেন একটা কাচের আড়ালে বাস করে। মাননীয় প্রতিবেশীদের চোখ থেকে কোনো কিছুই লুকিয়ে রাখার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা কারো নেই। তারা প্রত্যেককে আপাদমস্তক জানে, প্রত্যেকের সম্পর্কে এমন বিষয়ও জানে, যা নিজেও সে হয়ত জানে না। মফস্বলবাসীদের দেখে মনে হবে, স্বভাবদক্ষতায় ওরা যেন মানবহৃদয়ের ব্যাপারে অভিজ্ঞ মনস্তাত্ত্বিক। সেই জন্যেই মফস্বল শহরে মনস্তাত্ত্বিক ও মনোবিদদের বদলে এত প্রচুর পরিমাণ গর্দভের সাক্ষাৎ পেয়ে আমি মাঝে মাঝে সত্যিই অবাক হয়ে যাই। কিন্তু অন্য কথায় চলে যাচ্ছি — এ ভাবনাটা অপ্রাসঙ্গিক। ঝড়ের মতো খবর রটল। কাউন্টকে বিয়ে করতে পারা সকলের কাছেই এমন লোভনীয়, এমন অপূর্ব মনে হল যে তার অদ্ভুতত্বটা কারো নজরেই ঠেকল না। আর একটা ঘটনাও উল্লেখযোগ্য: অজ্ঞাত কী একটা কারণে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার চাইতেও

লোকে ঘেন্না করত জিনাকে বেশি। অংশত তার কারণ বোধ হয় ওর রূপ। আর তাছাড়া, মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা তো তাদেরই একজন, **একই ঝাঁকের পাখি।** উনি যদি শহর থেকে অন্তর্ধান করেন, তাহলে বলা যায় না, হয়ত ওঁর জন্যেই মন কেমন করত লোকের। নিজের সম্পর্কে অবিরাম রটনা দিয়ে উনি সমাজটাকে চাঙ্গা রাখতেন। উনি না থাকলে জীবন বড়ো নীরস হয়ে উঠত। কিন্তু জিনার ভাবসাব এমন যেন সে মোর্দাসভ শহরে নয়, বাস করছে কোন এক আকাশে। ও যেন এখানকার মানুষই নয়, পাড়াপ্রতিবেশীদের চেয়ে ও যেন অনেক উঁচু, ওর খেয়ালও নেই যে তাদের সঙ্গে আচরণে ওর কী অসহ্য ঔদ্ধত্য ফুটে উঠছে। আর হঠাৎ সেই জিনা, যাকে নিয়ে এত নিন্দের কথা রটল সেই গর্বিণী জিনাই কিনা হতে চলেছে লাখপতি, কাউণ্ট-পত্নী, চলে যাচ্ছে অভিজাতদের মহলে। দু-এক বছরের মধ্যেই বিধবা হয়ে ও হয়ত বিয়ে করে বসবে কোনো গ্র্যান্ডডিউককে, হয়ত বা কোনো জেনারেলকে। কে বলতে পারে লাটকেও হয়তবা বিয়ে করতে পারে (মোর্দাসভের লাট বিপত্নীক এবং নারীজাতির একান্ত পক্ষপাতী)। সেক্ষেত্রে জিনাই হয়ে উঠবে এ গুবের্নিয়ার পয়লা মহিলা। এই সম্ভাবনাটাই এত অপ্রীতিকর যে জিনা কাউণ্টকে বিয়ে করতে চলেছে এ সংবাদে মোর্দাসভে যে পরিমাণ রোষের সঞ্চার হল তা আর কোনো সংবাদে হয় নি। চতুর্দিক থেকে অবিলম্বে শোনা যেতে লাগল তিক্ত মন্তব্য। পাপ কাজ! লোকে বলতে লাগল, হীন কাজ! বৃদ্ধের মাথা খারাপ, ওকে ঠকিয়ে, ফাঁদে ফেলে, ধাপ্পা দিয়ে তার বুদ্ধিভ্রংশের সুযোগ নেওয়া হচ্ছে! এ ধরনের রক্তচোষা থাবা থেকে বৃদ্ধকে উদ্ধার করতেই হবে, এ যে একেবারে দিনে ডাকাতি, কুরুচির চূড়ান্ত। শেষ কথা, অন্যের চেয়ে জিনা ভালোটা কিসে? অন্যেরাও তো কাউণ্টকে বিয়ে করতে পারত! এই সব যুক্তি এবং কটাক্ষ তখনো পর্যন্ত মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা আন্দাজই করছিলেন মাত্র, কিন্তু সেই তাঁর যথেষ্ট। উনি বেশ ভালোই জানতেন, প্রত্যেকে, একেবারে প্রত্যেকটি লোকে তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধির পথে বাধা দেবার জন্যে যাকিছু সম্ভব, এমনকি যাকিছু অসম্ভব সবই করবে। এখুনি তো ওরা কাউণ্টকে হরণ করতে চেষ্টা করছে, নয় কি? ফলে ওঁকে ফেরত পেতে হলে জোর জারিরই দরকার হবে। পরিশেষে, কাউণ্টকে যদি উনি পাকড়াও করে প্রলুব্ধ করে ফিরিয়ে আনতে পারেন, তাহলেও চিরকালের মতো ওঁকে বেঁধে রাখা সম্ভব হবে না। তাছাড়া — কী গ্যারাণ্টি আছে যে আজকেই, দুতিন

ঘণ্টার মধ্যেই মোর্দাসভ মহিলাদের দিগ্‌বিজয়ী গোটা দলটাই গিয়ে তাঁর সালোঁতে হাজির হবে না? এমন অজুহাত দেবে যে তাদের ঢুকতে দিতে আপত্তি করা অসম্ভব হয়ে উঠবে। মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলেও তারা জানলা দিয়ে ঢুকবে, এবং এরকম ব্যাপার অবিশ্বাস্য শোনালেও মোর্দাসভে আগে ঘটেছে। মোটের ওপর, একটা ঘণ্টা একটা মুহূর্তও নষ্ট করার নেই অথচ এখনো পর্যন্ত কিছুই শুরুই করা হল না। হঠাৎ একটা চমৎকার আইডিয়া খেলে গেল মারিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌নার মাথায় এবং মুহূর্তে তা পল্লবিত হয়ে উঠল। উপযুক্ত সময়ে এই নতুন আইডিয়াটার আলোচনা করতে আমরা ভুলব না। আপাতত শুধু এইটুকুই বলি যে, এই মুহূর্তে মোর্দাসভের রাস্তা দিয়ে আমাদের নায়িকা ছুটে চলেছেন ভয়ংকর এবং উদ্দীপিত মূর্তিতে, কাউণ্টকে ফিরে পাবার জন্যে যদি দরকার হয় তবে একেবারে সত্যিকারের এক লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত তিনি। তখনো তাঁর জানা নেই কী ভাবে তাঁকে ফিরে পেতে হবে, কোথায় বা কাউণ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটবে, কিন্তু এটা তাঁর জানা ছিল এবং নিশ্চয় করেই জানা ছিল যে বরং মাটির মধ্যে মোর্দাসভ তলিয়ে যাবে তবু তাঁর বর্তমান অভিসন্ধি তিনি এক চুলও ছাড়বেন না।

প্রথম দফাটা চমৎকার সফল হল। কাউণ্টকে তিনি ধরতে পারলেন ঘরের বাইরে, সঙ্গে করে টেনে নিয়ে এলেন ডিনারের জন্যে। যদি জিজ্ঞাসা করা হয় শত্রুদের সমস্ত ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও উনি কেমন করে জিতলেন, কেমন করে আন্না নিকোলায়েভ্‌নাকে ঘোল খাওয়ালেন, তাহলে আমি বলতে বাধ্য, এ ধরনের প্রশ্ন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌নার প্রতি অপমানকর বলে মনে করি। আন্না নিকোলায়েভ্‌না আন্তিপোভ্‌নার ওপর উনি যে জিতবেন তাতে কি আর সন্দেহ থাকতে পারে? কাউণ্ট যখন প্রতিদ্বন্দ্বিনীর বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন তখন উনি স্রেফ এসে কাউণ্টকে গ্রেপ্তার করেন এবং সবকিছু সত্ত্বেও, এমনকি খোদ মজগ্লিয়াকভের যুক্তি সত্ত্বেও — নিন্দের ভয়ে ঘাবড়ে গিয়েছিল সে — বৃদ্ধটিকে উনি নিজের শকটস্থ করে নেন। বিশেষ করে সংকটের পরিস্থিতিতে নিন্দের ভয়ে উনি কখনো পিছপা হন না — ওঁর নীতি হল, সাফল্যেই উপায়ের ন্যায্যতা, প্রতিদ্বন্দ্বিনীদের থেকে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌নার এই হল তফাৎ। কাউণ্ট অবিশ্যি বিশেষ কোনো প্রতিরোধ দেন নি এবং তাঁর যা অভ্যাস, অচিরেই সবকিছু ভুলে গিয়ে বেশ খুশি হয়ে উঠেছিলেন।

ডিনারের সময় উনি অনবরত বকবক করলেন, ভারি ফূর্তিতে মেতে উঠলেন রঙ্গরস চালালেন, আর এমন সব কাহিনী শোনালেন যার শেষগুলো বাকি রয়ে গেল, খেয়াল না করে লাফিয়ে গেলেন প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গে. নাতালিয়া দ্মিত্রিয়েভনার বাড়িতে উনি তিন গ্লাস শ্যাম্পেন টেনেছিলেন। ডিনারের সময় আরো কিছু হল, ফলে শেষ পর্যন্ত তিনি বেশ বেসামাল হয়ে গেলেন। মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা স্বয়ং তাঁর গ্লাস ভরে দিচ্ছিলেন। ডিনারটা হয়েছিল চমৎকার। হারামজাদা নিকিৎকা ওদের ডোবায় নি। অতি মধুর অমায়িকতায় গৃহকর্ত্রী সকলকে চাঙ্গা করে তুলছিলেন। কিন্তু সকলেই যেন আগে থেকে ঠিক করেই একেবারে ডোবার জলের মতো ব্যাজার হয়ে বসে ছিল। একটা নীরব গাম্ভীর্য বজায় রেখে চলল জিনা। মজগ্লিয়াকভ স্পষ্টই অস্বস্তি বোধ করছিল, খেলে সে খুব কম। চিন্তায় ডুবে রইল, এবং যেহেতু এমন ব্যাপার ওর প্রায়ই হয় না, সেইহেতু মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা রীতিমত শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। নাস্তাসিয়া পেত্রোভনার মুখ ভার হয়ে ছিল, এমন কি মজগ্লিয়াকভের দিকে তিনি মাঝে মাঝে নানারকম ইশারাও করছিলেন। মজগ্লিয়াকভ অবশ্য ভ্রূক্ষেপ করছিল না। ফলে আমাদের এই অতি অমায়িক গৃহকর্ত্রী না থাকলে, ডিনারটি হয়ে দাঁড়াত প্রায় এক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মতো!

মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ছিলেন এক অবর্ণনীয় বিচলিত অবস্থার মধ্যে। প্রথমত, জিনার বিমর্ষ ভাব আর কান্নায় লাল চোখ দেখে তাঁর ভারি ভয় হচ্ছিল। তাছাড়া, আরো এক মুশকিল — অতি দ্রুত সবকিছু করা দরকার, কিন্তু ঐ হতভাগা মজগ্লিয়াকভ গোবর-গণেশের মতো বসেই আছে, বাগড়া দেওয়া ছাড়া যেন ওর কাজ নেই! ও সামনে থাকলে উপস্থিত কর্তব্যটা তিনি শুরুই বা করেন কী করে? ভয়ানক উদ্বেগ নিয়ে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা টেবল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। টেবল ছেড়ে সবাই উঠতে মজগ্লিয়াকভ ওঁর কাছে এসে অপ্রত্যাশিতভাবে যখন ঘোষণা করলে যে, বলা বাহুল্য অত্যন্ত দুঃখের কথা, কিন্তু অবিলম্বে তাকে চলে যেতে হবে, তখন সে কী তাঁর বিস্ময়, অথবা বলা যেতে পারে, সে কী তাঁর সোল্লাস শিহরণ!

'কোথায় যাবেন?' মাত্রাতিরিক্ত দরদ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

'মানে, কী জানেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা,' মজগ্লিয়াকভ শুরু করলে বিচলিতভাবে, একটু যেন বা ভয়ে ভয়েই, 'একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে। কী

ভাবে আপনাকে বলি বুঝতে পারছি না... আমায় একটু পরামর্শ দিন না!'

'কেন, কী ব্যাপার?'

'আজ দেখা হয়েছিল আমার ধর্মবাপ বরোদুয়েভের সঙ্গে। জানেন তো, সেই ব্যবসায়ীটি... বৃদ্ধ ভারি রেগে আছেন, আমায় কেবলি বকেন, বলেন আমার অহংকার বেড়েছে। মোর্দাসভে আমি তিনবার এসেছি, কিন্তু একবারও ওঁর সঙ্গে দেখা করি নি। বললেন, — আজ এসে চা খেয়ে যেও! এখন ঠিক চারটে বেজেছে, উনি চা খান সেকেলে ধরনে, যখন ঘুম থেকে ওঠেন, চারটের পর. কী করি এখন? জানি মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, আপনাদের এখন ছেড়ে চলে যাওয়া অশোভন, কিন্তু ভেবে দেখুন — আমার স্বর্গত পিতা যখন জুয়া খেলে সরকারী তহবিল উড়িয়ে দেন, তখন গলায় দড়ি থেকে উনিই ওঁকে বাঁচান. সেই উপলক্ষেই আমার ধর্মবাপ হন। জিনাইদা আফানাসিয়েভনার সঙ্গে আমার বিয়ে যদি হয়ই, তাহলে আমার সম্পত্তি তো শুধু দেড়শ ভূমিদাস। কিন্তু জানেন তো, উনি লাখপতি, লোকে বলে আরো বেশি। অথচ কোনো ছেলেপুলে নেই। আমি যদি ওঁর নেকনজরে থাকি তাহলে লাখখানেক টাকা উনি আমায় উইল করে দিয়ে যেতে পারেন। বয়সও ওঁর সত্তর হল, বুঝেছেন তো!'

'হায়রে কপাল, তাহলে এত ভাবছেন কী, দেরি করছেন কেন?' আনন্দ চেপে রাখতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'এক্ষুণি চলে যান! এসব ব্যাপারে অবহেলা করতে নেই! সেই জন্যেই তাহলে ডিনারের সময় আপনি অমন মনমরা হয়ে ছিলেন, আমার ঠিক নজরে পড়েছিল। যান, mon ami, চলে যান। সকালেই গিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করে আসা উচিত ছিল, ওঁকে দেখানো দরকার যে আপনি ওঁর স্নেহের মূল্য দেন! হায় রে যৌবন, অবিবেচক যৌবন!'

'সে কী মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা,' অবাক হয়ে বললে মজগ্লিয়াকভ, 'ওঁর সঙ্গে সম্পর্ক রাখি বলে আপনি নিজেই তো আমায় বকতেন! আপনিই তো বলেছিলেন, ওটা এক দাড়িওয়ালা চাষা, শুঁড়ী, ফরিয়া দালালদের স্যাঙাৎ?'

'আহ, mon ami! না ভেবে তো লোকে কত কথাই বলে! আমারও ভুল হতে পারে, আমি তো আর মুনিঋষি নই। ও কথা বলেছি কিনা তা অবশ্য আমার মনে নেই, কোন মেজাজে হয়তবা কখনো বলেছি... কিন্তু

ভুলবেন না যে তখন তো আপনি আর জিনার পাণিপ্রার্থী ছিলেন না... অবিশ্যি এটা নিতান্তই আমার স্বার্থপরতা, কিন্তু এখন তো আমি ব্যাপারটা অন্য চোখে না দেখে পারি না, তাতে কোন মা-ই বা আমায় নিন্দে করবে? যান, একটা মুহূর্তও নষ্ট করবেন না! সারা সন্ধ্যেটা ওঁর সঙ্গে থাকুন, আর শুনুন, কথায় কথায় আমার কথাটা ওঁকে একটু বলবেন। বলবেন যে আমি ওঁকে সম্মান করি, শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি। বলবেন একটু বুদ্ধিমানের মতো, যতটা আপনার সাধ্য! হায় ভগবান, আমার মাথাতেই আসে নি ব্যাপারটা! নিজে থেকেই আপনাকে এ পরামর্শ দেওয়া আমার উচিত ছিল!'

'আপনি আমায় বাঁচালেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।' বলে উঠল উল্লসিত মজগ্লিয়াকভ, 'কথা দিচ্ছি, এবার থেকে আপনি যা বলবেন শুনব! অথচ দেখুন দিকি, আপনাকে বলতেই ভয় পাচ্ছিলাম!.. তাহলে বিদায়, চললাম! জিনাইদা আফানাসিয়েভনার কাছে মাপ চাইছি জানিয়ে দেবেন। অবিশ্যি সোজা ফিরে আসছি আমি...'

'মঙ্গল হোক আপনার, mon ami! আর মনে রাখবেন, আমার কথা ভুলবেন! সত্যিই, চমৎকার বুড়ো। ওঁর সম্পর্কে আমার মনোভাব অনেক আগেই বদলে গেছে... ওঁর মধ্যে একটা প্রাচীন, খাঁটি রুশী একটা জিনিস আছে, সেটা আমি ভারি ভালোবাসি। **Au revoir, mon ami, au revoir!***'

'ওহ্, কী ভাগ্যি যে ওর কাছ থেকে উদ্ধার পেয়েছি! ঈশ্বর স্বয়ং আমায় সাহায্য করছেন দেখছি!' আনন্দে হাঁপাতে হাঁপাতে ভাবলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

পাভেল আলেক্সান্দ্রভিচ বারান্দায় গিয়ে ফারকোটটি পরছে এমন সময় হঠাৎ কোথা থেকে আবির্ভূত হলেন নাস্তাসিয়া পেত্রোভনা। মজগ্লিয়াকভের ওপর নজর ছিল ওঁর।

'কোথায় যাচ্ছেন?' জিজ্ঞেস করলেন মজগ্লিয়াকভের হাত টেনে ধরে।

'বরোদুয়েভের কাছে যাচ্ছি নাস্তাসিয়া পেত্রোভনা। আমার ধর্মবাপ। আমার খৃষ্ট দীক্ষার কর্তা... বড়োলোক বুড়ো, আমায় কিছু দিয়ে যাবেন, নেকনজরে থাকা উচিত!..'

---

* ফের দেখা হবে, বন্ধু, ফের দেখা হবে! (ফরাসী) — সম্পাঃ

পাভেল আলেক্সান্দ্রভিচের মেজাজ তখন পঞ্চমে।

'বরোদুয়েভের কাছে যাচ্ছেন? তাহলে আপনার বিয়ের আশায় ইতি,' নাস্তাসিয়া পেত্রোভনা বললেন রূঢ়ভাবে।

'তার মানে?'

'ঠিকই বলছি! আপনি ভেবেছিলেন, ও মেয়ে তো আপনার প্রায় বাঁধা, তাই না? এখন ওরা জিনার বিয়ে দিতে যাচ্ছে কাউণ্টের সঙ্গে। নিজের কানে শুনেছি।'

'কাউণ্ট! ক্ষেমা দিন নাস্তাসিয়া পেত্রোভনা!'

'ক্ষেমা দেব? তাহলে আসুন! নিজের চোখে দেখতে চান, শুনতে চান? কোট খুলে আমার সঙ্গে আসুন!'

বজ্রাহতের মতো পাভেল আলেক্সান্দ্রভিচ কোট খুলে রেখে পা টিপে টিপে অনুসরণ করলে নাস্তাসিয়া পেত্রোভনাকে। তিনি তাকে নিয়ে গেলেন সেই চোর-কুঠরিতে যেখান থেকে আড়ি পেতেছিলেন আজ সকালে।

'কিন্তু এসব কী ব্যাপার নাস্তাসিয়া পেত্রোভনা? আমি এর বিন্দুবিসর্গ বুঝছি না!'

'মাথা নিচু করে শুনুন তাহলে বুঝবেন। প্রহসনটা বোধ হয় এখুনি শুরু হবে।'

'কী প্রহসন?'

'শ্‌শ্‌! জোরে কথা বলবেন না! প্রহসন এই যে আপনাকে নেহাৎ বোকা বানানো হচ্ছে। কাউণ্টের সঙ্গে আজ আপনি বেরিয়ে যেতেই মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা পুরো এক ঘণ্টা ধরে জিনাকে বুঝিয়েছে যে কাউণ্টকে বিয়ে করতে হবে, বলেছে কাউণ্টকে ধাপ্পা দিয়ে বিয়ে করানো ভারি সহজ। এমন সব প্যাঁচ কষলে যে আমি একেবারে ঘেন্নায় মরে যাই। এখান থেকে আমি সব শুনেছি। জিনা রাজী হয়েছে। ওরা দুটিতে মিলে আপনাকে যে কী গালমন্দ করল শুনলে বুঝতেন! ওরা আপনাকে নেহাৎই বোকা ভাবে, জিনা তো সোজাসুজিই বললে, আপনাকে সে কিছুতেই বিয়ে করবে না। আর কী বেকুব করতে যাচ্ছিলাম আমি। লাল বো' গুঁজতে গেছিলাম আর একটু হলে। শুনুন, শুনুন!'

'কিন্তু তা যদি হয় তবে সে তো এক জঘন্য ধূর্তামি!' ফিসফিসিয়ে বললে পাভেল আলেক্সান্দ্রভিচ, নাস্তাসিয়া পেত্রোভনার দিকে চাইলে বোকার মতো।

'শুনুন না, আরো অনেক মজার ব্যাপার শুনতে পাবেন।'

'কোথায় শুনব?'

'মাথা নিচু করুন ওই ছোট্ট ফুটোটার মধ্যে দিয়ে...'

'কিন্তু নাস্তাসিয়া পেত্রোভনা... আড়ি পেতে শোনার সাধ্য আমার হবে না।'

'এখন আর সে কথা ভাবার সময় নেই! সে গর্বটি আপনাকে এখন শিকেয় তুলে রাখতেই হবে, ভায়া। এসেছেন যখন, তখন শুনেই যান।'

'ওহ্! কিন্তু...'

'আপনি যদি নাই পারেন, তবে যান, ঠকুন গে! আমি এলুম ওঁকে সাহায্য করতে আর ওঁর হল পায়াভারি। আমার আর কী! আমার নিজের জন্যে তো নয়... সন্ধ্যে পর্যন্তও আমি আর থাকছি না এখানে!'

পাভেল আলেক্সান্দ্রভিচ স্নায়ু শক্ত করে মাথা নোয়ালে ফাঁকটার দিকে। বুক তার ধড়ফড় করছিল, টিপটিপ করছিল কপালের রগ। খেয়ালই নেই, কী তার হচ্ছে...

৮

'নাতালিয়া দ্মিত্রিয়েভনার ওখানে তাহলে বেশ আনন্দেই কাটিয়েছেন, কাউণ্ট?' বলছিলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা। লুব্ধ দৃষ্টি তাঁর আসন্ন রণাঙ্গনের ওপর, আলাপের মুখ খুলতে চান যথাসম্ভব একটা নিরীহ ভঙ্গিতে। উত্তেজনায় উৎকণ্ঠায় বুক তাঁর টিপটিপ করছিল।

ডিনারের পর কাউণ্টকে তৎক্ষণাৎ টেনে আনা হয়েছিল সেই সালোঁতে যেখানে আজ সকালে অভ্যর্থনা হয়েছিল তাঁর। মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার বাড়িতে যাকিছু গুরুগম্ভীর উপলক্ষে অভ্যর্থনার অনুষ্ঠান হয় তা সবই এই সালোঁতে। ঘরখানা নিয়ে তাঁর গর্বের সীমা নেই। ছয় গ্লাস মদের পর বৃদ্ধ বেশ উপাদেয় রকমের দুর্বলতা বোধ করতে শুরু করলেন, পায়ের ওপর খাড়া থাকতে পারছিলেন না। কিন্তু বকবক করে চললেন অনবরত, সচরাচর যা করেন তার চাইতেও বেশি। মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা জানতেন, এ সবে শুরু, অতিথি তাঁর ক্রমেই বেসামাল হয়ে উঠছে, শীগ্‌গীরই শুতে চাইবেন। এই হল সুযোগের মুহূর্ত। ফের রণাঙ্গনের ওপর দৃষ্টিপাত করে উনি সানন্দে

লক্ষ করলেন যে কামাতুর বৃদ্ধ জিনার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চাইছেন এক অসহ্য খুশিতে। মাতৃহৃদয় তাঁর আনন্দে দুলে উঠল।

'ভা-রি, ভা-রি আনন্দে কেটেছে!' জড়িত স্বরে বলছিলেন কাউন্ট, 'আশ্চর্য মহিলা উনি, আশ্চর্য মহিলা নাতালিয়া দ্মিত্রিয়েভনা!'

বৃহৎ একটা পরিকল্পনা নিয়ে মগ্ন থাকলেও প্রতিদ্বন্দ্বিনীর এমন সোচ্চার প্রশংসায় মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার বুকে যেন ছুরি বিঁধল।

'সত্যি কাউন্ট!' জ্বলজ্বলে চোখে চেঁচিয়ে উঠলেন উনি, 'আপনার নাতালিয়া দ্মিত্রিয়েভনা যদি আশ্চর্য মহিলাই হন, তবে সত্যিই এরপর আপনাকে কী বলব জানি না। তার মানে এখানকার সমাজকে আপনি চেনেন না। মোটেই চেনেন না! এ তো নিতান্তই খানিকটা লোক দেখানি ঠাট, লোক দেখানি বনেদিয়ানা, নিতান্ত একটা প্রহসন, নিতান্ত গিল্টি করা। গিল্টিটা তুলে দেখুন, দেখবেন ফুলের নিচে একেবারে এক নরক। একেবারে ভীমরুলের চাক — আপনাকে একেবারে গিলে খাবে, এক টুকরো হাড়ও পড়ে থাকবে না।'

'সত্যি?' অবাক হলেন কাউন্ট। 'আপনি আমায় অবাক করলেন।'

'এ আমি আপনাকে একেবারে দিব্যি দিয়ে বলতে পারি। কি বলব mon prince। শোন জিনা, নাতালিয়ার সেই ঘটনাটা কিন্তু কাউন্টকে বলাই দরকার, এ আমার কর্তব্য — সেই গত সপ্তাহের ঘটনাটা, মনে আছে তো? হ্যাঁ কাউন্ট — আপনার ঐ নাতালিয়া দ্মিত্রিয়েভনারই কেলেঙ্কারি — আপনার ঐ মাথার মণি যার প্রশংসায় আপনি পঞ্চমুখ। সত্যি বলছি কাউন্ট, নিন্দে করা আমার স্বভাব নয়, কিন্তু এ ব্যাপারটা আপনাকে বলি, নেহাৎ একটু হাসির খোরাক হিসাবে, আতসকাচের মধ্যে দিয়ে আপনাকে একটু দেখাই এখানকার লোকগুলো আসলে কেমন। দু-হপ্তা আগে এই নাতালিয়া দ্মিত্রিয়েভনা এসেছিল আমার কাছে। কফি দেওয়া হল, কী জন্যে যেন ঘর ছেড়ে একটু বাইরে গিয়েছিলুম। আমার রুপোর চিনিদানীটায় কতটা চিনি ছিল, তা কিন্তু আমার বেশ মনে আছে, একেবারে ভর্তি ছিল। ফিরে এসে দেখি — একেবারে তলায় পড়ে আছে মাত্র তিনটি টুকরো। নাতালিয়া দ্মিত্রিয়েভনা ছাড়া ঘরে কেউ ছিল না। দেখুন, কেমন? দালান বাড়ি আছে ওর, টাকার শেষ নেই। ব্যাপারটা হাস্যকর, মজার, কিন্তু এতেই বুঝবেন সমাজের বনেদিয়ানাটা কেমন!'

'তাই নাকি!' অকপট বিস্ময়ে বলে উঠলেন কাউণ্ট, 'কী অস্বাভাবিক হ্যাংলামি! নিজেই সবটা খেয়েছিল?'

'এই হল আপনার আশ্চর্য মহিলা, কাউণ্ট! এমন লজ্জার ব্যাপারে কী বলবেন আপনি? এমন ঘেন্নার কাজ করব ভাবতেই তো আমি মরে যেতুম!'

'ঠিক, ঠিক... তবে কিনা, উনি এমন belle femme*।'

'কে, নাতালিয়া দ্‌মিত্রিয়েভনা? কী বলছেন কাউণ্ট, ও তো একটা পিপে! হায়, হায় কাউণ্ট, আপনার মুখ থেকে এই! ভেবেছিলুম, আপনার চোখ আছে...'

'ঠিক, ঠিক — একটা পিপে... কিন্তু এমন গড়ন... আর যে খুকিটি নাচ-লে, তারও গড়ন।'

'সোনিয়া? সে কি, ও তো একেবারে বাচ্চা, কাউণ্ট! মাত্র চোদ্দ বছর বয়স!'

'তা বটে... তা বটে, তবে কি জানেন, ভারি সাবলীল, আর এমন... গড়ন... বেড়ে উঠছে। ভারি মি-ষ্টি! আর একটি মেয়ে যে ওর সঙ্গে নাচ-লে — তারও দেহটি বেশ গড়ে উঠছে...'

'ওহ্‌, আপনি বোধ হয় ওই অনাথ মেয়েটার কথা বলছেন কাউণ্ট! ওরা প্রায়ই ওকে টেনে আনে।'

'অ-নাথ মে-য়ে! ভারি নোংরা তা বটে, হাতমুখটা অন্তত ধুয়ে মুছে আসা দরকার ছিল... কিন্তু তবু... ভারি চোখ টা-নে...'

এই বলে কাউণ্ট উত্তরোত্তর ঔৎসুক্যে জিনাকে লক্ষ করতে লাগলেন লর্নেটের মধ্যে দিয়ে।

'Mais quelle charmante personne!'** খুশিতে গলে গিয়ে অস্ফুট স্বরে বললেন কাউণ্ট।

'আমাদের একটা বাজিয়ে শোনা জিনা... না, না, বরং গান গা একটা। ওর গান যদি শোনেন কাউণ্ট! তাহলে বলবেন, গুণী, সত্যিকার গুণী! যদি জানতেন কাউণ্ট,' মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা বলে চললেন নিচু গলায়; জিনা তখন গেছে গ্র্যান্ড পিয়ানোটার কাছে, ওর সেই ঢেউতোলা, ভেসে-যাওয়া

---

* সুন্দরী নারী। (ফরাসী) — সম্পাঃ

** কী মনোহারিণী। (ফরাসী) — সম্পাঃ

মরালগমনে বেচারা বৃদ্ধ প্রায় আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন, 'যদি জানতেন, কী মেয়ে যে আমি পেয়েছি! কী যে ওর ভালোবাসা, আমার ওপর কী যে ওর মমতা! আশ্চর্য দরদ, আশ্চর্য মনখানা!'

'তা বটে, তা বটে, দরদ... জানেন, রূপে ওর সঙ্গে তুলনা হতে পারে এমন আর একজন মাত্র মহিলাকে আমি দেখেছি আমার সারা জীবনে,' ঢোক গিলে বাধা দিয়ে বললেন কাউণ্ট, 'উনি হলেন বিগতা কাউণ্টেস নাইন্‌স্কায়া, মারা গেছেন তিরিশ বছর আগে। আশ্চর্য মহি-লা, অপ-রূপ সৌন্দর্য! পরে উনি বিয়ে করেন তাঁর বাবুর্চিকে...'

'বাবুর্চিকে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাঁর বাবুর্চিকে... বিদেশে, লোকটা ফরাসী। বি-দে-শে থাকতেই লোকটাকে উনি কাউণ্ট পদবী জোগাড় করে দেন। ভারি সুপুরুষ ছিল লোকটা, চমৎকার পড়াশুনা ছিল, ছোট্ট একটু মোচ ছিল তার।'

'কিন্তু... কিন্তু... ওঁরা একসঙ্গে ঘর করলেন, কাউণ্ট?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেশ ভালোই ছিল। তবে শীগগিরই ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। লোকটা ওঁর টাকাকড়ি নিয়ে ভেগে যায়। কী একটা চাটনির ব্যাপার নিয়ে ওদের ঝগড়া হয়ে যায়...'

'কী বাজাব মা?' জিজ্ঞেস করলে জিনা।

'বরং একটা গান গেয়ে শোনা। সুন্দর গায়, কাউণ্ট। আপনি বাজনা ভালোবাসেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, charmant, charmant! ভারি ভালো লাগে বাজনা। যখন বিদেশে ছিলুম, বেটোফেনকে চিনতুম।'

'বেটোফেন! শুনলি জিনা, কাউণ্ট বেটোফেনকে চিনতেন!' আহ্লাদে চেঁচিয়ে উঠলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'বলেন কি কাউণ্ট, সত্যিই বেটোফেনকে চিনতেন আপনি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ... ভারি ঘনিষ্ঠ-তা ছিল আমাদের। ওর নাকের ডগায় সবসময় নস্যি লেগে থাকত। ভারি অদ্ভুত লোকটা!'

'বেটোফেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেটোফেন। তবে ইয়ে, মানে, হয়ত ঠিক বেটোফেন নয়, অন্য কোনো জার্মান হবে। অনেক জার্মানই তো ছিল ওখা-নে... বোধ হয় গুলি-য়ে ফে-লে-ছি।'

'কী গাইব মা?' জিজ্ঞেস করলে জিনা।

'আহ্ জিনা! সেই গানটা গা-না, মনে নেই? যাতে বেশ শিভালরির ব্যাপার আছে, সেই যে কেল্লার রাণী আর তার ত্রুবাদুর নিয়ে। সত্যি কাউণ্ট, শিভালরির ব্যাপারগুলোকে যে কী ভালোই আমার লাগে! গড়, দুর্গ! সেকালের সেই জীবন! ত্রুবাদুর, ঘোষক, টুর্ণামেণ্ট... আমি তোর সঙ্গত করব জিনা। এগিয়ে আসুন কাউণ্ট, কাছে আসুন... আহা, কেল্লা, গড়, ওহ্!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা বটে... গড়! আমারও ভালো লা-গে গড়,' সোৎসাহে বিড়বিড় করলেন কাউণ্ট, একমাত্র আসল চোখটা তাঁর জিনার ওপর, 'কিন্তু... আরে আরে, সেই গানটা নাকি?' চেঁচিয়ে উঠলেন উনি, 'এ গান তো আমি জানি। বহুদিন আগে শুনেছিলুম... আরে আরে — কত কী মনে পড়ে যা-চ্ছে!'

জিনার গানের যে প্রভাব কাউণ্টের ওপর পড়ল তার আর বর্ণনা দিলাম না। জিনা গাইলে একটা পুরনো ফরাসী গীতিকাব্য, একসময় গানটা খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। সুন্দর গাইলে জিনা। তার অনাবিল মধু স্বর সোজা গিয়ে অন্তর স্পর্শ করল। ওর অপরূপ মুখ, সুন্দর চোখ, অপূর্ব সুঠাম যে আঙুলগুলো দিয়ে ও স্বরলিপির পাতা ওলটাচ্ছিল, ঘন কালো ঝলকিত তার চিকুর, তার বুকের ওঠানামা, অপরূপ অভিজাত গরবিনী তার সমগ্র দেহভঙ্গি বেচারা বৃদ্ধকে রীতিমতো কাবু করে ফেললে। জিনা যতক্ষণ গাইলে ততক্ষণ কাউণ্ট তাঁর চোখ ফেরাতে পারলেন না, প্রায় রুদ্ধশ্বাস হয়ে উঠলেন আবেগে। শ্যাম্পেন, সঙ্গীত আর নবজাগ্রত স্মৃতিতে (কিছু কিছু প্রিয় স্মৃতি আমাদের কারই বা নেই?) তাঁর বৃদ্ধ হৃদয় স্পন্দিত হতে লাগল দ্রুত তালে — বহুদিন এমন হয় নি তাঁর... জিনার সামনে নতজানু হতে তাঁর আর বাধা ছিল না; গান যখন শেষ হল তখন চোখে ওঁর প্রায় জল এসে গেছে।

'O, ma charmante enfant!* জিনার আঙুলের ডগায় চুমু দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন উনি, 'vous me ravissez!** সব মনে পড়ছে এখন... কিন্তু... কিন্তু .. o, ma charmante enfant!..'

* ও গো মোর অপরূপা শিশু! (ফরাসী) — সম্পাঃ

** আপনি আমায় মন্ত্রমুগ্ধ করেছেন। (ফরাসী) — সম্পাঃ

কাউন্ট কথাটা শেষ করতেও পারলেন না।

মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা টের পেলেন এই তাঁর সময়।

'নিজেকে কেন ধ্বংস করছেন, কাউন্ট?' গম্ভীরভাবে বললেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'এত আপনার হৃদয়াবেগ, এত প্রাণশক্তি, এত আপনার মানসসম্পদ অথচ বাকি জীবনটা আপনি আত্মগোপন করে থাকতে চাইছেন নির্জনবাসের মধ্যে! পরিহার করছেন আপনার সঙ্গের লোকেদের, আপনার বন্ধুদের! এ যে অমার্জনীয়! ভেবে দেখুন, কাউন্ট! খোলা চোখে জীবনটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন! মনে করুন তো একবার আপনার অতীতের স্মৃতি — আপনার সোনালী যৌবনের, আপনার সোনার স্বচ্ছন্দ দিনগুলোর স্মৃতি — সে স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলুন, বাঁচিয়ে তুলুন নিজেকে! সমাজের মধ্যে মানুষের মধ্যে আর একবার জীবন শুরু করুন! যান না কেন বিদেশে — ইতালিতে, স্পেনে, — স্পেনে কাউন্ট!.. আপনার দরকার একজন অভিভাবক, এমন একটা হৃদয় যা আপনাকে ভালোবাসবে, আপনাকে শ্রদ্ধা করবে, আপনার দরদী হবে। অথচ আপনার তো বন্ধুর অভাব নেই! তাদের তলব করুন, ডাক পাঠান তাদের — ঝাঁকে ঝাঁকে ওরা ছুটে আসবে আপনার কাছে! সবকিছু ছেড়ে সবার আগে আমিই ছুটে যাব আপনার ডাকে। আমাদের সৌহার্দ্যের কথা আমি ভুলি নি, কাউন্ট। স্বামীকে ফেলে রেখে আমি আপনার সঙ্গে যাব... বয়স যদি আমার অল্প হত, আমার মেয়ের মতো যদি আমি রূপসী সুন্দরী হতুম, তাহলে, আপনি চাইলে আপনার সঙ্গিনী, আপনার বন্ধু, আপনার স্ত্রী হতেও রাজী হয়ে যেতুম!'

'জানি, আপনার কালে আপনি নিশ্চয় ছিলেন une charmante personne*,' কাউন্ট বললেন নাক ঝেড়ে। চোখ তাঁর জলে ভেজা।

'আমরা তো আমাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যেই বাঁচি কাউন্ট,' উ'চুদরের একটা ভাবাবেগ নিয়ে বললেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'আমারও এক দেবী আছে, কাউন্ট — সে হল ওই আমার মেয়ে, সেই আমার ভাবনা চিন্তার, আমার হৃদয়ের শরিক! আমার কাছছাড়া হতে চায় না তাই সাত সাতটা বিয়ের প্রস্তাব ও এর মধ্যেই প্রত্যাখ্যান করেছে।'

'তার মানে আপনি যদি আমার সঙ্গে বি-দে-শে যান তবে ও-ও যাবে?

---

* মনোহারিণী। (ফরাসী) — সম্পাঃ

তাহলে নিশ্চয় বিদেশে যাব আমি!' উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন কাউন্ট, 'নিশ্চয় যা-ব। আর যদি ভর-সা করে এই আশা করি — কিন্তু না, ও যে সুন্দরী, ভারি সুন্দরী, কী ছেলে-মানুষ! আহা, ma charmante enfant!*' কাউন্ট ফের চুমু দিতে লাগলেন ওর আঙুলে। বেচারা বৃদ্ধ তখন নতজানু হতে একেবারে রাজী।

'আহ্ কাউন্ট, জিজ্ঞেস করছেন ভরসা করে আশা করতে পারেন কিনা?' বক্তৃতার একটা নতুন জোয়ারে বললেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভ্না, 'কী অদ্ভুত লোক আপনি, কাউন্ট! মহিলাদের মন পাবার যোগ্য আপনি নন, সত্যিই এই কথা ভাবেন নাকি? রূপ তো কেবল যৌবনে নয়। ভুলবেন না, আপনি হলেন, বলতে গেলে, আমাদের আভিজাত্যের একটা স্মৃতিচিহ্ন। অতি মার্জিত, শিভাল্‌রি-শোভন অনুভূতি আর... আদবকেতার আপনি প্রতিনিধি! বৃদ্ধ মাজেপাকে কি মারিয়া ভালোবাসে নি? মনে আছে, পড়েছিলাম যেন, লুই... কোন লুই মনে পড়ছে না... সেই লুইয়ের রাজসভায় আদরের মার্কুইস লজিয়ে'র বয়স যখন অনেক, তখন তিনি রাজসভার এক সেরা রূপসীর মন জয় করেছিলেন! আর কে আপনাকে বলেছে যে আপনি বুড়ো? কে আপনাকে এসব বুঝিয়েছে! আপনার মতো লোকেরা কী কখনো বুড়ো হয়! আপনি, যাঁর কিনা এমন হৃদয়াবেগের সম্পদ, চিন্তাশক্তি, স্ফূর্তি, রসজ্ঞান, সজীবতা, চমৎকার আদবকেতার সম্পদ যাঁর এমন! আপনার শুধু একবার দরকার বিদেশে গিয়ে ওঠা, কোনো সমুদ্রতীরে, সঙ্গে যাক একটি তরুণী বধূ, একটি রূপসী, যেমন ধরা যাক আমার জিনা — তাই বলে জিনাই তা নয়, ওর কথাটা বললাম শুধু একটা উদাহরণ হিসেবে — এই করুন, দেখবেন কী প্রকাণ্ড ব্যাপার হয়। আভিজাত্যের স্মৃতিশেষ আপনি আর রূপের রাণী আপনার বৌ! আপনি ওর হাত ধরে নিয়ে যাবেন জয়গৌরবে, চমৎকার এক আসরের সামনে ও গাইবে, সরস পরিহাস বিতরণ করবেন আপনি — দেখবেন সকলে ভিড় করে আসবে আপনার কাছে। সারা ইউরোপে নাম ছড়াবে আপনার, সবকটি খবরের কাগজে, সবকটি রম্যরচনায় কেবল আপনার খবর... হায়, হায়, কাউন্ট, আর আপনি কিনা জিজ্ঞেস করছেন আশা করতে পারেন কিনা!'

---

* মোর অপরূপা শিশু। (ফরাসী) — সম্পাঃ

'রম্যরচনা… তা বটে, তা বটে!.. খবরের কাগজে সব চাপা হয়…' জড়িত স্বরে বললেন কাউণ্ট, মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার বকবকানির সবটা তাঁর মাথায় ঢোকে নি, উত্তরোত্তর ভাবপ্রবণতায় পেয়ে বসছিল তাঁকে, 'তা… খুকি; ক্লান্ত না হয়ে থাকলে গান-খানা আবার গাও না!'

'কী বলছেন কাউণ্ট, আরো অনেক গান জানে ও, এর চেয়েও ভালো… L'hirondelle* গানটা মনে আছে আপনার? শুনে থাকবেন নিশ্চয়?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে আছে… তবে ভুলে গেছি বলাই ভালো। না, না, ঐ গানটাই, এক্ষুণি যেটা গাইলেন। L'hirondelle দরকার নেই। ঐ গানটাই শুনি…' ছেলেমানুষের মতো মিনতি করলেন কাউণ্ট।

গানটা ফের গাইলে জিনা। কাউণ্ট নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। নতজানু হয়ে বসলেন জিনার সামনে। কাঁদছিলেন তিনি।

'O, ma belle châtelaine!'** বার্ধক্যের উত্তেজনায় কম্পমান এক স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, 'O, ma charmante châtelaine!'*** মিষ্টি খুকি আমার, কতদিনকার অ-তী-তের কথা মনে পড়িয়ে দিলেন আপনি। তখন ভাবতুম পরিণামে যা ঘটেছে জীবন বুঝি তার চেয়ে… অনেক ভালো যাবে। এই গানখানাই আমি গাইতুম… দ্বৈত সঙ্গীতে… ভাইকাউণ্টেসের সঙ্গে… কিন্তু এখন… এখন যে কী তা কে জানে…'

কথাগুলো বলতে বলতে হাঁপ টেনে কণ্ঠরোধ হয়ে গেল কাউণ্টের। জিভ ওঁর স্পষ্টই অসাড় হয়ে আসছিল। কতক কতক কথা ওঁর বুঝতে পারা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল। একমাত্র এইটে পরিষ্কার বোঝা গেল যে উনি ভয়ানক আলোড়িত। আগুনে ঘি দিলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

'কাউণ্ট, ভয় হচ্ছে আপনি আমার জিনার প্রেমে পড়ে যাবেন,' মুহূর্তে সমাগত বুঝে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি।

কাউণ্ট যে জবাব দিলেন সেটা তাঁর সর্বোচ্চ প্রত্যাশাকেও ছাড়িয়ে গেল।

'ওর প্রেমে আমি পাগল!' হঠাৎ যেন নবজীবন পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন কাউণ্ট; তখনো তিনি নতজানু, তখনো আবেগে কাঁপছেন, 'ওর জন্যে আমার

---

* ভরত পাখি। (ফরাসী) — সম্পাঃ

** রূপসী রাণী আমার। (ফরাসী) — সম্পাঃ

*** মনোহারিণী রাণী আমার। (ফরাসী) — সম্পাঃ

জীবন উৎসর্গ করতে আমি প্রস্তুত! শুধু যদি এই আশা করতে পার তুম ..
আ-মায় একটু তু-লে ধরুন, একটু দুর্বল আমি ... আমি ... যদি ওকে আমার হৃদয় দিতে সাহস পেতুম, তাহলে আমি ... প্রতিদিন ও আমায় গান গে-য়ে শো-না-ত, আর আমি চেয়ে থাকতুম ওর দিকে ... সারাক্ষণ কেবলি চেয়ে থাকতুম ... ও ভগবান!'

'কাউন্ট, আপনি ওর পাণিপ্রার্থনা করে বসলেন, কাউন্ট! আমার জিনাকে, আমার সোহাগের মেয়েটাকে, আমার দেবী জিনাকে আপনি নিয়ে নিতে চাইছেন! কিন্তু আমি তোকে যেতে দেব না, জিনা। নিতে হলে আমার কোল থেকে, মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে তোকে!' মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা মেয়ের গলা জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করলেন সজোরে, যদিও টের পেলেন সমান জোরে সে আলিঙ্গন প্রতিরুদ্ধ হচ্ছে ... একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে তাঁর। জিনার সমগ্র সত্তায় সেটা বিঁধছিল, প্রহসনটায় অসহ্য ঘেন্না এসে গিয়েছিল তার। কিন্তু চুপ করেই রইল সে, আর শুধু এইটুকুই মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার দরকার।

'স্রেফ মায়ের কাছ ছাড়া হতে চায় না বলে নয় বার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে ও!' বলে উঠলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'কিন্তু এবার আমার মনের মধ্যে যেন বিদায়ের আভাস পাচ্ছি। আজ সকালে ও আপনার দিকে কী ভাবে চাইছিল সে তো দেখেছি ... আপনার আভিজাত্যেই ও হার মেনেছে, কাউন্ট, আপনার দুরন্ত আদবকেতায় ... ওহ্, ঠিক টের পাচ্ছি, আপনি আমাদের বিচ্ছেদ ঘটাবেন!..'

'ওকে আমি মাথায় করে রাখব,' পাতার মতো থরথরিয়ে অস্ফুট স্বরে কাউন্ট বললেন।

'মাকে তাহলে ছেড়ে যাবি তুই!' ফের মেয়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলে উঠলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

অস্বস্তিকর অবস্থাটার দ্রুত অবসান ঘটালে জিনা। কাউন্টের দিকে নীরবে সে তার সুন্দর হাতখানা এগিয়ে দিলে, এমনকি হাসলও জোর করে। সসম্ভ্রমে হাতটা নিয়ে কাউন্ট ভরে দিলেন চুমুতে। রুদ্ধকণ্ঠ আবেগে বললেন, 'জীবন আমার এই সবে শুরু হল।'

'জিনা!' মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা বললেন গম্ভীরভাবে, 'ওঁর দিকে চেয়ে দ্যাখ! এমন মানী, এমন মহৎ লোক আমি আর দেখি নি। মধ্য যুগের এক

নাইট উনি! কিন্তু ও জানে, কাউন্ট, আমার দুঃখই এই যে ও সব জানে… আহ্ কেন এলেন আপনি? আমার বুকের ধন, আমার দেবদূতকে দিলুম আপনাকে! ওকে দেখবেন, কাউন্ট! এ এক মায়ের মিনতি আপনার কাছে, আমার এ শোকের জন্যে কোন মা আমায় দোষ দেবে?'

'যথেষ্ট হয়েছে মা!' ফিসফিসিয়ে বললে জিনা।

'ওর যেন ক্ষতি না হয়, কাউন্ট, দেখবেন তো? আমার জিনার ক্ষতি করার সাহস করবে যে নিন্দুক, যে বেয়াদব, আপনার তরোয়াল তাদের চোখের সামনে ঝলকে উঠবে তো?'

'থামুন মা, নইলে আমি…'

'হ্যাঁ, তা বটে, ঝলকে উঠবে,' অস্ফুট উক্তি করলেন কাউন্ট, 'এই তো সবে আমার জীবন শুরু হল। আমি… আমার ইচ্ছে একটা বিবাহোৎসব হোক এখনই, এই মুহূর্তেই… আমি… আমি এক্ষুণি লোক পাঠাতে চাই দুখানভোতে। আমার হীরে জহরৎ আছে সেখানে। ওর পায়ের কাছে সাজিয়ে দিতে চাই সেগুলো…'

'কী আবেগ, কী উচ্ছ্বাস, কী বনেদী মেজাজ!' চেঁচিয়ে উঠলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'কী করে কাউন্ট — কী করে পারছিলেন আপনি সমাজ এড়িয়ে থাকতে, নিজের ধ্বংস ডেকে আনতে? বারবার এ কথা বলব আমি! আমার একেবারে পাগল পাগল লাগে যখন ভাবি ওই জঘন্য…'

'কী উপায় আ-মার? আমি একেবারে ভয়ে সিঁ-টি-য়ে ছিলুম!' রীতিমতো অভিভূত হয়ে নালিশের সুরে বিড়বিড় করলেন কাউন্ট, 'আমায় পাগলা-গা-রদে পাঠাতে চাই-ছিল… ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম আমি।'

'পাগলাগারদে? কী পিশাচের দল! অমানুষ যতসব! কী জঘন্য নীচতা! আমার কানে এসেছিল, কাউন্ট! পাগলামি তো ওদেরই! কেন, বলুন তো, কিসের জন্যে?'

'কেন তা আমিও জানি না,' বললেন বৃদ্ধ, দুর্বলতায় ভেঙে পড়লেন আরামকেদারায়, 'এইটুকু জানি যে আমি কী একটা বল-না-চে গিয়েছিলুম, কিছু কিছু গল্প করে-ছি-লুম, ওদের তা ভা-ভালো লাগে নি। বাস, হৈচৈ শুরু করে দিলে!'

'মাত্তর এই?'

'না, না। তারপর আমি কাউন্ট পিয়তর দিমেন-তি-চের সঙ্গে তাস খেলে-

ছি-লন্ম, ছয় পয়েন্ট হার হয়। আমার হাতে ছিল দন্টো সা য়েব আর তিনটে বিবি... নাকি তিনটে বিবি আর দন্টো সা-য়েব? না! একটা সা-য়েব! বি-বি আসে পরে...'

'বাস? মাত্র এর জন্যে! হায়রে নারকী অমানন্ষে! আপনি কাঁদছেন, কাউন্ট! কিন্তু এর আর পন্নরাবৃত্তি হতে দিচ্ছি না! এখন থেকে আমি আপনার পাশে থাকব, কাউন্ট। জিনার কাছ ছাড়া আমি হব না, দেখা যাবে ওরা আর টু' শব্দ করতে পারে কিনা!.. তাছাড়া কী জানেন কাউন্ট — আপনার বিয়ের ব্যাপারটায় ওরা একেবারে হেরে ভূত হবে। লজ্জায় মরবে! দেখতে পাবে যে আপনি এখনো পারেন... মানে ওরা এ কথা বন্ঝবে যে জিনার মতো রূপসী কখনো পাগলকে বিয়ে করতে পারে না! এবার আপনি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবেন। সোজাসন্জি চাইবেন ওদের দিকে...'

'হ্যাঁ, তা বটে, সো-জা-সন্জি চাইব,' চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করলেন কাউণ্ট।

'হায়রে কপাল, ওঁর তো হয়ে এসেছে দেখছি,' মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ভাবলেন, 'মিছে বকছি!'

'আপনি একটু ভয় পেয়ে গেছেন কাউণ্ট, আমি বন্ঝতে পারছি। একটু সন্স্থির হোন, সত্যি, এতটা উত্তেজনার পর একটু বিশ্রাম দরকার আপনার,' কাউণ্টের ওপর মায়ের মতো ঝন্কে পড়ে উনি বললেন।

'হ্যাঁ, তা বটে একটুখানি শো-য়া ভা-লো,' কাউণ্ট বললেন।

'ঠিকই, সন্স্থির হয়ে নিন, কাউণ্ট! এত সব উত্তেজনা... দাঁড়ান আমি যাব আপনার সঙ্গে... দরকার হলে আমি আপনাকে শন্ইয়ে দিয়ে আসব। ও ছবিটার দিকে আপনি এমন করে চাইছেন কেন, কাউণ্ট? এ আমার মায়ের ছবি — মানন্ষ ছিলেন না উনি, দেবী! আহা, আজ যদি উনি থাকতেন! মহাত্মা নারী উনি কাউণ্ট, মহাত্মা! এছাড়া অন্য নাম ওঁকে দেওয়া যায় না!'

'মহা-ত্মা না-রী? C'est joli*... আমারও এক মা ছিলেন... প্রিন্সেস... আর জা-নেন, ভয়ঙ্কর মো-টা... কিন্তু তা বলতে চাইছিলন্ম না... ভারি দন্র্বল লাগ-ছে। Adieu, ma charmante enfant!** আজকে...

---

* তা ভালো। (ফরাসী) — সম্পাঃ

** বিদায়, আমার মনোহারিণী শিশন্। (ফরাসী) — সম্পাঃ

কালকে . . সা-নন্দে ... তবে, একই কথা! Au revoir, au revoir!*' এই বলে হাত দোলাতে গেলেন, কিন্তু পা ফসকে প্রায় পড়ে গেলেন দোরগোড়ায়।

'সাবধান, কাউণ্ট! আমার হাতে ভর দিন,' চে'চিয়ে উঠলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

'Charmant, charmant!' ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বিড়বিড় করলেন কাউণ্ট, 'সবে জীবন শুরু হল আ-মার ...'

জিনা রইল একা। মন তার অপারিসীম ভার হয়ে উঠেছিল। ঘেন্নায় প্রায় বমি আসছিল তার। নিজেকে ঘেন্না করতে চাইছিল সে। গাল দুটো জ্বলে যাচ্ছিল। হাত মুঠো করে দাঁতে দাঁত চেপে মাথা নুইয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে ... লজ্জার অশ্রু ঝরল চোখ থেকে ... ঠিক সেই মুহূর্তে দরজা খুলে গেল, সবেগে ঘরে ঢুকল মজাগ্লিয়াকভ।

৯

সব কথা শুনেছিল ও!

ঠিক ঢুকল নয়, উত্তেজনায় ক্রোধে বিবর্ণ হয়ে যেন ঝাঁপিয়ে এল। অবাক হয়ে জিনা চাইল ওর দিকে।

'এই তাহলে মতলব, তাই না?' হাঁপাতে হাঁপাতে চে'চাল সে, 'আপনার আসল চেহারা এতদিনে দেখলুম!'

'আসল চেহারা?' জিনা বললে ওর দিকে চেয়ে, এমন ভাব করে যেন ও পাগল। হঠাৎ তার চোখ জ্বলে উঠল ক্রোধে।

'এভাবে আমার সঙ্গে কথা কইছেন, স্পর্ধা তো আপনার কম নয়!' জিনা রুখে গেল ওর দিকে।

'সব শুনেছি আমি!' সদর্পে জবাব দিলে মজাগ্লিয়াকভ, তাহলেও কেমন যেন অনিচ্ছায় এক পা পিছিয়ে গেল সে।

'শুনেছেন? আড়ি পেতেছিলেন আপনি?' ঘেন্নার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললে জিনা।

---

* ফের দেখা হবে। (ফরাসী) — সম্পাঃ

'হ্যাঁ, আড়ি পেতেই শুনেছি! একটা নিচু কাজ করেছি ঠিকই, কিন্তু এটা তো বোঝা গেল যে আপনি হলেন সবচেয়ে... মানে যে স্বরূপ দেখালেন তার সংজ্ঞা দেবার মতো ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না!' জবাব দিলে মজগ্লিয়াকভ, জিনার দৃষ্টির সামনে স্পষ্টই সে কুঁকড়ে যাচ্ছিল।

'বেশ তো, যদি শুনেই থাকেন তাতে নালিশের কী আছে আপনার? কী অধিকার আছে আপনার নালিশ করার? কোন অধিকারে এমন অভদ্রের মতো কথা কইছেন আপনি?'

'আমার? কী অধিকার আমার আছে? এ কথা জিজ্ঞেস করতে পারলেন? আপনি কাউণ্টকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন, আর আমার কোনো অধিকার থাকবে না?.. আপনি কথা দিয়েছিলেন, সেই অধিকারে!'

'কবে কথা দিয়েছিলুম?'

'কবে, তাও বলতে হবে?'

'আজ সকালেই আপনি যখন পেড়াপীড়ি করছিলেন, তখনই তো আপনাকে পরিষ্কার করে বলেছিলুম, স্থির কোনো কথা দিচ্ছি না।'

'কিন্তু তাড়িয়ে তো দেন নি, স্পষ্ট করে প্রত্যাখ্যান তো করেন নি। তার মানে আমায় আপনি হাতে রেখেছিলেন, তার মানে আমায় আপনি লোভানি দিচ্ছিলেন।'

ভেতরকার একটা অন্তর্ভেদী ব্যথার যন্ত্রণা যেন ফুটে উঠল জিনার দৃষ্টিতে। কিন্তু সেটাকে সে দমন করলে।

'আমি যদি আপনাকে তাড়িয়ে না দিয়ে থাকি,' কণ্ঠ ওর পরিষ্কার, দৃঢ়, যদিও একটা মৃদু কম্পনের আভাস ধরা পড়ে, 'তবে সে শুধু অনুকম্পার জন্যে। আপনি নিজেই আমায় মিনতি করেছেন যেন সময় নিই, তাড়াহুড়া না করি, হট করে যেন 'না' বলে না দিই, আপনাকে যেন আরো কাছে থেকে দেখি, 'তারপর' আপনি বলেছিলেন, — 'তারপর আপনি যখন নিঃসন্দেহ হবেন যে আমি উঁচু মনের লোক, তখন হয়ত আমায় প্রত্যাখ্যান করবেন না।' আপনার পূর্বরাগের পালার একেবারে শুরুতে এতো আপনিই নিজ মুখে বলেছেন। আজ সে কথা ওলটাতে পারেন না। এখন আপনি বলছেন আমি নাকি আপনাকে লোভানি দিয়েছি। আপনি নিজেই দেখেছেন, যখন আসবেন বলেছিলেন তার দু-সপ্তাহ আগেই আজ চলে আসায় আমি কী রকম বিরক্ত হয়েছিলুম, আপনার কাছ থেকে সে বিরক্তি আমি লুকোবার চেষ্টাও করি

নি, বরং চেয়েছি, আপনি দেখুন। আপনি নিজেই তা টের পেয়েছিলেন, কেননা আপনি জিজ্ঞেস করেছিলেন এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসায় আমি রাগ করেছি কিনা। যে মেয়ে বিতৃষ্ণা ঢাকতে চাইছে না, ঢাকতে পারছে না, সে মেয়ে লোভানি দিচ্ছে না বুঝেছেন। স্পর্ধা করে আপনি বললেন, আমি আপনাকে হাতে রাখছিলুম। বেশ, তাহলে আপনার সম্পর্কে আমি ঠিক কী ভেবেছিলুম শুনুন, — খুব একটা মেধা যদি ওর নাও থাকে, তাহলে হয়ত লোকটা ভালোমানুষ, তাই বিয়ে করা চলতে পারে। কিন্তু এখন, সৌভাগ্যবশত আবিষ্কার করলুম যে আপনি শুধু আহাম্মক নন, বদরাগী আহাম্মক, সুতরাং আপনার সৌভাগ্য ও শুভযাত্রা কামনা ছাড়া আমার আর কিছু করার নেই। বিদায়!'

এই বলে জিনা ওর কাছ থেকে ফিরে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

আর আশা নেই টের পেয়ে মজগ্লিয়াকভ রাগে ক্ষেপে উঠল।

'বটে, বটে, আহাম্মক হলুম আমি তাহলে, তাই না?' চীৎকার করলে ও, 'আমি তাহলে আহাম্মক! বহুৎ আচ্ছা! বিদায়! কিন্তু যাবার আগে সারা শহরে আমি রাষ্ট্র করে দিয়ে যাব, কাউন্টকে মাতাল করে মা মেয়েতে মিলে কেমন করে ঠকিয়েছেন। সব্বাইকে বলে যাব আমি। মজগ্লিয়াকভ কেমন লোক টের পাবেন!'

জিনা চমকে জবাব দেবার জন্যে যেন একটু দাঁড়াল কিন্তু একটু চুপ করে থেকে ঘেন্নায় কাঁধ ঝাঁকুনি দিলে শুধু, তারপর সজোরে দরজা টেনে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

সেই মুহূর্তে দোরগোড়ায় আবির্ভাব হল মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার। মজগ্লিয়াকভের চিৎকার ওঁর কানে গিয়েছিল। এক মুহূর্তেই ব্যাপারটা আন্দাজ করে ভয়ে কাঁপুনি ধরল তাঁর। মজগ্লিয়াকভ এখনো যায় নি, কাউন্টের কাছেই রয়েছে, সারা শহরে খবরটা ও রাষ্ট্র করে দেবে, অথচ অল্প কিছুটা সময়ের জন্যে হলেও গোপনতা একান্ত অপরিহার্য! হিসেব ঠিক করে নিয়েছিলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা। চোখের পলকে ব্যাপারটা সব খতিয়ে নিয়ে মজগ্লিয়াকভকে ঠান্ডা করার একটা ফন্দি তৈরি করতে তাঁর দেরি হল না।

'কী ব্যাপার, **mon ami?**' বললেন ওর কাছে গিয়ে, অমায়িকভাবে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

'আমি আপনার mon ami, বটে?' রাগে জ্বলে উঠল ও, 'যে সব কীর্তি শুরু করেছেন, তারপরেও আমি আপনার mon ami! আপনার নফর, না? ভাবছেন, এখনো আমায় ধাপ্পা দেবেন?'

'আপনার এরকম অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থা দেখে আমি দুঃখিত, পাভেল আলেক্সান্দ্রোভিচ, অত্যন্ত দুঃখিত। কথার কী ছিরি! মহিলার সামনে একটু সংযত হবার কথাও দেখছি আপনার মনে নেই।'

'মহিলা! আপনি — আপনি! নিজেকে আর যা খুশি বলুন — কিন্তু মহিলা নন!' চেঁচিয়ে উঠল মজগ্লিয়াকভ। জানি না ঠিক কী সে বলতে চাইছিল, কিন্তু সেটা যে সাংঘাতিক রকমের বিপরীত একটা কিছু ধিক্কার, তাতে সন্দেহ নেই।

মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ওর মুখের দিকে চাইলেন নরম করে।

'বসুন তো!' মিনিট পনের আগে কাউণ্ট যেটায় গা এলিয়ে ছিলেন সেই আরামকেদারাটার দিকে নির্দেশ করে বললেন বিষণ্ণ স্বরে।

'কিন্তু মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা!' হতভম্ব মজগ্লিয়াকভ বললে, 'আপনি এমন ভাবে চাইছেন যেন দোষটা আপনার নয়, আমিই আপনার কাছে অপরাধ করেছি! সত্যি অসম্ভব! যে সুরে আপনি কথা কইছেন!.. মানুষের পক্ষে সত্যি এ সহ্য করা কঠিন!'

মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা বললেন, 'শুনুন ভায়া! ভায়া বলেই আপনাকে ডাকছি, কেননা আমার চেয়ে বড়ো বন্ধু আপনার আর কেউ নেই! শুনন, কষ্ট হচ্ছে আপনার, যন্ত্রণা হচ্ছে। আপনার সবচেয়ে বড়ো অনুভূতির জায়গায় আপনি ঘা খেয়েছেন। তাই যেসব কথা বলছেন, তাতে অবাক হবার কিছু নেই। কিন্তু আমার সমস্ত মনটা আমি আপনার কাছে ধরতে চাই, বিশেষ করে আপনার কাছে নিজেকে খানিকটা দোষী বলে মনে হচ্ছে সেই জন্য। বসুন, কথা বলা যাক।'

শান্ত দুঃখের সুরে কথা কইছিলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, মুখে ফুটে উঠেছে মনঃকষ্টের ছাপ। বিস্মিত মজগ্লিয়াকভ আরামকেদারায় বসে পড়ল ওঁর পাশে।

'আড়ি পেতে শুনছিলেন আপনি?' তিরস্কারের দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

'হ্যাঁ শুনেছি। না শুনলেই আহাম্মকি হত! আমার বিরুদ্ধে আপনার

মতলবটা তো সব ধরতে পেরেছি,' মজগিয়াকভ জবাব দিল রূঢ়ভাবে, ক্রোধ ওকে সাহস আর ভরসা জোগাল।

'আপনি — এমন শিক্ষাদীক্ষা আপনার, এমন নীতির বড়াই, সেই আপনি এমন কাজ করতে পারলেন! হায় ভগবান!'

মজগিয়াকভ প্রায় লাফিয়ে ওঠে আর কি।

'কিন্তু মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা!' চেঁচিয়ে উঠল ও, 'সত্যিই বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে! আপনার নীতির বালাই নিয়ে আপনি নিজে কতটা নিচে নেমেছেন ভুলবেন না — তারপরেও আপনি কোন সাহসে অন্যকে তিরস্কার করতে আসেন?'

'আর একটা কথা জানতে চাই,' মজগিয়াকভের কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে উনি বললেন, 'আড়ি পেতে শোনা কে আপনার মাথায় ঢোকালে, কে আপনাকে বললে, গোয়েন্দার কাজটা কে করছে? এইটে আমায় বলুন।'

'মাপ করবেন — সে কথা আপনাকে বলব না।'

'বেশ, আমি নিজেই বার করব। আপনাকে বলছিলুম, আপনার কাছে নিজেকে দোষী বলে মনে হচ্ছে, পল। কিন্তু আপনি যদি সবটা দ্যাখেন, সব অবস্থা বিচার করেন, তাহলে দেখবেন, আমাকে যদি দোষ দিতেও হয়, তবে সে শুধু একমাত্র এই কারণে যে আমি আপনার যথাসম্ভব ভালো চাইছিলাম।'

'আমার? ভালো? সত্যিই বাড়াবাড়ি হচ্ছে! আর আমায় ধাপ্পা দিতে পারবেন না, নিঃসন্দেহ থাকুন! যতটা বোকা দেখায় এ ছোঁড়া তত বোকা নয়!'

এমন জোরে সে হেলান দিল যে চেয়ারটা ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ করে উঠল।

'পারলে একটু ঠাণ্ডা হবার চেষ্টা করুন ভায়া। মন দিয়ে আমার কথাটা শুনুন তো, তাহলে সায় দিতে হবে আপনাকে। প্রথমত, আমি নিজেই সবটা আপনাকে বলতে যাচ্ছিলুম, সবই শুনতে পেতেন আমার কাছ থেকে, আড়ি পাতার মতো হীনতা সইতে হত না। আজকে, আগে থেকেই আপনাকে সব যে বলি নি, তার সোজা কারণ ব্যাপারটা তখনো ছিল একটা পরিকল্পনা মাত্র। কিছু নাও হতে পারত। দেখুন, আমি আপনাকে একেবারে খোলাখুলি সব বলছি। দ্বিতীয়ত, আমার মেয়েকে দোষ দেবেন না। সে আপনাকে অসম্ভব ভালোবাসে, আপনার কাছ থেকে সরে এসে কাউন্টের প্রস্তাব ও যাতে বিবেচনা করে তার জন্যে অশেষ চেষ্টা করতে হয়েছে আমাকে।'

'আমার প্রতি ওর উন্মাদ ভালোবাসার পুরো প্রমাণ লাভ করার সৌভাগ্য আমার খানিক আগেই ঘটেছে,' মজাগ্নিয়াকভ বললে ব্যঙ্গভরে।

'বেশ, কিন্তু আপনি ওর সঙ্গে কী ভাবে কথা কয়েছিলেন? জিজ্ঞেস করি, ঐ কি প্রেমে পড়া লোকের কথা বলার ধরন? এইভাবে কি ভদ্রলোকে কথা বলে? আপনি ওকে অপমান করে চটিয়ে দিয়েছেন।'

'ভদ্রতার কথা ভাবার অবকাশ নেই আমার, মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা! আর আপনারা দুজনেই বা কেমন — আমার সঙ্গে এই এত হাসিখুশি, আর যেই পিছন ফিরেছি, কাউন্টের সঙ্গে বেরিয়ে গেছি অমনি আমার শ্রাদ্ধ শুরু করেছেন! আমার নামে যাচ্ছেতাই বলেছেন আপনারা, আমি সব জানি, সব!'

'সেই একই নোংরা সূত্র থেকে,' ব্যঙ্গ হাসি হেসে মন্তব্য করলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'হ্যাঁ, পাভেল আলেক্সান্দ্রভিচ, আমি আপনার দুর্নাম করেছি, নিন্দে করেছি আপনার, স্বীকার করছি, সে চেষ্টা বেশ করেছি। কিন্তু ওর চোখে যে আপনাকে আমি ছোটো করতে বাধ্য হয়েছিলুম, হয়ত বা কুৎসাও রটিয়েছি — এই ঘটনা থেকেই তো বোঝা যাচ্ছে, আপনাকে বাতিল করে দেবার জন্যে ওর মত আদায় করতে আমায় কী কষ্টই না করতে হয়েছে। পাগলা ছেলে! ও যদি আপনাকে ভালো না বাসত, তাহলে আপনার নিন্দে করার দরকার হত কি, আপনাকে অমন হাস্যকর অপদার্থ করে দেখানোর, অমন একটা চূড়ান্ত কাণ্ড করার? সত্যি, আপনি অর্ধেকও জানেন না! ওর মন থেকে আপনাকে মুছে ফেলার জন্যে মা হিসাবে আমার সবখানি জোর খাটাতে হয়েছিল, তাও অপরিসীম চেষ্টার পরেও, যা পেয়েছি সে কেবল ভাসাভাসা একটা সায়। আমাদের আলাপ আপনি যখন শুনেছেন, তখন নিশ্চয় আপনার নজরে পড়েছিল, কাউন্টের সামনে একটা কথা, একটা হাবভাব দিয়েও তো সে আমায় সমর্থন করে নি। গোটা দৃশ্যে সে প্রায় কথাই বলে নি। গান যা গেয়েছে সে ঠিক যন্ত্রের মতো। দুঃখে ওর সমস্ত সত্তা ব্যথিত হয়ে উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত কাউন্টকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হল কেবল ওর কষ্ট দেখে — আমার নিশ্চয় মনে হয়, আমরা চলে গেলে ও কেঁদেছিল। আপনি যখন এসেছিলেন, তখন নিশ্চয় ওর চোখে জল দেখেছিলেন...'

মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা কথাটা বলতেই মজাগ্নিয়াকভের মনে পড়ল, ও যখন বেগে ঘরে ঢুকছিল তখন জিনা বোধ হয় সত্যিই কাঁদছিল।

'কিন্তু আপনি — আপনি কেন আমার বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন, মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা?' চেঁচিয়ে উঠল সে, 'কেন আপনি আমায় ছোটো করেছেন, নিন্দা করেছেন — আপনি নিজেই যা স্বীকার করছেন?'

'ও, সে কথা আলাদা! আপনি যদি ভদ্রভাবে আমায় জিজ্ঞেস করতেন, একেবারে প্রথমে, তাহলে অনেক আগেই জবাব পেয়ে যেতেন। হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন! আমি — একলা আমিই এসব করেছি। জিনাকে এর মধ্যে টানবেন না। জিজ্ঞেস করছেন, কেন করেছি? আমার জবাব, প্রথমত, জিনার জন্যে। কাউণ্ট ধনী, নামডাক আছে, জিনার পক্ষে চমৎকার পাত্র। আর শেষ কথা, উনি যদি মারা যান, খুবই সম্ভব শীগগীরই মারা যাবেন, কেননা কমবেশি আমরা সকলেই মরণশীল — তাহলে জিনা হবে একজন তরুণী বিধবা, একজন কাউণ্টেস, ওপরতলাকার লোক এবং সম্ভবত প্রচুর টাকাও থাকবে তার। তখন যাকে খুশি সে বিয়ে করতে পারবে, খুব একটা পয়সাওয়ালা বিয়েও সে করতে পারবে। তবে ও অবশ্য তাকেই বিয়ে করবে যাকে ভালোবাসে, যাকে সে ভালোবাসত আগে, কাউণ্টকে বিয়ে করে যার হৃদয় সে দীর্ণ করে দিয়েছে। অন্য সব কিছু ছেড়ে দিয়ে শুধু অনুশোচনার কথাটাই ধরুন, শুধু তারই তাগিদে ওকে যে ভালোবাসত তার প্রতি ওর এ নিষ্ঠুরতার প্রায়শ্চিত্ত করার চেষ্টা তো সে করবেই।'

'হুঁ,' গর্জন করলে মজগ্লিয়াকভ, চিন্তিত দৃষ্টি তার পায়ের বুটের দিকে।

'দ্বিতীয়ত, — এ ব্যাপারটাও আমি শুধু একটু ছুঁয়ে যাব,' মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা বলে চললেন, 'কেননা আপনি হয়ত বুঝতে পারবেন না। আপনি শেকস্‌পিয়র পড়েন, নানা রকমের বড়ো বড়ো সব ভাবাবেগ সেখান থেকে সংগ্রহ করেন, কিন্তু আসলে আপনি ভারি ভালোমানুষ হলেও এখনো নিতান্ত ছোকরা, — আর আমি হলুম একজন মা, পাভেল আলেক্সান্দ্রভিচ! আমার কথা শুনুন: কাউণ্টের সঙ্গে জিনার বিয়ে দিচ্ছি খানিকটা কাউণ্টের নিজের জন্যে, কেননা এই বিয়ে দিয়ে আমি ওঁকে বাঁচাতে চাই। উদার, মহৎ-হৃদয়, খানদানী এই বৃদ্ধটিকে আমি চিরকালই ভালোবাসি। আমরা ছিলুম বন্ধু। বেচারী এখন ঐ নারকী মেয়েটার কবলে পড়েছে। ও মেয়ে ওঁকে কবরে টেনে নিয়ে যাবে। ভগবান সাক্ষী, ওঁকে বিয়ে করতে জিনাকে রাজী করাতে পেরেছিলুম শুধু তার এই আত্মোৎসর্গের পবিত্রতাটা যে কত বড়ো জিনিস সেইটে দেখিয়ে। এ মনোভাবের উদারতায়, এ পুণ্য কাজের সৌন্দর্যে ও মুগ্ধ

না হয়ে পারে না। জিনার স্বভাবের মধ্যেও যে খানিকটা শিভালরি আছে আমি ওকে দেখালুম, আর মাত্র এক বছরই হয়ত যাঁর আয়ু, তাঁর সহায়, তাঁর সান্ত্বনা, তাঁর সুহৃদ হওয়া, তাঁর কাছে এক শিশু, তাঁর রূপসী, তাঁর দেবী হতে পারা — এ যে অতি উঁচু দরের একটা খৃষ্টীয় কাজ। জীবনের শেষ দিন কটি ওঁকে গ্রাস করে থাকবে না ওই কুটিল মেয়েটা, ওই বিভীষিকাটা, একটা নিরানন্দে তাঁর জীবনের শেষ দিন ক'টা কণ্টকিত হয়ে উঠবে না, তা ভরে উঠবে আলোয়, সৌহার্দ্যে, ভালোবাসায়। ওঁর শেষ গোধূলির দিনগুলো যেন স্বর্গ মনে হবে ওঁর কাছে। বলুন, এটা কি স্বার্থপরতা হল? এ তো একটা সেবা কাজ, শুশ্রূষার কাজ, নয়কি?'

'আপনি তাহলে... আপনি নেহাৎই এটা করেছেন কাউন্টের কথা ভেবে, সেবা কাজের কথা ভেবে?' ব্যঙ্গ করে গর্জে উঠল মজগ্লিয়াকভ।

'আপনার এ প্রশ্নটাও আমি বুঝতে পারছি, পাভেল আলেক্সান্দ্রভিচ; খুবই পরিষ্কার প্রশ্ন। আপনি বোধ হয় ভাবছেন যে কাউন্টের সুবিধার সঙ্গে ব্যক্তিগত সুবিধা মিলিয়ে নেওয়া হয়েছে বেশ ভণ্ডামি করে। বেশ, ধরা যাক, তা সত্যিই! এ কথা আমার মনে হয়ত বা উঠেছে, কিন্তু আপনাকে নিশ্চয় করে বলছি, সেটা ভণ্ডামি করে নয়, আমার অলক্ষ্যে। জানি এ রকম খোলাখুলি স্বীকারোক্তি শুনে আপনি অবাক হচ্ছেন। কিন্তু শুধু একটি কথা, পাভেল আলেক্সান্দ্রভিচ — জিনাকে এর মধ্যে টানবেন না। কপোতীর মতো ও নিষ্পাপ — হিসেবী বুদ্ধি ওর নেই, আদরের মেয়েটা আমার, ও পারে শুধু ভালোবাসতে! ফন্দিফিকির যদি কেউ করে থাকে, সে শুধু আমি, একলা আমি! কিন্তু আগে আপনার নিজের বিবেকটা পরিষ্কার করে যাচাই করে নিয়ে বলুন তো — এই অবস্থায় আমি না হয়ে অন্য কেউ হলেও কি সে হিসেব করত না? অতি উঁচু কাজেও, অতি নিঃস্বার্থ ব্যাপারেও আমরা নিজেদেরই সুবিধা খুঁজি, খেয়ালও করি না যে তা করছি নিজের অলক্ষ্যে! বেশির ভাগ লোকই আত্মপ্রবঞ্চনা করে বসে, ভাবে যেন তাদের কাজটা নিতান্তই উদারতার জন্যে। নিজেকে ঠকাতে আমি চাই না — স্বীকার করছি যে আমার উদ্দেশ্য মহান হলেও আমি হিসাব করে দেখেছিলাম। কিন্তু এইটে ভেবে দেখুন — হিসেব যে করেছি সে কি আমার স্বার্থে? আমার তো কিছু দরকার নেই, পাভেল আলেক্সান্দ্রভিচ! আমার জীবন তো কাটিয়েই দিয়েছি। এ শুধু ওর জন্যে, আমার আদরের মেয়েটার জন্যেই

আমি এমন স্বার্থের হিসাব করেছি — আর এ অবস্থায় কোন মা আমায় দোষ দেবে বলুন?'

মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার চোখে জল চিক্‌চিক্‌ করে উঠল। অকপট এই স্বীকারোক্তি শুনতে শুনতে অসহায় বিমূঢ়তায় চোখ মিটমিট করলে পাভেল আলেক্সান্দ্রভিচ।

'কোন-মা-অবিশ্যি...' ও বললে অবশেষে, 'সুন্দর ব্যাখানি শুরু করেছেন, মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, কিন্তু... কিন্তু আপনিই তো আমায় কথা দিয়েছিলেন! আপনিই আমায় উৎসাহ দিয়েছেন... এখন দেখুন দিকি! ভেবে দেখুন! কী আহাম্মুকের অবস্থা এখন আমার!'

'কিন্তু mon cher Paul, সত্যিই কি ভাবছেন যে আপনার কথা মনে রাখি নি? বরং, এই সব হিসেব নিকেশের মধ্যে আপনার একটা মস্ত উপকারের কথা ভেবেই আমি এগিয়ে যেতে পেরেছি।'

'আমার উপকার!' একেবারে হতভম্ব হয়ে চেঁচিয়ে উঠল মজগ্লিয়াকভ। 'সে আবার কী?'

'হায় ভগবান! এত সরল মন, এত অল্পদৃষ্টি আপনার!' কড়িকাঠের দিকে চোখ তুলে বললেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা। 'হায়রে যৌবন, হায়রে যৌবন! এ আপনার ঐ শেকস্‌পিয়র গেলার ফল — স্বপ্ন দেখছেন, কল্পনা করছেন অন্যের ভাবনা অন্যের যে ধারণা নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন সেটা বুঝি বা আপনারই। ভালো মানুষ আপনি পাভেল আলেক্সান্দ্রভিচ, জিজ্ঞেস করছেন, কী আপনার সুবিধা? পরিষ্কার করে বোঝাবার জন্যে একটা কথা বলি — জিনা আপনাকে ভালোবাসে, তাতে সন্দেহ নেই! কিন্তু আমি লক্ষ করে দেখেছি, স্পষ্ট এই ভালোবাসা সত্ত্বেও আপনার প্রীতি, আপনার ভাবাবেগ, আপনার অনুরাগ সম্পর্কে ওর কেমন একটা অনাস্থা আছে। আমি দেখেছি, মাঝে মাঝে যেন ও ইচ্ছে করেই নিজেকে সংযত করে রাখে, নিষ্প্রাণ আচরণ করে আপনার সঙ্গে — ভাবনাচিন্তা, অনাস্থার ফল আর কি! আপনি নিজে সেটা লক্ষ করে দেখেছেন কি পাভেল আলেক্সান্দ্রভিচ?'

'দে-খে-ছি। বলতে কি, আজকেই... কিন্তু এসব থেকে কী বলতে চাইছেন, মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা?'

'দেখুন, আপনারও নজরে পড়েছে! তাহলে ভুল হয় নি আমার। আপনার ভাবাবেগের নিষ্ঠা সম্পর্কে ওর মনে একটা অনাস্থা আছে। আমি

তো মা   আমার মেয়ের মনের গোপন কথা কি আমি টের পাই না? ভেবে দেখুন - ঘরের মধ্যে ছুটে গিয়ে ভর্ৎসনা করা, ভর্ৎসনা শুধু নয়, গালাগালি দেওয়ার বদলে, অমন নিষ্পাপ, অমন চমৎকার, অমন গরবিনী মেয়েকে ত্যক্তবিরক্ত আহত অপমানিত করার বদলে — এতে না চাইলেও আপনার দুষ্প্রবৃত্তি সম্পর্কে ওর মনে সন্দেহ আপনি পাকা করে দিলেন — এসব ন করে, ভেবে দেখুন কী হত যদি আপনি খবরটা নিতেন হৈচৈ না করে, চোখে ক্ষোভের কি হতাশার জল নিয়ে, কিন্তু হৃদয় থাকত একটা উদার মহত্ত্বে ভরা...'

'হুঁ!..'

'আমায় বাধা দেবেন না, পাভেল আলেক্সান্দ্রভিচ! আমি চাই আসলে যা অবস্থা সেই পুরো ছবিটা আপনার মনের কাছে তুলে ধরতে। ধরুন, আপনি যদি ওর কাছে গিয়ে বলতেন, — জিনাইদা, জীবনের চেয়েও আমি তোমায় ভালোবাসি। কিন্তু সাংসারিক ধরনের কতকগুলো কারণে আমাদের বিচ্ছেদ হচ্ছে। কারণগুলো আমি বুঝি। সে তোমার সুখের জন্যেই, তাই তাতে আপত্তি করতে আমি অক্ষম। জিনাইদা, তোমার জন্যে আমার ক্ষমা রইল। পারলে সুখী হয়ো! — এই বলে যদি আপনি চেয়ে থাকতেন ওর দিকে একটা আহত হরিণের দৃষ্টিতে, — কী বলছি বুঝতে পারছেন বোধ হয় — সবটা একবার ভেবে দেখে বুঝুন, ওর হৃদয়ে কী প্রভাব পড়ত আপনার এই কথায়!'

'বেশ, মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, এসবই মানছি। আপনার কথা আমি বুঝছি... কিন্তু ধরুন এ সবই বললুম, তা সত্ত্বেও কিছু ফল হল না...'

'না, না, ভায়া, আমায় বাধা দেবেন না! পুরো অবস্থাটা আপনাকে বুঝিয়ে বলি, কী হতে পারে, না হতে পারে সব, আপনি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যাবেন। মনে করুন, কয়েকবছর পরে ওর সঙ্গে আপনার দেখা হল, অভিজাতদের সমাজে। দেখা হল বলনাচের আসরে, ঘরভরা চমৎকার আলো, অপূর্ব সঙ্গীত বাজছে, চারিপাশে আশ্চর্য সব নারী; আর চারপাশের এই উৎসবের মধ্যে একলা আপনিই শুধু বিষণ্ণ, অন্যমনস্ক, বিবর্ণ, একটা থামের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন (অবিশ্যি এমন ভাবে যে সেখান থেকে আপনাকে দেখা যাচ্ছে), নাচের ঝিলিমিলির মধ্যে দৃষ্টি আপনার অনুসরণ করছে ওকে। ও নাচছে। উঁচু সমাজের রসালাপ আপনায় টানছে, স্ত্রাউসের

অপরূপ সুরঝঙ্কার আপনার চারপাশে — কিন্তু আপনার মুখ শুকনো, হৃদয়াবেগের গুরুভারে আপনি পীড়িত। তখন জিনার কী মনে হবে বলে আপনার ধারণা? কী চোখে সে চাইবে আপনার দিকে? ওর মনে হবে, এই মানুষটা আমার জন্যে সব ছেড়েছে, অথচ একেই আমি কিনা সন্দেহ করেছিলুম; আমার জন্যে বুক যার ভেঙে গেছে! — স্বভাবতই, অদম্য আবেগে জেগে উঠবে তার পুরনো প্রেম!'

দম নেবার জন্যে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা থামলেন। মর্জাগ্রিয়াকভ ফের এমন প্রবল ঝাঁকুনিতে নড়ে উঠল যে তার চাপে ক্যাঁচকোঁচিয়ে উঠল চেয়ারটা। মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা বলেই চললেন:

'কাউণ্টের স্বাস্থ্যের কারণে বিদেশে যাবে জিনা, যাবে ইতালিতে, স্পেনে — সেই স্পেনে যেখানে আছে মেহেদি গাছ, আর লেবুর কুঞ্জ আর নীল আকাশ, আর গোয়াদালকুইভার; প্রেমের দেশ, ভালো না বেসে সেখানে বাঁচা অসম্ভব। গোলাপ আর চুমুতে বলা যেতে পারে বাতাস ভরা! ওর পেছু পেছু আপনিও গেলেন সেখানে। আপনার চাকরি বাকরি, আপনার স্বজন-সম্পর্ক, আপনার সবকিছু আপনি বিসর্জন দিলেন! সেখানে আপনার প্রেম ফুটে উঠবে দুর্বার প্রাবল্যে: প্রেম, যৌবন, স্পেন — উহ্ কী যে বলি! প্রেম আপনার অবিশ্যি নিষ্পাপই থাকবে, থাকবে বিশুদ্ধ — কিন্তু চোখের চাওয়া তো রইল, দুজনে আপনারা দুজনার দিকে চেয়ে মদির। কী বলছি বুঝছেন তো, mon ami! হীন প্রবৃত্তির ধূর্ত পিশাচেরা অবিশ্যি থাকবেই — তারা বলবে, আপনি যে বিদেশে এসেছেন, সেটা মোটেই একজন পীড়িত বৃদ্ধের প্রতি আত্মীয়সুলভ উৎকণ্ঠার জন্যে নয়। ইচ্ছে করেই আপনার প্রেমকে আমি নিষ্পাপ বলেছি, কেননা এই সব লোকে নিশ্চয় তার একটা অন্য মানে করবে। কিন্তু পাভেল আলেক্সান্দ্রোভিচ, আমি যে মা, যেটা অন্যায় সেটা করতে আপনাকে উৎসাহ দেব এ আশা করা আপনার উচিত নয়!.. অবিশ্যি আপনাদের দুজনের ওপর নজর রাখার মতো অবস্থা কাউণ্টের থাকবে না, — কিন্তু তাতে কী? সেই জন্যেই কি জঘন্য কুৎসা রটাতে হবে? তারপর ভাগ্যবানের মতো মারা গেলেন উনি। এবার বলুন, জিনার পক্ষে তখন কাকে বিয়ে করা সম্ভব, আপনি ছাড়া আর কাকে? আপনি কাউণ্টের এত দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় যে বিয়েতে কোনো বাধা হবে না। ওর তখন ভরা যৌবন, ধনসম্পদ, নামডাক — সেই মেয়েকে আপনি পেলেন, আর পেলেন কোন

সময়' যখন সবচেয়ে নামকরা লোকটাও ওকে বিয়ে করতে পারলে ধন্যি মানত! ওর প্রভাবের জোরে আপনি সবচেয়ে উঁচু মহলের একজন হয়ে উঠবেন, হঠাৎ কোনো একটা গুরুত্বপূর্ণ পদে আপনি হয়ত বহাল হয়ে যাবেন, প্রমোশন পাবেন। উপস্থিত আপনার তো কেবল দেড়শ ভূমিদাসের একটা সম্পত্তি আছে, কিন্তু তখন আপনি হয়ে যাবেন বড়োলোক। কাউন্ট উইলে সবকিছু লিখে যাবেন, আমি তার বন্দোবস্ত করব। আর শেষ কথা এবং সবচেয়ে জরুরী কথা, আপনার ওপর, আপনার হৃদয়, আপনার অনুভূতির ওপর পুরো বিশ্বাস ওর আসবে: সহসা ও দেখবে, আপনিই হয়ে উঠেছেন সততা আর আত্মত্যাগের প্রতিমূর্তি!.. অথচ আপনি কিনা জিজ্ঞেস করছিলেন, কী আপনার সুবিধা? অন্ধ ছাড়া এ সুবিধা কে না দেখবে, কে না বুঝবে, কে না হিসেব করবে বলুন, আর সে সুবিধা যখন আপনার থেকে মাত্র কয়েক পা দূরে, আপনার দিকে চেয়ে হাসছে, বলছে — এই তো আমি তোমার সুবিধা! — হায়, হায়রে পাভেল আলেক্সান্দ্রভিচ!'

'মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা!' অসীম বিচলিত হয়ে বললে মজ্‌গ্লিয়াকভ, 'আমি এখন সব বুঝতে পারছি! পশুর মতো, একটা জঘন্য কদর্য পশুর মতো কাজ করেছি আমি!'

লাফিয়ে উঠে নিজের মাথার চুল টেনে ধরল ও।

'বেহিসেবী কাজ করেছেন আপনি!' বললেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'প্রধান কথাটা হল বেহিসেবী কাজ করেছেন!'

'আমি একটা গাধা, মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা!' প্রায় হতাশায় ভেঙে পড়ে বললে সে, 'সবই এখন খুইয়ে বসলাম আর সে শুধু পাগলের মতো ওকে ভালোবাসতুম বলে!'

'সব হয়ত এখনো খোয়ান নি!' যেন ভেবে ভেবে নরম গলায় বললেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

'আহ, তাই যেন হয়! সাহায্য করুন আমায়! বলুন কী করতে হবে! আমায় বাঁচান!'

মজ্‌গ্লিয়াকভ কেঁদে ফেললে।

'ভায়া আমার!' করুণাভরে গুনগুন করলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, হাত বাড়িয়ে দিলেন ওর দিকে, 'আপনি উত্তেজিত হয়েছিলেন, ভাবাবেগের প্রাবল্যে আপনি দিশে হারিয়েছিলেন, যা করেছেন সেটা আপনার ভালোবাসার

জন্যেই। কী যে করছিলেন সে আপনার খেয়ালই ছিল না। ওকে সে কথা বোঝানো যাবে...'

'আমি ওকে পাগলের মতো ভালোবাসি, ওর জন্যে আমি সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত!' চেঁচিয়ে উঠল মজগ্লিয়াকভ।

'শুনুন, আপনার হয়ে আমি ওর কাছে বলব...'

'মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা!'

'হ্যাঁ, এ ভার আমি নিলুম! আমি ওকে আপনার কাছে নিয়ে আসব। আপনি ওকে সব বলবেন — এক্ষুণি আমি আপনাকে যেভাবে বোঝালুম, সেইভাবে!'

'সত্যি, কী ভালো মন আপনার মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা! কিন্তু — সেটা কি এক্ষুণি হয় না, এই মুহূর্তে?'

'সর্বনাশ! কী অনভিজ্ঞ আপনি ভায়া! ওর যে ভারি গর্ব! ও ভাববে এ আর একটা অপমান, আর একটা বেয়াদবি! কাল আমি সব ব্যবস্থা করব। এখন যান তো — ইচ্ছে করলে সেই ব্যবসায়ীটির কাছে যেতে পারেন, রাত্রেই আবার ফিরে আসতে পারবেন। কিন্তু না, মনে হচ্ছে, সেটা ঠিক ভালো হবে না!'

'আমি যাচ্ছি! যাচ্ছি! ভগবান! আপনি আমায় বাঁচালেন! কিন্তু আর একটা সমস্যা — ধরুন যদি কাউণ্ট শেষ পর্যন্ত অত তাড়াতাড়ি না মরে?'

'মাগো, কী পাগল আপনি, mon cher Paul! সে কী, ওঁর স্বাস্থ্যের জন্যে আমরা তো ভগবানের কাছে প্রার্থনাই করব। সর্বান্তঃকরণেই আমরা এই আদরের, এই ভালোমানুষটির, এই খানদানী বৃদ্ধ মানী লোকটির দীর্ঘজীবন কামনা করি! আমার মেয়ের সুখের জন্যে সর্বাগ্রে আমিই সাশ্রুনয়নে প্রার্থনা করব দিনরাত। কিন্তু কপাল মন্দ, দেখে মনে হচ্ছে কাউণ্টের স্বাস্থ্য অতি খারাপ! তারপর এখন তো আবার ওঁকে রাজধানীতে যেতে হবে, জিনাকে নিয়ে যেতে হবে সমাজে — তাই ভয় হচ্ছে, সত্যি ভয় হচ্ছে, সেই বোধ হয় ওঁর কাল হবে! কিন্তু আমরা প্রার্থনা করে যাব cher Paul, বাকিটা ভগবানের হাতে!.. আপনি যাচ্ছেন তাহলে? মঙ্গল হোক আপনার, mon ami! আশা রাখুন, সহ্য করুন, সাহস রাখুন — সবচেয়ে বড়ো কথা সাহস! আপনার হৃদয়াবেগের উদারতা সম্পর্কে আমি কখনো সন্দেহ করি নি...'

মজগ্নিয়াকভের হাতে দরদভরে চাপ দিলেন উনি, পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেল মজগ্লিয়াকভ।

বিজয়ীর মতো উনি ভাবলেন, 'যাক, একটি মূর্খের হাত থেকে রেহাই পেয়েছি, 'এবার বাকিরা...'

দরজা খুলে গেল, ভেতরে এল জিনা। মুখ তার সচরাচরের চাইতেও ফ্যাকাশে। চোখ দুটো জ্বলছিল।

বললে, 'মা, ব্যাপারটা শীগগিরই চুকিয়ে দিন, নইলে হয়ত আর সইতে পারব না! সবটাই এমন নোংরা, এমন নীচ যে আমার পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে. আমায় আর কষ্ট দেবেন না, আর জ্বালাবেন না! অসহ্য লাগছে, বুঝেছেন, এই সব নোংরামি আমার অসহ্য লাগছে!'

'জিনা, কী হল তোর বল তো? তুই কি — আড়ি পেতে শুনছিলি?' জিনার দিকে একটা উদ্বিগ্ন অন্তর্ভেদী দৃষ্টিপাত করে বললেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

'হ্যাঁ, শুনেছি। আমায় ধিক্কার দেবেন তো, যেমন ধিক্কার দিয়েছিলেন ওই বোকাটাকে? শুনুন মা — আপনি যদি আমায় এমনি করে যন্ত্রণা দিতে থাকেন, এই একটা জঘন্য প্রহসনের যতরকম জঘন্য ভূমিকায় আমাকে নামাতে চান, তাহলে দিব্যি দিয়ে বলছি, সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে একনিমেষে সব শেষ করে দেব। সবচেয়ে বড়ো নীচতাটায় যে মত দিয়েছি — সেই তো যথেষ্ট... কিন্তু আমি নিজে কেই যে জানতুম না! দুর্গন্ধে আমার দম আটকে আসছে!'

এই বলে সশব্দে দরজা ভেজিয়ে বেরিয়ে গেল সে।

স্থির দৃষ্টিতে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ওর দিকে চেয়ে দেখলেন, তারপর কয়েক মুহূর্তের জন্যে চিন্তায় ডুবে গেলেন।

হঠাৎ যেন সচেতন হয়ে বলে উঠলেন, 'আমায় তাড়াতাড়ি করতে হয়! প্রধান ভয় ওকে, ওইখানেই প্রধান বিপদ। তার ওপর এই জানোয়ারগুলো যদি আমাদের পেছনে লাগে, সারা শহরে রটিয়ে দেয় — নিশ্চয় তা ইতিমধ্যে রটে গেছে — তাহলে সব পণ্ড! নিন্দে সইতে মেয়েটা পারবে না, পিছিয়ে যাবে। যে করেই হোক অবিলম্বেই কাউন্টকে গ্রামে সরিয়ে নিতে হবে। আগে আমি নিজেই সেখানে যাব, আমার উজবুকটাকে পাকড়াও করে নিয়ে আসতে

হবে। ওকে দিয়ে অন্তত কিছুটা কাজ হবে! আমি ফিরে আসতে আসতে কাউণ্টেরও ঘুম হয়ে যাবে, তখন বেরিয়ে পড়ব!'

ঘণ্টি দিলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

যে লোকটা এল তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'গাড়ি তৈরি?'

চাপরাশী বললে, 'অনেকক্ষণ থেকে তৈরি।'

মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা কাউণ্টকে নিয়ে যখন ওপরে যাচ্ছিলেন, তখনই গাড়ির হুকুম করে দিয়েছিলেন।

যাবার জন্যে পোষাক পরলেন উনি। তারপর ছুটে গেলেন জিনার ঘরে, সংক্ষেপে তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে কতকগুলো নির্দেশ দেবার জন্যে। কিন্তু জিনা শুনলেও না। বালিশে মুখ গুঁজে সে শুয়েছিল বিছানায়। গাল বেয়ে নামছিল চোখের জল। কনুই পর্যন্ত খোলা শাদা শাদা হাতে সে তার লম্বা লম্বা সুন্দর চুল টেনে টেনে ছিঁড়ছিল। থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠছিল, হঠাৎ যেন তার শীত করে উঠছে। মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা কথা কইতে শুরু করলেন, কিন্তু জিনা তার মাথাটা পর্যন্ত তুললে না।

কয়েক মুহূর্ত ওর ওপরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থেকে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা চলে গেলেন বিব্রত হয়ে। এবং যেন অন্য দিক থেকে পুষিয়ে নেবার জন্যে গাড়িতে উঠে কোচোয়ানকে হুকুম দিলেন, ঘোড়ার ওপর যত পারে চাবুক হাঁকাতে।

গাড়িতে বসে মনে মনে ভাবলেন, 'সব কানে গেছে ওর, এটা খুব খারাপ হল! ওকে বোঝাবার জন্যে যা বলেছিলুম প্রায় সেই কথাগুলোই যে বলেছি মজগ্লিয়াকভকে। ওর ভারি গর্ব, ক্ষুব্ধ বোধ করতে পারে... হুঁ! সবচেয়ে বড়ো কথা, লোকেরা কিছু সন্দেহ করার আগেই সবটা গুছিয়ে নেওয়া! মাগো! আমার এই উজবুকটা ঠিক এই সময়টাতে যদি আবার বাসায় না থাকে!..'

আশঙ্কাটা মনে আসতেই উনি রাগে এমনভাবে জ্বলে উঠলেন যা আফানাসি মাতভেয়িচের কাছে শুভকর নয়। সিটের ওপর অধীর হয়ে এপাশ ওপাশ করতে লাগলেন উনি। পুরো দমে ঘোড়াগুলো বহন করে নিয়ে চলল ওঁকে।

গাড়ি ছুটে চলল। ইতিপূর্বে বলেছি সে দিন সকালেই, উনি যখন শহরের রাস্তায় কাউন্টকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন তখনই একটা চমৎকার আইডিয়া মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার মাথায় খেলে গিয়েছিল। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম সময় এলে সে আইডিয়ার কথা বলা যাবে। কিন্তু পাঠকেরা সে কথা তো সব জেনেই ফেলেছেন। মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার আইডিয়াটা হল কাউন্টকে পাকড়াও করে যথাসাধ্য দ্রুতবেগে টেনে নিয়ে যাবেন সেই গ্রামটাতে, যেখানে সদাশিব আফানাসি মাতভেয়িচ নির্ঝঞ্ঝাটে দিন কাটাচ্ছিলেন। এ কথা আমরা লুকোব না যে একটা অবুঝ উদ্বেগ মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে ক্রমেই পেয়ে বসছিল। সে তো এমনকি সত্যিকারের নায়কদের বেলাতেও ঘটে, এবং ঘটে ঠিক সেই সময়টাতেই যখন তারা লক্ষ্য সিদ্ধ করতে চলেছে। কেমন যেন তাঁর মনে হচ্ছিল মোর্দাসভে থাকা বিপজ্জনক। 'কিন্তু একবার যদি গাঁয়ে গিয়ে হাজির হতে পারি,' ভাবছিলেন উনি, 'তাহলে সারা শহর যা করবে করুক গে, আমি থোড়াই কেয়ার করি!' গাঁয়েও নষ্ট করার মতো সময় নেই। কত কী ঘটে যেতে পারে, কত কী! কিন্তু উনি পুলিশ হস্তক্ষেপের ভয় করছিলেন — এই বলে আমাদের নায়িকার অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষীরা যে গুজব রটিয়েছিল সেটা অবশ্যি আমরা বিশ্বাস করি না। মোট কথা, উনি বুঝেছিলেন, কাউন্টের সঙ্গে জিনার বিবাহোৎসব নিষ্পন্ন করতে হবে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি। উপায়ও ছিল তাঁর। হাতের কাছেই। গাঁয়ের পুরুত অনায়াসেই তাঁর বাড়িতে বিয়েটা দিয়ে দিতে পারবে। সে বিয়ে পরশুই হতে পারে — এমনকি জরুরী বোধ হলে কালকেই। দু-ঘণ্টার মধ্যেই বিয়ের বন্দোবস্ত — সে তো আগেও হয়েছে! এই তাড়াহুড়ো, উৎসব-আসর, কথাবার্তা, নিমন্ত্রণাদির এই অভাবটা একটা প্রয়োজনীয় comme il faut বলে বুঝিয়ে দেওয়া যাবে কাউন্টকে। বোঝানো যাবে যে এইটেই হবে সৌজন্যসম্মত এবং জমকালো। দরকার হলে সমস্ত ব্যাপারটাকে একটা রোমান্টিক অভিসার রূপে হাজির করা যেতে পারে, তাতে কাউন্টের মনের স্পর্শকাতর জায়গাটিতে ছোঁয়া লাগবে। আর শেষ পন্থা হিসাবে ওঁকে মাতাল করে নেওয়া যায় কিংবা আরো ভালো, একটা আচ্ছন্ন অবস্থায় এনে ফেলা যেতে পারে। তারপর যা হয় হোক, জিনা তো কাউন্টেস হয়ে গেল! আর যদি শেষ পর্যন্ত পিটার্সবুর্গে বা মস্কোতে

কাউণ্টের আত্মীয়স্বজনেরা হৈচৈ শুরু করে তাহলেও মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা এই বলে নিজেকে প্রবোধ দিলেন যে প্রথমত, সে নিন্দে এখনো শুরু হয় নি আর দ্বিতীয়ত, উঁচু সমাজে নিন্দে ছাড়া খুব কম কাজই হাসিল হয়, বিশেষ করে পরিণয়ের ব্যাপারে। তাছাড়া ও নিন্দে হল আসলে একটা ফ্যাশনের মতো, কেননা, ওঁর চোখে উঁচু সমাজের নিন্দেটা বোধ হয় খুব বিশিষ্ট একটা কিছু, জমকালো একটা কিছু, মণ্টে-ক্রিস্টো বা Mémoires du Diable* বইতে যেমন মনে হয়। এতেও ওঁর সন্দেহ ছিল না যে যাকে সহায় করে জিনা সমাজে উদিত হওয়ামাত্র বিনা ব্যতিক্রমে প্রত্যেকে তক্ষুণি হার মেনে নেবে, ওই সব কাউণ্টেস আর প্রিন্সেসরা সদলবলেই আসুন, বা স্বৈরথ সমরেই নামুন, মোর্দাসভ মার্কা যে প্যাঁচ শুধু মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাই কষতে জানেন তা সইবার সাধ্য কারো হবে না। এই সব কথা ভেবেই মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা তাড়াতাড়ি করছিলেন মহালে গিয়ে আফানাসি মাতভেয়িচকে নিয়ে আসার জন্যে — পরিকল্পনায় সাফল্যের জন্যে ও ভদ্রলোকের উপস্থিতি অপরিহার্য। কেননা, কাউণ্টকে গাঁয়ে নিয়ে আসার মানে দাঁড়ায় আফানাসি মাতভেয়িচের সঙ্গে দেখা করা, কাউণ্ট তা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। কিন্তু আমন্ত্রণ যদি আসে স্বয়ং আফানাসি মাতভেয়িচের কাছ থেকে, তাহলে ব্যাপারটা একেবারে অন্যরকম দেখাবে। তাছাড়া টুপি হাতে, শাদা টাই আর ফ্রককোট ঝুলিয়ে, বয়স্ক বিশিষ্ট এই যে গৃহকর্তাটি কাউণ্টের খবর শোনামাত্রই দূর থেকে বিশেষ করে এলেন, তাতে খুবই একটা ভালো ফল হবে, কাউণ্টের অহমিকাও তৃপ্ত হতে পারে। মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ভাবলেন, 'অমন আন্তরিক ও গুরুগম্ভীর আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা সহজ নয়।' শেষ পর্যন্ত মাইল দুয়েক পথ পাড়ি দিল গাড়িটা। কোচোয়ান সাফ্রোন লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল একটা লম্বা, একতলা কাঠের বাড়ির গাড়ি বারান্দায়। বাড়িটা ঈষৎ জীর্ণ, কালাতিপাতে রংটা কালো হয়ে এসেছে, লম্বা একসারি জানলা, চারপাশে বুড়ো লাইম গাছ। এই হল মারিয়া অলেক্সান্দ্রভনার পল্লীভবন ও গ্রীষ্মাবাস. জানলায় আলো দেখা যাচ্ছিল।

ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকে চেঁচিয়ে উঠলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'কোথায়

---

* ফরাসী লেখক মেলাহিওর ফ্রেদেরিক সুল্যে-র (১৮০০—১৮৪৭) লেখা দুঃসাহসিক ঘটনাপূর্ণ অতি নাটকীয় উপন্যাস। — সম্পাঃ

গেল মাথামোটাটা? তোয়ালেটা এখানে কেন? ওহ-হো গা মুছছিলেন উনি! ফের ঢুকেছিলে বুঝি চানের ঘরে? যথারীতি চা গিলছ তো! অমন হাঁ করে চাইছ কীসের জন্যে, হাবড়া কোথাকার? ওর চুল কাটা হয় নি কেন? গ্রিশকা, গ্রিশকা, গ্রিশকা! বাবুর চুল কাটা হয় নি কেন, গত সপ্তাহে যে বলে গিয়েছিলুম?'

বাড়ি ঢুকে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা স্থির করেছিলেন অনেক নরম করে আফানাসি মাতভেয়িচকে তিনি সম্ভাষণ জানাবেন, কিন্তু যেই দেখলেন উনি সবে স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে সানন্দে চায়ে চুমুক দিচ্ছেন, অমনি আর রাগ চেপে রাখতে পারলেন না। সত্যি, উনি কোথায় হন্তদন্ত হয়ে দুশ্চিন্তায় মরছেন, আর আফানাসি মাতভেয়িচ, এই অপদার্থ, একেবারে অকেজো লোকটা এদিকে সুখে আরাম করছেন! এই বৈপরীত্যটা তাঁর মর্মে বিঁধল। এদিকে মাথামোটাটা — অথবা একটু সম্মান করে বললে, মাথামোটা উপাধিতে যাঁকে ভূষিত করা হল, তিনি বসে রইলেন সামোভারের পাশে, মুখ তাঁর হাঁ হয়ে গেছে, নির্বোধ আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে চোখ, স্ত্রীর দিকে চেয়ে রইলেন কাঠ হয়ে। গ্রিশকার ঘুমঘুম, আনাড়ী মূর্তিটা দেখা দিল দোরগোড়ায়। সেখানে দাঁড়িয়ে চোখ মিটমিট করতে লাগল সে।

ভাঙা ভাঙা গলায় সে গজরাচ্ছিল, 'কাটতে দেন নি, তাই কাটা হয় নি। দশবার করে কাঁচি নিয়ে গেছি, বলি গিন্নিমা হুট করে এসে পড়বেন, দুজনকেই ধরা পড়তে হবে, তখন কী করবেন? উনি বলেন, দাঁড়া, রোববারের জন্যে চুলটায় ঢেউ খেলিয়ে নিতে হবে। আর একটু বাড়ুক চুলগুলো।'

'বটে? ঢেউ খেলানো হচ্ছে! আমি নেই ওই ফাঁকে চুলে ঢেউ খেলাবে ভাবছিলে তাহলে? এ আবার কোথাকার ফ্যাশন! কী ভেবেছ, তোমার অকালকুষ্মাণ্ড মাথাটায় তা খুব মানাবে? মাগো! কী এলোমেলো সব! গন্ধটা কিসের? ওরে মুখপোড়া, জিজ্ঞেস করি গন্ধটা কী পাচ্ছি?' নিরীহ আফানাসি মাতভেয়িচের দিকে এগোতে এগোতে চেঁচিয়ে উঠলেন স্ত্রী। স্বামী বেচারা ইতিমধ্যে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছেন।

'মা-মানে গি-গি-ন্নি!' বিড়বিড় করে উঠলেন ভীত স্বামী, আসন থেকে উঠে মিনতিভরে চেয়ে রইলেন তাঁর চামুণ্ডার দিকে।

'কতবার না তোমার এই গজাল-ঠোকা মাথাটায় ঢোকাবার চেষ্টা করেছি যে আমি তোমার গিন্নি নই! বড়ো গিন্নি পেয়েছেন উনি, পুঁচকে কোথাকার!

গিন্নি বলে আমায় তুমি ডাকো কোন সাহসে, ভদ্রমহিলা আমি, জায়গা আমার উঁচু সমাজে, তোমার মতো গাধার পাশে নয়!'

'হ্যাঁ তা বটে, তবে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, তাহলেও তো তুমি আমার আইনত স্ত্রী, তাই বউকে যে বলে ডাকে আর কি...' আফানাসি মাতভেয়িচ আপত্তি জানালেন বটে, তবে সেই সঙ্গে চুলটা বাঁচাবার জন্যে দুই হাতে মাথা ঢাকলেন

'ওরে মুখপোড়া, ওরে চ্যালা কাঠ! আইনত স্ত্রী! আইনত স্ত্রী আর আজকাল চলে না। এই হীন এই নির্বোধ এই কদর্য কথাটা কাউকে বলতে শুনেছ উঁচু সমাজে? **আইনত!** আমি যখন আপ্রাণ চেষ্টা করছি ভুলতে তখন কোন সাহসে তুমি এ কথা তোলো যে আমি তোমার স্ত্রী! হাত দিয়ে মাথাটা ঢাকছ কেন? দ্যাখো দ্যাখো, চুলের ছিরি দ্যাখো! ভিজে সপসপ করছে! আরো তিন ঘণ্টা লাগবে শুকতে। এখন ওকে নিয়ে যাই কী করে? লোকের সামনে ওকে হাজির করিই বা কী ভাবে? কী করি এখন?'

রাগে হাত কচলাতে কচলাতে ঘরময় ছুটে বেড়াতে লাগলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা। বিপদটা অবশ্য খুব বড়ো নয়, দুস্তরও নয়। আসল ব্যাপারটা এই যে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা তার সর্বজয়ী কর্তৃত্বের মেজাজটা সামলাতে পারছিলেন না। আফানাসি মাতভেয়িচের ওপর অনবরত ঝাল ঝাড়ার একটা প্রয়োজন অনুভব করছিলেন তিনি, কেননা আধিপত্য এমন একটা অভ্যাস যার তৃষ্ণা মেটে না। তাছাড়া, কোনো কোনো মহলের মার্জিত মহিলারা লোকের অন্তরালে চোখের আড়ালে যে আচরণ করেন তার অদ্ভুত অসামঞ্জস্যের কথা সকলেরই জানা। এই অসামঞ্জস্যটাই আমি এখানে দেখাতে চেয়েছি। যাই হোক, দুরুদুরু বুকে আফানাসি মাতভেয়িচ তাঁর অর্ধাঙ্গিনীর ঝঙ্কার শুনে গেলেন এবং ওঁর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে এমন কি ঘেমেই উঠলেন।

'গ্রিশকা!' চেঁচিয়ে উঠলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'এক্ষুণি বাবুকে পোষাক পরা! ফ্রককোট, ট্রাউজার, শাদা টাই, ওয়েস্টকোট — একটু চটপট কর তো বাপু! চুলের বুরুশ কই, কোথায় গেল সেটা?'

'সে কি গিন্নি, সবে স্নান করেছি। শহরে গেলে ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে. '

'বাজে বোকো না!'

'চুল যে আমার ভেজা...'

'এক্ষুণি শুকিয়ে নেব! গ্রিশকা, চুলের বুরুশ নিয়ে এসে ঘষতে লেগে যা যতক্ষণ না শুকোয়! জোরে, জোরে! হ্যাঁ, এই ভাবে!'

এতে ভরসা পেয়ে আজ্ঞাবহ উৎসাহী গ্রিশকা মনিবের চুলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বেশ বাগিয়ে মনিবের কাঁধ ঠেসে তাঁকে নুইয়ে আনতে লাগল সোফার ওপর। আফানাসি মাতভেয়িচ মুখ কোঁচকাতে লাগলেন। চোখে জল এসে গেল তাঁর।

'এদিকে এসো এবার! গ্রিশকা ওকে তুলে ধর। পমেটম কোথায় গেল? নিচু হও, নিচু হও তো, নিচু হও, মুখপোড়া কোথাকার!'

নিজের হাতে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা প্রলেপ দান করতে লাগলেন স্বামীর মাথায়, নির্মমভাবে ঘষতে লাগলেন তাঁর ঘন চুলের গুচ্ছ — দুর্ভাগ্যক্রমে যা আফানাসি মাতভেয়িচ যথাসময়ে ছাঁটেন নি। নিপীড়িতের ফোঁসফোঁসানি ও হাঁপানি শোনা গেল, কিন্তু মুখ দিয়ে একটা আপত্তিও বেরুল না। ধীরভাবে তিনি গোটা প্রক্রিয়াটা সহ্য করলেন।

'আমার রস তুমি নিংড়ে ছাড়লে রক্তচোষা কোথাকার!' স্ত্রী বললেন, 'ফের আবার! মাথা নোয়াও!'

যথাসাধ্য মাথা নুইয়ে স্বামী বিড়বিড় করলেন, 'রস নিংড়ে নিলাম সে আবার কোথায় গো গিন্নি?'

'গবেট একেবারে! ভাষার অলঙ্কারও বোঝো না! নাও, এবার মাথা আঁচড়ে নাও। ওরে, বাবুকে ড্রেস করিয়ে দে, জলদি জলদি!'

আফানাসি মাতভেয়িচের বেশভূষার ওপর শাসনের নজর রাখার জন্যে আমাদের নায়িকা আসন নিলেন একটি আরামকেদারায়। আফানাসি মাতভেয়িচ ইতিমধ্যে খানিকটা ধাতস্থ হয়ে নিজেকে সামলে তুলছিলেন। শাদা টাইটি বাঁধার সময় গ্রন্থির আকার ও রূপ সম্পর্কে নিজস্ব একটা মতও প্রকাশ করলেন সাহস করে। তারপর ফ্রককোটটি যখন গায়ে উঠল তখন মান্যগণ্য ভদ্রলোকটি রীতিমতো চাঙ্গা হয়ে উঠলেন, আয়নায় নিজের দিকে যেভাবে চাইলেন তার মধ্যে তারিফের একটা ভাব ছিল না এমন নয়।

'কোথায় আমায় নিয়ে চললে, মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা?' বললেন বুক ফুলিয়ে।

মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার নিজের কানকেই বিশ্বাস হল না।

'শোনো কথা! ঘাটের মড়া কোথাকার! স্পর্ধা তো কম নয়, কোথায় নিয়ে যাচ্ছি তা আবার জিজ্ঞেস করতে আসছ!'

'কিন্তু, আমার তো জানা দরকার গিন্নি!'

'চুপ! ফের যদি আমায় গিন্নি বলে ডেকেছ, বিশেষ করে যেখানে এখন যাচ্ছি সেখানে, তাহলে সারা মাস তোমার চা বন্ধ!'

ভীত স্বামী চুপ করে রইলেন।

'ছিঃ, বুকে ঝোলাবার মতো একটা মেডেলও তোমার নেই, চাষা কোথাকার!' আফানাসি মাতভেয়িচের কালো ফ্রককোটটির ওপর অবজ্ঞার দৃষ্টিপাত করে বললেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

আফানাসি মাতভেয়িচ আর সইতে পারলেন না।

বেশ একটা খানদানী রাগের ভাব করেই বললেন, 'মেডেল সে দেয় ওপরওয়ালারা। আর আমি চাষা নই গিন্নি, কাউন্সিলার!'

'কী! কী বললে! তর্ক করতে শিখেছ, না! চাষা কোথাকার! কুকুর কোথাকার! ভাগ্যি ভালো তোমার জন্যে নষ্ট করার মতো সময় আমার নেই, নইলে... আচ্ছা পরে হবে! ওকে টুপি দে গ্রিশকা! ওভারকোট দে! আমি যাচ্ছি এর মধ্যে এই তিনটে ঘরই গোছগাছ করে রাখবি। কোণের সবুজ ঘরটাও ঠিক করে রাখবি। ঝাঁটা নিয়ে এক্ষুণি লেগে পড়! আয়না আর ঘড়ির ঢাকনিগুলো খুলে ফেল। এক ঘণ্টার মধ্যেই সব ঠিকঠাক করে ফেলবি। তুই নিজেও একটা ফ্রককোট পরবি বুঝেছিস, অন্যান্য চাকরবাকরদের দস্তানা পরতে বলবি। যা বললাম বুঝলি গ্রিশকা?'

গাড়িতে উঠলেন ওরা। আফানাসি মাতভেয়িচের কেবল অবাক হওয়ারই পালা। মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ভাবছিলেন কী করে তাঁর স্বামীর বর্তমান ভূমিকার পক্ষে আবশ্যক কয়েকটা ধারণা মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু আগেই কথা তুললেন স্বামী, পরস্পরের নীরবতার তিনি হঠাৎ অবসান ঘটালেন এই বলে:

'জানো মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, কাল রাতে আমি ভারি অভিনব একটা স্বপ্ন দেখেছি।'

'হায়রে ঘাটের মড়া! ভেবেছিলুম — হায় ভগবান, কী আর বলি! উনি ওদিকে স্বপ্ন দেখছেন! যেমন উনি, তেমনি ওঁর স্বপ্ন! তোমার চাষাড়ে স্বপ্ন নিয়ে আমায় ব্যাজার করতে আসো কী বলে? অভিনব স্বপ্ন! অভিনব মানে

কী তা যেন খুব বোঝো! শোনো, শেষবারের মতো বলছি, বাড়ি গিয়ে তোমার এই স্বপ্ন-টপ্ন সম্পর্কে যদি ফের কিছু বলো, তাহলে —তাহলে কী যে করব আমি বলতে পারি না। এবার শোনো, কাউন্ট 'ক' এসেছেন আমাদের বাড়িতে। কাউন্ট 'ক'কে মনে আছে তো?'

'মনে আছে গিন্নি, বেশ মনে আছে। তা উনি এলেন কী জন্যে?'

'চুপ করে থাকো! তা নিয়ে তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না। তুমি ভদ্রলোকের মতো গিয়ে ওঁকে এক্ষুণি আমাদের গাঁয়ের বাড়িতে নিমন্ত্রণ জানাবে। এই জন্যেই তোমায় নিয়ে যাচ্ছি। গাড়ি করে আজকেই ফিরে আসব। কিন্তু সারা সন্ধ্যের মধ্যে কি কালকে কি পরশু, কি যখনই হোক, টুঁ শব্দ করেছ কি সারা বছর তোমায় হাঁস চরাতে হবে! কিছু বলবে না, একটি কথাও নয়। এই তোমার একমাত্র কাজ — বুঝেছ?'

'কিন্তু ধরো, কেউ যদি আমায় কিছু জিজ্ঞেস করে?'

'তাহলেও কিছু বলবে না।'

'কিন্তু আগাগোড়া চুপ করে থাকা তো সম্ভব নয়, মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা!'

'বেশ, তাহলে হুঁ-হ্যাঁ করে জবাব দেবে — যেমন ধরো, বটে-টটে কিছু বলবে, ভাব করবে যে তুমি বুদ্ধিমান লোক, কথা বলার আগে ভাবো।'

'বটে!'

'এখন এইটে বোঝার চেষ্টা করো দেখি! আমি যে তোমায় নিয়ে যাচ্ছি সেটা হল এই জন্যে যে তুমি কাউন্টের আসার খবর পেয়েছ, তাতে বাধিত বোধ করে তুমি ছুটে এসেছ সম্মান দেখাবার জন্যে, তাঁকে নেমন্তন্ন করছ গাঁয়ের বাড়িতে। বুঝলে?'

'বটে!'

'এক্ষুণি বটে-বটে করতে শুরু করো না! আমার কথার জবাব দেবে।'

'তা বেশ গিন্নি, যা বলছ তাই করব, কিন্তু কাউন্টকে নেমন্তন্ন করব কেন?'

'কী বললে? আবার মুখে মুখে কথা! তাতে তোমার কী? জিজ্ঞেস করতে এসেছ, সাহস তো কম নয়!'

'সে কী, আমি তো জানতে চাইছিলুম, মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা — আমি যদি কিছু না বলি, তাহলে নেমন্তন্ন করব কেমন করে?'

'তোমার হয়ে যা বলবার আমি বলব, তুমি শুধু মাথা নোয়াবে, বুঝেছ, টুপিটি হাতে নিয়ে মাথা নোয়াবে বুঝেছ?'

'বুঝেছি গিন্নি, ইয়ে... মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।'

'কাউণ্ট ভারি সুরসিক। উনি যদি কোনো কথা বলেন, তা সে তোমাকে না বললেও জবাবে বেশ ভালো করে একটা সরস হাসি হাসবে বুঝেছ?'

'বটে!'

'ফের বটে-বটে! আমার সঙ্গে বটে-বটে করতে এসো না! আমার কথায় সোজাসুজি পষ্ট করে জবাব দেবে, শুনছ, নাকি কানে ঢুকছে না?'

'শুনেছি মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, শুনতে পেয়েছি, না শুনে উপায় আছে? বটে-বটে করছি অভ্যেস করে নেবার জন্যে তোমার কথা মতো। কিন্তু গিন্নি, বুঝে উঠতে পারছি না কী দাঁড়াবে: তুমি বলছ কাউণ্ট যদি কিছু বলেন — তাহলে আমি শুধু তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসব। আর ধরো, যদি শেষ পর্যন্ত উনি কিছু জিজ্ঞেস করেই বসেন?'

'আচ্ছা উজবুক তো! বললামই তো — কিছু বলবে না। তোমার হয়ে আমি জবাব দেব। তুমি শুধু হাসি-হাসি মুখে চেয়ে থাকবে।'

'কিন্তু তাহলে তো উনি ভাবতে পারেন যে আমি বোবা,' আপত্তি তুললেন আফানাসি মাতভেয়িচ।

'ওঃ, কী আমার মহারাজ! বেশ তো, ভাবলেনই বা! যা খুশি ভাবুন — তুমি যে হাঁদা এটা তো অন্তত চাপা থাকবে।'

'বটে... কিন্তু যদি অন্য কোনো লোক কিছু জিজ্ঞেস করে?'

'কেউ জিজ্ঞেস করবে না, অন্য কেউ থাকবে না। আর ভগবান না করুন, কেউ যদি এসেই পড়ে, তোমায় যদি কিছু জিজ্ঞেস করে বা বলে, তাহলে তৎক্ষণাৎ জবাবে একটা শ্লেষের হাসি হাসবে। শ্লেষের হাসি কী জানো তো?'

'মানে রসিকতা তাই না?'

'রসিকতা না তোমার মাথা, বোকা কোথাকার! তোমার কাছ থেকে রসিকতা না শুনলে যেন লোকের চলবে না! ব্যঙ্গের হাসি বুঝেছ, ঠাট্টার তাচ্ছিল্যের হাসি।'

'বটে!'

'ইস, কী যে আহাম্মককে নিয়ে পড়েছি! আমায় ডোবাবে!' আপন মনে ফিসফিস করলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'আমার রক্ত শুষে খাবে বলে ও ঠিক করেছে! না আনলেই বোধ হয় ভালো ছিল!'

এইভাবে ভাবতে ভাবতে, ফুঁসতে ফুঁসতে, ছটফট করতে করতে মারিয়া

আলেক্সান্দ্রভনা গাড়ির জানলা দিয়ে বারবার তাকিয়ে দেখতে লাগলেন আর তাড়া দিতে লাগলেন কোচোয়ানকে। ঘোড়া ছুটছিল, কিন্তু ওঁর মনে হচ্ছিল জোরে চলছে না। আফানাসি মাতভেয়িচ তাঁর কোণটিতে চুপ করে বসে মনে মনে তাঁর পাঠ মুখস্থ করছিলেন। অবশেষে গাড়ি ঢুকল শহরের রাস্তায়, মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু আমাদের নায়িকা লাফিয়ে বারান্দায় নামতে না নামতেই দেখলেন জুড়ি ঘোড়ায় টানা দুই আসনের একটা ঘেরাটোপ স্লেজ — ঠিক সেই স্লেজটি যাতে করে আন্না নিকোলায়েভনা আন্তিপোভা সাধারণত বেড়ান। দুজন মহিলা বসে আছেন তাতে। তাঁদের একজন স্বভাবতই আন্না নিকোলায়েভনা স্বয়ং, অন্যজন নাতালিয়া দ্মিত্রিয়েভনা, ইনি সম্প্রতি আন্না নিকোলায়েভনার ঘনিষ্ঠ সখী ও সাকরেদ হয়ে উঠেছেন। মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার বুক দমে গেল কিন্তু কিছু একটা বলবার আগেই আর একটা গাড়ি — একটা ঢাকা স্লেজ এগিয়ে এল, সন্দেহ নেই যে তাতেও কোনো আগন্তুক আসছেন। উল্লাসের ধ্বনি উঠল:

'আরে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা যে! সঙ্গে আফানাসি মাতভেয়িচও আছেন দেখছি! কোথায় গিয়েছিলেন? কী চমৎকার! আজ সন্ধ্যেটা আপনার এখানেই কাটাব বলে আসছিলুম। কী অবাক কাণ্ড!'

আগন্তুকেরা লাফিয়ে নামলেন গাড়ি বারান্দার সিঁড়িতে, কিচির মিচির করতে লাগলেন পাখির মতো। নিজের চোখ কানকেও বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার।

'মরণও হয় না ওদের!' ভাবলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'ঠিক কিছু একটা ষড়যন্ত্র করেছে! দেখতে হচ্ছে! কিন্তু... আমায় বোকা বানানো তোমাদের কম্ম নয়, দাঁড়াও না!.. ছাতার পাখির দল!..'

১১

বাহ্যত রীতিমতো প্রবোধ মেনেই মজগ্লিয়াকভ মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিল। রীতিমতো অনুপ্রেরিত হয়ে উঠেছিল সে। তবে বরোদুয়েভের কাছে গেল না, নির্জনতা চাইছিল সে। উদার রোমাণ্টিক স্বপ্নের যে বন্যা তার মধ্যে ফুঁসে উঠছিল তাতে সে শান্তি পাচ্ছিল না। জিনার সঙ্গে একটা গভীর বোঝাবুঝির দৃশ্যের কথা তার কল্পনায় ভাসছিল, তারপর

তার ক্ষমাসুন্দর হৃদয়ের মধ্যে থেকে উৎসারিত হয়ে উঠবে উদার অশ্রুজল, পিটার্সবুর্গের অপরূপ বলনাচে তার বিবর্ণবিধুর হতাশা, তারপর স্পেন, গোয়াদালকুইভার, প্রেম, মৃত্যুশয্যায় তাদের দুজনের হাত মিলিয়ে দিচ্ছেন মৃত্যুপথযাত্রী কাউন্ট। তারপর পরিণীতা হয়ে তার কাছে এল এক রূপসী, তার অনুরাগিণী, তার মহত্ত্ব ও সূক্ষ্ম হৃদয়বোধে যার বিস্ময়ের শেষ নেই। সেই সঙ্গেই, কাউন্ট 'ক'র বিধবা জিনার সঙ্গে বিয়ের পর অবধারিতই সে যে উঁচু সমাজে প্রবেশ পাবে, সেখানকার কোনো কাউন্টেসের নেকনজর, তারপর সহকারী লাটসায়েবের পদ, টাকাপয়সা — মোটকথা, মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা যাকিছু রঙীন করে এঁকেছিলেন, তা সবই ওর আত্মসন্তুষ্ট মনের মধ্যে ফের ঢেউ তুলে, প্রলেপ দিয়ে প্রলুব্ধ করে গেল তাকে, এবং সর্বোপরি শান্ত করে দিলে তার অহমিকা। তথাপি, এর কী ব্যাখ্যা আমি জানি না, তথাপি, এই সুখকল্পনায় যেই তার ক্লান্তি এল, অমনি এই জ্বালাপোড়া চিন্তা তাকে আচ্ছন্ন করলে যে এ সবই শুধু ভবিষ্যতের কথা, বর্তমানে যতই হোক, সে তো কান মলাই খেল। এই ভাবনাটা যখন ওর মাথায় এল, তখন ও টের পেলে, হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর ও চলে এসেছে, জায়গাটা মোর্দাসভের শহরতলী, নির্জন এবং অপরিচিত। অন্ধকার হয়ে আসছিল। রাস্তার দু-পাশে ছোটো ছোটো বাড়ি যেন মাটির মধ্যে ডুবে আছে। মফস্বল শহরে বিশেষ করে যে মহল্লায় পাহারা দেবার বা চুরি করবার মতো কিছু নেই সেখানেই ভয়াবহরূপে যাদের বংশবৃদ্ধি দেখা যায় তেমন কয়েকটা কুকুর সে রাস্তায় তীব্র চিৎকার জুড়ল। ভেজা ভেজা তুষারপাত শুরু হয়েছিল। মাঝে মাঝে পেরিয়ে যাচ্ছিল এক আধজন বিলম্বিত ফিরিওয়ালা বা মেষচর্মের কোট গায়ে উঁচু উঁচু বুট পরা মেয়ে। অজ্ঞাত কী এক কারণে এ সবকিছু অস্থির করে তুললে পাভেল আলেক্সান্দ্রভিচকে — লক্ষণটা খারাপ, কেননা গতিক ভালো থাকলে সবকিছুই অতি শোভনীয় রামধনু রঙে রঙীন হয়ে দেখা দেয়। এ কথা পাভেল আলেক্সান্দ্রভিচের মনে না হয়ে পারল না যে এযাবৎ সে-ই মোর্দাসভের বরপাত্র হয়ে এসেছে আভাসে ইঙ্গিতে সর্বত্রই সে এই শুনে এসেছে যে সে সুপাত্র, তার আনুসঙ্গিক অভিনন্দনও কানে এসেছে। সুপাত্র হতে পেরে তার অহঙ্কার কম ছিল না। তারপর হঠাৎ এখন সকলের সামনে তাকে দাঁড়াতে হবে প্রত্যাখ্যাত প্রার্থী হিসেবে! সকলেই হাসবে তাকে দেখে। তার পক্ষে তো আর ভালো

করে বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয় যে সত্যিই অবস্থাটা তার আসলে কী, পিটার্সবুর্গের বলনাচ, আর স্তম্ভ আর গোয়াদালকুইভার নিয়ে কথা বলা যায় না! ভাবতে ভাবতে, ছটফট করতে করতে, খেদ করতে করতে অবশেষে যে কথাটা অস্পষ্টভাবে তাকে তাড়না করছিল, সেইটেই রূপ নিয়ে বসল: 'এ সবই যদি মিথ্যা কথা হয়? মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা অতি সালংকারে যা বর্ণনা করেছেন তা যদি সত্যিই না ঘটে?' এই চিন্তাটা সে মন থেকে নাকচ করতে পারলে না যে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা অতি গভীর জলের মাছ, সকলের কাছে যতই না উনি সম্মানীয় হোন, তবু ভদ্রমহিলা কুৎসা গেয়ে বেড়ান এবং সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত মিছে কথা বলে যান... মজগ্লিয়াকভকে যে তিনি সরিয়ে দিলেন সেটা নিশ্চয় তাঁর নিজস্ব একটা মতলবে। তাছাড়া, রঙীন ছবি আঁকতে সবাই ওস্তাদ। জিনার কথাও ও ভাবলে, মনে পড়ল তার বিদায় মুহূর্তের দৃষ্টিপাত — তার প্রতি একটা গোপন হৃদয়াবেগের ছায়া তাতে মোটেই ফুটে ওঠে নি। এ থেকে তার আরো মনে পড়ে গেল, ভবিষ্যতে যাই হোক না, এক ঘণ্টা আগে অন্তত তাকে দাঁড়িয়ে থেকে শুনতে হয়েছে যে জিনা ওকে আহাম্মক বলছে। এই কথা মনে পড়তেই ওর ভাবনা থেমে গিয়ে অপমানের একটা রক্তোচ্ছ্বাস সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল, জল এসে গেল চোখে. আর এই সবকিছুর ওপর ষোলো আনা পূর্ণ করে পরমুহূর্তেই একটা অতি অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটল — পাটাতন-পাতা পথ থেকে পা ফসকে ও পড়ে গেল পাশের তুষার স্তূপের মধ্যে। বরফের মধ্যে ও যখন হাঁসফাঁস করছে তখন চারিদিক থেকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল একদল কুকুর — কুকুরগুলো বহুক্ষণ থেকে ওকে লক্ষ্য করে গজরাচ্ছিল। এদের মধ্যে সবচেয়ে ছোটো এবং সবচেয়ে জঙ্গী কুকুরটা ওর কোটের প্রান্তে দাঁত বসিয়ে একেবারে ঝুলেই পড়ল ওর গায়ের সঙ্গে। কুকুর খেদিয়ে সরবে গালাগালি করে এবং নিজের কপালকে ধিক্কার দিতে দিতে পাভেল আলেক্সান্দ্রভিচ শেষ পর্যন্ত ছেঁড়া কোট আর হৃদয়ে এক অসহ্য বেদনা নিয়ে যখন গিয়ে পৌঁছল রাস্তার মোড়ে, মাত্র তখন তার খেয়াল হল সে পথ হারিয়েছে। সকলেই জানেন, শহরের এক অচেনা এলাকায়, বিশেষ করে রাত্রে পথ হারালে লোকে কিছুতেই সোজা রাস্তা ধরে যেতে পারে না, যেই এক একটা গলি রাস্তা আসে অমনি কী এক অদৃশ্য শক্তিতে যেন সে ধাবিত হয় সেই দিকে। এই নিয়ম অনুসরণ করে পাভেল আলেক্সান্দ্রভিচ পুরোপুরি রাস্তা হারিয়ে

বসেছিল। 'মারো ঝাঁটা সব উদার ভাবনায়!' রাগে থুথু ফেলে ভাবলে সে 'চুলোয় যাও তোমরা, তোমাদের সূক্ষ্ম হৃদয়বোধ আর গোয়াদালকুইভার!' মজাগ্নিয়াকভকে সে সময় সুন্দর দেখাচ্ছিল এ কথা কিন্তু আমি বলছি না। যাই হোক, ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে ঘণ্টা দুয়েক ঘুরে ঘুরে শেষ পর্যন্ত সে হাজির হল মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার বাড়ির সামনের বারান্দায়। সেখানে একাধিক গাড়ি দেখে সে অবাক হয়ে গেল। 'নেমন্তন্ন আছে নাকি, পার্টি হচ্ছে?' মনে মনে ভাবলে সে, 'ব্যাপারটা কী?' ওর দিকে এগিয়ে এসেছিল যে চাকরটা তার কাছ থেকে জানা গেল মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা গাঁয়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন, শাদা টাই পরা আফানাসি মাতভেয়িচকে নিয়ে এসেছেন সঙ্গে করে এবং কাউণ্টের ঘুম ভেঙেছে কিন্তু এখনো নিচে নামেন নি। খবরটা সংগ্রহ করেই পাভেল আলেক্সান্দ্রভিচ বিনা বাক্যব্যয়ে সোজা চলে গেল খুড়োর ঘরে। ওর তখন সেই অবস্থা যখন একটা দুর্বল প্রকৃতির লোক স্থির করে বসে প্রতিশোধ নেবার জন্যে সে একটা অতি ভয়ংকর নিষ্ঠুর জঘন্য রকমের কাজ করবে, ভাবেও না যে হয়ত পরে সারা জীবনই তার জন্যে অনুশোচনা করে যেতে হবে।

ওপরতলায় গিয়ে দেখলে, কাউণ্ট বসে আছেন তার বেড়াবার বাক্সটির সামনে আরামকেদারায়, মাথা একেবারে ন্যাড়া কিন্তু ছুঁচলো দাড়ি আর গালপাট্টাটি বসানো হয়ে গেছে। পরচুলাটা ইভান পাখোমিচের হাতে — লোকটার পাকা চুল, বয়স হয়েছে, মনিবের অতি প্রিয়পাত্র খাস খানসামা। গভীর শ্রদ্ধায় পাখোমিচ পরচুলাটায় চিরুনি চালাচ্ছিল। আর কাউণ্ট — অবস্থা তাঁর অতি সকরুণ, নেশার ঝোঁক তখনো কাটে নি। বসে আছেন একেবারে গা এলিয়ে, মিটমিট করছে চোখ, জরাজীর্ণ অবসন্ন মূর্তি। মজাগ্নিয়াকভের দিকে এমনভাবে চাইলেন যেন চিনতে পারছেন না।

'কেমন আছেন খুড়ো?' জিজ্ঞেস করলে মজাগ্নিয়াকভ।

'ওহ... তুমি!' একটু থেমে খুড়ো বললেন, 'এই একটু গড়িয়ে নিচ্ছিলুম ভায়া। এই সেরেছে!' হঠাৎ যেন সজীব হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন উনি, 'আমার... পর-চুলা পরি নি যে!'

'ভাবনা নেই খুড়ো, আমি — আপনি যদি চান আমি আপনাকে সাহায্য করব।'

'দেখ দিকি, তুমিও এবার আমার গুপ্তরহস্যটা জেনে ফেললে। বলেছিলুম, দরজায় তালা দিয়ে রা-খা উ-চিত। শোনো ভায়া, এ-ক্ষু-ণি তোমায় কথা দিতে

হবে যে তুমি আমার এই গোপন ব্যাপারটা নিয়ে কিছু করবে না, কাউকে বলবে না যে আমার চুলটা ন-কল!'

'বলব কেন, বলবই না তো! কী ভাবেন, এ রকম ছোটো কাজ আমি করতে পারি!' বললে মর্জাগ্নিয়াকভ, বৃদ্ধকে তুষ্ট করতে চাইছিল সে... একটা উদ্দেশ্য নিয়ে।

'হ্যাঁ, তা বটে, তা বটে! দেখছি তুমি বেশ উ'চু মনের লোক। তাহলে তোমায় অবাকই করে দিই, দাঁড়াও... আমার গোপন ব্যাপার-গুলো তোমায় খুলে দেখাই। আমার মোচ-টা কেমন লাগে হে তোমার ছোকরা?'

'চমৎকার, খুড়ো, চমৎকার! এত বয়স পর্যন্ত অমন রইল কী করে?'

'তোমার ভুলটা ভেঙে দিচ্ছি ভায়া, জিনিসটা ন-কল!' বিজয়গর্বে পাভেল আলেক্সান্দ্রভিচের দিকে চেয়ে বললেন কাউণ্ট।

'যা! কী বলছেন? একেবারে অবিশ্বাস্য! আর আপনার গালপাট্টা? নিশ্চয় কলপ লাগান, বলুন!'

'কলপ? কলপ লাগাব কেন, ওগুলোও নকল!'

'নকল! না খুড়ো, যাই বলুন বিশ্বাস করছি না। নিশ্চয় রগড় করছেন!'

'Parole d'honneur, mon ami!'* বললেন বিজয়ী কাউণ্ট, 'কী জানো, সক্কলে, প্রতি-টি লোকই ঠিক তোমার মতো ভুল করে। এমনকি স্তেপানিদা মাতভেয়েভনাও বিশ্বাস করতে চায় না, যদিও মাঝে মাঝে ওই নিজেই এগুলো লা-গি-য়ে দেয়। কিন্তু ভরসা করি ভায়া, নিশ্চয় ফাঁস করবে না। কথা দাও...'

'কথা দিচ্ছি খুড়ো, কখনো না। ফের বলি, সত্যিই কি ভাবছেন যে এমন হীন কাজ করতে আমি পারি?'

'ও ভায়া, তুমি যখন ছিলে না তখন যা একখান আছাড় খেয়েছি! ফিয়োফিল ফের আমার গাড়ি উল্টে ফেলে দিয়েছিল।'

'ফের? সে আবার কখন?'

'আমরা প্রায় মঠ পর্যন্ত গেছি...'

'সে তো জানি খুড়ো, ব্যাপারটা ঘটে আজ সকালে।'

---

* আমার ইজ্জতের দিব্যি, বন্ধু। (ফরাসী) — সম্পাঃ

'না না, ঘণ্টা দুয়েক আগে, তার বেশি নয়। মঠের দিকে যাচ্ছিলুম এমন সময় ও আমায় উল্টে ফেলে দেয়। ভয়ানক ভয় পে-য়ে-ছিলুম। এখনো সামলে উঠতে পারি নি।'

'সে কী খুড়ো, আপনি তো ঘুমিয়ে ছিলেন!' মজগ্রিয়াকভ বললে অবাক হয়ে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ ঘুমিয়েছিলুম... কিন্তু তারপরে আমি বেরোই, আর — আর বোধ হয় আমি... ওহ্ কী আশ্চর্য ব্যাপার!'

'আমি বলছি খুড়ো, আপনি স্বপ্ন দেখছিলেন! সারা বিকেলটা আপনি নির্বিঘ্নে ঘুমিয়েছেন।'

'ঘুমিয়েছি নাকি?' কাউন্ট ভেবে দেখার চেষ্টা করলেন, 'তা তো ঠিক; বোধ হয় তাহলে স্বপ্নই। কিন্তু জানো, স্বপ্নে যা দেখেছি সব মনে আছে। প্রথমে দেখলুম এক ভয়ঙ্কর শিং বাগানো ষাঁড়। তারপর দেখলুম একজন সরকারী উকিল — তারও শিং আছে...'

'সে বোধ হয় নিকোলাই ভাসিলিচ আন্তিপোভ, তাই না খুড়ো?'

'ও হ্যাঁ, বোধ হয় সেই। তারপর দেখলুম নেপোলিয়ন বোনাপার্টকে। জানো তো ভায়া, সকলেই বলে আমায় দেখতে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের মতো। কিন্তু পাশ থেকে দেখলে, আমি হুবহু সেই সেকেলে পোপের মতো। তোমার কী মনে হয় ভায়া, আমায় কি পোপের মতো দেখায়?'

'আমার মনে হয় খুড়ো, বরং নেপোলিয়নের মতো।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, en face,* অবশ্যই। তোমার কথাই মানছি ভায়া। আমি ওঁকে দেখলুম যখন সেই দ্বীপে বন্দী হয়ে আছেন। এত কথা বলছিলেন, এমন ফুর্তিবাজ বা-চাল যে ভা-রি খুশি লাগল।'

'নেপোলিয়ন কথা বলছেন খুড়ো?' তার এই আত্মীয়টিকে চিন্তিতভাবে নিরীক্ষণ করে বললে পাভেল আলেক্সান্দ্রভিচ। একটা বিচিত্র ভাবনার উঁকিঝুঁকি শুরু হয়েছিল তার মাথায় — তখনো সেটাকে সে স্পষ্ট করে তুলতে পারে নি।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ নেপোলিয়ন। আমরা সবই কেবল দর্শন আলোচনা করলুম। আর সত্যি বলব ভায়া, ইংরেজরা ওঁর প্রতি যেরকম কঠোর ব্যবহার করেছে

---

* সামনে থেকে। (ফরাসী) — সম্পাঃ

তাতে সত্যিই আমার দ্ঃখ হয়। অবিশ্যি ওঁকে যদি শেকলে বেঁধে না রাখা হত তাহলে ফের উনি আক্রমণ করতে শ্রু করতেন! বেপরোয়া লোক! তব্ আক্ষেপের কথা। আমি কখনো ও রকম করতুম না। আমি ওঁকে রেখে দিতুম একটা মর্-দ্বীপে...'

'মর্দ্বীপে কেন?' আনমনার মতো জিজ্ঞেস করলে মর্জাগ্নিয়াকভ।

'বেশ, তাহলে না হয় একটা লোকজনওয়ালা দ্বীপেই, কিন্তু এমন দ্বীপ যেখানকার অধিবাসীরা বিবেচক। ওঁর জন্যে নানারকম আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থাও করতুম আমি — থিয়েটার, সঙ্গীত, ব্যালে, সবই রাষ্ট্রের খরচায়। ওঁকে ঘ্রে বেড়াতে দিতুম — পাহারা থাকত অবিশ্যি, নইলে তক্ষ্ণি পালিয়ে যেতেন। এক রকমের প্যাস্ট্রি খ্ব ভালোবাসতেন। প্রতিদিন ওঁর জন্যে আমি প্যাস্ট্রি করিয়ে দিতুম। মানে বাপের মতো ব্যবহার করতুম ওঁর সঙ্গে। আমার ধারণা, ওঁর তাহলে নিশ্চয় অন্-তাপ আসত...'

বৃদ্ধ তখনো প্ররো সজাগ নন। অন্যমনস্কভাবে তাঁর বকবকানি শ্নতে শ্নতে মজাগ্নিয়াকভ অধীরভাবে নখ কামড়াতে লাগল। আলাপটাকে বিয়ের প্রসঙ্গে টেনে আনার জন্যে ওর তর সইছিল না, কেন তা সে জানে না। শিরায় শিরায় তার ফ্'সে উঠছিল একটা অসীম ক্রোধ। হঠাৎ একটা বিস্ময়ের চিৎকার করলেন বৃদ্ধ।

'ও, mon ami! বলতে ভুলেই গিয়ে-ছিল্ম। জানো, আজ আমি বিয়ের প্রস্তাব করে-ছি!'

'প্রস্তাব করেছেন খ্ড়ো?' ভাবনা থেকে জেগে উঠে বললে মজাগ্নিয়াকভ।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিয়ের প্র-স্তাব করেছি। যাচ্ছ নাকি পাখোমিচ? আচ্ছা যাও। C'est une charmante personne...* — কিন্তু বলা উচিত ভায়া, একটু অ-বিবে-চনার কাজ হয়েছে। এখন ব্ঝতে পারছি। হায় ভগবান!'

'কিন্তু খ্ড়ো, কখন প্রস্তাব করলেন বল্ন দেখি?'

'স্বীকার করছি ভায়া, ঠিক যে কখন তা মনে নেই। ওটাও হয়ত একটা স্বপ্ন। ও কী তাজ্জব ব্যা-পার!'

আনন্দে শিহরিত হল মজাগ্নিয়াকভ। আর একটা আইডিয়া ঝলক দিল ওর মনে।

---

* কী চার্মিং একটি মেয়ে। (ফরাসী) — সম্পাঃ

'কাকে প্রস্তাব করেছেন, খুড়ো, কখন?' বললে ক্রমবর্ধমান অধীরতায়।

'গৃহকর্ত্রীর মেয়ের কাছে, mon ami... cette belle personne... কিন্তু মেয়েটির নামটা ভুলে গেছি। তবে কী জানো, mon ami, বিয়ে যে আমি করতেই পা-রি না! কী করা যায়, বলো তো?'

'বটেই তো, বিয়ে করলে আপনার তো দফা শেষ! কিন্তু আর একটা কথা জিজ্ঞেস করি খুড়ো: আপনার ঠিক মনে আছে তো, সত্যিই প্রস্তাব করেছিলেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ... নিশ্চয় করেছি বৈকি।'

'কিন্তু জিনিসটা স্বপ্ন নয় তো, আর একবার উল্টে পড়ে গেছেন বলে যেমন স্বপ্ন দেখেছিলেন?'

'হায় রে কপাল! হয়ত সত্যিই স্বপ্ন তাহলে! এখন ওখানে গিয়ে কী করে মুখ দে-খা-ব জানি না। আচ্ছা তুমি কোনো-রকম করে, মানে চুপি চুপি আর কী, — বার করতে পারো না, সত্যিই প্রস্তাব করেছিলুম কি না? আমার অবস্থাটা তো বুঝতে পারছ?'

'তাহলে বলি খুড়ো, আমার মতে বার করার কিছু নেই।'

'তার মানে?'

'আমি একেবারে নিশ্চয় জানি যে এটা আপনার নেহাৎ স্বপ্ন।'

'আমি নিজেও তাই ভাবছি ভা-য়া, বিশেষ করে আজকাল আমি প্রায়ই ওই ধরনের স্বপ্ন দে-খি।'

'তবে বুঝুন। লাঞ্চের সময় আপনি একটু বেশি পান করেছিলেন, তারপর ডিনারের সময়, তারপর...'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভায়া। তাহলে বোধ হয় ওই-ই ব্যা-পার।'

'তাছাড়া খুড়ো, মনে যত ভাবাবেগই আসুক, জাগা অবস্থায় এমন অযৌক্তিক প্রস্তাব আপনি কখনো করতে পারতেন না। আপনাকে যতটা জানি, খুড়ো, তাতে তো আপনাকে খুব সুবিবেচক লোক বলেই মনে হয়, আর...'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

'ভেবে দেখুন, আপনার আত্মীয়স্বজনেরা তো আপনার ওপর সদয় নয়, তারা যদি জানতে পারে কী হবে?'

'আরে বাবা!' চেঁচিয়ে উঠলেন সন্ত্রস্ত কাউণ্ট, 'তাহলে কী হবে, বলো তো?'

'হবে আবার কী, একবাক্যে চিৎকার জুড়বে যে আপনি যখন ও কাজ করেছেন তখন আপনার মাথার ঠিক ছিল না, আপনি পাগল, অভিভাবকের অধীনে আপনার থাকা উচিত, আপনাকে ফাঁদে ফেলা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত কোনো উন্মাদ আশ্রম টাশ্রমে আপনাকে পাঠিয়ে ওরা ক্ষান্ত হবে।'

মজগ্লিয়াকভ জানত বৃদ্ধ কিসে ভয় পাবে।

'হায় ভগবান!' পাতার মতো কাঁপতে কাঁপতে বললেন কাউণ্ট, 'সত্যিই ওরা আমায় গারদে পাঠাবে?'

'তাহলে বিচার করে দেখুন খুড়ো, জাগা অবস্থায় এমন অবিবেচনার প্রস্তাব আপনি কখনো করতে পারেন কি? নিজেই তো আপনি জানেন আপনার সুবিধা কিসে। আমি একেবারে নিশ্চয় করে বলছি, এ সবই হল একটা স্বপ্ন।'

'নিশ্চয় স্বপ্ন, স্বপ্নই বটে!' প্রতিধ্বনি করলেন সন্ত্রস্ত কাউণ্ট, 'সত্যি কী চমৎকার করে তুমি বুঝিয়ে দিলে ভায়া! আমায় সাম-লে দি-লে বলে তোমার কাছে সর্বান্তঃকরণে কৃতজ্ঞ।'

'আমারও ভারি খুশি লাগছে খুড়ো, ভাগ্যিস আপনার সঙ্গে আজ দেখা হয়েছিল। ভেবে দেখুন — আমি না এলে তো আপনি সবই গোলমাল করে বসে থাকতেন... ভাবতেন আপনি বর, ওদের মধ্যে যেতেন বরের মতো! ভেবে দেখুন, কী বিপদ হত তাহলে!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ ভারি বিপদ হত।'

'আর ভুলবেন না, মেয়েটার বয়স তেইশ, কেউ ওকে বিয়ে করতে চায় না; আর বড়োলোক, বিশিষ্ট একটা মানুষ আপনি কিনা হঠাৎ আসছেন ওর বর হয়ে! ওরা তো সঙ্গে সঙ্গে লুফে নেবে, দিব্যি দিয়ে বলবে, আপনিই সত্যিই ওর বর, হয়ত জোর করেই আপনার বিয়ে দিয়ে দেবে। তারপর হয়ত কত তাড়াতাড়ি আপনি মরবেন, তারই দিন গুণবে...'

'না, না, সত্যি?'

'শুধু ভেবে দেখুন খুড়ো — আপনার মতো কৃতী একটা লোক...'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার মতো কৃতী...'

'আপনার মনীষা, আপনার সৌজন্য ...'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার মনীষা, হ্যাঁ!..'

'তার ওপর আপনি একজন কাউণ্ট। যে কোনো কারণেই হোক, সত্যিই যদি বিয়ে করতে চান, তাহলে কি এর চেয়ে ভালো পাত্রী জোটাতে পারতেন না? ভেবে দেখুন আপনার আত্মীয়স্বজনেরা কী বলবে?'

'স্রেফ আমায় একেবারে ছিঁড়ে খাবে ভায়া! ওদের বদমাইশি বেইমানিতে ঢের ভুগেছি আমি... জানো ভায়া, আমার সন্দেহ হচ্ছে, ওরা আমায় পাগলা-গা-রদে পাঠাতে চায়। কিন্তু তোমাকেই জিগ্যেস করি, তার কি কোনো মানে হয়? পাগলা-গা-রদে গিয়ে আমি করবই বা কী?'

'বটেই তো খুড়ো, সেই জন্যেই আপনি যখন নিচে যাবেন, তখন আমি আপনার পাশ ছেড়ে যাব না। অনেক অতিথি এসেছে এখন।'

'অতিথি? হায় ভগবান!'

'ভাবনা নেই খুড়ো, আমি আপনার সঙ্গে থাকব।'

'কী যে কৃতজ্ঞ আমি তোমার কাছে ভায়া, তুমিই আমায় বাঁ-চা-লে! কিন্তু আমি ভাবছি কি, বরং সোজা পালিয়ে যাই।'

'কাল যাবেন খুড়ো, কাল সকাল সাতটায়। আজ আপনি সকলকে বিদায় জানাতে পারেন, বলতে পারেন, চলে যাচ্ছেন।'

'নিশ্চয় চলে যাব আমি — মিসাইল বাবাজীর কাছে — কিন্তু ধরো যদি ওরা চেষ্টা চরিত্তির করে আমার বিয়ে দিয়ে দেয়?'

'ভয় নেই খুড়ো, আমি আপনার পাশে আছি। আর শুনুন, ওরা যাই বলুক, যে ইঙ্গিতই দিক, আপনি সোজাসুজি বলে দিতে পারেন ব্যাপারটা একটা স্বপ্ন — আর বটেও তো তাই।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ স্বপ্ন! তবু ভায়া বেশ সুখের স্বপ্ন! মেয়েটা এমন অপরূপ সুন্দরী ভায়া, — এমন দেহরেখা ...'

'আচ্ছা চলি খুড়ো, নিচে যাচ্ছি; আপনি ...'

'সে কী! আমায় ফেলে যাবে?' আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠলেন কাউণ্ট।

'না খুড়ো, আমরা দুজনেই নিচে যাব, কিন্তু আলাদা আলাদা ভাবে। আগে আমি, তারপরে আপনি। সেই সবচেয়ে ভালো হবে।'

'তা বেশ; তাছাড়া আমার মাথায় একটা ভাব এসেছে, সেটাও এই ফাঁকে লিখে রাখি।'

'ঠিক আছে, খুড়ো, ভাবটা লিখে ফেলে নেমে আসবেন, খুব দেরি করবেন না কিন্তু। কাল সকালে...'

'কাল সকালে আমি বাবাজীর কাছেই যাবই যাব! Charmant, charmant! কিন্তু জানো, মেয়েটা ভা-রি সুশ্রী দেখতে ভায়া... এমন দেহরেখা — যদি দেখা যায় আমাকে সত্যিই বিয়ে করতে হচ্ছে, তাহলে...'

'ভগবান না করুন, খুড়ো!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভগবান না করুন! আচ্ছা এসো ভায়া! মিনিট খানেকের মধ্যেই আমি নিচে নামব — শুধু একটু লিখে রাখব। *A propos*, অনেকক্ষণ থেকে তোমায় জিজ্ঞেস করব ভাবছি — কাসানভার* স্মৃতিকথা তুমি পড়েছ?'

'পড়েছি খুড়ো, কিন্তু কেন বলুন তো?'

'কেন? যাঃ, কী বলব ভেবেছিলুম মনে পড়ছে না...'

'পরে মনে পড়বে খুড়ো, আচ্ছা চলি!'

'এসো ভায়া, এসো! তবু ভারি সুন্দর ছিল স্বপ্নটা, ভা-রি সুন্দর!..'

১২

'আর আমরা সবাই ইদিকে এলুম আপনার কাছেই। প্রাসকভিয়া ইলিনিশ্নাও আসছেন, লুইজা কার্লভনা বললেন, তিনিও আসবেন,' সালোঁতে ঢুকতে ঢুকতে চারপাশে উৎসুক দৃষ্টিপাত করে বললেন আন্না নিকোলায়েভনা। হ্রস্বকায় বেশ সুন্দরী মহিলা, ঝকমকে সাজ কিন্তু বেশ দামী, নিজের রূপ সম্পর্কেও বেশ সচেতন। ওঁর কেবলি মনে হচ্ছিল যেন কাউন্ট আর জিনা কোনো কোণে লুকিয়ে আছে।

'কাতেরিনা পেত্রোভনা আসছেন, ফেলিসাতা মিখাইলভনাও বললেন আসবেন,' যোগ করলেন নাতালিয়া দ্মিত্রিয়েভনা— বিপুলকায় এক মহিলা, এ'রই দেহরেখা কাউন্টকে ভারি মুগ্ধ করেছিল যদিও হুবহু এক সেপাইয়ের মতো ওঁকে দেখতে, মাথার একেবারে পেছনে অতিক্ষুদ্র একটি গোলাপী টুপি বসানো। তিন সপ্তাহ হল তিনি আন্না নিকোলায়েভনার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী হয়ে

---

* কাসানভা জোভান্নি জাকমো (১৭২৫ ১৭৯৮) — ইতালীয় ভাগ্যান্বেষী, ফরাসী ভাষায় লেখা 'স্মৃতি কথার' রচয়িতা, তাতে অভিজাত দরবারী সমাজের বিশদ ছবি দেওয়া আছে। — সম্পাঃ

উঠেছেন, যদিও বহুদিন থেকেই উনি তাঁর সঙ্গে ভাব করতে চাইছিলেন। ওঁর দেহখানা দেখে মনে হয়, আন্না নিকোলায়েভনাকে উনি এক গ্রাসেই গিলে খেয়ে হাড় চিবিয়ে ফেলতে পারেন।

'আপনাদের দুটিকে আমার বাড়িতে, তাতে ঠিক সন্ধ্যের সময়টিতে পেয়ে যে কী আনন্দ হল তা আর বলছি না,' ক্ষণিক বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে কুহুস্বরে গেয়ে উঠলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'কিন্তু বহুদিন এ সৌভাগ্যের আশা ছেড়ে দেবার পর হঠাৎ কী কপালে এলেন বলুন তো?'

'সে কী! কী বলছেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা!' মিষ্টি টান দিয়ে জবাব দিলেন নাতালিয়া দ্মিত্রিয়েভনা — অতিকায় দেহের সঙ্গে ভারি বেমানান হয়ে ফুটে উঠল ওঁর সরু গলার ভানকরা ন্যাকামি।

'Mais, ma charmante,' কলকণ্ঠে বলে উঠলেন আন্না নিকোলায়েভনা, 'আমাদের থিয়েটারটা নিয়ে এখন তো লেগে পড়তে হয়, দেরি করা যায় না। আজকেই পিয়তর মিখাইলভিচ কালিস্ত স্ত্যানিস্লাভিচকে বলছিলেন, আমরা ও নিয়ে কিছুই করছি না, কেবল ঝগড়া করছি দেখে উনি ভারি নিরাশ হয়েছেন। তাই আমরা চারজন আজ সন্ধ্যেয় জড়ো হয়ে ভাবলুম, যাই মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার কাছে, চুকিয়ে ফেলি! নাতালিয়া দ্মিত্রিয়েভনা আর সবাইকে খবর পাঠিয়েছেন, ওঁরা আসছেন। একটা একমতে আসা যাবে, বেশ হবে। লোকে বলবে, আমরা কিছুই করছি না কেবল ঝগড়া করছি — সে হতে দেব না, কী বলেন, mon ange?' মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে চুমু খেয়ে তিনি বললেন লীলাভরে, 'ও মা, মা, মা! জিনাইদা আফানাসিয়েভনা — আপনি যে দেখি দিনকে দিন সুন্দরী হয়ে উঠছেন!' জিনাকে চুমু দেবার জন্যে ছুটে গেলেন আন্না নিকোলায়েভনা।

'সুন্দরী না হয়ে ওঁর উপায়ই বা কী!' মিষ্টি করে যোগ করলেন নাতালিয়া দ্মিত্রিয়েভনা, প্রকান্ড দুই হাতের চেটোয় হাত ঘষলেন।

'যমেও নেয় না ওগুলোকে! থিয়েটারের ব্যাপারটা ভুলেই গিয়েছিলুম! ঠিক একটা ছুতো বার করেছে, ছাতার পাখির দল!' রাগে আত্মহারা হয়ে ফিসফিস করে স্বগতোক্তি করলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

'আরো কী জানেন,' আন্না নিকোলায়েভনা বললেন, 'কাউন্ট আপনার এখানে রয়েছেন। জানেন তো, দুখানভোর আগের মালিকদের একটা থিয়েটার ছিল। খবর নিয়ে জেনেছি নানা ধরনের পুরনো সিন, পর্দা এমনকি সাজ-

পোষাকও আছে ওখানে। আজ কাউন্ট আমার বাসায় এসেছিলেন, কিন্তু ওঁকে দেখে এমন অবাক হয়ে গিয়েছিলুম যে বলতে মনে ছিল না। আপনি ভাই আলাপটা থিয়েটারের ওপর টেনে আনবেন, পুরনো ওই ন্যাতাকানিগুলো যেন কাউন্ট আমাদের পাঠিয়ে দেন। কেননা এখানে সিন তৈরি করার মতো লোক কোথায় পাব? সবচেয়ে বড়ো কথা, আমরা চাই থিয়েটারটায় কাউন্টও আগ্রহ নিন। চাঁদা দিতেই হবে ওঁকে — সবই তো গরিবদের জন্য। অভিনয়ে পার্ট নিতেও পারেন — চমৎকার লোক, না ভাই? তাহলে দিব্যি হয়।'

'নিশ্চয়, পার্ট নিতে পারেন বৈকি। যে কোনো ভূমিকায় নামতে পারেন উনি,' অর্থপূর্ণভাবে যোগ দিলেন নাতালিয়া দ্মিত্রিয়েভনা।

আন্না নিকোলায়েভনা সত্যি কথাই বলেছিলেন — কেবলি মহিলার দল আসতে শুরু করলেন। ওঁদের স্বাগত করে ভদ্রতা ও comme il faut-এর কারণে যেসব হর্ষোক্তি করা এক্ষেত্রে প্রয়োজন তার সময়ই প্রায় করে উঠতে পারছিলেন না মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

মহিলা অভ্যাগতদের সকলের বর্ণনা দেবার চেষ্টা আমি করব না। শুধু বলব যে তাঁদের সকলের চোখেই বেশ একটা ধূর্ততা। প্রত্যেকটা মুখেই একটা প্রত্যাশা, একটা উদ্দাম অধীরতার ছাপ। কেউ কেউ এসেছেনই শুধু এই প্রত্যাশা নিয়ে যে একটা কেলেঙ্কারির ঘটনা তাঁরা দেখবেন, এবং তা না দেখে ফিরতে হলে ভারি চটে যাবেন। বাহ্যত, প্রত্যেকেই ভারি ভদ্রতা করছিলেন কিন্তু মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা নিজেকে তৈরি করে নিলেন আক্রমণ সইবার জন্যে। প্রশ্ন আসতে লাগল কাউন্ট সম্পর্কে — এমনিতে সেসব প্রশ্ন বেশ নিরীহ, কিন্তু তার প্রত্যেকটার মধ্যেই রইল একটা করে প্যাঁচ কিংবা খোঁচার আভাস। চা এল। অভ্যাগতেরা ছড়িয়ে পড়লেন ঘরের চারিপাশে। একদল গিয়ে জমল জিনার গ্র্যান্ড পিয়ানোটার কাছে। বাজিয়ে বা গান গেয়ে শোনানোর প্রত্যেকটা অনুরোধের জবাবে জিনা ঠান্ডা গলায় বললে, তার শরীর ভালো নয়। কথাটা যে সত্যি তার প্রমাণ পাওয়া গেল তার মুখের বিবর্ণতায়। অমনি শুরু হয়ে গেল দরদের প্রশ্নবর্ষণ — এবং এক্ষেত্রেও একথা ওকথা তোলা, এটা ওটা ইশারা করার সুযোগের অভাব হল না। মজগ্লিয়াকভেরও খবর নেওয়া হল, আর এ সব প্রশ্নেরই লক্ষ্যস্থল হল জিনা। মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা দ্বিগুণ তৎপর হয়ে উঠলেন, ঘরের প্রতিটি কোণে কোণে তাঁর চোখ, প্রত্যেকটি অভ্যাগতের দিকে তাঁর কান, যদিও সংখ্যায় ওঁরা প্রায় দশজন,

এবং প্রতিটি কথায় তিনি তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়ে গেলেন বলাই বাহুল্য এতটুকু দ্বিধা না করে। জিনার কথা ভেবে তিনি কেঁপে উঠছিলেন। অবাক লাগল এই দেখে যে এরকম অবস্থায় অন্যান্য বারের মতো চলে না গিয়ে মেয়েটা রয়েই গেল। আফানাসি মাতভেয়িচের ওপরেও অনেকের নজর পড়ল। মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার আঁতে ঘা দেবার জন্যে ভদ্রলোককে নিয়ে হাসাহাসি করাই ছিল সকলের অভ্যেস। এবার সকলে ভাবলে শ্লথবুদ্ধি অকপট আফানাসি মাতভেয়িচের কাছ থেকে হয়ত কিছু ফাঁস করা যাবে। শঙ্কিত নয়নে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা লক্ষ করতে লাগলেন স্বামীর বিরুদ্ধে অবরোধ আক্রমণ কতদূর গড়ায়? তাছাড়া, সমস্ত প্রশ্নের জবাবে যেরকম অস্বাভাবিক কাঁচুমাচুভাবে উনি **বটে-বটে** করছিলেন, তাতেই মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার একেবারে রাগে পাগল হবার জোগাড়!

'মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, আফানাসি মাতভেয়িচ আমাদের সঙ্গে কথা কইছেন না!' চেঁচিয়ে উঠলেন এক অকুণ্ঠিতা তীক্ষ্ণদর্শী মহিলা, কাকেও তিনি ভয় পান না, কিছুতেই তাঁর সংকোচ হয় না, 'বলুন না ভাই, ভদ্রমহিলাদের সঙ্গে উনি আর একটু ভদ্র হয়ে চলুন!'

'ওঁর আজ কী যে হয়েছে ভাই কী জানি,' আন্না নিকোলায়েভনা আর নাতালিয়া দমিত্রিয়েভনার সঙ্গে আলাপের মধ্যে থেকেই সহাস্যে জবাব দিলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'ভারি অসামাজিক! আমার সঙ্গেও একটি কথা বলেন নি। ফেলিসাতা মিখাইলভনাকে জবাব দিচ্ছ না কেন, আথানাসে? কী কথা ওঁকে জিজ্ঞেস করছিলেন ভাই?'

'কিন্তু — কিন্তু — গিন্নি তুমি নিজেই আমায় যে বলেছিলে...' শুরু করলেন বিস্মিত হতভম্ব আফানাসি মাতভেয়িচ। ফায়ার প্লেসের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চায়ে চুমুক দিচ্ছিলেন উনি, একটি হাত ওয়েস্টকোটের মধ্যে ঢোকানো, ছবির মতো এই পোজখানা উনিই পছন্দ করে রপ্ত করে নিয়েছেন. মহিলাদের প্রশ্নে ওঁকে এতই ব্যতিব্যস্ত হতে হচ্ছিল যে কুমারীর মতো রাঙা হয়ে উঠছিলেন। কিন্তু কৈফিয়তটা শুরু করতেই তাঁর ক্ষিপ্ত স্ত্রীর কাছ থেকে এমন ভয়ংকর এক দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হল যে ভয়ে তাঁর প্রায় মূর্ছা যাবার দশা। কী করবেন ভেবে পেলেন না, নিজেকে সংশোধন করে নিয়ে ফের সম্মানীয় হয়ে ওঠার জন্যে উনি আর এক ঢোক চা খেলেন। কিন্তু চা-টা ছিল খুব গরম। ঢোকটাও হয়ে গিয়েছিল বড়ো রকমের; ফলে মুখ পুড়িয়ে চায়ের

কাপটি হাত থেকে পড়ে গিয়ে দম আটকে এমন প্রচণ্ড কাশতে শুরু করলেন যে সকলকে বিব্রত করে সাময়িকভাবে ওঁকে ঘর ছেড়ে যেতে হল। সবকিছুই পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল। মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা দেখলেন, তাঁর অতিথিরা সবই জানে, এসেছে অতি হীনতম দুরভিসন্ধি নিয়ে। পরিস্থিতিটা বিপজ্জনক। মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার সামনেই হয়ত ওরা বেচারা বৃদ্ধকে গোলমালে ফেলার চেষ্টা করবে; হয়ত বা কাউন্টকে তার হাত থেকে সরিয়েই নিয়ে যাবে, সন্ধ্যের মধ্যেই কিছু একটা ঘোঁট পাকিয়ে ওঁকে ফুসলিয়ে নিয়ে যাবে ওদের পক্ষে। সবই হতে পারে। কিন্তু ভাগ্য তাঁর জন্যে আর একটি অগ্নিপরীক্ষার আয়োজন করে রেখেছিল। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল মজগ্লিয়াকভ। মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ধরে রেখেছিলেন ও গেছে বরোদুয়েভদের ওখানে, মুহূর্তের জন্যেও ওকে আশা করেন নি। দেখেই সাপে-কাটার মতো চমকে উঠলেন তিনি

দরজায় দাঁড়িয়ে মজগ্লিয়াকভ একটু বিভ্রান্তের মতো তাকাল চারিদিকে। উত্তেজনা সে চেপে রাখতে পারছিল না, মুখচোখে তা পরিষ্কার ফুটে উঠছিল।

'আরে, আরে! পাভেল আলেক্সান্দ্রভিচ যে!' একাধিক কণ্ঠের কলরোল উঠল।

'দ্যাখো দিকি! পাভেল আলেক্সান্দ্রভিচ! সে কী আপনি না বললেন উনি বরোদুয়েভদের ওখানে গেছেন? আমরা শুনলুম, আপনি নাকি বরোদুয়েভদের ওখানে গা ঢাকা দিয়েছেন পাভেল আলেক্সান্দ্রভিচ?' ঝঙ্কার তুললেন নাতালিয়া দ্মিত্রিয়েভনা।

'গা ঢাকা দিয়েছি?' অতি শুকনো একটা হাসি হেসে বললে মজগ্লিয়াকভ, 'বিচিত্র একটা শব্দ জোগাড় করেছেন তো! মাপ করবেন নাতালিয়া দ্মিত্রিয়েভনা, আমি কারো কাছ থেকে গা ঢাকা দিই নি, কেউ গা ঢাকা দিক তেমন বাসনাও আমার নেই,' মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার দিকে অর্থপূর্ণভাবে চেয়ে যোগ করলে ও।

মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার কাঁপুনি ধরল।

'সে কী? এই আহাম্মকটাই শেষকালে হাঙ্গামা বাধাবে নাকি?' মজগ্লিয়াকভের দিকে একটা সন্ধানী দৃষ্টিপাত করে ভাবলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'তাহলেই সর্বনাশ!'

'আচ্ছা পাভেল আলেক্সান্দ্রভিচ, আপনাকে নাকি বরখাস্ত করা হয়েছে.. মানে আপনার চাকরি থেকে, সত্যি নাকি?' বিদ্রূপের দৃষ্টিতে মজ্‌গ্লিয়াকভের চোখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন দুর্বিনীতা ফেলিসাতা মিখাইলভনা।

'বরখাস্ত? কী বলছেন? একটা কাজের বদলে আর একটা কাজ নিচ্ছি আমি। পিটার্সবুর্গে আমার জন্যে একটা চাকরি তৈরি,' শুকনো গলায় বললে মজ্‌গ্লিয়াকভ।

'তবে তো আমার অভিনন্দন জানাতে হয়!' বললেন ফেলিসাতা মিখাইলভনা, 'যখন শুনলুম, আপনি মোর্দাসভে চাকরি খুঁজছেন, তখন ভারি ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম আমরা। এখানকার চাকরির উপর তো ভরসা করা যায় না পাভেল আলেক্সান্দ্রভিচ, যে কোনো মুহূর্তেই হয়ত তাড়িয়ে দিল।'

'চাকরি বলতে গেলে শুধু এক জেলা ইস্কুলের মাস্টারি এখনো খালি আছে এখানে,' মন্তব্য করলেন নাতালিয়া দ্মিত্রিয়েভনা। ইঙ্গিতটা এত স্থূল, এত অশালীন যে আন্না নিকোলায়েভনাও অস্বস্তি বোধ করে বন্ধুকে তিরস্কারস্বরূপ একটু গুঁতো দিলেন।

'কী যে বলেন, পাভেল আলেক্সান্দ্রভিচ নেবেন মাস্টারের কাজ?' বললেন ফেলিসাতা মিখাইলভনা।

জবাব দেবার মতো কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে পাভেল আলেক্সান্দ্রভিচ ফিরতেই ধাক্কা খেল আফানাসি মাতভেয়িচের সঙ্গে, ভদ্রলোক ওর জন্যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। মজ্‌গ্লিয়াকভ বিছছিরিভাবে করমর্দন প্রত্যাখ্যান করে ব্যঙ্গভরে মাথা নোয়ালে। তারপর চটে লাল হয়ে সোজা গেল জিনার কাছে, চোখের দিকে অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি হেনে ফিসফিস করে বললে:

'এ সব আপনার কীর্তি! দাঁড়ান না, আজ সন্ধ্যেতেই দেখতে পাবেন, আমি আহাম্মক কিনা।'

'দাঁড়িয়ে কী লাভ! এমনিতেই তো বেশ বোঝা যাচ্ছে,' জবাব দিলে জিনা, বিতৃষ্ণার চোখে তাকিয়ে দেখলে তার ভূতপূর্ব সুপাত্রের দিকে।

জিনার উচ্চকণ্ঠে ভয় পেয়ে মজ্‌গ্লিয়াকভ সরে গেল সেখান থেকে।

'বরোদুয়েভ থেকে এলেন নাকি!' অবশেষে জিজ্ঞেস করলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

'না। খুড়োর কাছ থেকে আসছি।'

'আপনার খুড়ো? তার মানে আপনি এখন কাউন্টের কাছে ছিলেন?'

'সে কী! কাউন্ট তাহলে জেগেছেন! শুনছিলুম, উনি নাকি ঘুমিয়ে আছেন,' মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার দিকে একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়ে ফোড়ন কাটলেন নাতালিয়া দ্মিত্রিয়েভনা।

'কাউণ্টের জন্যে ভাবনা নেই নাতালিয়া দ্মিত্রিয়েভনা,' মজ্‌গ্লিয়াকভ বললে, 'উনি জেগেছেন এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এখন বেশ প্রকৃতিস্থ। আপনার বাড়িতে উনি বেশ মদ খেয়েছিলেন, তারপর আবার এখানে, ফলে মাথাটি ওঁর বিগড়ে যায় — এমনিতেই তো সে মাথাটি খুব শক্ত নয়। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এক্ষুণি ওঁর সঙ্গে আলাপ করে এলুম, বেশ স্বাভাবিক চোখে এখন সব দেখছেন। মিনিট খানেকের মধ্যেই উনি এখানে আসছেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, আপনাকে বিদায় জানাবেন, আপনার আতিথেয়তার জন্যে ধন্যবাদ দেবেন। কাল ভোরে আমরা যাচ্ছি আশ্রমে, আমি নিজেই ওঁকে দুখানভোতে দিয়ে আসব, আজ যেমন আছাড় খেয়েছিলেন, তেমন আছাড় যাতে না খান সেটা তো দেখতে হবে। সেখানে ওঁকে গছিয়ে দেব স্তেপানিদা মাতভেয়েভনার কাছে — এর মধ্যে ভদ্রমহিলা নিশ্চয় মস্কো থেকে ফিরে আসবেন, আর যাতে একা একা না বেরোন সে ব্যবস্থা উনি করবেন, — সেটা আমি দেখব।'

এই বলে মজ্‌গ্লিয়াকভ বিদ্বেষ নিয়ে তাকাল মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার দিকে। হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন উনি। সখেদে স্বীকার করতেই হবে যে, বোধ হয় জীবনে এই প্রথম ভয় পেলেন আমাদের নায়িকা।

'উনি তাহলে কাল সকালেই চলে যাচ্ছেন? সে কী?' মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন নাতালিয়া দ্মিত্রিয়েভনা।

'সে কী?' নিরীহের মতো বলাবলি করতে লাগলেন অতিথিরা, 'অথচ আমরা শুনেছিলুম... ভারি আশ্চর্য!'

কিন্তু এসব কথার জবাব দেবার মতো স্পৃহা আর গৃহকর্ত্রীর ছিল না। হঠাৎ অতি অস্বাভাবিক ও কিম্ভূত উপায়ে সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট হল অন্যদিকে। পাশের ঘরখানায় শোনা গেল একটা রহস্যময় গোলমাল, তার সঙ্গে তীক্ষ্ম কণ্ঠের চিৎকার। হঠাৎ তুফান তুলে সালোঁতে ঢুকলেন সোফিয়া পেত্রোভনা কাপ্‌চিখিনা। মোর্দাসভের সবচেয়ে ক্ষ্যাপাটে মেয়ে ইনি, এতই ক্ষ্যাপাটে যে শেষ পর্যন্ত মোর্দাসভের মহিলারা ঠিক করেছেন ওঁকে আর কখনো ঘরে ডাকবেন না। বলা দরকার যে রোজ সকালে ঠিক সাতটার সময়

ওঁর একটু পানাভ্যাস আছে — ওঁর পাকস্থলীর স্বাস্থ্যের জন্যে আর কি, এবং এই ব্যাপারটার পর, উনি সাধারণত কম করে বললেও একটা তুরীয় মার্গে গিয়ে পেঁাছতেন। আজ হঠাৎ মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার গৃহে যখন উনি এসে হাজির হলেন, তখন তাঁর ঠিক সেই অবস্থা।

উচ্চকণ্ঠে উনি চ্যাঁচাতে লাগলেন, 'এই ব্যাপার তাহলে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, আমার সঙ্গে এই আপনার ব্যাভার! ভয় নেই, শুধু এক মিনিটের জন্যে এসেছি, বসতেও যাব না। ইচ্ছে করেই দেখতে এলুম যা শুনেছি সত্যি কিনা! তাহলে বলনাচ, ভোজ, বাগ্‌দান সবই হচ্ছে, কিন্তু সোফিয়া পেত্রোভনা বাদ, ঘরে বসে বসে সে মোজা বুনুক, তাই না? সারা শহর নেমন্তন্ন হল — আর আমি বাদ! কিন্তু এই কিছুক্ষণ আগে যখন বলতে এসেছিলুম কাউন্ট আছেন নাতালিয়া দ্‌মিত্রিয়েভনার ওখানে, তখন কত ভাই-ভাই, কত mon ange! আর এখন যে নাতালিয়া দ্‌মিত্রিয়েভনাকে আপনি গালাগালি দিয়ে ভূত ভাগিয়েছিলেন, যে আপনাকেও ছেড়ে কথা কয় নি সেই কিনা বসে আছে আপনার ড্রয়িং রুমে। আপনার দশ কোপেক দামের à la santé চকোলেটের ওপর আমার লোভ নেই — নাতালিয়া দ্‌মিত্রিয়েভনা। সে কথা ভাববেন না, চকোলেট আমি বাড়িতেই খেতে পারি, আপনার চেয়ে বেশিই! ছি!'

'তা বোঝাই যাচ্ছে,' মন্তব্য করলেন নাতালিয়া দ্‌মিত্রিয়েভনা।

'এ সব কী সোফিয়া পেত্রোভনা,' অস্বস্তিতে লাল হয়ে উঠে চেঁচিয়ে উঠলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'কী হল আপনার? একটু সমঝে কথা বলুন।'

'থাক, থাক মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা! সব জানি আমি, সব শুনেছি!' কর্কশ খনখনে গলায় চীৎকার করলেন সোফিয়া পেত্রোভনা, অপ্রত্যাশিত এই হট্টগোলে খুশি হয়ে অতিথিরা গিয়ে জুটলেন তাঁর পাশে, 'সব শুনেছি! আপনার নাস্তাসিয়া আমার কাছে ছুটে এসে সব বলেছে। আপনি ঐ গোবেচারা কাউন্টকে পাকড়াও করে মদে চুর করিয়ে তাকে দিয়ে মেয়ের কাছে বিয়ের প্রস্তাব করিয়েছেন — ও মেয়েকে তো আর কেউ বিয়ে করতে চায় না। নিজেও মনে মনে ভাবছেন এবার কেউকেটা হয়ে উঠবেন — লেসের সাজে একটি খাঁটি কাউন্টেস! ছি, ছি! ভাববেন না, আমি নিজেও কর্নেলের বৌ! বাগ্‌দানে আমায় নেমন্তন্ন করলেন কি না করলেন বয়েই গেল! আপনাদের চেয়ে ঢের ঢের বড়োলোকদের সঙ্গে আমার চেনা! কাউন্টেস জালিখ্‌ভাৎস্কায়ার বাড়িতেও

নেমন্তন্ন খেয়েছি। ওবার-কমিশার কুরোচ্‌কিন স্বয়ং আমায় বিয়ে করতে চেয়েছিলেন! আপনাদের নেমন্তন্নের মুখে ঝাঁটা!'

প্রায় আত্মহারা হয়ে জবাব দিলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'শুনুন বলি, সোফিয়া পেত্রোভনা, ভদ্রলোকের বাড়িতে লোকে এমন হৈচৈ করে আসে না, বিশেষ করে আপনার এখন যে অবস্থা, সেভাবে। আপনার বক্তৃতা আর উপস্থিতি থেকে যদি আমাদের রেহাই না দেন, তাহলে এক্ষুণি ব্যবস্থা নিতে হবে।'

'জানি, জানি — আপনার হতভাগা চাকরগুলোকে দিয়ে আমায় বার করে দেবেন তো! চিন্তা নেই, আমি নিজেই পথ দেখতে পারি। চললুম, যার খুশি তার বিয়ে দিন গে। আর আপনি নাতালিয়া দ্‌মিত্রিয়েভনা, হাসবেন না বলছি। আপনার চকোলেটের আমি থোড়াই কেয়ার করি! আমায় নেমন্তন্ন না করতে পারেন, কিন্তু কোনো কাউণ্টের সামনে অমন ইউক্রেনীয় নাচ তো বাপু আমি নাচি নি। আর আপনারই বা অতো কিসের হাসি আন্না নিকোলায়েভনা? আপনার ঐ সুশিলভ পা ভেঙেছে, এক্ষুণি ওঁকে ধরাধরি করে বাড়ি নিয়ে গেল — ছি! আর আপনি ফেলিসাতা মিখাইলভনা, আপনার গরুটি যেন রোজ গিয়ে আমার জানলার কাছে হাম্বা হাম্বা না করে — ওকে খেদিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে আপনার ঐ নাঙ্গা-পা মাত্রিওশ্‌কাকে যদি না বলেন, তবে মাত্রিওশ্‌কার ঠ্যাং খোঁড়া করে ছাড়ব। চললুম, মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, সুখে স্বচ্ছন্দেই থাকুন, ছি, ছি!'

সমবেত হাস্যের মধ্যে অন্তর্ধান করলেন সোফিয়া পেত্রোভনা। মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ভারি দমে গেলেন।

'আমার মনে হয় মদ খেয়েছে বোধ হয়,' মিষ্টি করে বললেন নাতালিয়া দ্‌মিত্রিয়েভনা।

'কিন্তু কী আস্পর্ধা, কী আস্পর্ধা!'

'Quelle abominable femme!'*

'ভারি মজা করে গেল কিন্তু।'

'কিন্তু এমন অভদ্রভাবে সব বললে!'

'কিন্তু বাগ্‌দানের ব্যাপার নিয়ে কী যেন বলছিল? বাগ্‌দানটা কিসের?' বিদ্রূপ করে বললেন ফেলিসাতা মিখাইলভনা।

---

* কী জঘন্য মেয়েমানুষ! (ফরাসী) — সম্পাঃ

'একেবারে অসহ্য!' শেষ পর্যন্ত ফেটে পড়লেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'এই রাক্ষসীগুলোই যত সব বিদঘুটে গুজব ছড়িয়ে বেড়ায়! সবচেয়ে অবাক কাণ্ড কী জানেন ফেলিসাতা মিখাইলভনা, এরকম মেয়ে আমাদের সমাজে যে আছে সেটা নয় — না, তার চেয়েও আশ্চর্য এই যে এই ধরনের মেয়েদেরও ডাক পড়ে, লোকে তাদের কথা শোনে, বাহবা দেয়, বিশ্বাস করে...'

'কাউণ্ট! কাউণ্ট!' হঠাৎ কলরোল করে উঠলেন অতিথিরা।

'ও মা! ce cher prince!'

'জয় ভগবান, এবার সব বার করব দাঁড়ান!' ফিসফিস করে ফেলিসাতা মিখাইলভনা বললেন তাঁর পাশের সঙ্গিনীকে।

১৩

কাউণ্ট ঘরে ঢুকলেন হেসে গদগদ হয়ে। পনের মিনিট আগে তাঁর ধুকুপুকু মনের মধ্যে মজ্‌গ্লিয়াকভ যেসব ভয় ঢুকিয়েছিল তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল মহিলাদের দেখেই, সঙ্গে সঙ্গেই লজেন্সের মতো উনি একেবারে গলে গেলেন। আনন্দের কাংস্যকণ্ঠে মহিলারা অভিনন্দন জানালেন কাউণ্টকে। বলতেই হবে যে মহিলাদের কাছে সর্বদাই এই বৃদ্ধটির বেশ আদর, আশ্চর্য অন্তরঙ্গতা দেখান ওঁরা। ওঁর দর্শনলাভটাই এ'দের কাছে অসীম আনন্দের উপলক্ষ। এই সকালেই ফেলিসাতা মিখাইলভনা ঘোষণা করেছিলেন (রহস্য করে অবশ্যই!) যে কাউণ্ট খুশি হলে উনি তাঁর কোলে গিয়ে বসতেও রাজী — 'কেননা এমন চমৎকার বৃদ্ধ উনি, একেবারে অপূর্ব!' কাউণ্টের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, দেখতে চাইলেন ওঁর মুখ দেখে এমন কিছু বার করা যায় কিনা যাতে এই সংকট থেকে পথ পেতে তাঁর সুবিধা হয়। বোঝাই যাচ্ছে, মজ্‌গ্লিয়াকভ ভয়ানক রকমের ক্ষতি করে এসেছে, ওঁর সমস্ত পরিকল্পনা কমজোরী হয়ে পড়েছে। কিন্তু কাউণ্টের মুখ দেখে কিছুই বোঝা গেল না। উনি যথাপূর্বং তথাপরং।

'আরে, আরে এই তো কাউণ্ট! আমরা ভেবেছিলুম, আপনি বুঝি আর আসবেনই না!' একাধিক মহিলাকণ্ঠে সমবেত ধ্বনি উঠল।

'সত্যিই ভেবেছিলুম, কাউণ্ট, সত্যিই!' যোগ দিলেন বাকিরা।

'আমার অতিশয় সৌ-ভাগ্য,' লোলকণ্ঠে বললেন কাউণ্ট, বসলেন টেবিলে, সামোভার ফুটছে সেখানে। সঙ্গে সঙ্গে মহিলারা ছেঁকে ধরলেন ওঁকে। কেবল আন্না নিকোলায়েভনা আর নাতালিয়া দ্‌মিত্রিয়েভনা রয়ে গেলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার পাশে। আফানাসি মাতভেয়িচ সসম্ভ্রমে হাসলেন। মজ্‌গ্লিয়াকভও হাসলে জিনার দিকে চেয়ে, বেপরোয়া ভাব করে। জিনা ওর দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে এগিয়ে গেল তার বাপের কাছে। চেয়ার টেনে বসলে তারই পাশে, ফায়ারপ্লেসের কাছে।

'সত্যি কাউণ্ট, আপনি নাকি আমাদের ছেড়ে যেতে চাইছেন, এ কি সত্যি?' কিচির মিচির করে জিজ্ঞেস করলেন ফেলিসাতা মিখাইলভনা।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, mesdames, আমি চলে যাচ্ছি। অ-বি-লম্বে বি-দে-শে যাচ্ছি আমি।'

'বিদেশে, কাউণ্ট?' ঐকতান চিৎকার উঠল, 'এ আবার আপনার মাথায় ঢুকল কেন?'

'হ্যাঁ বি-দে-শে,' দীপ্ত মুখে বললেন কাউণ্ট, 'কী জানেন, বিদেশে যেতে চাই বিশেষ করে নতুন নতুন সব আইডিয়ার জন্যে।'

'নতুন আইডিয়া? কিসের আইডিয়া?' দৃষ্টি বিনিময় করে জিজ্ঞেস করলেন মহিলারা।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নতুন আইডিয়া,' গভীর আত্মপ্রত্যয়ের ভাব করে পুনরাবৃত্তি করলেন কাউণ্ট, 'আজকাল সকলেই দেশভ্রমণ করে নতুন আই-ডিয়ার জন্যে। আমারও কিছু ন-তুন আই-ডিয়া প্রয়োজন।'

'সমিতি-টমিতিতে গিয়ে যোগ দেবেন না তো খুড়ো?' যোগ করলে মজ্‌গ্লিয়াকভ, বোঝা গেল, মহিলাদের সামনে তার রসজ্ঞান ও সংকোচহীনতা জাহির করাই তার ইচ্ছে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ ভায়া, ভুল করো নি,' অপ্রত্যাশিত জবাব দিলেন কাউণ্ট, 'এককালে সত্যিই আমি বিদেশে এক স-মি-তিতে যোগ দিয়েছিলুম। নানারকম বড়ো বড়ো আইডিয়া ছিল আমার। আধুনিক শি-ক্ষার ব্যাপার নিয়ে অনেককিছু করতে গিয়েছিলুম, ফ্রাঙ্কফুর্টে থাকার সময় একেবারে স্থিরই করে ফেলেছিলুম, আমার সিদোরকে গোলামি থেকে মুক্তি দেব — ওকে আমি বিদেশে নিয়ে গি-য়ে-ছি-লুম সঙ্গে করে। কিন্তু আমায় তাজ্জব করে দিয়ে ও নিজেই পালিয়ে গেল আমার কাছ থেকে। আশ্চর্য মা-নুষ ছিল বটে।

তারপর একবার হঠাৎ ওর সঙ্গে দেখা প্যা-রি-সে — তখন ও একেবারে খাঁটি বাবু, গালে গালপাট্টা! বুল-ভার দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, সঙ্গে একটি মেয়ে। আমার দিকে তাকিয়ে মাথা দো-লা-লে। সঙ্গের মেয়েটি এমন তাজা ঝকমকে, এমন মো-হি-নী...'

'তাহলে খুড়ো, আপনি এবার যখন বিদেশে যাচ্ছেন, তখন আপনার সব চাষীদের এবার মুক্তি দিয়ে দিন?' হো-হো করে হেসে জিজ্ঞেস করলে মজাগিয়াকভ।

'ঠিক ধরেছ ভায়া!' কাউন্ট বললেন অমায়িকভাবে, 'আমি ওদের সব্বাইকে মুক্তি দিতে চাই।'

'কিন্তু কাউন্ট, মুক্তি দিলে তো ওরা সব আপনার কাছ থেকে পালিয়ে যাবে, তখন কে আপনাকে খাজনা দেবে?' বলে উঠলেন ফেলিসাতা মিখাইলভনা।

'তা তো বটেই — সবাই ওরা পালাবে,' সশঙ্কে বললেন আন্না নিকোলায়েভনা।

'সে কী! তাই নাকি! সবাই ওরা সত্যিই পালাবে নাকি?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন কাউন্ট।

'পালাবেই তো, আপনাকে একলা ফেলে রেখে সঙ্গে সঙ্গে পালাবে,' নাতালিয়া দ্মিত্রিয়েভনা নিশ্চিতি দান করলেন।

'সেরেছে! তাহলে কিন্তু আমি ওদের মুক্তি দেব না। মানে আসলে মুক্তিই দেব, তা ভাবি নি।'

'সেই ভালো খুড়ো,' উৎসাহ দেবার সুরে বললে মজাগিয়াকভ।

এতক্ষণ পর্যন্ত মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা কেবল শুনেছিলেন আর নীরবে লক্ষ্য করে যাচ্ছিলেন। বোঝা গেল কাউন্ট তাঁর কথা সব ভুলে গেছেন — ব্যাপারটা ভারি অস্বাভাবিক।

উঁচু গলায় সম্ভ্রান্ত সুরে তিনি শুরু করলেন, 'আমার স্বামী আফানাসি মাতভেয়িচের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই, কাউন্ট। আপনি আমার বাড়িতে রয়েছেন শুনেই উনি গাঁ থেকে চলে এসেছেন।'

আফানাসি মাতভেয়িচ হেসে বুক টান করে দাঁড়ালেন, তাঁর মনে হল ওঁকেই বুঝি কী একটা তারিফ করা হয়েছে।

'ভারি আনন্দ হল!' কাউন্ট বললেন, 'আ-ফা-নাসি মাতভেয়িচ! মনে পড়-ছে যেন! আ-ফা-নাসি মাত-ভে-য়িচ — হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই যে গাঁয়ে থাকে। Charmant, charmant, ভারি আনন্দ হল। একে নিয়েই তো আজ সকালে সেই ছড়াটা হচ্ছিল না ভায়া?' কাউন্ট বলে চললেন মজগ্রিয়াকভের দিকে চেয়ে। 'কী যেন ছড়াটা? মনে আছে ভায়া? তুমি কী একটা মিলও লাগিয়েছিলে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্বামী ফিরল ঘরে আর বৌ — মানে হ্যাঁ, বৌও কোন এক শহরে চলে গিয়েছিল।'

'ঠিকই কাউন্ট, ঠিক বলেছেন। এ প্রহসনটা এখানে গতবছর অভিনয় হয়েছিল,' বললেন ফেলিসাতা মিথাইলভনা।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেইটেই। কিছু মনে থাকে না আমার। Charmant, charmant! তাহলে আপনিই সেই ব্যক্তি? দে-খা হয়ে ভারি আনন্দ হল,' আরামকেদারা থেকে না উঠেই কাউন্ট হাত বাড়িয়ে দিলেন সস্মিত আফানাসি মাতভেয়িচের দিকে, 'কেমন আছেন?'

'তা, বটে...'

'ভালো আছে কাউন্ট, ভালো আছে,' তাড়াতাড়ি করে জবাব দিলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

'মানে হ্যাঁ, ভালো আছেন তা তো দেখতেই পাচ্ছি। আপনি কি সারা সময়ই গাঁয়ে থাকেন? বাঃ, ভারি খুশি হলুম। এমন লাল লাল গাল — সা-রা-ক্ষণ মুখে হাসি...'

আফানাসি মাতভেয়িচ হাসলেন, মাথা নোয়ালেন, পাও ঘসলেন। কাউন্টের শেষ কথাটায় তাঁর আত্মসংযম একেবারে ভেঙে পড়ল; বাহ্যত কোন কারণ না থাকলেও উনি একেবারে অতি নির্বোধের মতো হেসে উঠলেন হোহো করে। সকলেই হেসে উঠল। মহিলারা খিল্‌খিল্‌ করে উঠলেন আনন্দে। জিনা লাল হয়ে জ্বলন্ত চোখে তাকাল মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার দিকে। মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা রাগে ফাটো-ফাটো হয়ে প্রসঙ্গটা ফেরাবার চেষ্টা করলেন।

'কেমন ঘুম হল কাউন্ট?' জিজ্ঞেস করলেন মধুমাখা সুরে। সেই সঙ্গে ধমকের একটা চাউনি দিয়ে আফানাসি মাতভেয়িচকেও বুঝিয়ে দিলেন যে ওঁকে এক্ষুণি তাঁর স্বস্থানে ফিরে আসতে হবে।

'ওহ্, চমৎকার ঘুমিয়েছি,' কাউণ্ট বললেন, 'এমন চ-মৎ কার স্বপ্ন দেখেছি একটা!'

'স্বপ্ন! লোকের স্বপ্ন শুনতে আমার যে কী ভালো লাগে!' চেঁচিয়ে উঠলেন ফেলিসাতা মিখাইলভনা।

'আমারও! ভারি ভালোবাসি!' যোগ দিলেন নাতালিয়া দ্মিত্রিয়েভনা।

'চমৎ-কার স্বপ্ন!' বিগলিত হাসি নিয়ে পুনরাবৃত্তি করলেন কাউণ্ট, 'কিন্তু এ স্বপ্নটা ভারি গোপনীয়!'

'সে কী কাউণ্ট! বলা যায় না নাকি? তাহলে খুব অপরূপ একটা স্বপ্ন নিশ্চয়!' মন্তব্য করলেন আন্না নিকোলায়েভনা।

'অতি গোপনীয়,' পুনরাবৃত্তি করলেন কাউণ্ট, মহিলাদের কৌতূহলে সুড়সুড়ি দিতে ওঁর ভারি ভালো লাগছিল।

'তাহলে নিশ্চয় ভয়ানক ইণ্টারেসটিং!' কলরোল করলেন মহিলারা।

'বাজি রেখে বলতে পারি, স্বপ্নে কাউণ্ট কোনো রূপসীর কাছে নতজানু হয়ে পাণিপ্রার্থনা করেছেন!' চেঁচিয়ে উঠলেন ফেলিসাতা মিখাইলভনা, 'কী কাউণ্ট, ঠিক না? স্বীকার করুন!'

'স্বীকার করে ফেলুন কাউণ্ট, স্বীকার করে ফেলুন!' ধ্বনি এল চারিদিক থেকে।

উক্তিগুলোকে রসিয়ে রসিয়ে বিজয়ীর মতো উপভোগ করলেন কাউণ্ট। মহিলাদের কথায় তাঁর আত্মগরিমার ভারি তৃপ্তি হচ্ছিল; প্রায় জিভ চাটেন আর কি।

শেষ পর্যন্ত বললেন, 'বলেছি বটে, আমার স্বপ্নটা অতি গোপনীয়, তবু অবাক কাণ্ড, মানতেই হবে মাদাম, আপনি প্রায় ঠিক ধরেছেন।'

'ঠিক ধরেছি!' উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন ফেলিসাতা মিখাইলভনা, 'এবার কাউণ্ট, রূপসীটি কে, তা আপনাকে বলতেই হবে!'

'বলতেই হবে, কাউণ্ট, বলতেই হবে!'

'সে কি এখানকার?'

'বলুন কাউণ্ট, বলুন!'

'সত্যি কাউণ্ট, বলুন আমাদের। যাই হোক, তবু বলুন!' শোনা গেল চতুর্দিক থেকে।

'Mesdames, mesdames!.. আপনারা যদি জানতেই চান তাহলে শুধু একটা কথা বলতে পারি, এমন চার্মিং এবং এমন গুণী মেয়ে আমি আর দেখি নি,' একেবারে গলে গিয়ে বললেন।

'অতি চার্মিং! আর... সে এখানেই থাকে! কে হতে পারে?' অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করে চোখ মটকে বলাবলি করতে লাগলেন মহিলারা।

'নিশ্চয় তিনিই, আমাদের এখানে রূপের রাণী বলে যাঁর নাম!' নাতালিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না বললেন হাত ঘসে, জিনার দিকে তাঁর বিড়াল চোখে তাকিয়ে। অন্য সকলেও তাঁকে অনুসরণ করে তাকাল জিনার দিকে।

'কিন্তু কাউণ্ট, এমন স্বপ্নই যখন দেখলেন তখন সত্যিই বিয়ে করে ফেলুন না কেন?' চারপাশে ত্বরিতে একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিক্ষেপ করে জিজ্ঞেস করলেন ফেলিসাতা মিখাইলভ্না।

'কী একখান রাজকীয় বিয়ে দিয়ে দেব আপনার!' যোগ দিলেন আর একজন মহিলা। 'বিয়ে করুন কাউণ্ট!' চি'চি' করে উঠলেন তৃতীয় একজন।

'বিয়ে করে ফেলুন, করে ফেলুন!' শোনা গেল চতুর্দিক থেকে, 'কেন করবেন না?'

'হ্যাঁ, তা বটে — কেন করব না বিয়ে?' গোলমালে বিহ্বল হয়ে প্রতিধ্বনি করলেন কাউণ্ট।

'খুড়ো!' চে'চিয়ে উঠল মজ্‌গ্লিয়াকভ।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ ভায়া, তোমার কথা মনে আ-ছে! মানে বলছিলুম কি mesdames, বিয়ে করার মতো অবস্থা আমার নয়; আমাদের চমৎকার গৃহস্বামিনীর সঙ্গে একটি মনোরম সন্ধ্যা যাপন করার পর কাল সকালে আমি যাচ্ছি আশ্রমে মিসাইল বাবাজীর সঙ্গে দেখা করার জন্যে, তারপর সেখান থেকে সোজা চলে যাব বিদেশে, ইউরোপীয় বিদ্যার বিকাশটা আর একটু খ‍ুঁটিয়ে দেখব।'

জিনা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়ে অসহ্য কষ্টে তাকালে মার দিকে। কিন্তু মারিয়া আলেক্সান্দ্রভ্না ততক্ষণে মন ঠিক করে ফেলেছেন। এতক্ষণ পর্যন্ত তিনি কেবল কাল গুণছিলেন, যাচাই করে দেখছিলেন যদিও টের পেয়েছিলেন সবকিছু একেবারে পয়মাল হয়ে গেছে, শত্রুরা ওঁর ওপর টেক্কা দিয়েছে। অবশেষে ব্যাপারটা সব তাঁর কাছে খোলসা হয়ে গেল, ঠিক করলেন একটি

ঘায়ে শতমুণ্ড দানবের সমাপ্তি ঘটাবেন। সগৌরবে তিনি উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে। দৃঢ়পায়ে হেঁটে গেলেন টেবল পর্যন্ত, পাঁচকে শত্রুদের দিকে চেয়ে দেখলেন অহংকারের দৃষ্টিতে। সে দৃষ্টিতে অনুপ্রেরণার অগ্নিশিখা। মন তাঁর স্থির, এই ইতর খেউড়ের দলকে তিনি পরাজিত ক'রে ছত্রভঙ্গ ক'রে পোকার মতো টিপে মারবেন দুর্বৃত্ত মজগ্লিয়াকভকে এবং সাহসী সুদৃঢ় একটি আঘাতে ফিরিয়ে আনবেন অথর্ব কাউণ্টের ওপর তাঁর সমস্ত হারানো প্রতিপত্তি। তার জন্যে অবশ্য অসম্ভব স্পর্ধা রাখা প্রয়োজন, কিন্তু ঝুঁকি দেখে পিছিয়ে যাবার মতো মেয়ে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা নন!

'Mesdames,' উনি শুরু করলেন গম্ভীর আত্মমর্যাদায় (একটা সুগম্ভীর সুরই সাধারণত মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার ভারি পছন্দ), 'mesdames, অনেকক্ষণ থেকে আপনাদের আলাপ ফূর্তি রসিকতা আমি শুনছি, আমার ধারণা এখন কিছু বলার সময় এসেছে। আপনারা জানেন, আমরা আজ এখানে সকলে জড়ো হয়েছি নিতান্ত দৈবাৎ (আপনাদের সকলকে দেখে আমি অবিশ্যি সত্যিই খুশি)... আমি নিজে কখনো এগিয়ে গিয়ে একটা গুরুতর পারিবারিক কথা ফাঁস করতে যেতুম না, ভদ্রতায় যা শোভন তার আগে সেটা ঘোষণা করতুম না। বিশেষ করে আমাদের প্রিয় অতিথির কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। কিন্তু আমার মনে হয় উনি নিজেই ঘটনাটার প্রতি নানা সুদূর আভাস-ইঙ্গিত করে আমায় বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন যে আমাদের পারিবারিক ব্যাপারটার একটা আনুষ্ঠানিক ঘোষণায় উনি যে খুশি হবেন তাই নয় — বরং সেইটেই ওঁর ইচ্ছে ... ঠিক বলি নি কাউণ্ট?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক বলেছেন... ভারি, ভারি খুশি হয়েছি আমি...' বললেন কাউণ্ট, ঘুণাক্ষরেও তাঁর ধারণা ছিল না ব্যাপারটা কী নিয়ে।

শ্রোতাদের মনে ভালো করে ছাপ ফেলার জন্যে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা একবার থেমে দম নিলেন ও সকলের দিকে চেয়ে দেখলেন। অতিথিরা ওঁর কথা শুনছিল সাগ্রহ ঔৎসুক্যে। মজগ্লিয়াকভ শিউরে উঠল; জিনা লাল হয়ে অর্ধেক উঠে দাঁড়াল চেয়ার থেকে। আফানাসি মাতভেয়িচ অস্বাভাবিক কিছু একটার প্রত্যাশা করে নাক ঝাড়লেন।

'হ্যাঁ, mesdames, একান্ত আনন্দে আমাদের পারিবারিক কথাটা আপনাদের জানাই। আজ বিকালে আমার মেয়ের রূপে গুণে... মুগ্ধ হয়ে কাউণ্ট তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন। কাউণ্ট!' কান্নায়, উত্তেজনায়

থরোথরো গলায় উনি কথা শেষ করলেন এই বলে, 'কাউণ্ট, আদরের কাউণ্ট আমাদের, আমার এই অবিবেচনার জন্যে আপনি রাগ করতে পারেন না, রাগ করা উচিত নয়। আমাদের পরিবারের যে অসাধারণ আনন্দ হয়েছে তার উচ্ছ্বাসেই এই মধুর গোপন কথাটা আমার বুক থেকে বেরিয়ে এসেছে, আর — এক্ষেত্রে কোন মা আমায় দোষ দেবে বলুন?'

মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার অপ্রত্যাশিত আক্রমণের যে প্রতিক্রিয়া হল তা বর্ণনা করার ভাষা আমার নেই। প্রত্যেকেই যেন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। বিষকুম্ভ যে মহিলারা ভেবেছিলেন, মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার গোপন ব্যাপারটা ওঁদের জানা এই ভাব করে ওঁকে ভয় দেখাবেন, অকালে সে গোপন ব্যাপারটা ফাঁস করে দিয়ে তাঁকে চূর্ণ করবেন, যাঁরা ভেবেছিলেন কেবল ইশারা ইঙ্গিত করে ওঁকে জ্বালাবেন, তাঁরা এই স্পর্ধিত অকপটতায় বিমূঢ় হয়ে গেলেন। এমন নির্ভয় অকপটতার অর্থ নিশ্চয় কোনো একটা গভীর নিশ্চিতি উনি পেয়েছেন! 'কাউণ্ট তাহলে স্বেচ্ছায় জিনাকে বিয়ে করতে চাইছেন? তার মানে ওঁকে ফাঁদে ফেলে, মাতাল করে প্রলুব্ধ করা হয় নি। তার মানে চোরের মতো চুপি চুপি জোর করে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে না। তার মানে, মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার কাউকে ভয় নেই। তার মানে এ বিয়ে ভণ্ডুল করা যাবে না কেননা কাউণ্টকে জোর করে তো আর বিয়েতে বসানো হচ্ছে না।' কানাকানিটা দ্রুত হর্ষধ্বনি হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। সবার আগে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে আলিঙ্গন করতে ছুটে এলেন নাতালিয়া দ্মিত্রিয়েভনা। তার পরে এলেন আন্না নিকোলায়েভনা, তারপর ফেলিসাতা মিখাইলভনা। সবাই আসন ছেড়ে উঠে ভিড় জমালেন। অনেকেই অবশ্য রাগে ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছিলেন। বিব্রত জিনাকে অভিনন্দন জানানো শুরু হল। আফানাসি মাতভেয়িচের ওপরেও ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাঁরা। একটা সুদৃশ্য ভঙ্গিতে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা দুহাত প্রসারিত করে প্রায় জোর করে আলিঙ্গনে জড়িয়ে নিলেন মেয়েকে। একলা কেবল কাউণ্টই তাকিয়ে রইলেন এক বিচিত্র বিহ্বলের দৃষ্টিতে, যদিও হাসিটি তখনো তাঁর মুখে লেগেই ছিল। ব্যাপারটায় কেমন একটু খুশিও লাগছিল তাঁর। মা মেয়ে যখন আলিঙ্গন করলে, তখন রুমাল বার করে তাঁর আসল চোখটা তিনি মুছলেন — এক ফোঁটা জল সেখানে ফুটে উঠেছিল। বলাই বাহুল্য, সকলেই ছুটে গেল তাঁকে অভিনন্দন জানাতে।

'অভিনন্দন, কাউণ্ট, অভিনন্দন!' শোনা গেল চারিদিক থেকে।

'বিয়ে করছেন তাহলে?'

'সত্যিই তাহলে বিয়ে করছেন?'

'আদরের কাউণ্ট আমাদের, আপনার তাহলে বিয়ে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' অভিনন্দনে ও উল্লাসে অসম্ভব খুশি হয়ে জবাব দিলেন কাউণ্ট, 'বলতে বাধ্য, আপনাদের এই যে অনুরাগ আমি কখনো ভুলব না, কখনো না, সেইটেই আমার সব-চেয়ে আনন্দ। Charmant, charmant! আমার চো-খে জল এসে গেছে...'

'আমায় চুমু দিন কাউণ্ট!' ফেলিসাতা মিখাইলভনার গলা উঠল সকলকে ছাড়িয়ে।

ক্রমাগত বাধা সত্ত্বেও বলে চললেন কাউণ্ট, 'বলতে বাধ্য, সবচেয়ে অবাক হয়েছি, আমাদের মান-নীয়া গৃহস্বামিনী মারিয়া ইভা-নভনা আমার স্বপ্নের অর্থটা অতি নি-খুঁত-ভাবে ধরেছেন। মনে হবে যেন স্বপ্নটা উনিই দেখেছেন, আমি নই। আশ্চ-র্য নিখুঁত, আশ্চর্য নিখুঁত!'

'আহ্ কাউণ্ট, ফের আবার স্বপ্নের কথায় ফিরে যাচ্ছেন?'

'বলে ফেলুন কাউণ্ট, স্বীকার করে ফেলুন!' ওঁকে ঘিরে ধরে চেঁচামেচি শুরু হল।

'হ্যাঁ কাউণ্ট, লুকিয়ে লাভ নেই, কথাটা বলে ফেলাই ভালো!' দৃঢ় কাঠিন্যেই বললেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'যেসব সূক্ষ্ম রূপক, অপরূপ যে সব আভাস দিয়ে আপনি বিয়ের কথাটা ঘোষণা করতে চাইছিলেন তা আমি বেশ বুঝেছি। হ্যাঁ, mesdames, কথাটা ঠিক। কাউণ্ট সত্যিই আজ আমার মেয়ের পায়ের কাছে নতজানু হয়েছিলেন, স্বপ্ন নয় — একেবারে খাঁটি সত্যি এবং প্রথামতো প্রস্তাব করেছেন।'

'ঠিক একেবারে যেন সত্যিই ঘটেছিল ব্যাপারটা, ঠিক ওই পরি-স্থিতিতেই,' সমর্থন করলেন কাউণ্ট, 'মাদমোয়াজেল!' অতি শিষ্টজনোচিত একটা ভঙ্গিতে তিনি জিনার দিকে ফিরলেন, জিনার বিহ্বলতা তখনো কাটে নি। কাউণ্ট বললেন, 'মাদমোয়াজেল, সত্যি বলছি ওঁরা যদি আপনার নাম না করতেন তাহলে আমি আপনার নাম উচ্চারণ করতে সাহস পেতুম না। সুন্দর স্বপ্ন, সুন্দর স্বপ্ন, সে স্বপ্নের কথা বলতে পেরে আমি দ্বিগুণ সুখী। Charmant, charmant!'

'ব্যাপার কী? কেবলি স্বপ্ন স্বপ্ন করছেন?' মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার কানে ফিসফিস করে বললেন আন্না নিকোলায়েভনা। মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছিলেন শঙ্কায়।

হায়! এ প্রশ্নের আগে থেকেই মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার মন ভরে উঠেছিল সন্দেহে আশঙ্কায়।

'ব্যাপারটা কী?' দৃষ্টিবিনিময় করে কানাকানি করলেন মহিলারা।

'সত্যি কাউন্ট,' শুকনো, পীড়িত হাসি নিয়ে শুরু করলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'সত্যি অবাক করলেন আমায়। স্বপ্ন স্বপ্ন করে কী সব অদ্ভুত কথা বলছেন? সত্যি বলছি, এতক্ষণ ভাবছিলুম বুঝি রহস্য করছেন, কিন্তু — এ যদি রহস্য হয়, তাহলে এক্ষেত্রে সেটা ভারি অশোভন — ব্যাপারটা আপনার অন্যমনস্কতার ফল, একথা ভাবতে আমি রাজী, কিন্তু...'

'বোধ হয়, সত্যিই অন্যমনস্কতা ছাড়া কিছু নয়,' হিসিয়ে বললেন নাতালিয়া দ্মিত্রিয়েভনা।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, অন্যমনস্কতা,' স্বীকার করলেন কাউন্ট, ওঁর কাছে ঠিক কী প্রত্যাশা করা হচ্ছে তা তখনো মাথায় ঢোকে নি ওঁর, 'ব্যাপারটা দেখে একটা ছোট্ট ঘট-না-র কথা মনে পড়ছে। পিটার্সবুর্গে একটা শ্রাদ্ধ-বাসরে আমার নেমন্তন্ন হয়েছিল, কাঁরা যেন করেছিলেন, maison bourgeoise, mais honnête*, কিন্তু আমি কী রকম গোলমাল করে ভাবলুম জন্মদিন। অথচ জন্মদিনটা অবিশ্যি আগের সপ্তা-হেই হয়ে গিয়েছিল। ক্যামেলিয়ার একটি বোকে নিলুম, যে মহি-লা-টির জন্মদিন তাঁর জন্যে। কিন্তু ভেতরে গিয়ে দেখি কী — মান্যগণ্য এক ভদ্রলোককে টেবলে শুইয়ে রাখা হয়েছে। আমি একেবারে থ। বো-কে-টা নিয়ে কী যে করব ভেবে পাই না।'

'কিন্তু কাউন্ট, এখন ঠিক গল্প বলার সময় নয়!' বিরক্তিতে বাধা দিয়ে বললেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'আমার মেয়ের জন্যে বরের অভাব অবশ্য নেই, কিন্তু কিছুক্ষণ আগে এইখানেই এই পিয়ানোর পাশে আপনি ওর কাছে প্রস্তাব করেছিলেন। আমি আপনাকে করতে বলি নি... আমি, বলা যেতে পারে, স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলুম... একটা কথা অবিশ্যি তক্ষুণি আমার

---

* মধ্যবিত্ত, তবে পরিবারটি সৎ। (ফরাসী) — সম্পাঃ

মনে হয়েছিল, কিন্তু আপনি ঘুম থেকে না ওঠা পর্যন্ত সেটা পিছিয়ে দিয়েছিলুম। কিন্তু আমি মা, ও আমার মেয়ে... আপনি নিজেই এক্ষুণি একটা স্বপ্নের কথা বলছিলেন, আমি ভাবলুম আপনি আভাসে আপনার এই ইচ্ছেটা জানাতে চাইছেন যে বিবাহের কথাটা ঘোষণা করা হোক। আমি বেশ জানি, আপনাকে কান-ভাঙানি দেওয়া হয়েছে — কে দিয়েছে তাও আমি আন্দাজ করছি — কিন্তু — আপনি নিজেই সবটা খুলে বলুন, এখনি পরিষ্কার করে সবটা খুলে বলুন। ভদ্র পরিবারের সম্মান নিয়ে এভাবে ঠাট্টা চলে না...'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভদ্র পরিবারের সম্মান নিয়ে এভাবে ঠাট্টা চলে না,' যন্ত্রবৎ প্রতিধ্বনি করলেন কাউন্ট, যদিও এতক্ষণে ঈষৎ উদ্বেগের লক্ষণ তাঁর মধ্যে ফুটে উঠতে শুরু করেছে।

'কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব হল না কাউন্ট। আমি চাই, আপনি একটা পরিষ্কার উত্তর দেবেন। এক্ষুণি, সকলের সামনে স্বীকার করে বলুন যে আপনি কিছু আগে আমার মেয়ের কাছে পাণিপ্রার্থনা করেছিলেন।'

'মানে, হ্যাঁ, স্বীকার করতে রাজী বইকি। তবে সে তো আগেই বলেছি, ফেলিসাতা মিখাইলভনা আমার স্বপ্নটা নিখুঁতভাবেই আন্দাজ করেছেন।'

'স্বপ্ন নয়! স্বপ্ন নয়!' ক্ষিপ্তের মতো চেঁচিয়ে উঠলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'স্বপ্ন নয়, একেবারে সত্যি, কাউন্ট, সত্যি! শুনতে পাচ্ছেন, সত্যি!'

'সত্যি?' অবাক হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন কাউন্ট, 'তাহলে ভায়া, দ্যাখো তুমি যা বলেছিলে ঠিক তাই হল!' বললেন মজ্‌গ্লিয়াকভের দিকে চেয়ে, 'কিন্তু মাননীয়া মারিয়া স্তেপানভনা, আপনাকে নিশ্চয় করে বলতে পারি, আপনার ভুল হয়েছে! আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ব্যাপারটা নিতান্ত স্বপ্ন!'

'হায় ভগবান!' চেঁচিয়ে উঠলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

'হতাশ হবেন না মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা,' নাতালিয়া দ্মিত্রিয়েভনা বললেন, 'কাউন্টের হয়ত মনে নেই। মনে পড়বে আবার...'

'আপনার কথায় অবাক হচ্ছি নাতালিয়া দ্মিত্রিয়েভনা,' সক্রোধে বললেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'এ জিনিস কি কেউ ভোলে? শুনুন কাউণ্ট! আপনি কি আমাদের নিয়ে তামাসা করছেন? নাকি ডুমা যা লিখেছেন, রিজেন্সি যুগের সেই এক petits-maihes-এর ভূমিকা নেবেন বলে ঠিক করেছেন? ফারলাকুর কি লোজে'-এর মতো একটা ভূমিকা?* সে ক্ষমতা আপনার নেই — নাই বা তুললুম আপনার বয়সের কথা, সেটা ঠিক এ রকম ভূমিকার উপযুক্ত নয়! আমার মেয়ে ফরাসী ভাইকাউণ্টেস নয়। কিছুক্ষণ আগে এইখানে, ঠিক এই জায়গায় সে আপনাকে গান গেয়ে শোনায়, আর আপনি মুগ্ধ হয়ে নতজানু হয়ে তার কাছে পাণিপ্রার্থনা করেন। নাকি ভাবছেন আমিই স্বপ্ন দেখছি? ঘুমিয়ে আছি? বলুন কাউণ্ট, আমি ঘুমিয়ে নাকি জেগে আছি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ — মানে, হয়ত না!' জবাব দিলেন হতভম্ব কাউণ্ট, 'মানে, এখন, আমার ধারণা আপনি জেগে আছেন। কিন্তু আমি কিছুক্ষণ আগে ঘুমুচ্ছিলুম, বুঝছেন না, একটা স্বপ্ন দেখছিলুম... ব্যাপারটা সবই একটা স্বপ্ন...'

'ধুত্তোরি যতসব! কী বলছেন এসব? একবার স্বপ্ন নয় — একবার স্বপ্ন। কচুপোড়া খেলে একেবারে। আপনি কি প্রলাপ বকছেন কাউণ্ট?'

'মানে হ্যাঁ ঠিক, কচুপোড়াই বটে... তবে মনে হচ্ছে সব গোলমাল করে ফেলেছি,' চারপাশে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিপাত করে কাউণ্ট বললেন।

'কিন্তু স্বপ্ন হয় কী করে,' মরীয়ার মতো চেপে ধরলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'আপনার স্বপ্নের কথা আপনি কাউকে বলার আগেই তো আমি সবকিছু খুঁটিনাটি বলে দিচ্ছি!'

---

* চতুর্দশ লুইয়ের মৃত্যুর পর (১৭১৫) রাজা পঞ্চদশ লুই নাবালক থাকায় রাজ প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্য চালান অলিয়ঁর ফিলিপ হের্ৎসগ। এই যুগটা দরবারের চূড়ান্ত নৈতিক অধঃপতনে চিহ্নিত।

শেমাতন — বজ্জাত, চালিয়াৎ।

ফেরলাকুর — ফরাসী faire la cour — বা প্রেমপ্রয়াস থেকে বিশেষ্যবাচক নাম।

লোজে' — চতুর্দশ লুইয়ের দরবারের একজন নোবল, ভাগ্যান্বেষী চরিত্রের লোক। — সম্পাঃ

'তবে কাউণ্ট হয়ত বা তাঁর স্বপ্নের কথা আগেই কাউকে বলে থাকবেন,' ফোড়ন কাটলেন নাতালিয়া দ্‌মিত্রিয়েভনা।

'মানে হ্যাঁ, বোধ হয় কাউকে বলে থাকব,' সমর্থন করলেন কাউণ্ট। এখন তিনি একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছেন।

'প্রহসন বটে!' পাশের জনকে ফিসফিসিয়ে বললেন ফেলিসাতা মিখাইলভনা।

'হায় ভগবান, কত আর সহ্য হয়,' যন্ত্রণায় হাত গুটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'ও আপনার কাছে গান গেয়ে শুনিয়েছিল, গান! সেটাও কি স্বপ্ন?'

'মানে, হ্যাঁ সত্যিই ও গান গেয়ে শুনিয়েছিল বলেই মনে হচ্ছে,' বললেন কাউণ্ট। হঠাৎ কী একটা জিনিস মনে পড়ে মুখ তাঁর উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

মজ্‌গ্লিয়াকভের দিকে ফিরে বললেন, 'তোমায় বলতে ভুলে গিয়েছিলুম ভায়া, সত্যিই গান-টানও হয়েছিল বটে, গানের মধ্যে গড়, কেল্লা, মানে গড় একটু বেশি রকমই ছিল, তারপর এক ত্রুবাদুর। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব মনে পড়ছে... এমনকি কান্নাও এসে গিয়েছিল আমার... তাহলে দ্যাখো দিকি, নেহাৎ স্বপ্ন তাতো বলা যায় না, হয়ত স্বপ্নই নয়...'

'আমায় বলতেই হবে খুড়ো,' যথাসম্ভব শান্তভাবে বললে মজ্‌গ্লিয়াকভ, যদিও গলা তার কেঁপে উঠল অস্বস্তিতে, 'বলতেই হবে যে আমার মতে ওটা খুব সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। গান সত্যিই শুনেছিলেন বলে আমার ধারণা। জিনাইদা আফানাসিয়েভনা সুন্দর গাইতে পারেন। ডিনারের পরে আপনি এখানে এসেছিলেন, জিনাইদা আফানাসিয়েভনা গান গেয়ে শোনান। আমি অবিশ্যি সেখানে ছিলুম না, কিন্তু বোধ হয় খুব বিচলিত হয়েছিলেন, পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল; সেই যে ভাইকাউণ্টেসের সঙ্গে ডুয়েট গাইতেন বলে আজ সকালে বলছিলেন, তার কথা হয়ত মনে হচ্ছিল। মানে তারপর আপনি শুতে গেলেন, এবং এই সব সুখানুভূতির প্রভাবে স্বপ্ন দেখলেন প্রেমে পড়েছেন, প্রস্তাব করছেন...'

স্পর্ধা দেখে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা একেবারে নির্বাক হয়ে গেলেন।

'আরে, একেবারে হুবহু তাই হয়েছিল ভায়া,' উল্লাসে বললেন কাউণ্ট, 'সুখানুভূতির প্রভাবেই বটে! সত্যিই মনে পড়ছে কে যেন আমায় গান গেয়ে

শোনাচ্ছিল, ফলে ইচ্ছে হল বিয়ে করি, ঘুমের মধ্যে আর কি। ভাইকাউন্টেসও ছিল তার মধ্যে... ভারি নিপুণ হাতে তুমি সব পরিষ্কার করে দিলে ভায়া! মানে এখন আমি একেবারে নিশ্চিত, ও সবই স্বপ্ন। মারিয়া ভাসিলিয়েভনা, আপনাকে নিশ্চয় করে বলছি, আপনার ভুল হয়েছে! ওটা স্বপ্ন। তা নইলে আপনার সম্মান বোধ নিয়ে খেলা করতুম না...'

'ও, এতক্ষণে বুঝলুম কার কীর্তি!' রাগে আত্মহারা হয়ে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা মজাগ্লিয়াকভের দিকে ফিরে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আপনার কাজ, অভদ্র কোথাকার, এ সব আপনার কীর্তি। আপনাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে ব'লে এই বেচারা অথর্ব মানুষটার মন আপনি গুলিয়ে দিয়েছেন! কিন্তু এ অপমানের শোধ নেব, জঘন্য জীব কোথাকার, শোধ নেব! শোধ নেব!'

'মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা,' চিংড়ির মতো লাল হয়ে বললে মজাগ্লিয়াকভ, 'আপনি এমন ভাষা প্রয়োগ করছেন... যে কী বলব জানি না... কোনো সম্ভ্রান্ত মহিলা এ সব কথা মুখে আনতে পারেন না... আমি অন্তত আমার আত্মীয়ের পক্ষ নেব। ভেবে দেখুন এ রকম ফুসলানি...'

'মানে, হ্যাঁ এরকম ফুসলানি!' মজাগ্লিয়াকভের পেছনে লুকাবার চেষ্টা করে প্রতিধ্বনি করলেন কাউন্ট।

'আফানাসি মাতভেয়িচ!' কেমন একটা অস্বাভাবিক গলায় ডুকরে উঠলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'সত্যিই কি আপনার কানে যাচ্ছে না কী রকম লাঞ্ছনা করা হচ্ছে আমাদের, অপমান করা হচ্ছে? দায়দায়িত্ব কি আপনার সব গেছে? পরিবারের কর্তা হন আপনি, নাকি কেবল একটা বিদঘুটে কাঠের গুঁড়ি? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অমন চোখ পিটপিট করছেন যে? অন্য কোনো স্বামী হলে তার পরিবারের এমন অপমান বহু আগেই ধুয়ে দিত রক্তারক্তি করে!..'

'গিন্নি!' তাঁরও তাহলে গুরুত্ব আছে এই বোধে সগর্বে সাড়ম্বরে শুরু করলেন আফানাসি মাতভেয়িচ, 'গিন্নী! মানে তুমিই এ সব স্বপ্নে দেখো নি তো, সত্যিই হয়ত এ সব স্বপ্ন, তারপর জেগে উঠে সব গুলিয়ে ফেলেছ তোমার নিজের যা ধরণ...'

কিন্তু চমৎকার সিদ্ধান্তটা শেষ করা আফানাসি মাতভেয়িচের ভাগ্যে ছিল না। অভ্যাগতেরা এ পর্যন্ত সংযম রক্ষা করে বসেছিলেন, একান্ত সৌজন্যের

ভাব বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু এবার একটা অসংযত উচ্চ হাসি ঘরময় ফেটে পড়ল। সবকিছু শিষ্টতা ভুলে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ছুটে গেলেন স্বামীর দিকে, তক্ষুণি তাঁর চোখদুটোকে উপড়ে নেওয়াই তাঁর লক্ষ্য ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু জোর করে তাঁকে আটকে রাখা হল। নাতালিয়া দ্মিত্রিয়েভনা এই সুযোগে আর এক বিন্দু বিষ ঢাললেন।

'মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, সত্যিই বোধ হয় তাই, খামোকা তাই নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হচ্ছেন,' বললেন অতি মিষ্টি সুর টেনে।

'কী সত্যি?' সঠিক বুঝতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

'এ রকম তো মাঝে মাঝে হয় মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা...'

'কী হয়? ক্ষেপাতে চান আমায় নাকি? যা বলতে চান খোলসা করে বলুন!'

'সত্যিই বোধ হয় আপনি এসব স্বপ্নে দেখেছিলেন।'

'স্বপ্ন? আমি স্বপ্ন দেখলুম? আর আপনি সে কথা আমার মুখের ওপর বলছেন?'

'শেষ পর্যন্ত, সত্যিই তাই হবে হয়ত!' বললেন ফেলিসাতা মিখাইলভনা।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বোধ হয় সত্যিই তাই,' এবার বিড়বিড় করার পালা কাউণ্টের।

'উনি — উনিও তাই বলছেন! হায় ভগবান!' হতাশায় দু-হাত ছড়িয়ে দিয়ে বললেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

'এতে এত হতাশ হচ্ছেন কেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা? স্বপ্ন সে তো ভগবানের ইচ্ছে। ভগবানের ইচ্ছে হলে তার সঙ্গে যুঝে তো লাভ নেই। এতে রাগ করার কী আছে!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ রাগ করার কী আছে,' প্রতিধ্বনি করলেন কাউণ্ট।

'ভাবছেন আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে?' বললেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা। রাগের দমকে কথাগুলো কোনো রকমে বেরুল মাত্র। সত্যিই সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। একটা চেয়ার দেখে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা মূর্ছায় ঢলে পড়লেন। ভয়ানক সোরগোল শুরু হল।

'মুখ রক্ষার জন্যে মূর্ছা গেছেন,' আন্না নিকোলায়েভনার কানে কানে বললেন নাতালিয়া দ্মিত্রিয়েভনা।

ঠিক সেই সময়, লোকের বিস্ময় আর পরিস্থিতির তীব্রতা যখন শীর্ষবিন্দুতে উঠেছে, তখন যে একটিমাত্র লোক এতে এ পর্যন্ত কোনো অংশ নেয় নি সে হঠাৎ এগিয়ে এল সামনে — এবং দৃশ্যটার সমস্ত চেহারাই বদলে গেল...

১৪

জিনাইদা আফানাসিয়েভনা মোটের ওপর ভারি রোমান্টিক স্বভাবের। সেটা মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা যা ঘোষণা করেছিলেন সেই রকম 'ওর মাস্টারটার সঙ্গে' ঘন ঘন 'ঐ আহাম্মক' শেকস্পিয়রের রচনা পড়ার ফল কি না তা আমি বলতে পারি না, কিন্তু যে মুহূর্তটার কথা এখন বলব সেই মুহূর্তে জিনা যে রকম অস্বাভাবিক রোমান্টিকতার অথবা বলা ভালো, বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল তা তার মোর্দাসভের সারা জীবনেও দেখা যায় নি।

এগিয়ে এল সে, বিবর্ণ মুখ, চোখে একটা স্থির প্রতিজ্ঞা অথচ উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে, রোষে তার সৌন্দর্য হয়ে উঠেছে অপরূপ। চারপাশে একটা সুদীর্ঘ স্পর্ধিত দৃষ্টিপাত করে হঠাৎ-নামা নীরবতার মধ্যে জিনা ফিরল তার মায়ের দিকে। মেয়ের সাড়া পাওয়ামাত্রই মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা মূর্ছা ভেঙে চোখ মেললেন।

জিনা বললে, 'মা, ছলনা করে কী লাভ? মিথ্যে কথা বলে আরো কেন কালি মাখা? সবকিছুই এখন এমন নোংরা হয়ে উঠেছে যে সেটা চাপা দিতে যাবার হীন পণ্ডশ্রমের আর সত্যিই মানে হয় না!'

'জিনা, জিনা! কী হল তোর? কী সব বলছিস ভেবে দেখ,' চেয়ার থেকে লাফিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন সন্ত্রস্ত মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

'বলেছিলুম, মা, আগেই বলেছিলুম যে আমি এ লজ্জা সইব না,' বলে গেল জিনা, 'আরো কত নীচে নামতে হবে, আরো কলঙ্কিত করব নিজেদের? সব দায়িত্ব আমি নেব মা, কেননা আমার দোষই সবচেয়ে বেশি। আমিই এই জঘন্য... চক্রান্ত চলতে দিয়েছি! আপনি মা, আমায় ভালোবাসেন, আমার সুখের জন্যে আপনি নিজের ধরনে, নিজের বুদ্ধিমতো চেষ্টা করেছেন।

আপনার আচরণের খানিকটা মার্জনা আছে কিন্তু আমার — আমার আচরণ ক্ষমার অযোগ্য!'

'জিনা, সবকিছু তুই বলতে চাস নাকি?.. হায় ভগবান! আগেই কেমন মনে হয়েছিল এ ছুঁড়ি আমার বুক না বিঁধিয়ে যাবে না!'

'হ্যাঁ মা, সব বলব! আমার মান গেছে। আপনার মান গেছে... আমাদের সকলের মান গেছে!..'

'তুই বাড়িয়ে বলছিস জিনা! তোর সম্বিত নেই, কী বলছিস জানিস না! আর বলবারই বা কী আছে? তার কোনো মানেই হয় না... আমাদের আবার লজ্জা কী... এই মুহূর্তে প্রমাণ করে দেব আমাদের কোনো লজ্জা নেই...'

'না মা!' রোষকম্পিত কণ্ঠে বলে উঠল জিনা, 'এই যে লোকগুলোর মতামতকে আমি গ্রাহ্য করি না, যারা এসেছে আমাদের বিদ্রূপ করবার জন্যে, তাদের সামনে আমি আর চুপ করে থাকব না! এদের একজনেরও অধিকার নেই আমায় নিন্দে করার। এরা প্রত্যেকেই এই মুহূর্তেই আপনার কি আমার চেয়ে একশগুণ খারাপ কাজ করতে পারে! কী স্পর্ধা তাদের, কী ক্ষমতা তাদের যে আমাদের বিচার করতে আসে?..'

চারদিক থেকে গুঞ্জন উঠল, 'মরি, মরি! শুনুন একবার! এসব কী কথা! অপমান করা হচ্ছে আমাদের!'

'নিজেরই খেয়াল নেই কী বলছেন,' বললেন নাতালিয়া দ্মিত্রিয়েভনা।

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে নাতালিয়া দ্মিত্রিয়েভনা ঠিকই বলেছিলেন। এই সব মহিলাদের বিচার করার যোগ্যতা নেই বলেই যদি জিনা ভাবে, তাহলে অমন একটা ঘোষণা, অমন একটা স্বীকারোক্তি করতে সে এগিয়েই বা এল কেন? জিনাইদা আফানাসিয়েভনা একটু তাড়াহুড়ো করে ফেলেছিল। মোর্দাসভের সেরা সেরা মাথা থেকে পরে এই সিদ্ধান্তই আসে। সবই ঠিক করে ফেলা যেত! সবই মানিয়ে নেওয়া যেত! মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা অবিশ্যি তাড়াহুড়ো করে ঔদ্ধত্য দেখিয়ে নিজেরই ক্ষতি করেছিলেন। উচিত ছিল অথর্ব বুড়োটার কথায় হেসে তাঁকে বাড়ি থেকে বার করে দেওয়া! কিন্তু জিনা যেন ইচ্ছে করেই সমস্ত কাণ্ডজ্ঞান ও মোর্দাসভী বিচক্ষণতা বিসর্জন দিয়ে কাউণ্টের দিকে ফিরল।

'কাউন্ট,' বৃদ্ধের দিকে চেয়ে সে বললে। সেই মুহূর্তে বৃদ্ধ এতই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে সত্যি সত্যিই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'আমায় ক্ষমা করুন কাউন্ট, আমাদের ক্ষমা করুন! আমরা আপনাকে ফাঁদে ফেলেছিলুম, আপনাকে ভুলিয়েছিলুম...'

'চুপ করবি নাকি লক্ষ্মীছাড়ি!' ফুঁসে উঠলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

'মাদাম, মাদাম! Ma charmante enfant...' অস্ফুট গুঞ্জন করলেন বিস্মিত কাউন্ট।

কিন্তু অহংকৃত, আবেগপ্রবণ ও অত্যধিক রোমান্টিক একটা মেজাজে জিনা বাস্তব বোধের সবকিছু শিষ্টতা ভাসিয়ে দিলে। এমনকি মায়ের কথাও সে ভুলে গেল, জিনার স্বীকারোক্তিতে যিনি যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন।

'হ্যাঁ, কাউন্ট, আমরা দুজনেই আপনাকে ছলনা করেছি: মা করেছেন বিয়ে করার জন্যে আপনাকে বাধ্য করে, আমি করেছি তাতে সায় দিয়ে। আপনাকে মদে চুর করে দেওয়া হয়েছিল। গান গাইতে, ভান করতে আমি রাজী হয়েছিলুম। দুর্বল অসহায় আপনি, পাভেল আলেক্সান্দ্রভিচ যা বলেছেন, সেইভাবেই ঠকানো হয়েছে আপনাকে, ঠকানো হয়েছে আপনার টাকাকড়ি, আপনার কাউন্ট পদমর্যাদার জন্যে। এ সবই অতি জঘন্য কাজ, তার জন্যে অনুশোচনায় আমি জ্বলছি। কিন্তু আপনার কাছে শপথ করে বলছি কাউন্ট, কোনো নীচ উদ্দেশ্য নিয়ে এ নীচতা আমি করি নি। আমি চেয়েছিলুম — কিন্তু সে কথা যাক! এ রকম ব্যাপারে আত্মসমর্থন করতে যাওয়া আরো নীচ কাজ! কিন্তু আপনাকে সত্যি করে বলছি কাউন্ট, আপনার কাছ থেকে যদি আমি কিছু নিতুম তাহলে তার প্রতিদানে আমি নিজেকে আপনার খেলনা করে তুলতুম — আপনার দাসী, আপনার বাইজী, আপনার বাঁদী — এই প্রতিজ্ঞাই আমি করেছিলুম এবং সে প্রতিজ্ঞা আমি রাখতুম!..'

গলার মধ্যে একটা প্রবল আক্ষেপে তার কণ্ঠরোধ হয়ে গেল। অভ্যাগতেরা সকলে শুনছিল স্তম্ভিত হয়ে, বিস্ফারিত চোখে। জিনার অপ্রত্যাশিত এবং একান্ত দুর্বোধ্য আচরণে একেবারে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল তারা। একলা কেবল কাউন্টই কেঁদে ফেললেন, যদিও জিনার কথা তিনি বুঝেছিলেন মাত্র অর্ধেকটা।

'তা আপনার যখন এত ইচ্ছে তখন আপনাকে আমি বিয়েই করব, ma belle enfant,' গুঞ্জন করলেন কাউন্ট, 'আমার পক্ষে সেটা পরম সম্মানের! কিন্তু আমি বলছি এ সব সত্যিই স্বপ্ন... স্বপ্নে তো লোকে কত কীই দেখে। তা নিয়ে অত বিচলিত হবার কী আছে? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, mon ami,' বললেন মজগ্লিয়াকভের দিকে চেয়ে, 'তুমি অন্তত আমায় একটু বুঝিয়ে বলো তো বাপু...'

'আর আপনি পাভেল আলেক্সান্দ্রভিচ,' মজগ্লিয়াকভের দিকে চেয়ে জিনা বললে, 'আপনি, যাকে আমি এক সময় আমার ভাবী স্বামী বলে গণ্য করব বলে মন ঠিক করেছিলাম, আপনি, যে কিনা এমন নিষ্ঠুরভাবে প্রতিশোধ নিলেন, — আমায় জ্বালাবার জন্যে, লাঞ্ছনা করার জন্যে সেই আপনি কী বলে এই সব লোকের সঙ্গে যোগ দিলেন? অথচ আপনি বলেছিলেন আমায় নাকি ভালোবাসেন! কিন্তু না, আপনাকে নীতি উপদেশ দেওয়া আমার সাজে না। আমার দোষ আপনার চেয়ে বেশি। আপনার মনে আঘাত দিয়েছি আমি, কেননা আশ্বাসের লোভানি দিয়েছি, কিন্তু যা বলেছি সে সব কথাই মিথ্যে, সবই প্রতারণা। কখনো আমি আপনাকে ভালোবাসি নি, বিয়ে করব বলে মন যদি ঠিক করে থাকি কখনো সে শুধু কোনো রকমে এখান থেকে পালাব বলে, এই অভিশপ্ত শহর, এই পূতিগন্ধ থেকে নিস্তার পাব বলে... কিন্তু আপনাকেও নিশ্চয় করে বলি, বিয়ে করলে ভালো পতিব্রতা স্ত্রী হয়েই থাকতুম... নিষ্ঠুরভাবে আপনি আমার ওপর প্রতিশোধ নিয়েছেন, তাতে যদি আপনার অহঙ্কার তৃপ্তি পায়...'

'জিনাইদা আফানাসিয়েভনা!' চেঁচিয়ে উঠল মজগ্লিয়াকভ।

'আমার প্রতি ঘৃণা আপনার যদি এখনো না মিটে থাকে...

'জিনাইদা আফানাসিয়েভনা!!'.

'যদি কখনো,' সাশ্রুনয়নে বলে চলল জিনা, 'যদি কখনো আমায় আপনি ভালোবেসে থাকেন...'

'জিনাইদা আফানাসিয়েভনা!!!'

'জিনা! জিনা! ওরে মেয়ে আমার!' কাঁকিয়ে উঠলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

'আমি একটা হারামজাদা, জিনাইদা আফানাসিয়েভনা, নিতান্ত হারামজাদা!' চেঁচিয়ে উঠল মজগ্লিয়াকভ। তুমুল উত্তেজনা দেখা দিল

চারিদিকে। বিস্ময়ের আর ধিক্কারের ধ্বনি উঠল, কিন্তু মজ্‌গ্রিয়াকভ দাঁড়িয়ে রইল স্থাণুর মতো, মন তার শূন্য, কণ্ঠ নির্বাক...

দুর্বল অগভীর প্রকৃতি যাদের, অনবরত অন্যের কাছে নত হয়ে চলা যাদের অভ্যাস তারা কখনো বাঁধন ছিঁড়ে প্রতিবাদ তুললে, অর্থাৎ দৃঢ়তা ও অটলতার প্রমাণ দিলেও অচিরেই একটা সীমায় পৌঁছয়, তাদের দৃঢ়তা ও অটলতার সেইটুকুই গণ্ডি। প্রথম দিকে এদের প্রতিবাদ হয় অত্যন্ত জোরালো। চোখ বুজে বাধাবিঘ্নের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা, সাধ্যাতিরিক্ত একটা বোঝা কাঁধে তুলে নেয়। কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত পৌঁছবার পরেই এই ধরনের আত্মহারা লোকেরা যেন নিজেদের ক্রোধাবেগেই নিজেরা ভয় পেয়ে বিমূঢ় হয়ে থমকে দাঁড়ায়, ভয়ঙ্কর একটা প্রশ্ন জাগে মনে, 'কী করলুম!' আর ঠিক পরমুহূর্তেই নেতিয়ে পড়ে তারা, নাকি কান্না শুরু করে, কৈফিয়ৎ চায়, নতজানু হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করে, মিনতি করে সবকিছুই যেন ঠিক আগের মতোই হয়ে ওঠে, এবং সেটা তাড়াতাড়ি, অতি তাড়াতাড়ি!.. মজ্‌গ্রিয়াকভের বেলাতেও এখন ঠিক তাই হল। ক্ষেপে উঠে সে যে সর্বনাশ ঘটিয়েছে তার জন্যে নিজেকে ছাড়া আর কাউকে সে এখন দোষ দিতে পারল না; যে ঝাল সে ঝেড়েছে, যে অহঙ্কার সে মিটিয়েছে তার জন্যে সে এখন নিজেকে ঘেন্না করতে প্রস্তুত; এই প্রাথমিক ক্ষিপ্ততার পর জিনার অপ্রত্যাশিত স্বীকারোক্তি শুনে অনুশোচনায় মরে গিয়ে সে থমকে দাঁড়াল। জিনার শেষ কথাগুলোয় একেবারে চূর্ণ হয়ে গেল সে। এক প্রান্ত থেকে আর এক চরম প্রান্তে ধেয়ে যাওয়া এখন এক মুহূর্তের ব্যাপার।

'আমি একটা গাধা, জিনাইদা আফানাসিয়েভনা!' প্রবল অনুতাপের দমকে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'না, গাধা আর কতটুকু, সেটা কিছুই না, আমি গাধার চেয়েও অপরিসীম খারাপ! কিন্তু আমি আপনাকে দেখাব জিনাইদা আফানাসিয়েভনা, দেখাব যে গাধাও মহৎ হতে পারে!.. খুড়ো! আমি আপনাকে ঠকিয়েছি! আমিই আপনাকে ভুল বুঝিয়েছি! আপনি ঘুমোন নি। আপনি পাণিপ্রার্থনা করেছিলেন সেটা জলজ্যান্ত সত্যি, কিন্তু আমি, আমি একটা হারামজাদা, নিজে প্রত্যাখ্যাত হয়েছি সেই হিংসেয় আপনাকে বুঝিয়েছিলুম যে ব্যাপারটা সবই স্বপ্ন।'

'ভারি অদ্ভুত সব ব্যাপার বেরুচ্ছে দেখছি,' আন্না নিকোলায়েভনার কানে কানে বললেন নাতালিয়া দ্মিত্রিয়েভনা।

'একটু সামলে ভায়া,' কাউণ্ট বললেন, 'তোমার চেঁচামেচিতে আমি সত্যিই বেশ ঘাব-ড়ে গিয়ে-ছি-লুম। তোমায় নিশ্চয় করে বলতে পারি, তোমার বাপু ভুল হ-য়ে-ছে... দরকার হ-লে আমি বিয়ে করতে রাজী, কিন্তু তুমিই তো বলেছিলে এ সব স্বপ্ন...'

'আহ্, কী করে আপনাকে বোঝাই বলুন! ওঁকে কী করে এখন বোঝাই কেউ বলুন আমায়। খুড়ো, শুনছেন খুড়ো! ভারি গুরুতর কথা এটা, পরিবারের মান সম্মানের ব্যাপার! ভেবে দেখুন! খুড়ো, চিন্তা করে দেখুন!'

'ভালো কথা ভায়া, ভেবে দেখ-ছি। দাঁড়াও, দাঁড়াও, ঠিক কী কী ঘটে-ছিল মনে করা যাক। প্রথমে আমার কোচোয়ান ফি-য়ো-ফিল-কে স্বপ্নে দেখলুম...'

'আহ্, ফিয়োফিলের কথা এখন থাক খুড়ো!'

'হ্যাঁ, তা বটে, ফিয়োফিলের কথা এখন থাক! তারপর দেখলুম নে-পোলি-য়ন-কে। তারপর যেন চা খেলুম, একজন মহিলা এলেন এবং তিনি সব চিনি খেয়ে ফেল-লেন...'

'কিন্তু খুড়ো, কী বলছেন,' কাতর কণ্ঠে মতিচ্ছন্নের মতো বলে উঠল মজগ্লিয়াকভ, 'নাতালিয়া দ্মিত্রিয়েভনার সে গল্প তো মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাই আপনার কাছে করেছিলেন! আমি নিজেই সেখানে ছিলুম। আমি সব শুনেছি! লুকিয়ে একটা ফোকর থেকে উঁকি দিয়ে সব দেখছিলুম...'

'সে কী মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা!' নাতালিয়া দ্মিত্রিয়েভনা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আপনি তাহলে ইতিমধ্যে কাউণ্টের কাছেও গল্প করেছেন যে আমি আপনার ভাঁড় থেকে চিনি চুরি করেছি! আপনার বাড়ি তাহলে আমি চিনি চুরি করতেই আসি?'

মরীয়া হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'যান তো! যান বাপু আমার চোখের সামনে থেকে!'

'সেটি হচ্ছে না, মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা! ভারি আস্পর্ধা তো! আমি তাহলে আপনার চিনি চুরি করেছিলুম কেমন? অনেক দিন থেকেই শুনছি আপনি আমার নামে যা-তা বলে বেড়াচ্ছেন। সোফিয়া পেত্রোভনা আমায় সব বলেছেন — আমি তাহলে আপনার চিনি চুরি করি, বটে?'

'Mesdames,' বলে উঠলেন কাউণ্ট, 'এ তো শুধু স্বপ্ন! স্বপ্নে মানুষ কী না দেখে!..'

'হতচ্ছাড়ী মুটকী!' ফুঁসতে ফুঁসতে বললেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা

'মুটকী আমি, বটে?' কাংস্যকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন নাতালিয়া দ্‌মিত্রিয়েভনা, 'আর আপনি নিজেটা কী? অনেক দিন থেকেই জানি, আপনি আমায় মুটকী বলেন! আমার তবু তো একটা স্বামীর মতোই স্বামী আছে, আপনার স্বামী বলতে তো ঐ এক আহাম্মুক...'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মুটকীও ছিল বটে!' মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার সঙ্গে তাঁর কিছুক্ষণ আগের আলাপটা মনে পড়ে অজ্ঞাতসারে বিড়বিড় করে উঠলেন কাউণ্ট।

'কী! এক অভিজাত মহিলাকে আপনিও গাল দিতে শুরু করেছেন কাউণ্ট? উঁচু কুলের মহিলাকে আপনি গাল দেন কোন স্পর্ধায়? আমি যদি মুটকী হয়ে থাকি তাহলে আপনি হলেন এক-ঠেঙে নুলো!'

'আমি একঠেঙে?..'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, একঠেঙে তো বটেই, তার ওপর দাঁতও নেই বুঝেছেন!'

'তার ওপর এক চোখ কানা!' চেঁচিয়ে উঠলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

'পাঁজরাও নেই, থাকেন তো কর্সেট এঁটে!' যোগ দিলেন নাতালিয়া দ্‌মিত্রিয়েভনা।

'মুখখানা তো কিলিপ আঁটা!'

'নিজের বলতে চুলও নেই!..'

'বুড়ো হাবড়ার মোচদাড়িও সব নকল!' যোগ দিলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

'অন্তত আমার নাকটাকে রেহাই দিন মারিয়া স্তেপানভনা,' এমন অপ্রত্যাশিত উদ্‌ঘাটনে হতচকিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন কাউণ্ট, 'নাকটা সত্যিই আসল! ভায়া, তুমিই তাহলে বেইমানিটা করলে! এঁদের বলে দিয়েছ আমার চুলগুলো পর চুলা...'

'কী বলছেন খুড়ো!'

'না ভায়া, আমি আর এখানে থাকতে পারি না। আমায় সরিয়ে নিয়ে যাও কোথাও ... quelle societé!* কোথায় এনে ফেলেছ আমায়, ভগ বান!'

'বুড়ো হাবড়া, হারামজাদা!' চেঁচালেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

'হায় ভগবান,' বললেন হতভাগ্য কাউন্ট, 'কী জন্যে এখানে এসে-ছিলুম মনে পড়-ছে না, কিন্তু দু-এক মিনিটের মধ্যেই মনে পড়বে নিশ্চয়। কিন্তু আমায় সরিয়ে নি-য়ে চলো ভায়া, নিয়ে চলো, নইলে ওরা আমায় ছিঁ-ড়ে খা-বে! তাছাড়া... একটা নতুন চিন্তা এ-সে-ছে মাথায়, সেটা লিখে ফেলতেই হবে...'

'আসুন খুড়ো আমার সঙ্গে, এখনো বেশি রাত হয় নি। আপনাকে এক্ষুণি একটা হোটেলে নিয়ে গিয়ে তুলব, আমিও উঠে যাব সেখানে...'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হোটেলেই চলো। Adieu, ma charmante enfant — আপনি, একমাত্র আপনিই কেবল খাঁটি লোক! উঁচু মন আপনার! চলো, চলো ভায়া, ও ভগবান!'

কাউন্ট চলে যাবার পর অপ্রীতিকর দৃশ্যটার কী পরিণতি হল তা কিন্তু আমি বর্ণনা করব না। চেঁচামেচি গালাগালি করতে করতে অভ্যাগতেরা চলে গেলেন। মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা রইলেন একা তাঁর ভূতপূর্ব গৌরবের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে। হায়, ক্ষমতা গৌরব খ্যাতি — সব নিঃশেষ হয়ে গেল শুধু একটিমাত্র সন্ধ্যায়! টের পেলেন, আগের সে উচ্চাসন তাঁর আর ফেরার নয়। গোটা সমাজের ওপর যে নিরঙ্কুশ প্রতিপত্তি তিনি সুদীর্ঘকাল চালিয়েছেন তা চিরকালের মতো ভেঙে পড়েছে। কী করার আছে তাঁর? শুধু দর্শন চিন্তা। কিন্তু দর্শন চিন্তায় তিনি গেলেন না। সারা রাত তিনি কেবল ফুঁসলেন। জিনার মান গেছে, লোক নিন্দার শেষ থাকবে না! কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার!

সত্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিক হিসাবে বলতে আমি বাধ্য যে পরিণামে আফানাসি মাতভেয়িচেরই ভোগান্তি হয়েছিল সবচেয়ে বেশি; কোনো রকমে একটা চোর-কুঠরিতে আশ্রয় নিয়ে সারা রাত তিনি শীতে কেঁপেছিলেন। অবশেষে সকাল এল কিন্তু সান্ত্বনা এল না। বিপদ কখনো একা আসে না...

---

* সোসাইটি বটে! (ফরাসী) — সম্পাঃ

১৫

কারো ওপর দুর্ভাগ্য নামলে আঘাতের শেষ থাকে না। বহুকাল থেকেই সেটা দেখা গেছে। আগের দিনের লজ্জা অপমানটাতেই মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার সব শেষ হল না! না! আরো বড়ো, আরো সাংঘাতিক কিছু তাঁর জন্যে সাজিয়ে রেখেছিল নিয়তি।

সকাল দশটা বাজার আগেই ভারি অদ্ভুত এবং প্রায় অবিশ্বাস্য একটা গুজব ছড়িয়ে গেল শহরে, সকলেই তা গ্রহণ করলে অতি হিংসুক আনন্দে, প্রতিবেশীর একটা জবর কলঙ্কের কথা আমরা যেভাবে গ্রহণ করি। 'লাজ লজ্জার মাথা খেয়ে বসেছে, কী ধিঙ্গীপনা!' ধ্বনি উঠল চারিদিক থেকে, 'কোথায় নেমেছে দ্যাখো, ইজ্জত খুইয়ে কী না করল!' ইত্যাদি। ঘটনাটা ঘটেছিল এই। একেবারে সাত সকালে, ছটার ঠিক পরেই বিবর্ণা করুণ দর্শনা এক বৃদ্ধা সাশ্রুনয়নে গিয়ে হাজির হয় মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার বাড়িতে এবং ঝিকে অনুরোধ করে তক্ষুণি যেন সে দিদিমণিকে ডেকে দেয়, যেন আর কাউকে নয় শুধু দিদিমণিকেই এবং চুপি চুপি, যাতে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা টের না পান। বিবর্ণ মুখে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জিনা তক্ষুণি ছুটে আসে। বৃদ্ধা তার পা জড়িয়ে ধরে, চুমায় আর চোখের জলে পা ভাসিয়ে দিয়ে মিনতি করে, জিনা যেন সেই মুহূর্তে তার সঙ্গে দেখতে যায় তার পীড়িত ভাসিয়াকে, সারা রাত অবস্থা তার ভারি খারাপ গেছে, ভারি খারাপ, হয়ত দিনটা পেরবে না। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বৃদ্ধা জানায় যে ভাসিয়া নিজেই বলেছে, পবিত্র দেবদূতদের নামে, তাদের মধ্যে যাকিছু ঘটেছে তার নামে, জিনা যেন আসে, তার অন্তিম মুহূর্তে তাকে বিদায় জানিয়ে যায়, বলেছে জিনা যদি না আসে তাহলে সে হতাশা নিয়ে মরবে। জিনা সঙ্গে সঙ্গেই যাবার জন্যে মন ঠিক করে ফেলে, যদিও এ অনুরোধ রক্ষা করতে গেলে তার সেই ফাঁস-হওয়া চিঠিটা, তার কলঙ্কী আচরণ ইত্যাদি সম্পর্কে আগেকার সবকিছু কুৎসাই অনিবার্যরূপেই সমর্থিত হবে। মাকে কোনো কথা না বলে সে গায়ে একটা পোষাক চাপিয়ে একেবারে সারা শহর পাড়ি দিয়ে বৃদ্ধার সঙ্গে হে'টে যায় মোর্দাসভের অতি গরিব মহল্লার এক সুদূর গলিতে। জীর্ণ বাঁকাচোরা একটা বাড়ি সেখানে, জানলা বলতে শুধু কয়েকটা ফোকর, চারপাশে বরফের স্তূপ।

এই বস্তিবাড়ির মধ্যে নিচু ছাতওয়ালা ছোট্ট কদর্য একটা ঘর, তার অর্ধেকটা জায়গাই ভরে গেছে একটা মস্ত চুল্লিতে। সেখানে বার্ণিশহীন তক্তার একটা বিছানা, তোশকটা সরু চাকলির মতো পাতলা। তার ওপর ঝুলি ঝুলি ছেঁড়া একটা ওভারকোট গায়ের ওপর চাপা দিয়ে শুয়ে আছে একটি যুবক। মুখ তার বিবর্ণ, ধ্বস-খাওয়া, চোখ জ্বলছে রোগের আগুনে, হাতগুলো কাঠির মতো সরু সরু, শুকনো। ঘড়্ঘড়্ করে কষ্টে নিঃশ্বাস পড়ছে তার। বোঝা যায় একদা দেখতে সে ভালোই ছিল। কিন্তু তার সুকুমার মুখের শ্রী বিকৃত হয়ে গেছে রোগে, ক্ষয়রোগীদের কিংবা বরং বলা উচিত মুমূর্ষুদের মুখের মতো সে মুখ দেখে এখন শুধু ভয় আর করুণা জাগে. পুরো একটি বছর ধরে শেষ মুহূর্তে পর্যন্ত বুড়ি মা তার ভাসিয়ার আরোগ্য আশা করে এসে অবশেষে বুঝেছে, বাঁচবে না। শোকে ভেঙে পড়ে দু-হাত জড়ো করে সে দাঁড়িয়ে রইল তার বিছানার পাশে, অশ্রুহীন বড়ো বড়ো চোখ মেলে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল; জানে তবু বিশ্বাস হচ্ছে না যে কয়েকদিনের মধ্যেই তার আদরের ভাসিয়া গিয়ে শোবে শীতে জমা মাটির নিচে, তুষার স্তূপের তলে, গরিবদের সমাধিক্ষেত্রটায়। সেই মুহূর্তে কিন্তু ভাসিয়া মায়ের দিকে চাইছিল না। ক্ষীণ, যন্ত্রণাজর্জর গোটা মুখখানা তার আনন্দে জ্বলজ্বল করে উঠল। শেষ পর্যন্ত আজ তারই দেখা সে পেল, নিদ্রায় অথবা জাগরণে, অসুখের দীর্ঘ দুরন্ত রাত্রিগুলোয়, দেড় বছর ধরে যার স্বপ্ন সে দেখছে। টের পেল সে, জিনা তাকে ক্ষমা করেছে, তাই শেষ মুহূর্তে এসে দাঁড়িয়েছে দেবদূতের মতো। জিনা তার হাতে চাপ দিল, কাঁদল, হাসল, ফের তার অপরূপ চোখ মেলে ধরল ভাসিয়ার দিকে, আর যা ফেরার নয়, নতুন করে সে অতীত জেগে উঠল মৃত্যুপথযাত্রীর হৃদয়ে। বুকে তার আর একবার প্রদীপ্ত হয়ে উঠল জীবন—যেন ছেড়ে যাবার আগে মানুষকে বুঝে যেতে হবে সে ছেড়ে যাওয়া কত কঠিন।

'জিনা,' ভাসিয়া বললে, 'জিনা আমার! আমার জন্যে কেঁদো না, দুঃখ কোরো না, শোক কোরো না, আমায় মনে করিয়ে দিয়ো না যে আমি মরতে বসেছি। তোমার দিকে যেমন চেয়ে আছি তেমনি করেই চেয়ে দেখব আমি. অনুভব করব, আমাদের হৃদয় ফের একত্র হয়েছে, আমায় তুমি ক্ষমা করেছ। আগের মতো ফের তোমার হাতে আমি চুমু দেব। আর হয়ত মরছি তা খেয়াল না করেই এক সময় মরে যাব। তুমি রোগা হয়ে গেছ জিনা! দেবী আমার, কী

নরম করে তুমি চাইছ আমার দিকে! মনে পড়ে, কী রকম করে তুমি হাসতে? মনে পড়ে... ও জিনা, ক্ষমা করো তা বলব না, যা ঘটে গেছে তা মনে করতে চাই না, কেননা জিনা আমার, তুমি আমায় ক্ষমা করলেও আমি যে নিজেকে ক্ষমা করতে পারি না। রাত আর কাটত না জিনা, না-ঘুমানো সাঙ্ঘাতিক সব রাত - আর সেই সব রাতে এইখানে এই বিছানায় আমি শুয়ে শুয়ে ভেবেছি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কত কথা ভেবেছি, বহুদিন আগেই ঠিক করেছি, আমার পক্ষে মরাই ভালো, অনেক ভালো! বেঁচে থাকার যোগ্য আমি নই জিনা, প্রিয়তমা!'

জিনা কাঁদলে, নীরবে চাপ দিলে ওর হাতে, যেন বোঝাতে চাইল, কথা কোয়ো না।

'কান্না কেন, দেবী আমার?' বলে চলল রুগ্ন মানুষটা, 'আমি মরছি বলে, শুধু সেই জন্যে? কিন্তু আর সবই তো বহু আগেই মরেছে, বহু আগেই সমাধি হয়েছে তাদের! তুমি আমার চেয়ে মেধাবী জিনা, মন তোমার অনেক নিষ্পাপ, তাই অনেক আগেই তুমি বুঝেছ, আমি ভালো লোক নই। এর পরেও কি আমায় আর ভালোবাসতে পার তুমি! একটা বাজে খারাপ লোক বলে তুমি আমায় চিনেছ ভাবতে কী কষ্টই না হত! অথচ কতই না আত্মসম্ভ্রম ছিল আমার, হয়ত বা মহত্ত্বও... কে জানে। জিনা আমার, আমার গোটা জীবনটাই একটা স্বপ্ন। কেবলি আমি স্বপ্ন দেখেছি, বাঁচি নি। নিজের গর্বে নিজে মেতেছিলুম, জনতাকে ঘেন্না করেছি অথচ লোকের চেয়ে কিসে আমি বড়ো, কেন এ গর্ব কে জানে। হৃদয় আমার পবিত্র বলে, অনুভূতি আমার মহৎ বলে? কিন্তু সে তো কেবল কল্পনায় জিনা, যখন আমরা দুজনে মিলে শেকস্‌পিয়র পড়তাম। কিন্তু বাস্তব জীবনের প্রশ্ন যখন এল তখন প্রমাণ দিলুম, আমার সে পবিত্রতা আর মহত্ত্বের মূল্য কতটুকু...'

'থাক,' জিনা বলল, 'থাক!.. ব্যাপারটা সত্যিই তো ও রকম নয়... খামোকা নিজেকে কষ্ট দিচ্ছ!'

'কেন বলতে দিচ্ছ না জিনা? জানি তুমি আমায় ক্ষমা করেছ, হয়ত অনেক আগেই ক্ষমা করেছ। কিন্তু তাহলেও আমাকে বিচার করে দেখেছ, বুঝেছ আমি লোকটা কেমন। সেইটেই আমায় বিঁধছে। আমি তোমার ভালোবাসার যোগ্য নই জিনা! বাস্তব জীবনে তুমি ছিলে সৎ, মহৎ: তুমি তোমার মার কাছে গিয়ে বলেছিলে, আমাকেই বিয়ে করবে আর কাউকে নয়।

কথা রাখতে তুমি, কারণ তোমার কাছে তো কথায় আর কাজে ভেদ নেই। কিন্তু আমি, আমি কী করলুম! যখন কাজের প্রশ্ন এল — তখন, জানো জিনা, আমায় বিয়ে করে তুমি কী আত্মত্যাগ করতে যাচ্ছ সেটুকুও বুঝি নি। বুঝতে পারি নি যে আমায় বিয়ে করে তুমি হয়ত অনশনে মরবে। খেয়ালই হয় নি! এই কেবল ভেবেছিলুম যে তুমি বিয়ে করছ আমাকে, মস্ত এক কবিকে (ভবিষ্যতের কবি অবিশ্যি), আমাদের বিয়েটা পেছিয়ে দিতে কেন চাইছিলে তার কারণ বোঝার চেষ্টা করি নি। তোমায় আমি কষ্ট দিয়েছি, পীড়ন করেছি, ধিক্কার দিয়েছি, ঘেন্না করেছি, শেষ পর্যন্ত সেই চিঠিটার হুমকি দিয়েছি তোমায়। সেটা দুর্বৃত্তের কাজ বললেও কম বলা হবে। একেবারে জঘন্য একটা কাজ! নিশ্চয় খুব ঘেন্না করেছিলে আমায়! ভালোই হচ্ছে মরছি! ভালোই হয়েছে যে আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয় নি! যে আত্মত্যাগ তুমি করতে যাচ্ছিলে তার মর্ম আমি কখনো বুঝতুম না, আমাদের দারিদ্র্যের জন্যে তোমায় জ্বালাতাম, কষ্ট দিতাম! বছরের পর বছর কাটত — আর বলা যায় না, হয়ত আমার পথ জুড়ে থাকছ বলে তোমায় ঘেন্না করতেই শুরু করতুম। তার চেয়ে ঐ ভালো! কষ্টের কান্নায় এখন মন আমার ধুয়ে গেছে। ও জিনা! শুধু একটুক্ষণ ভালোবাসো আমায়, যেমন বাসতে আগে। শুধু এই শেষ সময়টা — জানি, আমি তোমার প্রেমের যোগ্য নই, তবু... তবু... তবু, দেবী আমার!'

এই গোটা সময়টা ফোঁপাতে ফোঁপাতে জিনা ওকে থামাবার চেষ্টা করেছে কিন্তু ও শোনে নি। সবকিছু বলবার একটা ঝোঁক পেয়ে বসেছিল ওকে। শ্বাসটানা, ভাঙা-ভাঙা, বিদীর্ণ কণ্ঠে বহু কষ্টে ও বলেই চলল।

জিনা বললে, 'আমার সঙ্গে তোমার দেখা যদি কখনো না হত, কখনো যদি আমায় ভালো না বাসতে, তাহলে হয়ত বাঁচতে! কেন, কেন যে আমাদের দেখা হয়েছিল!'

'না গো না, আমার মরণের জন্যে নিজেকে দোষী কোরো না,' বলে চলল রুগ্ন মানুষটা, 'এ সবের দোষ একলা আমার! কত গর্বই না করেছি। রোমান্টিসিজ্‌ম্! আমার আহাম্মুকির পুরো কাহিনীটা তুমি কি শুনেছ জিনা? জানো তো দু-বছর আগে এক কয়েদীর বিচার হচ্ছিল এখানে, লোকটা দুর্বৃত্ত, খুনী। কিন্তু প্রাণদণ্ডের সময় যখন এল, তখন লোকটা

একেবারে চরম কাপুরুষের মতো আচরণ করলে। জানত, রুগ্ন লোককে দণ্ড দেওয়া হয় না। এই ভেবে সে কিছু ভোদকা জোগাড় করে তাতে তামাক ভিজিয়ে খায়। কাশতে কাশতে বহুক্ষণ ধরে প্রচুর রক্ত ওঠে, ফুসফুস জখম হয়। হাসপাতালে পাঠানো হয় তাকে, কয়েক মাস পরে রাজযক্ষ্মায় মারা যায়। আর কী জানো জিনা, সেদিন -- ওই চিঠির ব্যাপারটার পরে আর কি সেই কয়েদীটার কথা আমার মনে হয়েছিল, ভেবেছিলুম আত্মহত্যা করব। কিন্তু ক্ষয়রোগের পথটা বাছলুম কেন বলো তো? কেন গলায় দড়ি দিলুম না? বা জলে ডুবে মরলুম না? অমন ঝটিতি মরণে ভয় পেয়েছিলুম বলে? তেমন একটা ভয় থাকলেও থাকতেও পারে, কিন্তু এ কথা না ভেবে পারি না জিনা, যে এক্ষেত্রেও একটা মধুর রোমাণ্টিক স্বপ্নের লোভ আমি ছাড়তে পারি নি! তখনো না ভেবে পারলুম না — বিছানায় শুয়ে শুয়ে ক্ষয়রোগে যদি মরি, আর তুমিই আমায় ক্ষয়রোগের মুখে ঠেলে দিয়েছ এই ভেবে তুমি বিলাপ করবে, কষ্ট পাবে তাহলে কী ছবির মতোই না হয়! তুমি এসে ক্ষমা চাইবে আমার কাছে, আমার সামনে নতজানু হবে... তোমায় ক্ষমা করে তোমার কোলে আমি মরব... ভারি ছেলেমানুষি জিনা, ভারি বোকামি তাই না?'

'ও সব ভুলে যাও তো!' জিনা বললে, 'ও নিয়ে আর কোনো কথা নয়! যা নয় তাই ভাবছ!.. বরং অন্য কিছু বলি, আমাদের ভালো দিনগুলো, মধুর দিনগুলোর কথা!'

'মন ভার হয়ে আছে জিনা, তাই এ সব বলছি। দেড় বছর তোমায় দেখি নি! ইচ্ছে হচ্ছে আমার হৃদয়খানা পুরো মেলে ধরি তোমার কাছে! যবে থেকে ছাড়াছাড়ি হয়েছে, সেই থেকে মনে হয় না এমন একটা মুহূর্তও গেছে যখন তোমার কথা, আমার সুন্দরী দেবীর কথা ভাবি নি! যদি জানতে জিনা, কী ইচ্ছাই না হত যে এমন কিছু করি, কোনো রকমে এমন একটা যোগ্যতার পরিচয় দিই যাতে আমার সম্পর্কে মত তোমার বদলায়। শেষ পর্যন্তও ভাবি নি আমি মরছি। এ তো আমার প্রথম অসুখ নয়, বহুদিন ধরেই বুক আমার দুর্বল। কী অসম্ভব সব কল্পনাই না করতুম! যেমন স্বপ্ন দেখতুম হঠাৎ এক মস্ত কবি হয়ে যাচ্ছি, 'অতেচেস্তভেন্নিয়ে জাপিস্কি' পত্রিকায় আমার এমন একখান কবিতা প্রকাশিত হল যা একেবারে অভূতপূর্ব। ভাবতুম, আমার সমস্ত আবেগ ঢেলে দেব তাতে, আমার সমস্ত আত্মা; ফলে যেখানেই তুমি

থাকো না, আমি থাকব তোমার সঙ্গে, আমার কবিতা তোমায় অনবরত মনে করাবে আমার কথা। আমার সবচেয়ে প্রিয় স্বপ্ন ছিল একদিন শেষ পর্যন্ত ভেবে-চিন্তে তুমি বলবে, — না, যা ভেবেছিল্ম তেমন খারাপ লোক ও নয়! ছেলেমান্ষি, জিনা, তাই না?'

'না, না ভাসিয়া, না,' জিনা বললে।

ব্কের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে জিনা চুম্ খেল ওর হাতে।

'সব সময় কী রকম ঈর্ষা বোধ করতুম তোমাকে নিয়ে! তুমি বিয়ে করতে যাচ্ছ শ্নলে বোধ হয় আমি মরে যেতুম! তোমার সব খবর আমি জানার চেষ্টা করতুম, নজর রাখতুম তোমার ওপর, গোয়েন্দাগিরি করতুম, — এ'কে পাঠাতুম' (মাকে লক্ষ্য করে মাথা ঘোরালে সে)। 'মর্জাগিয়াকভকে তুমি ভালোবাসো নি, তাই না জিনা? প্রিয়তমা আমার, আমার মরণের পর কখনো কি মনে পড়বে আমার কথা? আমি জানি, মনে পড়বে। কিন্তু কাল বয়ে যাবে, হৃদয় তোমার ঠান্ডা হয়ে আসবে, শীত শ্র্ হবে, তোমার আত্মার শীতকাল — আমায় তখন ভুলে যাবে জিনা!..'

'না, না, কখনো না! বিয়েই আমি কখনো করব না!.. তুমিই আমার প্রথম — আমার চিরকালের...'

'সবই শেষ হয় জিনা, স্মৃতিরও অবসান হয়... আমাদের উদার হৃদয়াবেগেরও মৃত্যু আসে। তার জায়গায় দেখা দেয় য্ক্তি। কেন গ্মরে মরা? জীবন উপভোগ ক'রো জিনা, অনেকদিন বে'চো, স্খী হয়ো। ভালো যদি বাসতেই হয় তাহলে অন্য কাউকে ভালোবেসো, মৃতকে তো আর ভালোবাসা যায় না! তব্ মাঝে মধ্যে হলেও একটু ভেবো আমার কথা! ত্রটির কথা মনে রেখো না, বিচ্যুতিকে ক্ষমা ক'রো। আমাদের ভালোবাসার মধ্যে কিছ্ তো একটা ছিল যা ভালো, তাই না জিনা? হায়রে সোনার দিন, যা ফেরার নয়!.. শোনো জিনা, স্র্যাস্তের গোধ্লি সময়টা আমার ভারি ভালো লাগত। সেই সময়টা মাঝে মাঝে আমার কথা ভেবো! কিন্তু না, না, না! কেন মরে মান্ষ! আহ্, কী ইচ্ছেই না করে ফের আর একবার জীবনটা পাই! সেই সব দিনগ্লোর কথা মনে রেখো, জিনা, মনে রেখো! সে সময়টা ছিল বসন্তকাল, জ্বলজ্বল করত স্র্য, ফুল ফুটত, চারপাশে আমাদের যেন উৎসবের আয়োজন... আর এখন! চেয়ে দ্যাখো একবার!'

বিশীর্ণ হাতে ঝাপসা বরফজমা শার্সির দিকে ইঙ্গিত করলে ও। তারপর জিনার হাতদুটি নিয়ে চোখের ওপর চাপা দিয়ে গুমরে গুমরে ফোঁপাতে লাগল। ফোঁপানির দমকে মনে হল ওর যন্ত্রণাকাতর বুকটা বুঝি ভেঙে যাবে।

সারাদিন কষ্ট পেলে ও, ক্ষোভ করলে, কাঁদলে। যথাসাধ্য সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলে জিনা, কিন্তু তারও কষ্টের সীমা রইল না। জিনা বললে, কখনো সে ওকে ভুলবে না, ওর মতো কাউকে কখনো ভালোবাসবে না। বিশ্বাস করে ভাসিয়া হাসল, চুমু খেল ওর হাতে, কিন্তু অতীতের স্মৃতিতে কেবল যন্ত্রণাই বাড়ল তার। এমনি করে গোটা দিন কাটল। এর মধ্যে সন্ত্রস্তা ম্যারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা বার বার জিনাকে ডাক পাঠালেন, মিনতি করে পাঠালেন ও যেন বাড়ি চলে আসে, দুনিয়ার চোখে তাঁর চরম সর্বনাশ যেন সে না করে। শেষ পর্যন্ত যখন রীতিমতো সন্ধ্যে হয়ে এল, তখন আতঙ্কে আত্মহারা হয়ে উনি নিজেই জিনার কাছে আসেন। পাশের ঘরে মেয়েকে ডেকে এনে তিনি প্রায় পায়ে ধরে মিনতি করলেন, বুক থেকে তাঁর এই সবশেষের সর্বনাশা শেলটা যেন সে তুলে নেয়। বেশ অসুস্থ অবস্থায় উত্তপ্ত কপালে জিনা এল মার কাছে। মা কী বলছেন কিছু না বুঝেও সব কথা শুনে গেল। শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে ম্যারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ফিরে গেলেন, কারণ জিনা সংকল্প নিয়েছিল মুমূর্ষুর বাড়িতেই সে রাতটা কাটাবে। সারা রাত সে ভাসিয়ার শয্যা ছেড়ে গেল না। কিন্তু রোগীর অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে গেল। দিন এল, কিন্তু রোগী টিকবে এমন আশা আর ছিল না। বুড়ি মা পাগলের মতো ঘোরাঘুরি করতে লাগল, মাথায় তার যেন কিছুই ঢুকছিল না, ছেলেকে যে ওষুধ দেবার চেষ্টা করছিল ছেলে তা খেতে চাইছিল না। মৃত্যুযন্ত্রণা অনেকক্ষণ ধরে চলল। কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ভাসিয়ার, বুকের মধ্যে থেকে ঠেলে উঠছিল কেবল অসংলগ্ন ঘড়ঘড়ে এক একটা শব্দ। শেষ মুহূর্তে পর্যন্ত সে জিনার দিকে চেয়ে চেয়ে ওর চোখ খুঁজছিল। তারপরে দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে এলে ক্ষীণ আঙুলে হাতড়ে হাতড়ে চাইছিল ওর হাতটুকু চেপে ধরতে। শীতের ছোটো দিন দ্রুত ফুরিয়ে চলেছে। অবশেষে যখন সূর্যাস্তের শেষ ক্ষীয়মাণ রশ্মিতে ঘরের একমাত্র বরফজমা জানলাটা রঙীন হয়ে উঠল তখন রোগীর পীড়িত দেহ থেকে প্রাণ ছেড়ে গেল। আদরের ভাসিয়ার নিষ্প্রাণ শবদেহ

দেখে বুড়ি মা দুই হাত ছড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল, তারপর লুটিয়ে পড়ল মৃতের বুকের ওপর।

'তুই, তুই পিশাচী, তুইই ওর সর্বনাশ করলি!' মরীয়ার মতো জিনার দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে উঠল মা, 'সর্বনাশী তুই, তুই ডাইনী!'

কিন্তু জিনার কানে কিছু যাচ্ছিল না। পাগলের মতো সে দাঁড়িয়ে রইল মৃতের পাশে। নিচু হয়ে ক্রসের চিহ্ন দিলে, চুমু খেলে, তারপর যন্ত্রচালিতের মতো বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। চোখ তার জ্বালা করছিল, মাথা ঘুরছিল। যন্ত্রণার অনুভূতি আর প্রায় নিদ্রাহীন দুই রাতের পর বোধশক্তি তার তখন প্রায় লুপ্ত। শুধু আবছা যেন বা টের পাচ্ছিল, হৃদয় থেকে তার সমস্ত অতীত ছিন্ন হয়ে গেছে, ক্রূর বিষণ্ণ একটা নতুন জীবন তার সামনে। কিন্তু দশ পা-ও সে যায় নি এমন সময় যেন শূন্য থেকে মর্জাগ্রিয়াকভ এসে তার পথ রোধ করে দাঁড়াল। বোধ হয় ওর জন্যেই সে অপেক্ষা করেছিল এইখানে।

'জিনাইদা আফানাসিয়েভনা,' তখনো বেশ আলো আছে চারিদিকে, তাই চকিত দৃষ্টিপাত করে সে ভীরু ভীরু ফিসফিসে গলায় বললে, 'জিনাইদা আফানাসিয়েভনা, আমি অবিশ্যি একটা গাধা! তবে বলতে কি, হয়ত এখন আর গাধা নই, কেননা জানেন তো, যতই হোক উদারতার পরিচয় দিয়েছি। তবু গাধার মতো কাজ করেছিলুম বলে অনুতাপ হচ্ছে... কিন্তু, মনে হচ্ছে কেন' এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে সব, জিনাইদা আফানাসিয়েভনা, কিন্তু মাপ করবেন, মানে নানা কারণ আছে...'

জিনা তাকালে কিন্তু যেন দেখতে পেলে না ওকে, হে'টেই চলল নীরবে। পাটাতনের পেভমেন্টের ওপর দিয়ে পাশাপাশি দুজনের যাবার মতো জায়গা ছিল না। অথচ জিনা পথ ছাড়ছিল না, তাই পাভেল আলেক্সান্দ্রভিচ লাফ দিয়ে নিচের রাস্তায় নেমে ওর পাশে পাশেই ছুটতে লাগল আর বারবার চাইতে লাগল ওর মুখের দিকে।

'জিনাইদা আফানাসিয়েভনা,' বলে চলল সে, 'ভেবে দেখছিলুম আমি; আপনি যদি চান তাহলে আমার প্রস্তাব আমি ফের উপস্থিত করতে রাজী। সবকিছু ভুলে যেতেও আমি প্রস্তুত, জিনাইদা আফানাসিয়েভনা, সমস্ত কেলেঙ্কারিটা ক্ষমা করতে রাজী, কিন্তু একটা সর্তে — যতক্ষণ আমরা এখানে আছি ততক্ষণ সব গোপন থাকবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনি চলে যাবেন,

আমি চুপি চুপি আপনার পেছু নেব। তারপর কোনো দূরের জায়গায় গিয়ে বিয়ে করব আমরা, যেখানে কেউ আমাদের দেখবে না, তারপর সোজা চলে যাব পিটার্সবুর্গে, দরকার হলে স্টেজ গাড়িতে করে, সঙ্গে শুধু থাকবে একটা ছোট্ট সফরের ব্যাগ — কী বলেন? রাজী আছেন জিনাইদা আফানাসিয়েভনা? শীগগীর বলুন, সময় নেই — কেউ হয়ত দেখে ফেলবে আমাদের।'

জিনা কোনো জবাব দিল না, শুধু তাকাল। কিন্তু এমন দৃষ্টিতে তাকাল যে মজাগ্লিয়াকভ তৎক্ষণাৎ সবই বুঝলে। টুপি খুলে অভিবাদন জানিয়ে সে অদৃশ্য হয়ে গেল পরের বাঁকেই।

'কী ব্যাপার?' অবাক লাগল মজাগ্লিয়াকভের, 'গত পরশু ও কত আবেগ নিয়ে কথা কইলে, সব দোষ নিজের ঘাড়ে টেনে নিলে? বোঝাই যাচ্ছে, সব দিন সমান নয়।'

এদিকে কিন্তু মোর্দাসভে ঘটনার শেষ নেই। প্রথমে একটা দুর্ঘটনা ঘটে। মজাগ্লিয়াকভ কাউন্টকে যে হোটেলে তুলেছিল, সেখানে গিয়ে সেই রাতেই কাউন্ট অসুস্থ হয়ে পড়েন। দেখা গেল অসুখটা বিপজ্জনক। মোর্দাসভবাসীরা সে কথা শুনলে পরদিন সকালেই। কালিস্ত স্তানিস্লাভিচ রোগীর শয্যাপাশ ছেড়ে প্রায় নড়লেনই না। সন্ধ্যার দিকে মোর্দাসভের সমস্ত ডাক্তার মিলে একটা কনসালটেশান হল। তার নিমন্ত্রণ-পত্র লেখা হল লাতিনে। কিন্তু লাতিন সত্ত্বেও কাউন্টের কাণ্ডজ্ঞান বিশেষ ফিরল না, প্রলাপ বকতে লাগলেন কাউন্ট, কালিস্ত স্তানিস্লাভিচকে অনুরোধ করলেন গান গেয়ে শোনাতে, পরচুলা নিয়ে কী সব বকে গেলেন। মাঝে মাঝে যেন ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠছিলেন। ডাক্তারেরা বললেন, মোর্দাসভের আতিথেয়তায় কাউন্টের পাকস্থলীতে কী একটা প্রদাহ হয়েছিল, সেটা পেঁছেছে (সম্ভবত পথের মধ্যে) মস্তিষ্কে। কী একটা নৈতিক আঘাতের প্রতিক্রিয়ার কথাও বলা হল। সিদ্ধান্ত হল যে বহুদিন থেকেই কাউন্টের মধ্যে মৃত্যুর প্রবণতা দেখা দিচ্ছিল, সুতরাং মরতে তিনি বাধ্য। এই শেষের উক্তিটি তাঁদের ভুল হয় নি, কারণ বেচারা বৃদ্ধ হোটেলে থাকার তৃতীয় সন্ধ্যায় মারা গেলেন। মোর্দাসভবাসীদের কাছে খবরটা একেবারে বিনামেঘে বজ্রাঘাত। ঘটনার এমন গুরুতর পরিণতির কথা কেউ ভাবে নি। মৃতদেহ তখনো সুসজ্জিত হয় নি, তবু হোটেলের যেখানে শবদেহটা ছিল সেখানে ভিড় করে এল লোকে। তারা তর্ক করলে,

নীতিবাক্য শোনালে, মাথা নাড়লে, তারপর 'হতভাগ্য কাউণ্টের হত্যাকারীদের' ধিক্কার দিলে রূঢ়ভাবে, এবং হত্যাকারী বলতে তারা স্বভাবতই মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা এবং তাঁর মেয়ের কথাই ভেবেছিল। সকলেরই মনে হল শুধু কেলেঙ্কারির দিক থেকেই ব্যাপারটার যে-কোনো খ্যাতি লাভ সম্ভব, বলতে কি দেশে দেশেই সে খবর ছড়াবে, এবং এত সব মন্তব্য আর ভবিষ্যদ্বাণী করল যে তার ইয়ত্তা নেই। এই সারাটা সময় মজ্‌গ্লিয়াকভ দুশ্চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করল এখান থেকে সেখানে, শেষ পর্যন্ত মাথা তার অবিরাম ঘুরতে লাগল। 'এই অবস্থাতেই তার সাক্ষাৎ হয়েছিল জিনার সঙ্গে। অবস্থাটা তার মোটেই সহজ ছিল না। শহরে কাউণ্টকে সেই নিয়ে এসেছিল, সেই তাঁকে হোটেলে তুলেছিল। এখন এ শবদেহ নিয়ে কী করা হবে সে বুঝে পাচ্ছিল না, কী ভাবে কোথায় সমাধি দিতে হবে, কাকেই বা জানাতে হবে, দুখানভোতেই বা মৃত দেহ নিয়ে যাওয়া হবে কি না। তার ওপর আবার লোকে তাকে কাউণ্টের ভাইপো বলে ভাবে। গণ্যমান্য এই বৃদ্ধের মৃত্যুর জন্যে পাছে কেউ তাকে দোষ দেয় এই ভয়ে সে কাঁপছিল। 'ব্যাপারটা পিটার্সবুর্গে, উচ্চ সোসাইটিতেও রটতে পারে', শিউরে উঠে ভাবছিল সে। মোর্দাসভের কারো কাছ থেকে কোনো পরামর্শ পাবার উপায় নেই। সকলেই হঠাৎ ভয় পেয়ে মড়া ফেলে পালাল, বিষণ্ণ একাকীত্বে একলা পড়ে রইল শুধু মজ্‌গ্লিয়াকভ। কিন্তু অচিরেই পরিস্থিতি আমূল বদলে গেল। পরদিন ভোরে একজন আগন্তুক এলেন শহরে। চক্ষের নিমেষে সকলেই তাঁর কথা বলাবলি করতে লাগল, কিন্তু বললে রহস্যজনকভাবে, নিচু গলায়; আর সদর রাস্তা দিয়ে উনি যখন শাসনকর্তার বাড়িতে যাচ্ছিলেন তখন জানলা কপাটের ফাঁকফুক দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলে সবাই। শাসনকর্তা নিজেও ভয় পেয়েছিলেন, আগন্তুকের সঙ্গে কী সুরে কথা কইবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। আগন্তুক ব্যক্তিটি হলেন প্রিন্স শ্চেপেতিলভ, অনেকেই তাঁর নাম শুনেছিলেন। মৃতের আত্মীয় তিনি, তখনো প্রায় যুবক, বড়োজোর বছর পঁয়ত্রিশ বয়স, পোষাকে কর্নেলের পদচিহ্ন আর কাঁধপট্টি। এই কাঁধপট্টিটা দেখেই সমস্ত লোক অসম্ভব তটস্থ হয়ে উঠল। যেমন, পুলিস-কর্তার মাথাটি একেবারে গেল, আলঙ্কারিক অর্থে অবিশ্যি, কেননা আসলে মাথা সমেত তিনি ঠিকই ছিলেন, যদিও সে মাথা খুব উঁচু করে রেখেছিলেন তা নয়। জানা গেল, প্রিন্স শ্চেপেতিলভ আসছেন পিটার্সবুর্গ থেকে, পথিমধ্যে

দ্‌খানভোতে গিয়েছিলেন। সেখানে কাউকে না পেয়ে খ্‌ড়োর খোঁজে তাড়াতাড়ি আসেন মোর্দাসভে, এখানে এসে বজ্রপাতের মতো ব্‌দ্ধের ম্‌ত্যুর কথা শোনেন এবং সেই সঙ্গে ম্‌ত্যুর কারণ সম্পর্কে অতি তথ্যসিদ্ধ নানা গ্‌জব। প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাবিবরণ দেবার সময় শাসনকর্তা একটা বিব্রত ভাব অন্‌ভব না করে পারলেন না এবং মোর্দাসভের সকলেই একটা আসামী-আসামী ম্‌খ করে ঘ্‌রতে লাগল। তাছাড়া, আগন্তুকের ম্‌খে খ্‌ব একটা কঠোর অসন্তুষ্ট ভাব দেখা যাচ্ছিল, যদিও এত বড়ো একটা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ায় কেউ আবার অসন্তুষ্ট হতে পারে ভাবা ম্‌শকিল। লোকান্তরিত খ্‌ল্লতাতের ব্যাপারটায় উনি অবিলম্বে হাত লাগালেন, প্রত্যেকটা জিনিস নিজেই করতে লাগলেন। আসল ভাইপোর অবতারণামাত্র মজাগ্নিয়াকভ নতি মেনে তৎপরতার সঙ্গে পেছনে সরে যায়, আর তাকে দেখা যায় নি। ঠিক হল, ম্‌তকে অবিলম্বে মঠে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, সেখানেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হবে। আগন্তুক যেসব আদেশ জারি করতে লাগলেন তা বেশ কড়া, ঠান্ডা এবং র্‌ঢ়, কিন্তু ভদ্রতা ও সৌজন্য নিখ্‌ঁতভাবে মেনে। পরদিন অন্ত্যেষ্টির জন্যে সারা শহর গিয়ে জ্‌টল মঠে। মেয়েদের মধ্যে একটা অদ্ভুত গ্‌জব ছড়াল যে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা গির্জায় এসে কফিনের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে ক্ষমা ভিক্ষা করবেন, এবং তাই নাকি আইন। স্বভাবতই কথাটা একেবারে বাজে; মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা গির্জাতে এলেন না। বলতে ভুলে গিয়েছিল্‌ম যে জিনা বাড়ি ফেরার পর তার মা শহরে আর থাকা অসম্ভব বিবেচনা করে সেই রাতেই গাঁয়ের বাড়িতে চলে যান। অবিচ্ছিন্ন উদ্বেগ নিয়ে উনি তাঁর সেই নির্জনবাস থেকেই শহরের গ্‌জব শ্‌নতে থাকেন এবং লোক পাঠিয়ে আগন্তুক সম্পর্কে খবর জানবার চেষ্টা করেন। মঠ থেকে যে রাস্তাটা দ্‌খানভোতে গেছে সেটা তাঁর গাঁয়ের বাড়ির জানলা থেকে এক মাইলেরও কম দ্‌রে; তাই গির্জার অন্‌ষ্ঠানের পর যে দীর্ঘ শোভাযাত্রাটা দ্‌খানভোয় গিয়েছিল সেটা দেখতে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার অস্‌বিধা হয় নি। কফিনটা ছিল একটা উঁচু শবযানের ওপর, তার পেছন পেছন দীর্ঘ একসারি গাড়ি ম্‌তের অন্‌গমন করে গিয়েছিল শহরে যাবার রাস্তাটার মোড় পর্যন্ত। চারিদিকের বরফঢাকা প্রান্তরের প্রেক্ষাপটে গম্ভীর শবযানটা কালো দেখাচ্ছিল, অনেকক্ষণ ধরে সেটা এগ্‌তে থাকে ধীর, জমকালো চালে। কিন্তু দ্‌শ্যটা

মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার বেশিক্ষণ সহ্য হয় নি, জানলা থেকে তিনি অচিরেই সরে আসেন।

পরের সপ্তাহেই মেয়ে এবং আফানাসি মাতভেয়িচকে নিয়ে উনি চলে যান মস্কোয়; এক মাস পরে মোর্দাসভে জানা গেল, মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার গাঁয়ের সম্পত্তি আর শহরের বাড়িটা বিক্রি হবে। এইভাবেই মোর্দাসভ তার comme il faut মহিলাকে চিরকালের মতো হারাল! এক্ষেত্রেও অবিশ্যি কুৎসার ফোড়ন বাদ গেল না। যেমন, শোনা গেল সম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে আফানাসি মাতভেয়িচকেও নাকি বিদায় দেওয়া হবে... এক বছর যায়, দু-বছর যায়, মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে প্রায় ভুলে গেল সবাই। হায়, দুনিয়ার রীতিই এই! অবিশ্যি শোনা গেল যে আর একটা সম্পত্তি উনি কিনে আর একটা মফস্বল শহরে উঠে গেছেন, সেখানে স্বভাবতই সকলকে উনি তাঁর শাসনে এনে ফেলেছেন, জিনার তখনো বিয়ে হয় নি এবং আফানাসি মাতভেয়িচ — কিন্তু এসব গুজবের পুনরাবৃত্তি করে লাভ কী। গুজবের ওপর তো আর ভরসা করা যায় না।

মোর্দাসভ ইতিবৃত্তের প্রথম অংশটা লেখার পর তিন বছর পেরিয়ে গেছে। কে ভেবেছিল যে পাণ্ডুলিপিটা ফের টেনে বার করতে হবে আমাকে, আর একটি অনুচ্ছেদ যোগ করতে হবে কাহিনীতে। শুরু করা যাক পাভেল আলেক্সান্দ্রভিচ মজগ্লিয়াকভকে নিয়ে। মোর্দাসভ থেকে পালিয়ে সে সোজা চলে যায় পিটার্সবুর্গে, সেখানে সৌভাগ্যবশত সেই দীর্ঘ প্রতিশ্রুত পদটি সে পায়। মোর্দাসভের বিয়োগাত্মক ব্যাপারটার কথা অচিরেই তার মন থেকে মুছে যায়, ভাসিলিয়েভস্কি দ্বীপ আর গালের্নায়া বন্দরের সম্ভ্রান্ত জীবনের ঘূর্ণিপাকে সে জড়িয়ে পড়ে,* বিলাস-ব্যসনে দিন কাটাতে থাকে, পূর্বরাগের মহড়া দেয়, সময়ের সঙ্গে তাল দিয়ে চলে, প্রেমে পড়ে, প্রস্তাব দেয়, আর একবার প্রত্যাখ্যাত হয় এবং সে মর্মযন্ত্রণা সইতে না পেরে চঞ্চল মতির কারণে ও কিছুই করবার না থাকায় আমাদের সীমাহীন মাতৃভূমির কোন সুদূর অঞ্চলে কী একটা মিশনে চাকরি নিয়ে চলে যায়। কাজটা পরিদর্শন বা অমনি কিছু একটা নিয়ে, ঠিক কী জানি না। অসংখ্য অরণ্য ও মরুভূমি নিরাপদে

---

* ব্যঙ্গ করে বলা: পুরনো পিটার্সবুর্গে ভাসিলিয়েভস্কি দ্বীপ ও গালের্নায়া বন্দর ছিল ক্ষুদে চাকুরে ও মধ্যবিত্তদের বাসস্থান। — সম্পাঃ

পার হয়ে মিশন এসে হাজির হয় সেই 'সুদূরাঞ্চলের' প্রধান শহরটায়। সেখানকার বড়োলাটের কাছে মিশন তার সেলাম দিতে যায়। বড়োলাট দেখতে লম্বা, রোগা, কঠোর দর্শন একটা লোক, যুদ্ধে আহত হয়েছিল, বুকে দুটো তারকা এবং একটি শাদা ক্রুশ। জাঁকজমক করে বড়োলাট মিশনকে স্বাগত করেন এবং সেইদিন সন্ধ্যাতেই তাঁর স্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে তাঁর বাড়িতে যে বলনাচের আয়োজন হচ্ছিল তাতে মিশনের সমস্ত সদস্যকেই আমন্ত্রণ জানান। বেশ খুশি ছিল পাভেল আলেক্সান্দ্রভিচ। বেশ একটা তাক লাগাবে এই আশায় পিটার্সবুর্গী সাজ করে অনায়াস অভ্যাসে সে বলরুমে ঢোকে, কিন্তু জমকালো জটিল নকশার এত কাঁধপট্টি এবং তারকা চিহ্নিত এত বেসামরিক উর্দি তার চোখে পড়ে যে তার অনায়াস চালটা একটু থমকে যায়। বড়োলাট-পত্নীর রূপ যৌবনের কথা তার কানে আগেই গিয়েছিল — তাঁর কাছে গিয়ে অভিবাদন করাই তার প্রথম কাজ। বেশ চালের মাথাতেই হেঁটে গেল সে, কিন্তু হঠাৎ প্রায় নিথর হয়ে গেল বিস্ময়ে। সামনে তার জিনা, জমকালো নাচের পোষাক পরনে, গা ভরা হীরে মুক্তা, গর্বিত নিঃসঙ্গ ভঙ্গি। পাভেল আলেক্সান্দ্রভিচকে জিনা চিনতে পারলে না। নির্বিকারভাবে পাভেল আলেক্সান্দ্রভিচের ওপর থেকে চোখ তার সরে গেল পরবর্তী আগন্তুকের দিকে। অবাক হয়ে পাশে সরে গেল মজগিয়াকভ, তারপর ভিড়ের মধ্যে আলাপ হল এক ভীরুভীরু জোয়ান মতো অফিসারের সঙ্গে — বড়োলাটের বলনাচে এসে লোকটা বেশ ভড়কে গেছে বলে মনে হচ্ছিল। পাভেল আলেক্সান্দ্রভিচ সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন শুরু করলে তাকে, অতি কৌতূহলজনক অনেক খবরই সে জেনে নিল। জানল যে দুই বছর আগে 'সুদূরাঞ্চল' থেকে মস্কো বেড়াতে গিয়ে বড়োলাট উঁচু কুলের এক অতি ধনী তরুণীকে বিয়ে করেন। বড়োলাট-পত্নী 'দেখতে ভয়ানক ভালো, একেবারে খাঁটি রূপসী, কিন্তু সাংঘাতিক দেমাক, জেনারেলদের সঙ্গে ছাড়া আর কারো সঙ্গে নাচেন না,' এই বলনাচে অন্তত ন'জন জেনারেল আছেন, তার মধ্যে কেউ কেউ শহরে এসেছেন সফরে, কেউ কেউ রাষ্ট্রীয় কাউন্সিলার। আর শেষ কথা 'বড়োলাট-পত্নীর মাও তাঁর সঙ্গে থাকেন, উনি এসেছেন খুব উঁচু মহল থেকে, অত্যন্ত বুদ্ধিমতী', কিন্তু মেয়ের একান্ত বাধ্য। বড়োলাট নিজেও বৌকে প্রায় পুজো করেন। আফানাসি মাতভেয়িচ সম্পর্কে একটু ইঙ্গিত করেছিল মজগিয়াকভ, কিন্তু দেখা গেল 'সুদূরাঞ্চলের' কেউ তাঁর সম্পর্কে কিছু জানে না। কিছুটা ধাতস্থ হবার

পর মজাগ্নিয়াকভ এ-ঘর ও-ঘর করতে করতে অচিরেই সাক্ষাৎ পেল মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার। ষোড়শোপচার পোষাকে দামী একটি হাতপাখা তাড়না করতে করতে এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে তিনি জমাট আলাপে মত্ত, যিনি স্পষ্টতই সমাজের উঁচু মহলের কোনো লোক। তাঁর চারপাশ ঘিরে এক দল মহিলা, মনে হল মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার আনুকূল্য লাভের জন্য তাঁরা চেষ্টিত। বোধ হচ্ছিল মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা যেন সকলের সঙ্গেই সমান ভদ্র। মজাগ্নিয়াকভ আত্মপরিচয় দিয়ে এগিয়ে গেল। অলক্ষ্যে একটু চমকে উঠলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সামলে নিলেন নিজেকে। ভদ্রতার খাতিরে তিনি পাভেল আলেক্সান্দ্রভিচকে চিনতে রাজী হলেন, পিটার্সবুর্গের কে একজন পরিচিত লোকের কথা জিজ্ঞেস করলেন, শুধালেন কেন সে বিদেশে যায় নি। একটি কথাও বললেন না মোর্দাসভ সম্পর্কে — যেন মোর্দাসভ বলে কোনো জায়গাই কখনো ছিল না। শেষ পর্যন্ত পিটার্সবুর্গের একজন হোমরাচোমরার নাম করে তাঁর স্বাস্থ্যের খবর নিয়ে (মজাগ্নিয়াকভ যদিও কখনো তাঁর নাম শোনে নি) মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা ভারি আলগোছে মুখ ফেরালেন এক উচ্চপদস্থের দিকে — সুগন্ধি পাকাচুলে ভদ্রলোক এগিয়ে আসছিলেন মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার কাছেই। মুহূর্তের মধ্যে পাভেল আলেক্সান্দ্রভিচের কথা মারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা একেবারে ভুলে গেলেন। ওঁর চেয়ারের পাশেই ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে হল একা একা। ব্যঙ্গের হাসি হেসে টুপিটি হাতে নিয়ে মজাগ্নিয়াকভ ফিরে এল বলরুমে। কী জানি কেন আহত, এমন কি অপমানিত বোধ করে সে ঠিক করলে নাচবে না। সারা সন্ধ্যে তার মুখ থেকে একটা বিষণ্ণ অন্যমনস্ক ভাব আর মেফিস্টোফিল-সুলভ হাসিটি মিলাল না। ছবির মতো ভঙ্গিতে থামে হেলান দিয়ে (বলরুমে সত্যি সত্যিই থাম ছিল) নাচের সারাটা সময় একনাগাড়ে কয়েক ঘণ্টা ধরে সে দাঁড়িয়ে রইল একই জায়গায়, জিনাকে দেখলে চেয়ে চেয়ে। কিন্তু হায়, তার সমস্ত চাল, ছবির মতো পোজ, মোহভঙ্গ ভাব — সবই বৃথা গেল। জিনা তাকে লক্ষ্যও করল না। শেষ পর্যন্ত ক্ষেপে গিয়ে, অতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার দরুন টনটন করা পা নিয়ে, ক্ষুধার্ত হয়ে — কেননা প্রেমপীড়িতের ভূমিকা অনুসারে নৈশ ভোজনের জন্যে থেকে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব, — সে ফিরে এল তার বাসায়। দেহ একেবারে অবসন্ন, মনের ভাবটা এমন যেন ভয়ানক পিটুনি খেয়ে এসেছে কোথা থেকে। অনেকক্ষণ সে শুতে গেল না, বসে থেকে সুদূর

অতীতের কথা নাড়াচাড়া করতে লাগল মনে মনে। পরদিন সকালে কোথায় একটা সফরে যাবার কাজ ছিল। মজগিয়াকভ যেচে গিয়ে সানন্দে সেটি গ্রহণ করলে। শহরটা পিছনে পড়তেই তার মনটা এমনকি চাঙ্গাই হয়ে উঠল। সীমাহীন প্রান্তরের ওপর তুষার পড়ে আছে একটা ঝকঝকে শাদা চাদরের মতো। তুহিন মরুভূমির প্রান্তে দিকচক্রবালে বনের কালো রেখা।

তেজস্বী ঘোড়াগুলো কদম বাড়ালে, খুরের তলায় ছিটকে উঠল তুষার। ঠুন্‌ঠুন্‌ করে বাজতে লাগল স্লেজের ঘণ্টা। পাভেল আলেক্সান্দ্রভিচ আনমনা হয়ে পড়ল, তারপর কিছুটা দিবাস্বপ্ন চলল এবং পরিশেষে শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙল তৃতীয় ডাকস্টেশনে গিয়ে — জেগে উঠল তাজা সুস্থ শরীরে, ভাবনা-চিন্তা তখন তার একেবারেই অন্যরকম।

যাচ্ছেতাই এই কাণ্ডটা ঠিক যে সময় ঘটে তখন অতি অদম্য বেগে ভারি মর্মস্পর্শী একটা সরল উচ্ছ্বাসে শুরু হয়েছিল আমাদের আদরের মাতৃভূমির নবযুগ, দেশের বীর সন্তানদলের সকলে তখন ধাবিত হয়েছে নতুন এক নির্বন্ধে, নতুন নতুন কল্পনায়। সেই সময় পরিষ্কার তুহিন এক শীতের সন্ধ্যায়, এগারোটা বেজে গেলেও তিনজন অতি মান্যগণ্য ভদ্রলোক বসেছিলেন পিটার্সবুর্গ এলাকার চমৎকার একটা দোতলা অট্টালিকার এক ঘরে। ঘরখানা বেশ ভালো মতো এমনকি জাঁকালো ক'রেই সাজানো। অতি চিত্তাকর্ষক এক বিষয় নিয়ে গুরুগম্ভীর উঁচুদরের আলাপে তাঁরা মগ্ন। তিনজনেই পদমর্যাদায় 'হুজুর'। ছোটো একটি টেবলের চারপাশে প্রত্যেকে এক একটি চমৎকার গদি-আঁটা আরামকেদারায় বসে কথা কইতে কইতে শান্তিতে আরাম করে শ্যাম্পেনে চুমুক দিচ্ছিলেন। বোতলটা টেবলের ওপর একটা রুপোর বালতিতে বসানো, তার অর্ধেকটা বরফে ভরা। ব্যাপারটা আর কিছু নয়, গৃহস্বামী প্রিভি কাউন্সিলার স্তেপান নিকিফরভিচ নিকিফরভ, প'য়ষট্টি বছর বয়সের এক চিরকুমার, তাঁর সদ্যক্রীত গৃহের গৃহপ্রবেশ এবং পূর্বে যা তিনি কখনো পালন করেন নি, সেই জন্মদিন, — উভয় উৎসবই একই সঙ্গে সারছেন। তবে ভগবানই জানেন কেমন উৎসব। আগেই বলেছি, অতিথি মাত্র দুজন, উভয়েই শ্রী নিকিফরভের ভূতপূর্ব সহকর্মী ও অধীনস্থ, উভয়েই রাষ্ট্রের কাউন্সিলার, নাম তাঁদের সেমিওন ইভানভিচ শিপুলেঙ্কো এবং ইভান ইলিয়িচ প্রালিন্‌স্কি। ন'টার সময় তাঁরা এসেছিলেন চায়ের নিমন্ত্রণে, তারপর শ্যাম্পেন শুরু করেছেন এই কথা জেনেই যে ঠিক সাড়ে এগারোটার সময় তাঁদের বাড়ি ফিরতে হবে, কেননা গৃহস্বামী ভারি সময় মেনে চলেন। গৃহস্বামী প্রসঙ্গে

দুটি কথা — অল্প মাইনের এক ক্ষুদে কর্মচারী হিসাবে তিনি জীবন শুরু করেন, পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে দিনগত পাপক্ষয় করে গেছেন, অভ্রান্তভাবে জানতেন কোন পদে তিনি উঠবেন, আসমানের তারার দিকে তাঁর কোনো ঝোঁক ছিল না, যদিও কোটের ওপর দুটি তারকা তিনি ইতিমধ্যেই অর্জন করেছেন এবং কোনো বিষয়েই তাঁর নিজস্ব মতামত প্রকাশ করতে তিনি মোটেই ভালোবাসতেন না। ভদ্রলোক সৎ অর্থাৎ বিশেষভাবে অসৎ কোনো কাজ করার প্রয়োজন তাঁর কখনো হয় নি; চিরকুমার — সেটা নিতান্ত স্বার্থপরতার কারণে; মোটেই বোকা নন, যদিও কখনো নিজের বুদ্ধি জাহির করতেন না; শৈথিল্য এবং উচ্ছ্বাস একেবারেই পছন্দ করতেন না, উচ্ছ্বাসকে তিনি গণ্য করতেন নৈতিক শৈথিল্য বলে; জীবনের শেষ দিনগুলোতে তিনি বেশ একটা অলস মধুর আরাম আর রুটিনবাঁধা নিঃসঙ্গতার মধ্যে ডুব দেন। উঁচু মহলের ব্যক্তিদের গৃহে তিনি মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতেন ঠিকই, কিন্তু স্বগৃহে কোনো আয়োজন করা তাঁর চিরকালই ভারি অপছন্দ এবং ইদানীং গ্র্যান্ড পেশেন্স তাস খেলা ছেড়ে দেবার পর থেকে তৃপ্তি লাভ করছেন তাঁর ঘড়িটির সাহচর্যে — ম্যান্টেলপিসের ওপর কাচের কুঠরির তলে টিক্‌টিক্‌ শব্দ উঠত, আর কেদারায় দুলতে দুলতে সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা তা তিনি শুনে যেতেন নির্বিকারে। দেখতে তাঁকে বেশ মান্যগণ্যই লাগত, দাড়ি গোঁপ কামানো মুখ, অত বয়স বোঝা যেত না, দেহটি টিকিয়ে রেখেছেন ভালোই, মনে হত আরো ঢের দিন বাঁচবেন। আচরণও করতেন অতি নিখুঁত ভদ্রজনসুলভ। চাকরিটা তাঁর মোটের ওপর আরামেরই ছিল, কী সব বৈঠকে বসতেন, এটা ওটা কাগজে সই করতেন। মোটের ওপর চমৎকার লোক বলেই তাঁর খ্যাতি ছিল। শুধু একটি নেশা ছিল তাঁর, অথবা বলা ভালো, একটি উদগ্র বাসনা, — নিজের একটি বাড়ি করা, ভালো একটা পাকা বাড়িই শুধু নয়, রীতিমতো নবাবী চালের ভবন। বাসনাটা তাঁর পূর্ণ হয়, পছন্দ করে একটি বাড়ি কেনেন পিটার্সবুর্গ এলাকায়। বাড়িটা একটু দূরে বটে, কিন্তু সঙ্গে বাগান আছে একটি, আর সবচেয়ে বড়ো কথা, অত্যন্ত সুদৃশ্য। নতুন মালিক ভাবলেন যত দূরে হয় ততই ভালো, কেননা স্বগৃহে অতিথির ভক্ত তিনি ছিলেন না, আর নিমন্ত্রণ রক্ষায় বা আপিসের কাজে যদি যেতে হয়, তো তার জন্যে তাঁর দুই আসনের চমৎকার চকোলেট রঙের একটি গাড়ি, মিখেই নামে এক কোচোয়ান আর ছোটো ছোটো কিন্তু শক্ত সমর্থ শোভন

একজোড়া ঘোড়া তো আছেই। এসবই হল তাঁর চল্লিশ বছরের কৃপণ সঞ্চয়ের ফল, সুতরাং এখন সর্বান্তঃকরণে তাতে আনন্দ করার অধিকার তাঁর আছে। সেই কারণেই বাড়ি কিনে, নতুন বাড়িতে উঠে আসার পর স্তেপান নিকিফরভিচের শান্ত হৃদয়ে এতই তৃপ্তি দেখা দিল যে তিনি সত্যি সত্যিই লোক নিমন্ত্রণ করে বসলেন তাঁর জন্মদিনে — এ দিনটির কথা তিনি এতকাল ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছ থেকেও সযত্নে লুকিয়ে রেখেছিলেন। এবং যাঁদের নিমন্ত্রণ করলেন তাঁদের একজনের ওপর তাঁর কিছু নজর ছিল। বাড়ির ওপর তলাতেই তাঁর কুলিয়ে যায়, নিচের তলার জন্যে তাঁর দরকার ছিল একজন ভাড়াটে — এ তলাটাও ঠিক ওপর তলার মতো করেই বানানো। সেমিওন ইভানভিচ শিপুলেঙ্কোর ওপর স্তেপান নিকিফরভিচের খুব ভরসা ছিল, এবং এই সন্ধ্যের দু-দুবার আলাপটা তিনি এই প্রসঙ্গেই টেনে এনেছিলেন। কিন্তু সেমিওন ইভানভিচ কিছু হাঁ-হু করেন নি। উনিও ধীরে ধীরে এবং কষ্ট করে তাঁর কেরিয়ার গড়ে তুলেছেন। চুল আর গালপাট্টা তাঁর কালো রঙের, চেহারায় কেমন একটা চিরকেলে পিত্তি পড়া ভাব। বিবাহিত তিনি, রাত-দিন মুখভার করে ঘরে বসে থাকতে চান, পরিবারের সবাই সর্বদা তাঁর জন্যে তটস্থ; একান্ত আত্মবিশ্বাস নিয়ে তিনি তাঁর কর্তব্য করে যান; নিখুঁতভাবে ইনিও জানেন কী পদমর্যাদা তিনি অর্জন করবেন অথবা বরং বলা ভালো, কী পদ তিনি অর্জন করতে পারবেন না। চাকরিটা তাঁর জুৎসই, বসেছেনও বেশ পাকা হয়ে। নতুন যে আমলটা শুরু হয়েছে তা নিয়ে তাঁর কিছুটা জ্বালা না আছে তা নয়, কিন্তু সে নিয়ে তাঁর বিশেষ একটা আশঙ্কাও নেই। নিজের ওপর তাঁর বেশ ভরসা। এই বিষয়ের ওপর ইভান ইলিয়িচ প্রালিনস্কির বক্তৃতা তিনি শুনছিলেন একটু বিরূপ ব্যঙ্গ নিয়ে। বলা উচিত যে এতক্ষণে ওঁদের সকলের ওপরেই একটু নেশার প্রভাব পড়েছে, এবং স্বয়ং স্তেপান নিকিফরভিচ নিজেও নবযুগ নিয়ে শ্রী প্রালিনস্কির সঙ্গে একটু হালকা তর্ক করতে সত্যিই রাজী হয়ে গেলেন। এইবার হুজুর বাহাদুর শ্রী প্রালিনস্কি সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলা দরকার, কারণ তিনিই এ গল্পের প্রধান চরিত্র।

রাষ্ট্র কাউন্সিলার ইভান ইলিয়িচ প্রালিনস্কিকে হুজুর বাহাদুর বলে সম্বোধন করা হচ্ছে মাত্র মাস চারেক থেকে অর্থাৎ উনি হালে জেনারেল হয়েছেন। বয়সেও তিনি অপ্রবীণ, তেতাল্লিশের বেশি নন, দেখায় আরো

কম, — এবং নিজেও তাই চাইতেন। দীর্ঘ, সুপুরুষ চেহারা, নিজের বেশভূষা এবং তার নিখুঁত পারিপাট্য নিয়ে তাঁর বেশ অহঙ্কার, নিপুণ চালে বুকের ওপর ঝোলান একটা বিশিষ্ট পদক, বাগোই কয়েকটা অভিজাত চাল আয়ত্ত করেছিলেন, এখনো অবিবাহিত, মনে মনে স্বপ্ন, এক ধনী হয়ত বা খানদানী পাত্রীই জুটবে। এখনো নানা রকম স্বপ্নই তিনি দেখেন যদিও নির্বোধ তিনি মোটেই নন। বক্তৃতা চালানো তাঁর অভ্যেস, এবং ভঙ্গিটা এমনকি পার্লামেণ্টারী ঢঙেই হত সদ্বংশের ছেলে, জেনারেল পুত্র, মানুষ হয়েছেন বাবুর মতো। ছেলেবেলায় ভেলভেট আর কেম্ব্রিকের পোষাক পরে ঘুরতেন, পড়াশোনা করেন এক অভিজাত স্কুলে। সেখান থেকে জ্ঞান খুব বেশি অর্জন করতে না পারলেও আপিসের কাজে ভালোই করেছেন এবং জেনারেলের পদে উঠেছেন। উপরিওয়ালারা ওঁকে গুণী লোক বলে ভাবেন, ভরসাও রাখেন। কিন্তু যার অধীনে তিনি কেরিয়ার শুরু করে প্রায় জেনারেল পর্যন্ত উঠেছেন, সেই স্তেপান নিকিফরভিচ তাঁকে কখনোই বিশেষ কাজের লোক বলে ভাবেন নি, কোনো ভরসাও রাখেন নি। তবে ইভান ইলিয়িচ সদ্বংশের ছেলে, সম্পত্তি আছে — অর্থাৎ ঘরের ম্যানেজার সমেত একটা মস্তো পাকা বাড়ি আছে, — আত্মীয়রা নেহাৎ আজে বাজে নয়, এবং তদুপরি দেখনসই চাল আছে — এটা তাঁর ভালোই লাগত। তবে তাঁর কল্পনা প্রাবল্য ও লঘুচিত্ততাটা তাঁর পছন্দ ছিল না। ইভান ইলিয়িচ নিজেও মাঝে মাঝে টের পেতেন তিনি বড়োই অভিমানী, এমনকি বোধ হয় স্পর্শকাতর। সবচেয়ে বিচিত্র এই যে প্রায়ই তাঁকে কেমন একটা রুগ্ন বিবেকজ্বালার মেজাজ পেয়ে বসত — এমনকি কিসের একটা লঘু অনুশোচনাই শুরু হত। তিক্ত মনে গোপন জ্বালায় মাঝে মাঝে তাঁর মনে হত, যতটা ভাবেন ততটা মহৎ তিনি নন। এই রকম সব মুহূর্তে তাঁর এমনকি বিষণ্ণই বোধ হত, বিশেষ করে অর্শের কষ্টটা যখন বাড়ত; জীবনটাকে তখন তিনি অভিহিত করতেন une existence manquée* বলে, এমনকি তাঁর পার্লামেণ্টারী ক্ষমতাতেও আস্থা হারিয়ে বসতেন (নিজের গোপন মনের কাছে অবিশ্যি), নিজেকে বলতেন parleur এবং বুলিবাগীশ। এবম্বিধ আচরণ অতি প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই, তবে তাতে করে আধঘণ্টা পরেই হাত তুলে, চাঙ্গা হয়ে উঠে আরো জোরে, আরো ভরসা

* অসফল জীবন। (ফরাসী) — সম্পাঃ

নিয়ে এই আত্মবিশ্বাসে তাঁর বাধত না যে কৃতিত্ব দেখাবার সময় তাঁর এখনো যায় নি, ভবিষ্যতে শুধু এক বড়ো চাকুরেই নয়, হবেন এমন এক রাষ্ট্রনায়ক, রাশিয়া যাঁর কথা বহুদিন মনে রাখবে। প্রায়ই সত্যি সত্যিই স্মারক স্তম্ভের ছবি ভেসে উঠত তাঁর মনে। এসব থেকে এই প্রমাণ হয় যে ইভান ইলিয়িচের লক্ষ্যটা উঁচুর দিকে, যদিও কিছু সভয়েই তিনি মনের গভীরে চেপে রাখতেন তাঁর আবছা নানা স্বপ্ন আর আকাঙ্ক্ষা। মোট কথা, লোক তিনি ভালো, ভেতরে ভেতরে এমনকি একজন কবি। গত কয়েকবছর ধরে বিষণ্ণ মোহভঙ্গের মুহূর্ত তাঁর আসছিল একটু বেশি ঘন ঘন। কেমন যেন ভারি রগচটা আর সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিলেন তিনি, এতটুকু বিরোধিতাকেই অপমান বলে ভাবতেন। কিন্তু রাশিয়ার নব উজ্জীবনে মনে তাঁর হঠাৎ খুব আশা জেগেছে। সে আশা পরিপুষ্ট হয়েছে জেনারেল পদোন্নতিতে। সিধে হয়ে মাথা তুলেছেন তিনি। একেবারে সর্বাধুনিক নানা প্রসঙ্গ নিয়ে উনি প্রচুর কথা বলা শুরু করেছেন অতিশয় বাগ্মিতার সঙ্গে — সমস্ত নতুন নতুন ধ্যানধারণাই উনি রপ্ত করতে লাগলেন আশ্চর্য দ্রুততায় এবং উৎসাহে। কথা বলার সুযোগ খুঁজতেন তিনি, শহর ঢুঁড়ে বেড়াতেন এবং বহুস্থানেই তাঁর নাম হয়েছিল ভয়ানক উদারপন্থী বলে — এ খ্যাতিতে তাঁর তৃপ্তির শেষ ছিল না। এই বিশেষ সন্ধ্যাটিতে তিন চার গ্লাস শ্যাম্পেনের পর খুব একটা বাহাদুরির অবস্থা এসে গেল তাঁর। যে স্তেপান নিকিফরভিচের সঙ্গে তাঁর অনেক কাল দেখা হয় নি, যাঁকে চিরকালই তিনি শ্রদ্ধা করে এসেছেন এমনকি মেনে চলেছেন, সর্ব বিষয়েই তাঁর মতামতকে পাল্টে দেবার একটা বাসনা তাঁকে পেয়ে বসল। কী কারণে যেন তিনি স্তেপান নিকিফরভিচকে পশ্চাৎপন্থী বিবেচনা করে অতি উৎসাহে আক্রমণ শুরু করলেন। আত্মরক্ষার প্রায় কোনো চেষ্টাই স্তেপান নিকিফরভিচ করছিলেন না, হাসছিলেন সেয়ানার মতো, যদিও বিষয়টা তাঁরও চিত্তাকর্ষক লাগছিল। ইভান ইলিয়িচ গরম হয়ে উঠলেন এবং তিনি যেটাকে আলোচনা বলে ভাবছিলেন সেই আলোচনার উত্তাপে যতটা উচিত তার চেয়ে বেশি ঘন ঘন হাত বাড়াচ্ছিলেন গেলাসের দিকে। গেলাস যত বারই শূন্য হচ্ছিল ততবারই স্তেপান নিকিফরভিচ বোতলটা তুলে অতিথির পানপাত্র ভরে দিচ্ছিলেন। তাতে কেন জানি ইভান ইলিয়িচের হঠাৎ অপমান বোধ হতে লাগল, সেটা আরো বাড়ল এই জন্যে যে, যাঁকে তিনি অবজ্ঞা করেন, বলতে কি, বদমেজাজের জন্যে যাঁকে ভয়ই করেন, সেই সেমিওন ইভানভিচ

শিপ্‌লেঙ্কো তাঁর পাশে বসে মহা ধূর্তের মতো একেবারে মুখ বুজে আছেন এবং যতটা একান্ত প্রয়োজন তার চেয়েও বেশি হাসছেন। 'ওরা আমায় নিতান্ত বালক ভাবছে' — ঝলক দিয়ে গেল ইভান ইলিয়িচের মনে।

'না, না, সময় হয়ে গেছে, অনেক আগেই সময় হয়ে গেছে,' উত্তেজিত হয়ে বলছিলেন তিনি, 'বড়ো বেশি দেরি হয়ে গেছে আমাদের! আর আমার মতে, মানবিকতাই হল সবচেয়ে বড়ো কথা। অধস্তনদের প্রতি মানবিকতা! মনে রাখা দরকার যে তারাও মানুষ। মানবিকতাতেই সবকিছু বাঁচবে; ঠিকঠাক চলবে...'

সেমিওন ইভানভিচ যেখানে বসেছিলেন সেখান থেকে শোনা গেল, 'হ্যাঃ-হ্যাঃ-হ্যাঃ!'

'কিন্তু আমাদের অত ধমক দিচ্ছেন কেন, বলুন তো?' অমায়িক হাসি হেসে অবশেষে প্রতিবাদ করলেন স্তেপান নিকিফরভিচ, 'সত্যি বলছি ইভান ইলিয়িচ, আপনি কী বোঝাতে চাইছেন ঠিক ধরতে পারছি না। আপনি বলছেন মানবিকতা। তার মানে লোকপ্রেম, এই তো?'

'মানে, হ্যাঁ, লোকপ্রেমও বলতে পারেন। আমি...'

'একটু দাঁড়ান! যতটা বুঝছি, ব্যাপারটা কিন্তু শুধু তাই নয়। লোকপ্রেম তো চিরকালই চলে এসেছে। কিন্তু সংস্কারটা শুধু তাতেই সীমাবদ্ধ নয়। কৃষক্ প্রশ্ন, আদালত, অর্থনীতি, ক্ষতিপূরণ, নীতি আদর্শ ইত্যাদি ইত্যাদি— একরাশ নানা প্রশ্ন উঠেছে, সব মিলিয়ে হঠাৎ করে তাতে খুব একটা... ইয়ে... দ্বিধা সৃষ্টি হতে পারে। সেই হল আমাদের ভাবনা, শুধু মানবিকতার প্রশ্ন নয়...'

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা আরো গভীর,' মন্তব্য করলেন সেমিওন ইভানিচ।

'আমি সে কথা বেশ জানি এবং মাপ করবেন সেমিওন ইভানিচ, বোঝবার ক্ষমতা আমার আপনার চেয়ে কম নয়,' ইভান ইলিয়িচ বললেন বাঁকা করে, গলার স্বর অযথা রূঢ়, 'আপনাকেও বলি স্তেপান নিকিফরভিচ, আপনিও আমায় ঠিক বুঝতে পারছেন না...'

'তা পারছি না।'

'তবু আমি সমর্থন করে যাচ্ছি এবং নিষ্ঠা নিয়ে অনুসরণ করে যাচ্ছি এই আইডিয়াটা যে মানবিকতা — বিশেষ করে অধস্তনদের প্রতি মানবিকতা, অফিসার থেকে কেরানি, কেরানি থেকে চাকরবাকর, চাকরবাকর থেকে চাষা—

সকলের প্রতি মানবিকতাই হবে, বলা যেতে পারে, ভবিষ্যৎ সংস্কার তার সাধারণভাবে সবকিছু নবায়নের বনিয়াদ। কেন? কারণ এই। ধরুন এই ব্যাপারটা: আমি মানবিক সুতরাং লোকে আমায় ভালোবাসবে। আমি ভালোবাসা পাচ্ছি সুতরাং আমার ওপর বিশ্বাস আছে। আমার ওপর বিশ্বাস আছে, সুতরাং আমায় ভরসা করে। আমায় ভরসা করে সুতরাং আমি ভালোবাসা পাচ্ছি — মানে ঠিক তা নয় অর্থাৎ আমি বলতে চাই, লোকে যদি ভরসা করে তাহলে তারা সংস্কারেও বিশ্বাস করবে, ব্যাপারটার, বলা যেতে পারে মর্মটা বুঝবে, বলা যেতে পারে একটা নৈতিক কোলাকুলি হবে এবং সবকিছুরই মীমাংসা হবে মিলেমিশে, আমূলভাবে। হাসির কী আছে সেমিওন ইভানভিচ? কথাটা কি পরিষ্কার করে বললুম না?'

স্তেপান নিকিফরভিচ নীরবে ভুরু তুললেন। একটু অবাক লাগল তাঁর।

'আমি বোধ হয় একটু বেশি পান করেছি,' বাঁকা মন্তব্য করলেন সেমিওন ইভানভিচ, 'তাই ঠিক ধরতে দেরি হচ্ছে। মাথায় খানিকটা ঝিম ধরেছে আর কি।'

ইভান ইলিয়িচের একেবারে খাবি খাবার দশা।

একটু চিন্তা করে স্তেপান নিকিফরভিচ হঠাৎ বলে উঠলেন, 'ও চালানো যাবে না।'

'চালানো যাবে না বলে কী বলতে চাইছেন!' স্তেপান নিকিফরভিচের আচমকা এই বিচ্ছিন্ন মন্তব্যে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ইভান ইলিয়িচ।

'আমরা ঠিক চালু রাখতে পারব না,' বোঝা গেল ব্যাখ্যা করে বলার বিশেষ আগ্রহ তাঁর নেই।

'এটা আপনার নতুন সুরা আর নতুন মশকের* ব্যাপার নয় তো?' একটু ব্যঙ্গের ছিটে দিয়ে বললেন ইভান ইলিয়িচ, 'আজ্ঞে না স্যার, অন্তত আমি সেটা চালাতে পারব।'

ঠিক তখন ঘড়িতে সাড়ে এগারোটা বাজল।

'বসে বসে কাটল অনেক, এবার যেতে হয়,' চেয়ার থেকে উঠি উঠি করে বললেন সেমিওন ইভানভিচ। কিন্তু ইভান ইলিয়িচ তার আগেই তৎক্ষণাৎ

---

* বাইবেলের একটি বাক্যের প্রতি ইঙ্গিত: নতুন সুরা পুরনো মশকে ঢালে না। — সম্পাঃ

টেবল থেকে উঠে গিয়ে ম্যান্টেলপিস্ থেকে তাঁর ফারের টুপিটি তুলে নিলেন। কেমন যেন আহত দেখাচ্ছিল তাঁকে।

'তাহলে সেমিওন ইভানভিচ, একবার ভেবে দেখবেন?' অতিথিদের বিদায় দেবার সময় বললেন স্তেপান নিকিফরভিচ।

'বাসার ব্যাপারটা তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভেবে দেখব।'

'কী ঠিক করলেন আমায় একটু তাড়াতাড়ি জানিয়ে দেবেন।'

'সব সময় আপনার কাজের কথা, তাই না?' টুপিটা নিয়ে খেলা করতে করতে এক ধরনের বশম্বদ ভদ্রতার ভাব করে বললেন শ্রী প্রালিনস্কি। তাঁর মনে হচ্ছিল, বোধ হয় তাঁর অস্তিত্বের কথা ভুলে গেছেন।

স্তেপান নিকিফরভিচ ভুরু তুললেন, কিন্তু কিছু বললেন না, যেন দেখাতে চাইলেন অতিথিদের দেরি করিয়ে দেবার কোনো ইচ্ছে তাঁর নেই। সেমিওন ইভানভিচ দ্রুত বিদায় নিলেন।

'বহুৎ আচ্ছা... সাধারণ সৌজন্য বোধও যখন আপনাদের নেই...' মনে মনে ভাবলেন শ্রী প্রালিনস্কি এবং প্রায় স্পর্ধার ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে দিলেন স্তেপান নিকিফরভিচের দিকে।

বারান্দায় এসে ইভান ইলিয়িচ তাঁর হালকা দামী ফার কোটটি গায়ে চাপাতে লাগলেন, ভাব করলেন যেন সেমিওন ইভানভিচের জীর্ণ রেসুনের লোমের ওভারকোটটা তাঁর চোখে পড়ছে না। অতঃপর দুজনেই নামতে লাগলেন সিঁড়ি বেয়ে।

নির্বাক সেমিওন ইভানভিচের উদ্দেশে ইভান ইলিয়িচ বললেন, 'বৃদ্ধ একটু চটেছেন বোধ হয়।'

'আরে না। কেন বলুন তো?' ঠান্ডা নির্বিকার গলায় জবাব দিলেন সেমিওন ইভানভিচ।

'একেবারে চাকর!' মনে মনে ভাবলেন ইভান ইলিয়িচ।

গাড়ি বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন ওঁরা। সেমিওন ইভানভিচের স্লেজটা এসে থামল — ধূসর রঙের একটা মামুলী ঘোড়ায় টানা গাড়ি।

'শালার ব্যাপার কী! আমার গাড়িখানার কী করল ত্রিফোন?' নিজের গাড়িটা কোথাও দেখতে না পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন ইভান ইলিয়িচ।

এখানে ওখানে খোঁজাখুঁজি করলেন, কিন্তু গাড়ি নেই। স্তেপান নিকিফরভিচের খানসামাও কিছু বলতে পারল না। জিজ্ঞেস করা হল সেমিওন

ইভানভিচের কোচোয়ান ভার্লামকে। সে বললে, ইভান ইলিয়িচের গাড়ি আর কোচোয়ান সারাক্ষণ এখানেই ছিল, কিন্তু এখন কই আর দেখা যাচ্ছে না।

'যাচ্ছেতাই কাণ্ড!' বললেন শ্রী শিপুলেঙ্কো, 'আমার গাড়িতে আসবেন কি?'

'কী হারামজাদা লোক সব,' ক্ষিপ্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন শ্রী প্রালিনস্কি, 'ছুটি চাইছিল কুত্তাটা, কোন এক বিয়েতে যাবে, এই পিটার্সবুর্গ এলাকাতেই তার কোন এক প্রাণসখির বিয়ে, শালীর মরণও নেই। পইপই করে বলেছিলুম, যাওয়া চলবে না। তবু বাজী রেখে বলতে পারি, ওখানেই গেছে!'

'তাই গেছে,' ভার্লাম বললে, 'ওখানেই গেছে। বলছিল এক মিনিটের মধ্যেই ফিরবে। বলছিল, আপনারা ফিরতে না ফিরতেই চলে আসবে।'

'দেখছেন তো। ঠিক জানতুম! দাঁড়াও দেখাচ্ছি!'

'বরং ভালোমতো ঘা দুই দিলেই কী করে হুকুম মানতে হয় মনে থাকবে,' গাড়ির মধ্যে ঢেকেঢুকে বসে বললেন সেমিওন ইভানভিচ।

'সে আমি দেখব, আপনার ভাবনা নেই সেমিওন ইভানভিচ।'

'তাহলে আসছেন না? পৌঁছে দিতাম।'

'শুভযাত্রা। Merci!*'

সেমিওন ইভানভিচ গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেলেন। ইভান ইলিয়িচ পায়ে হেঁটে চলতে লাগলেন পাটাতনের পেভমেণ্টের ওপর দিয়ে, মেজাজ ওঁর ভয়ানক ক্ষিপ্ত।

'দাঁড়া না দেখাচ্ছি তোকে, হারামজাদা! তোর ওপর রাগ করে আমি হেঁটেই যাব, একটু বুঝুক, ভয় হোক! ফিরে এসে শালা দেখবে মনিব হেঁটেই চলে গেছে!'

এরকম ভাবে গালাগালি ইভান ইলিয়িচ আগে কখনো করেন নি, কিন্তু সত্যিই ক্ষেপে উঠেছিলেন তিনি, তাছাড়া মাথাটা ধরেছিল। মদের ব্যাপারে খুব একটা খাইয়ে লোক তিনি নন, পাঁচ ছয় গ্লাসেই বেশ ধরেছিল তাঁকে। কিন্তু রাতটা ছিল সুন্দর, তুহিন, যদিও অস্বাভাবিক শান্ত নিথর। তারাভরা ঝকঝকে আকাশ। পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় পৃথিবী নেয়ে উঠেছে এক স্তব্ধ রুপোলী ঝিলিমিলিতে। বাইরেটা এত চমৎকার যে পঞ্চাশ পা যাবার পরেই ইভান

---

* ধন্যবাদ। (ফরাসী) — সম্পাঃ

ইলিয়িচ তাঁর দুর্ঘটনার কথা প্রায় ভুলে গেলেন। অসম্ভব একটা স্বাচ্ছন্দ্যের অনুভূতি আচ্ছন্ন করল তাঁকে। তাছাড়া একটু নেশা হলে লোকের মেজাজ বদলাতে থাকে। নির্জন রাস্তাটার পাশে ছোটো ছোটো জীর্ণ কাঠের বাড়িগুলোর মধ্যেও একটা সৌন্দর্য খুঁজে পেলেন তিনি।

'পায়ে হেঁটে এই আসাটা তা ভালোই হল,' মনে মনে ভাবলেন, 'ত্রিফোনের একটু শিক্ষা হবে, আর আমার পক্ষে তো আনন্দই। আরো বেশি হাঁটা উচিত আমার। বলশয় প্রসপেক্টে একটা গাড়ি পেয়ে যাব ঠিক। কী চমৎকার রাত! কেমন সব ছোটো ছোটো এই বাড়ি! বোধ হয় ছোটোখাটো লোকেরা সব থাকে, কেরানি... কি ব্যবসায়ী... কিন্তু এই স্তেপান নিকিফরভিচ লোকটা। কী সব প্রতিক্রিয়াশীল লোক — সেকেলে ন্যাতা! ন্যাতা — c'est le mot*। তবে লোকটা চালাক। একটা bon sens**, একটা সংযত সাংসারিক জ্ঞান ওঁর আছে। কিন্তু বুড়োর দল, বুড়োর এই দঙ্গলটা! ওদের অভাব সেই যে কী বলে — যাক গে, ওদের সেইটে নেই... চালু রাখতে পারব না — তার মানেটা কী? বলার আগে আবার খানিকটা ভেবেও দেখেছিলেন। আমায় অবিশ্যি উনি বুঝতে পারেন নি। না বুঝে উপায় কী? বোঝার চেয়ে না বোঝাই কঠিন। সবচেয়ে বড়ো কথা, আমার প্রত্যয়, একটা দৃঢ় প্রত্যয় এসে গেছে। মানবিকতা... লোকপ্রেম। মানুষকে তার নিজের কাছে ফিরিয়ে আনা... তার নিজস্ব গুণ জাগিয়ে তোলা, তারপর... তৈরি মাল নিয়ে নতুন করে শুরু করা। আশা করি পরিষ্কার হয়েছে। আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর দয়া করে এই যুক্তিটা দেখুন — ধরুন একজন কর্মচারীর সঙ্গে দেখা হল আমাদের, ধরা যাক একজন গরিব নিপীড়িত কেরানি। বেশ... কে তুমি? জবাব, কেরানি। বেশ, তারপর কোন কেরানি তুমি? জবাব, অমুক কেরানি, অমুক চাকরি। কাজ করো তুমি? করি। সুখী হতে চাও? চাই। সুখী হবার জন্যে কী তোমার প্রয়োজন? এই এই প্রয়োজন। কেন? কারণ... দুটো কথাতেই লোকটা আমায় বেশ বুঝতে পারবে। লোকটা তখন আমার, ও তখন বলা যেতে পারে জালে জড়িয়েছে, ওকে নিয়ে তখন আমি যা খুশি করতে পারি, মানে ওর নিজের মঙ্গলের জন্যে আর কি। যাচ্ছেতাই লোক এই সেমিওন ইভানিচ! কী বিচ্ছিরি মুখ! 'দুধ দিয়ে দিন ওকে!' কথাটা বললে

* কথাটি বেশ খাপসই। (ফরাসী) — সম্পাঃ

** কাণ্ডজ্ঞান। (ফরাসী) — সম্পাঃ

আমায় খোঁচা দিয়ে। আজ্ঞে না, না, ওটি হচ্ছে না — ধোলাই দিতে হয় আপনি দেবেন। আমি দেব না! ত্রিফোনকে আমি জব্দ করব কথা দিয়ে, তিরস্কার করে। জব্দ ওকে আমি করব, ও সেটা বুঝবে, দেখে নেবেন। আর বেত মারার প্রথাটা — হুঁ, এখনো এ সমস্যার সমাধান হয় নি, হুঁ... মাদমোয়াজেল এমেরাঁস-এর কাছে গেলে কেমন হয়? ধুত্তোরি — শালা এই পাটাতনের পেভমেন্ট!' হঠাৎ পা ফসকে চেঁচিয়ে উঠলেন উনি, 'এই কি না আবার রাজধানী! আলোকপ্রাপ্ত! এক্ষুণি পা ভেঙেছিলুম আর কি। হুঁ! ওই সেমিওন ইভানিচ লোকটাকে আমি দেখতে পারি না — মুখখানা জানোয়ারের মতো! — নৈতিক কোলাকুলির কথায় ও-ই খুকখুক করে হেসে উঠেছিল। কিন্তু যদি তাই করা হয় তাতে আপনার কী? আপনার সঙ্গে আমি কোলাকুলি করতে যাচ্ছি না — বরং এক চাষার সঙ্গে করব... কোনো চাষার দেখা পেলে তাকে দাঁড় করিয়ে কথা কইব। অবিশ্যি আমার নেশা হয়েছিল, হয়ত ঠিক করে বলতে পারি নি। বোধ হয় এখনো ঠিক পারছি না... হুঁ। আর কখনো খাব না। তখন কেবলই বকবক করতে ইচ্ছে করে, কিন্তু পরের দিন আফসোস হয়। তবু আমি তো খাড়া হয়েই হাঁটছি... কিন্তু যাই বলো, সবই ওরা হল হারামজাদার দল — প্রত্যেকটি লোক!'

পেভমেণ্টের ওপর দিয়ে পা চালাতে চালাতে অসংলগ্ন ভাঙা ভাঙা টুকরোয় এইভাবে তর্ক জুড়েছিলেন ইভান ইলিয়িচ। তাজা হাওয়ায় বলা যেতে পারে, একটু ওষুধের কাজ হচ্ছিল। আর মিনিট পাঁচেক পরেই উনি শান্ত হয়ে আসতেন, ঘুমতে চাইতেন। কিন্তু বলশয় প্রসপেক্টে পৌঁছবার কয়েক পা আগেই হঠাৎ সঙ্গীতের আওয়াজ কানে এল তাঁর। চারদিকে চেয়ে দেখলেন। রাস্তার ওপারে একটা ভয়ানক জীর্ণ কাঠের বাড়ি, একতলা, কিন্তু বেশ লম্বা। সেখান থেকে ফুর্তির আওয়াজ আসছিল — বেহালার ঝঙ্কারে 'ডাবল — বাস্'এর জলদে আর একটা বাঁশির সরু তানে বাজছিল একটা উচ্ছল সুর। জানলার সামনে ছোটো একটা ভিড়, তাদের বেশির ভাগই মেয়ে, গায়ে বালাপোষের জামা, মাথায় রুমাল বাঁধা, খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে যতটুকু পারা যায় ততটুকু দেখবার জন্যেই একেবারে উদগ্রীব হয়ে আছে। বোঝা গেল ফুর্তিটা পুরো দমে চলছে। নাচিয়েদের পদক্ষেপের শব্দ শোনা যাচ্ছিল রাস্তার অপর পারেই। অদূরে একটা পুলিসকে দেখে ইভান ইলিয়িচ তার কাছে এগিয়ে গেলেন।

'এটা কার বাড়ি ভাই?' দামী ওভারকোটটা যতটা খুললে তাঁর বুকের ওপরকার গুরুতর পদকটা চোখে পড়তে পারে, ততটা খুলে জিজ্ঞেস করলেন ইভান ইলিয়িচ।

'কেরানী প্সেল্দনিমভের বাড়ি — উনি একজন রেজিস্টার,' টান হয়ে দাঁড়িয়ে জবাব দিলে পুলিসটি। পদচিহ্নটা চোখে পড়তে তার দেরি হয় নি।

'প্সেল্দনিমভ? হুঃ! প্সেল্দনিমভ!.. কী হচ্ছে? বিয়ে টিয়ে নাকি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর, উনি বিয়ে করছেন টিটুলার কাউন্সিলারের মেয়েকে। টিটুলার কাউন্সিলার ম্লেকোপিতায়েভ... কাজ করতেন মিউনিসিপাল কাউন্সিলে। বাড়িটা কনে পেয়েছে।'

'আ, বাড়িটা তাহলে এখন প্সেল্দনিমভের, ম্লেকোপিতায়েভের নয়।'

'প্সেল্দনিমভের হুজুর। আগে ছিল ম্লেকোপিতায়েভের, এখন প্সেল্দনিমভের।'

'জিজ্ঞেস করছি কেন জানো, প্সেল্দনিমভ যে আপিসে কাজ করে আমি সেখানকার একজন কর্তা।'

'জী হুজুর!' আরো সিধে হয়ে দাঁড়াল পুলিসটা। কিন্তু ইভান ইলিয়িচ কী যেন ভাবছিলেন। ভাবতে লাগলেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে...

হ্যাঁ, প্সেল্দনিমভ সত্যিই তাঁরই আপিসে তাঁরই দপ্তরের লোক। মনে পড়ছে এখন। ক্ষুদে কর্মচারী, বেতন মাসে প্রায় দশ রুবল। শ্রী প্রালিনস্কি এ আপিসের ভার পেয়েছেন অতি সম্প্রতি, অধস্তনদের সকলকার সম্পর্কে সবকিছু জানা তাঁর পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারত। কিন্তু প্সেল্দনিমভকে মনে আছে তাঁর, বিশেষ করে তার নামের জন্যে। নামটা প্রথম শুনেই তাঁর অবাক লেগেছিল, এমন নামের যিনি মালিক তার প্রতি তিনি যে দৃষ্টিপাত করেছিলেন সেটা সাধারণ কৌতূহলী দৃষ্টির চেয়েও বেশি। এখন তাঁর মনে পড়ছে লোকটাকে, বেশ অল্প বয়স, শুকচঞ্চু নাক, ঝাঁকড়া পাঁশুটে চুল, ভারি রোগা চেহারা, ইউনিফর্মটা অসম্ভব বিদঘুটে, প্যাণ্টুলুনটা একেবারেই অভদ্র। মনে পড়ল তখনই তাঁর ইচ্ছে হয়েছিল কিছুটা ভদ্রস্থ হবার জন্যে বেচারীকে পার্বণী উপলক্ষে একটা দশ রুবলের নোট দেবেন। কিন্তু লোকটার চেহারা এতই নীরস, মুখভাব এতই অমধুর, বিতৃষ্ণা ছাড়া অন্য কোনো অনুভূতি সঞ্চারে এতই অক্ষম যে তাঁর দয়াবোধ কী করে যেন মিলিয়ে যায় — প্সেল্দনিমভের বখশিশ লাভ হয় না। ইভান ইলিয়িচের বিস্ময় তাই আরো

বেড়ে গিয়েছিল যখন এবম্বিধ প্‌সেল্‌দানিমভই এই হপ্তাখানেক আগে এসেছিল বিয়ের অনুমতি চাইতে।* ইভান ইলিয়িচের মনে পড়ল, ব্যাপারটা ভালো করে দেখার সময় তাঁর ছিল না, ওপর ওপর চোখ বুলিয়ে তাড়াতাড়ি করে বিয়ের প্রশ্নটা মিটিয়ে ফেলা হয়। তথাপি তাঁর এটা স্পষ্ট মনে আছে যে প্‌সেল্‌দানিমভ বধূর সঙ্গে পাবে একটা কাঠের বাড়ি আর চারশ রুবল নগদ। ঘটনাটা তাঁর মনে তখন দাগ কেটেছিল। স্লেকোপিতায়েভ আর প্‌সেল্‌দানিমভ—দুটোই ভারি অদ্ভুত নাম—এ নাম নিয়ে তিনি তখন কিছু রসিকতা করেছিলেন বলেও মনে পড়ে।** সবই পরিষ্কার মনে পড়ছে তাঁর।

মনে পড়ে গিয়ে আরো গভীর ভাবনায় তিনি ডুবে গেলেন। সকলেই জানেন, বড়ো বড়ো ভাবনাও মাঝে মাঝে আমাদের মনে ভেসে যায় এক ঝলকে, একটা অনুভূতির আকারে, সাহিত্যিক ভাষা তো দূরের কথা, সাধারণ ভাষার রূপও না নিয়েই। তাহলেও আমাদের নায়কের এই সব অনুভূতি আমরা অনুবাদ করে দেবার চেষ্টা করব, এবং অন্তত তার মর্মটুকু, তার সবচেয়ে জরুরী ও বোধগম্য অংশটুকু পাঠকের জন্য তুলে দেব। সাধারণ ভাষায় রূপান্তরিত করলে আমাদের অনেক অনুভূতিই ভারি অবিশ্বাস্য ঠেকে। সেই জন্যই প্রকাশ্য দিবালোকে তাদের আত্মপ্রকাশ ঘটে না, যদিও অনুভূতির অভিজ্ঞতা হয় সকলেরই। বলাই বাহুল্য ইভান ইলিয়িচের ভাবনা-অনুভূতিটা কিছুটা অসংলগ্ন, কিন্তু তার কারণ তো আমাদের জানাই।

'তাহলে দ্যাখো!' ঝলক দিয়ে গেল ইভান ইলিয়িচের মনে, 'কিছুই করি না আমরা, কেবল কথা আর কথা; কাজের বেলায় কেবল নাক চুলকোই। প্‌সেল্‌দানিমভকেই ধরা যাক না কেন। সবে ও নেমে এসেছে বেদীমঞ্চ থেকে, মন-ভরা উত্তেজনা, আশা, দাম্পত্য সুখের স্বাদে উন্মুখ... জীবনে এ ওর এক অতি সুখের দিন... অতিথিদের ও এখন আপ্যায়ন করছে, ভোজ দিচ্ছে — সামান্য গরিবিখানা, কিন্তু হাসি খুশিতে ভরা, আন্তরিক... আচ্ছা, এখন যদি ও টের পায় যে এই মুহূর্তেই আমি — তার উপরওয়ালা, তার

---

* বড়ো কর্তার কাছ থেকে বিবাহের অনুমতি নিতে হত কর্মচারীদের। — সম্পাঃ

** স্লেকোপিতায়ুশ্চিয়ে — রুশ ভাষায় স্তন্যপায়ী জীব; প্‌সেল্‌দানিমভ — ছদ্মনাম, অবশ্য বিকৃত উচ্চারণে। — সম্পাঃ

বড়ো কর্তা, দাঁড়িয়ে আছি তার বাড়ির সামনে, গান শুনছি! তাহলে কী করবে ও? কী করবে যদি আমি সোজা ভেতরে ঢুকে যাই? হুম... প্রথমটা অবশ্যই ভারি আশ্চর্য হয়ে যাবে, প্রায় হতভম্ব বোধ করবে। বোধ হয় আমি গিয়ে একটা ব্যাঘাতই ঘটাব, সবকিছু ভণ্ডুল হয়ে যাবে... হ্যাঁ, অন্য কোনো জেনারেল গেলে তাই হবে বটে, কিন্তু আমি গেলে নয়... ঠিকই, অন্য কেউ গেলে হত, কিন্তু আমি গেলে নয়...

বুঝেছেন স্তেপান নিকিফরভিচ, আমায় আপনি বোঝেন নি! এই দেখুন না, হাতের কাছেই একটা জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত।

ঠিকই! মানবিকতা নিয়ে আমরা কেবলি চিৎকার করছি, কিন্তু বীরত্ব দেখাতে, কীর্তি স্থাপন করতে আমরা অক্ষম।

বীরত্ব বলতে কী বোঝাচ্ছি? সোজা কথা ভেবে দেখুন: সমাজের বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে বর্তমান সম্পর্ক যা তাতে আমার পক্ষে, মাঝরাত্রির পরে এক অধস্তন কর্মচারী, মাসিক দশটাকা বেতনের এক রেজিস্টারের বিয়েতে যাওয়া — সে তো একেবারে পাগলামি, একেবারে হ-য-ব-র-ল, পম্পেই-এর শেষ দিন আর কি*, প্রলয়! কেউ ব্যাপারটা বুঝবে না। স্তেপান নিকিফরভিচ তো জীবন থাকতে বুঝবেন না। উনি তো বলেছেনই, চালু রাখতে পারব না। পারবে না সে শুধু তোমরা বুড়োরা, পক্ষাঘাতগ্রস্ত গতানুগতিকেরা। আমি পারব| পম্পেই-এর শেষ দিনটাকে আমি আমার অধস্তন কর্মচারীটির পক্ষে সুখের দিন করে তুলব, বাহ্যত একটা পাগলামিকে করে তুলব একটা স্বাভাবিক, পিতৃসুলভ, উদার, নীতিধর্মের কাজ। কেমন করে? এই ভাবে! দয়া করে শুনুন...

তাহলে, বেশ... ধরা যাক আমি ঢুকলুম। ওরা অবাক, নাচ বন্ধ হয়ে গেল, হাঁ করে তাকাচ্ছে সবাই, পিছিয়ে যাচ্ছে। আমি হাত বাড়িয়ে দিলুম। অতি অমায়িক হাসি হেসে সোজা গেলুম প্সেল্‌দনিমভের কাছে, সরলভাবে বুঝিয়ে বললুম, — ব্যাপারটা হল এই, গিয়েছিলুম মাননীয় স্তেপান নিকিফরভিচের সঙ্গে দেখা করতে। উনি কাছেই থাকেন, বোধ হয় ওঁর বাড়িটাও তুমি চেনো। তারপর ত্রিফোনের কাণ্ডটা নিয়ে রহস্য করে একটু বিবরণ দেব। ত্রিফোন থেকে চলে যাব আমার হেঁটে আসার বর্ণনায়। —

* শিল্পী কার্ল ব্রুলভের (১৭৯৯—১৮৫২) অতি জনপ্রিয় 'পম্পেই-এর শেষ দিন' চিত্রটির কথা বলা হচ্ছে উপমা হিসাবে। — সম্পাঃ

মানে, বাজনা কানে গেল, প্রুলিসকে জিজ্ঞেস করলুম, শুনলুম ভাই যে তোমার বিয়ে হচ্ছে। ভাবলুম, আমার অধস্তন কর্মচারীর বাড়ি, যাই না কেন একবার, গিয়ে দেখি আমার কেরানিরা কী রকম ফুর্তি করে, কী রকম... বিয়ে হয়। আমায় তাড়িয়ে দেবে না আশা করি। তাড়িয়ে দেবে! অধস্তন কর্মচারীর পক্ষে এ কী কথা! কোন শালা তাড়ায়! দূর দূর! আমার ধারণা পাগলা হয়ে গিয়ে ছুটে যাবে আমায় আরামকেদারায় বসাতে, আনন্দে শিউরে উঠবে, প্রথমটায় কিছু ঠাহরই করতে পারবে না!..

এবার বলুন, এর চেয়ে সহজ আর সুন্দর কাজ হতে পারে কিছু? কিসের জন্যে আমি এসেছি? সেটা অন্য প্রশ্ন! সেটা হল বলা যেতে পারে, নীতির দিক। এবং এইটেই হল আসল মর্ম!

হুম... কী যেন ভাবছিলুম?

ও হ্যাঁ... মানে, তারপর ওরা আমায় বসাবে ওদের সবচেয়ে গণ্যমান্যদের মাঝখানে, কোনো টিটুলার কাউন্সিলার কি আত্মীয় গোছের কোনো লাল নাকওয়ালা অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপটেনের পাশে — গোগল এ সব চরিত্র বর্ণনা করেন চমৎকার। মানে, কনের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল অবশ্যই, আমি তার প্রশংসা করলুম, অতিথিদের উৎসাহ দিলুম। বললুম সঙ্কোচের দরকার নেই, ফুর্তি চলুক, নাচ চলুক, হাসলুম, ঠাট্টা তামাসা করলুম — মোটের ওপর বেশ মিষ্টি ভদ্র ব্যবহার করলুম। মন ভালো থাকলে আমি চিরকালই মিষ্টি ভদ্র ব্যবহার করি... হুম... এখন অবশ্য আমি একটু রঙে আছি... ঠিক মাতাল নই, তবে একটু...

...স্বভাবতই ভদ্রলোক হিসাবে আমি ওদের সঙ্গে সমান সমানের মতো আচরণ করলুম, কোনো একটা বিশেষ সম্মান মোটেই দাবি করলুম না... কিন্তু নীতির দিক থেকে, নীতিগতভাবে — সেটা অন্য ব্যাপার! ওরা আমায় বুঝবে, তারিফ করবে... আমার আচরণের ফলে ওদের মধ্যেকার সমস্ত মহত্ত্বও জেগে উঠবে... তারপর আধঘণ্টা খানেক রইলুম... কি একঘণ্টা। ঠিক নৈশ-ভোজনের আগেই অবিশ্যি আমি বিদায় নেব, ওরা ব্যস্ত সমস্ত হয়ে উঠবে, অনুনয় বিনয় করবে, আভূমি সেলাম জানাবে, কিন্তু আমি মাত্র এক গ্লাস খাব, অভিনন্দন জানাব, নৈশ ভোজনে বসব না। বলব, — কাজ আছে। যেই কাজ আছে কথাটি উচ্চারণ করব, অমনি ওদের সকলের মুখ শ্রদ্ধায় কঠিন হয়ে উঠবে। কথাটা বলে একটা মৃদু ইঙ্গিত দেওয়া গেল যে ওদের

সঙ্গে আমার বিস্তর তফাত। স্বর্গমর্ত্যের তফাত। এ তফাতটা আমি ইচ্ছে করে বোঝাতে চাইছি তা নয়, জিনিসটা দরকার... নৈতিক দিক থেকেও এটা জরুরী, লোকে যাই বলুক। তবে সঙ্গে সঙ্গেই মুখে হাসি ফুটবে আমার, হয়ত বা হো হো করেই হাসব, সকলে তখন আবার চাঙ্গা হয়ে উঠবে... কনের সঙ্গে কিছু একটা ঠাট্টা করব আবার। হুম — এমনকি এই কথাই বলব, মানে — ইঙ্গিত করে বলব, ঠিক ন' মাস পরে ফের আমি আসব ধর্মবাপ হিসেবে, হা-হা-হা! ততদিনে ছেলে একটা নামাবে ঠিক তাতে কোনো সন্দেহই নেই। খরগোসের মতো ওদের বংশবৃদ্ধি। তারপর, ওরা তো সবাই হেসে উঠবে, রাঙা হয়ে উঠবে কনের মুখ। বেশ আন্তরিকতার সঙ্গে ওর কপালে চুমো দেব, আশীর্বাদও করব, আর ... আর কালই আমার কীর্তির কথা ছড়িয়ে পড়বে আপিসে। কাল কিন্তু আমি ফের সেই কড়া লোক, ফের সেই অটল, কঠিন মানুষ — কিন্তু সকলেই তখন জেনে গেছে কী ধরনের ব্যক্তি আমি। আমার আত্মাটাকে দেখেছে ওরা, আমার মূল্য বুঝেছে। বলাবলি করবে, — আপিসের কর্তা হিসেবে লোকটা কড়া, কিন্তু মানুষ হিসেবে দেবতা! এইভাবেই জিতে যাব আমি। মাত করব এমন একটা ছোট্ট কাণ্ড করে যা আপনাদের মাথাতেই আসবে না। ওরা তখন হয়ে পড়বে আমার অনুগত। আমি ওদের বাপ, ওরা আমার সন্তান... তাহলে হুজুর বাহাদুর স্তেপান নিকিফরভিচ, এ কাজ আপনার দ্বারা সম্ভব কিনা ভেবে দেখুন...

...বুঝতে পারছেন কি, জানেন কি, প্সেল্‌দনিমভ তার ছেলেপিলের কাছে গল্প করে শোনাবে কী ভাবে জেনারেল স্বয়ং এসে ফুর্তিতে যোগ দিয়েছিলেন, তাদের বাপের বিয়েতে কী ভাবে তিনি সত্যি সত্যিই সুরা পান করেছিলেন! সে ছেলেরা আবার তাদের ছেলেদের বলবে, তারা বলবে তাদের নাতিদের, ঐতিহ্যের একটা কাহিনীর মতো, কী ভাবে এক ওপরওয়ালা, একজন রাষ্ট্রনেতা (ততদিনে আমি নিশ্চয় এ দুটো পদই অর্জন করে নেব) তাদের বাপকে ধন্য করে দিয়েছিল... হীনকে যে আমি নৈতিকভাবে উঁচু করে দিলাম, তাকে ফিরিয়ে দিলাম তার নিজের কাছে। মাসে যে ওর মাত্র দশ রুবল মাইনে!.. কথাটা যদি পাঁচবার কি দশবার পুনরাবৃত্তি করি তাহলে সকলেই আমার নাম করবে... সকলের মনেই জিনিসটা দাগ কাটবে, আর তা থেকে কী যে দাঁড়াবে, শালার এই যশ থেকে — তা কে বলবে!'

এইভাবে কিংবা প্রায় এইভাবে তর্ক জুড়েছিলেন ইভান ইলিয়িচ (নিজের মনে মনে মানুষ কত কীই না বলে বিশেষ করে যদি অবস্থাটা একটু বিচলিত থাকে)। এই সব কথা ওঁর মনের মধ্যে খেলে গেল মিনিট খানেকেরও কম সময়ের মধ্যে; বলাই বাহুল্য যে এই সব স্বপ্নচারণেই তৃপ্তি লাভ করে মনে মনে স্তেপান নিকিফরভিচকে ধিক্কার দিয়ে তিনি শান্তভাবে বাড়ি ফিরে ঘুমতে পারতেন। তাতে ভালোই হত! কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে তখন তাঁর অপ্রকৃতিস্থ মুহূর্ত।

কপালদোষে সেই মুহূর্তেই স্তেপান নিকিফরভিচ আর সেমিওন ইভানভিচের আত্মতৃপ্ত মুখদুখানা ভেসে উঠল তাঁর উত্তপ্ত কল্পনায়।

অনুগ্রহের হাসি হেসে স্তেপান নিকিফরভিচ অনবরত বলতে থাকলেন, 'চাল্‌ রাখতে পারব না।'

'হি-হি-হি-!' অতি অসহ্য একটা হাসি দিয়ে প্রতিধ্বনি করছিলেন সেমিওন ইভানভিচ।

'দেখা যাক, চাল্‌ রাখতে পারি কিনা!' দৃঢ়ভাবে বললেন ইভান ইলিয়িচ, রক্তোচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ল তাঁর গালে। পেভমেণ্ট থেকে নেমে দৃঢ়পদে রাস্তা পার হয়ে তিনি অগ্রসর হলেন তাঁর অধস্তন কর্মচারী, রেজিস্টার প্সেল্‌দনিমভের বাড়ির দিকে।

দুষ্টগ্রহের তাড়নায় বেড়ার খোলা ফটকের মধ্যে দিয়ে সগর্বে হেঁটে গেলেন তিনি, ঘেন্নায় লাথি মেরে ফেলে দিলেন নোংরা একটা ক্ষুদে কুকুরকে — আক্রমণের জন্য নয়, বরং নেহাৎ মুখরক্ষার জন্যেই — কুকুরটা ভাঙা ভাঙা গলায় ঘেউঘেউ করে তাঁর গোড়ালির ওপর লাফিয়ে পড়েছিল। পাটাতনের পথ বেয়ে তারপর হেঁটে গেলেন অলিন্দের দিকে, আঙিনার ওপর সেটা এগিয়ে এসেছিল একটা গুমটি ঘরের মতো। তিনটে জীর্ণ কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলেন বাইরের বারান্দায়। কোন একটা কোণে একটুকরো মোমবাতি বা ঐ ধরনের কোনো আলো ছিল। কিন্তু তাতে বাইরে জুড়তে দেওয়া একটা মাংসের জেলীর মধ্যে গালোশ টালোশ সমেত বাঁ পাটা স্থাপন করতে ইভান ইলিয়িচের অসুবিধা হল না। কৌতূহলবশে নিচু হয়ে তিনি লক্ষ করে দেখলেন আরো দুটো থালায় কী সব ঢালা আছে, তাছাড়া আরো দুটো খাদ্য — সম্ভবত ব্লামাঞ্জে। নষ্ট করে ফেলা জেলীটা চোখে পড়লেই

একমুহূর্তের জন্য হতভম্ব হয়ে রইলেন তিনি, মনেও হল অবিলম্বে পলায়নই বোধ হয় শ্রেয়। কিন্তু ভেবে স্থির করলেন সেটা হবে কাপুরুষোচিত। কেউ তাঁকে দেখে নি, স্বপ্নেও তাঁকে সন্দেহ করবে না, এই ভেবে তিনি চট করে গালোশটি মুছে ফেলে হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে গেলেন ফেল্ট মোড়া দরজার দিকে; দরজা খুলে পৌঁছলেন একটা ছোট বারান্দায়। তার অর্ধেকটা একেবারে আক্ষরিকভাবেই ওভারকোট, ম্যাণ্টেল, ক্যাপ, টুপি, বনেট, মাফলার আর গালোশে ভর্তি। বাকি আধখানায় বাজনদারদের আস্তানা — দুটো তারযন্ত্র, একটা বাঁশি আর একটা ডাবল-বাস্। সবসমেত চারটি লোক — নিশ্চয় রাস্তা থেকেই জোগাড় করা। রঙ পড়ে নি এমন একটা টেবিল, তাতে একটামাত্র মোমবাতি, তারই সামনে বসে ওরা প্রাণপণে কোয়াড্রিলের শেষ গতের তান ধরেছে। খোলা দরজা দিয়ে পাশের হল-ঘরে ধুলো, তামাকের ধোঁয়া আর ভাপের মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে নাচিয়েদের। চারদিকে একটা উদ্দাম ফুর্তির ভাব। শোনা যাচ্ছে হাসিহল্লা আর নারীকণ্ঠের চিৎকার। পুরুষেরা পা ঠুকছে প্রায় এক ঘোড়সওয়ার বাহিনীর মতো। এই নারকীয় গুলজারের ওপর উঠছে অনুষ্ঠান-ওস্তাদের আদেশ, মনে হয় লোকটা বেশ জমিয়ে লোক, খুব অসংকোচ আচরণ: 'পুরুষ নাচিয়েরা সামনে এগোও, শেন দ্য দাম, বালান্সে!' ইত্যাদি। ইভান ইলিয়িচ ওভারকোট আর গালোশ খুলে ঈষৎ দুরুদুরু বুকে ঘরে ঢুকলেন। ভাবনা চিন্তার পর্যায় তখন তাঁর পেরিয়ে গেছে।

প্রথমটা কেউ তাঁকে লক্ষ করলে না, সবাই তখন গতের শেষ পর্যন্ত নাচতে মত্ত। বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি, হট্টগোলের মধ্যে কিছুই ঠাহর করতে পারছিলেন না। সামনে তাঁর ঘূর্ণিপাকে ঘুরে যাচ্ছিল মেয়েদের পোষাক, ঘুরে যাচ্ছে সিগারেট দাঁতে চেপে ধরা সব পুরুষ... একটা মেয়ের আসমানী-নীল ওড়না ঘুরে গেল ইভান ইলিয়িচের নাকের ডগা ছুঁয়ে। জনৈক মেডিকেল ছাত্র চুল ঝাঁকিয়ে ছুটে গেল তার পেছন পেছন, যাবার সময় বেয়াড়া রকমের ধাক্কা দিয়ে গেল ইভান ইলিয়িচকে। পাক খেয়ে গেল বাঁশের মতো ঢ্যাঙা কোন এক সৈন্য বাহিনীর অফিসার। সকলের সঙ্গে তালে তাল দিয়ে পা দাপাতে দাপাতে কে একজন ছুটতে ছুটতে অস্বাভাবিক সরু গলায় চ্যাঁচালে, 'প্সেল্দি...' ইভান ইলিয়িচের পায়ের তলে মেজেটা মনে হচ্ছিল চটচট করছে — নিশ্চয় পালিশ করা হয়েছে মোম দিয়ে। অতিথি প্রায় তিরিশ জন, মোটেই ছোট নয় ঘরখানা।

তবে এক মিনিট পরেই সুর থেমে গেল। এবং ইভান ইলিয়িচ যা ভেবেছিলেন, ঘরের বাইরে থেকেই যা কল্পনা করেছিলেন তা ঘটে গেল অবিলম্বে। একটা গুঞ্জন, একটা বিচিত্র কানাকানি ছড়িয়ে গেল অতিথি আর নাচিয়েদের মধ্যে — তখনো তারা হাঁপাচ্ছে, ঘাম মুছছে মুখের। সবকটি চোখ সবকটি মুখ দ্রুত ফিরল নবাগত অতিথির দিকে। এক মুহূর্ত পরেই সকলে পেছতে লাগল, যারা তখনো লক্ষ করে নি তাদের পোষাকে টান মেরে সংযত হতে বলা হল। এরাও ফিরে দেখেই পেছতে লাগল অন্য সকলের সঙ্গে। ইভান ইলিয়িচ তখনো দোরগোড়ায়, এক পাও অগ্রসর হন নি, তাঁর আর অতিথিদের মাঝখানকার জায়গাটা ক্রমেই বড়ো হতে থাকল — অসংখ্য লজেন্সের মোড়ক, ছেঁড়া কাগজ আর সিগারেট টুকরোয় সে জায়গাটা ভরা। হঠাৎ একটি যুবক সসংকোচে এগিয়ে এল সেই জায়গাটিতে, পরনে তার কর্মচারীর ফ্রককোট, শণের মতো ঝাঁকড়া চুল, বাঁকা নাক। কুঁজো হয়ে এগিয়ে এল সে, অপ্রত্যাশিত অতিথির দিকে তাকালে ঠিক যেভাবে লাথি খাবার আগে কুকুর তাকায় তার মনিবের দিকে।

'কেমন আছ প্সেল্দোনিমভ — চিনতে পারছ?..' বললেন ইভান ইলিয়িচ, বলেই মনে হল ভারি আনাড়ীর মতো বলা হল। মনে হল যে হয়ত এই মুহূর্তে অতি প্রকাণ্ড একটা বোকামিই করে বসলেন।

'হু-হু-জুর!' বিড়বিড় করলে প্সেল্দনিমভ।

'আরে, এই দৈবাৎ এসে পড়লুম ভাই, তুমি নিজেই নিশ্চয় বুঝতে পারছ ...'

কিন্তু প্সেল্দনিমভের বোঝার মতো অবস্থা বোধ হয় ছিল না। দাঁড়িয়েই রইল সে, অত্যন্ত রকমের একটা বিমূঢ়তায় চোখ তার বিস্ফারিত।

'তাড়িয়ে তো আর দেবে না আশা করি — অতিথি যখন, ভালো লাগুক মন্দ লাগুক বসাতেই হয়!..' বলে চললেন ইভান ইলিয়িচ, টের পেলেন খুবই গোলমাল হয়ে যাচ্ছে তাঁর, অমার্জনীয় রকমের কাহিল হয়ে পড়ছেন তিনি। হাসতে চাইছেন, পারছেন না। রসিয়ে রসিয়ে স্তেপান নিকিফরভিচ আর ত্রিফোনের কাহিনীটা শুরু করা ক্রমেই অসম্ভব হয়ে উঠছে। আর পরিস্থিতি আরো সংকটময় করে তোলার জন্যেই যেন প্সেল্দনিমভ তার বিমূঢ় অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারল না, অতি হাঁদার মতো সে তাকিয়েই রইল হাঁ করে। ইভান ইলিয়িচ শিউরে উঠলেন, মনে হল, এইভাবে যদি

আর এক মুহূর্ত চলে তাহলে পরিস্থিতি একেবারে হাতের বাইরে চলে যাবে।

'কোনোরকম ব্যাঘাত ঘটালাম না তো... তাহলে বরং চলেই যাই।' কাহিল গলায় বললেন তিনি, মুখের বাঁ পাশের একটা পেশী কেঁপে উঠল।

ইতিমধ্যে প্সেল্দনিমভের চৈতন্যোদয় হয়েছে...

'সে কী হুজুর... আমার কী সৌভাগ্য...' দ্রুত অভিবাদন করে গুঞ্জন করলে সে, 'বসবেন না?' আরো একটু ধাতস্থ হয়ে দুই হাত বাড়িয়ে সে ইঙ্গিত করলে সোফার দিকে। নাচিয়েদের জায়গা করার জন্যে সে সোফার সামনেকার টেবলটি সরিয়ে ফেলা হয়েছিল...

ঈষৎ ত্রাণ লাভ করে ইভান ইলিয়িচ সোফায় আসন নিলেন। কে একজন তৎক্ষণাৎ ছুটে এসে টেবলটি ফের টেনে আনলে সোফার কাছে। চারিদিকে তাকিয়ে ইভান ইলিয়িচ দেখলেন একমাত্র তিনিই বসে আছেন, সকলেই এমনকি মেয়েরাও দাঁড়িয়ে। লক্ষণ ভালো নয়। কিন্তু কথাটা বলার, চাঙ্গা করে তোলার সময় নয় তখনো। অতিথিরা তখনো পেছচ্ছে, তাঁর কাছে কেবল যে একটি লোক জড়োসড়ো দাঁড়িয়ে সেই প্সেল্দনিমভের মাথায় তখনো কিছু ঢুকছে না, একটুও হাসছে না সে। সংক্ষেপে, ভারি যাচ্ছেতাই অবস্থা। সেই মুহূর্তে আমাদের নায়ককে যে পরিমাণ কষ্ট সইতে হচ্ছিল তাতে তার এই হারুণ-অল-রসিদী* আদর্শবাদী অভিযানটাকে সত্যিই একটা মহাকীর্তি বলে বিবেচনা করা যেতে পারত। কিন্তু হঠাৎ একটি বেঁটেখাটো লোকের উদয় হল প্সেল্দনিমভের পাশে, অভিবাদন করতে শুরু করলে সে। অবর্ণনীয় তৃপ্তির সঙ্গে এমনকি সোল্লাসে ইভান ইলিয়িচ চিনতে পারলেন তাঁর হেডক্লার্ক আকিম পেত্রোভিচ জুবিকভকে — আপিসের বাইরে অবিশ্যি তার সঙ্গে ইভান ইলিয়িচের কোনো পরিচয়-সূত্র ছিল না, কিন্তু দক্ষ, মুখচাপা কর্মচারী বলে তাকে তিনি জানতেন। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে ইভান ইলিয়িচ হাত বাড়িয়ে দিলেন আকিম পেত্রোভিচের দিকে — শুধু দুটো আঙুল নয়, গোটা হাতখানাই। সসম্মানে আকিম পেত্রোভিচ সে হাত গ্রহণ করলে তার দুই হাতের মধ্যে ধরে। জয় হল জেনারেলের, বিপদ কেটে গেল।

---

* খলিফা হারুণ অল রসিদ গোপনে গরিবদের সাহায্য করতেন। — সম্পাঃ

সেটা সত্যিই, কেননা এর ফলে প্‌সেল্‌দানিমভ আর প্রথম পর্‌ষ নয়, হয়ে গেল তৃতীয় পর্‌ষ। ইভান ইলিয়িচ তাঁর কাহিনী এখন শোনাতে পারেন সরাসরি তাঁর হেডক্লার্ককে, তার সঙ্গে আচরণ করতে পারবেন পরিচিত, এমনকি ঘনিষ্ঠ পরিচিতের মতোই; ইতিমধ্যে নির্বাক হয়ে সসম্ভ্রমে কাঁপতে পারে প্‌সেল্‌দানিমভ। এতে ঠাটটা বজায় থাকবে। তাছাড়া গল্পটাও বলা দরকার; ইভান ইলিয়িচ তা টের পাচ্ছিলেন, দেখতে পাচ্ছিলেন, সকলেই কিছ্‌ একটা আশা করছে, এমনকি চাকরবাকরেরাও ভিড় করে দাঁড়িয়েছে দ্‌ই দরজায়, ঠেলাঠেলি করছে কিছ্‌ দেখবে, কিছ্‌ শ্‌নবে বলে। অথচ হেডক্লার্ক বোকার মতো তখনো দাঁড়িয়ে আছে — বসে নি, ভারি বিচ্ছিরি।

'বস্‌ন না!' বলে উঠলেন ইভান ইলিয়িচ, অপ্রস্তুতের মতো সোফায় তাঁর পাশে একটা জায়গার দিকে ইঙ্গিত করলেন।

'আজ্ঞে না... আমি এখানেই বসি...' আকিম পেত্রোভিচ চট করে বসে পড়ল একটা চেয়ারে, প্‌সেল্‌দানিমভ দাঁড়িয়েই রইল, শ্‌ধ্‌ ঝ্‌কে চেয়ারটা এগিয়ে দিল আকিম পেত্রোভিচের দিকে।

'কী ব্যাপার জানেন!' ইভান ইলিয়িচ শ্‌র্‌ করলেন কেবল আকিম পেত্রোভিচকেই লক্ষ করে। গলার স্বর তাঁর তখনো দ্‌র্বল তবে বেশ সহজ এবং স্বচ্ছন্দ। কথাগ্‌লো বলছিলেন টেনে টেনে, প্রত্যেকটা ধ্বনির ওপর জোর দিয়ে 'আ'এর উচ্চারণটা হচ্ছিল 'এ্যা'র মতো, অর্থাৎ নিজেই টের পাচ্ছিলেন চাল মারছেন কিন্তু নিজেকে আয়ত্তে রাখতে পারছিলেন না, কী একটা শক্তি যেন তাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছিল। সেই ম্‌হ্‌র্তে আত্মচেতনা ও যন্ত্রণা তাঁর কম হয় নি।

'কী ব্যাপার জানেন, আসছি স্তেপান নিকিফরভিচ নিকিফরভের কাছ থেকে, জানেন বোধ হয়, উনি এখন প্রিভি কাউন্সিলার। মানে... ঐ কমিশনটাতে...'

আকিম পেত্রোভিচ সসম্ভ্রমে গোটা দেহ ঝ্‌কিয়ে আনল, যেন বলতে চাইল: কে না জানে তাঁকে!

'উনি এখন তোমাদের পাড়ার লোক,' ভদ্রতার খাতিরে এক ম্‌হ্‌র্তের জন্যে প্‌সেল্‌দানিমভের দিকে ফিরে বললেন ইভান ইলিয়িচ। দেখাতে চাইলেন তিনি এখন বেশ স্বাচ্ছন্দ হয়ে উঠেছেন, কিন্তু প্‌সেল্‌দানিমভের চোখে একান্ত নিস্পৃহতা ফুটে আছে দেখে দ্রুত ম্‌খ ফিরিয়ে নিতে হল।

'জানেন তো, বৃদ্ধ সারা জীবন একটা বাড়ি কেনার স্বপ্ন দেখে এসেছেন… মানে, তাই বাড়ি কিনেছেন একটা। সুন্দর ছোট্ট বাড়িখানা। হ্যাঁ — তার ওপর আজ আবার তাঁর জন্মদিন — জন্মদিন তিনি কিন্তু আগে কখনো করতেন না, জন্মদিনের কথাটাই লুকিয়ে রাখতেন আমাদের কাছ থেকেও — খরচ হবার ভয়ে আর কি — হা-হা-হা! কিন্তু এবার নতুন বাড়িখানা কিনে এতই খুশি হয়ে যান যে নেমন্তন্ন করেন আমাকে আর সেমিওন ইভানভিচকে। জানেন তো শিপুলেঙ্কোকে।'

আকিম পেত্রোভিচ ফের একটা অবর্ণনীয় উৎসাহে ঝুঁকে এল। একটু খুশি হয়ে উঠলেন ইভান ইলিয়িচ। ওঁর ভয় হয়েছিল, হয়ত হেডক্লার্কটা আন্দাজ করে ফেলেছে সে-ই এখন হুজুরের ভরসা। খুবই বাচ্ছেতাই হত তাহলে।

'তাই যাওয়া গেল। ছিলুম আমরা তিনজন, টেবলের ওপর শ্যাম্পেন, কাজের কথাবার্তা হচ্ছিল… এটা, সেটা আর কি… নানা সমস্যার কথা… খানিকটা তর্কও হয়ে গেল… হা-হা-হা!'

আকিম পেত্রোভিচ সসম্ভ্রমে ভুরু তুলল।

'তবে আসল ব্যাপার সেটা নয়। শেষ পর্যন্ত বিদায় নিলুম, বৃদ্ধ ভারি সময় মেনে চলেন, জানেনই তো বুড়ো হয়েছেন, সকাল সকাল শুতে যান। আমি তো বেরিয়ে এলুম… কিন্তু আমার ত্রিফোনকে আর কোথাও পাই না! বেশ ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করলুম, — ত্রিফোন গাড়িটা নিয়ে গেল কোথায়? বোঝা গেল, আমার দেরি হবে ভেবে সে গেছে তার বোন না সই — ঈশ্বর জানেন কে — তার বিয়েতে। এই দিকেই পিটার্সবুর্গ এলাকায় কোথাও। গাড়িটিকেও নিয়ে গেছে সঙ্গে।' ভদ্রতার জন্যে জেনারেল আবার তাকালেন প্সেলদানিমভের দিকে। সে দৃষ্টির সামনে প্সেলদানিমভ কুঁকড়ে গেল বটে কিন্তু জেনারেল ঠিক যেমনটি চেয়েছিল সেভাবে নয়। মনের মধ্যে খেলে গেল, 'না, খাঁটি দরদ নেই, অন্তঃকরণ নেই!'

'বটে!' প্রগাঢ় বিস্ময়ে বলে উঠল আকিম পেত্রোভিচ। বিস্ময়ের একটা মৃদু গুঞ্জন ভেসে গেল অতিথিদের মধ্যে।

'অবস্থাটা আমার বুঝুন…' (ইভান ইলিয়িচ তাকালেন অতিথিদের দিকে।) 'পরোয়া নেই, হেঁটেই যাব। ভাবলুম, বলশয় প্রসপেক্ট পর্যন্ত গিয়ে একটা গাড়ি ধরা যাবে… হা-হা-হা!'

'হা-হা-হা!' সসম্ভ্রমে প্রতিধ্বনি করল আকিম পেত্রোভিচ। ফের গুঞ্জন জাগল ভিড়ের মধ্যে। এবার খুশির গুঞ্জন। ঠিক সেই সময় দেয়াল বাতির একটা চিমনি ফাটল সশব্দে। কে একজন উদ্বেগে ছুটে গেল সেটা ঠিক করতে। প্সেল্দোনিমভ চমকে উঠে বাতিটার দিকে চাইলে কঠোর মুখে। কিন্তু জেনারেল সেদিকে কোনো দৃক্পাত করলেন না, ফলে সকলের নিঃশ্বাস আবার সহজ হয়ে এল।

'হেঁটেই চললুম... চমৎকার শান্ত রাত। হঠাৎ শুনি বাজনা, পায়ের তাল, নাচ হচ্ছে। পুলিসটার কাছ থেকে শুনলুম — প্সেল্দোনিমভের বিয়ে। তুমি যে একটা বলনাচের আয়োজন করেছ সে কথা ভাই গোটা পিটার্সবুর্গ এলাকার লোককে জানিয়ে ছাড়বে দেখছি! হা-হা!' ফের হঠাৎ তিনি মুখ ফেরালেন প্সেল্দোনিমভের দিকে।

'হেঁ-হেঁ-হেঁ! যা বলেছেন!' সায় দিলে আকিম পেত্রোভিচ।

অতিথিরা চঞ্চল হয়ে উঠল আবার। কিন্তু সবচেয়ে অস্বস্তিকর এই যে প্সেল্দোনিমভ ফের অভিবাদন করলে বটে, কিন্তু হাসল না। যেন কাঠের তৈরি একটা লোক।

'লোকটা হাবা নাকি?' ভাবলেন ইভান ইলিয়িচ, 'গাধাটা একটু হাসলেও তো পারত। স্বচ্ছন্দে চালানো যেত তাহলে।' ভেতরে ভেতরে অধীর হয়ে উঠছিলেন তিনি, 'তাই ভাবলুম, গিয়ে দেখেই আসি না কেন। নিশ্চয় আমায় তাড়িয়ে দেবে না... ভালো লাগুক না লাগুক অতিথিকে তো ডেকে বসাবে! মাপ করো ভাই — যদি কোনো অসুবিধা হয় তাহলে আমি বরং চলেই যাই... শুধু একটু দেখতে এসেছিলুম...'

অতিথিদের মধ্যে ক্রমশ একটু নড়াচড়া শুরু হল। আকিম পেত্রোভিচ একটা আহ্লাদের ভাব ফুটিয়ে তুলে যেন বলতে চাইল, 'হুজুরের জন্যে অসুবিধা, সে কি হতে পারে?' অতিথিরা সকলেই নড়ে চড়ে স্বাচ্ছন্দ্যের লক্ষণ দেখাতে শুরু করলে। মহিলারা সকলেই প্রায় বসলে। সেটা সুলক্ষণ। এদের মধ্যেকার সাহসীরা রুমাল নাড়তেও শুরু করলে। রোঁয়া ওঠা ভেলভেট গাউন পরা একজন মহিলা তো ইচ্ছে করেই উঁচু গলায় কী যেন বললে। যে অফিসারটির উদ্দেশে সে কথা কইলে তার ইচ্ছে হয়েছিল আরো জোরে জবাব দেয়, কিন্তু যেহেতু আর কেউ জোরে কথা কইছিল না, তাই সে মতি পরিবর্তন করলে। পুরুষেরা অধিকাংশই কেরানি এবং কিছু ছাত্র — চোখ টেপাটিপি

করে তারা সহজ হবার জন্যে পরস্পরকে খোঁচাল, কাশল, এমনকি নানা দিকে এগিয়েও গেল দু এক পা। সত্যি বলতে কি, বিশেষ একটা সংকোচ বোধ তাদের কারোরই ছিল না, শুধু সকলেই কেমন একটু জংলী আর কি, তাদের ফুর্তি মাটি করার জন্যে যে লোকটা এসে উদয় হয়েছে তার প্রতি মনে মনে বিরূপ হয়ে ছিল সবাই। অফিসারটি নিজের ভীরুতায় লজ্জা পেয়ে ধীরে ধীরে এগুতে লাগল টেবলের দিকে।

'শোনো ভাই, তোমার নাম আর পিতৃনামটা যেন কী?' ইভান ইলিয়িচ জিজ্ঞেস করলেন প্সেল্দোনিমভকে।

'পরফিরি পেত্রোভ হুজুর,' জবাব দিলে প্সেল্দোনিমভ, চোখ তার বিস্ফারিত, কথাগুলো এমন গলা খাঁকারি দিয়ে বললে যেন কোনো ড্রিল সার্জেণ্টের জবাব দিচ্ছে।

'তোমার নববধূর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবে না পরফিরি পেত্রোভিচ... তার কাছে নিয়ে চলো আমায়...'

এই বলে উঠি উঠি করলেন জেনারেল। কিন্তু প্সেল্দোনিমভ পড়িমরি করে ছুটল ড্রয়িংরুমের দিকে। নববধূ অবিশ্যি দরজাতেই দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু তার নাম হচ্ছে শুনেই সে লুকিয়ে পড়ে। এক মুহূর্ত পরে প্সেল্দোনিমভ তাকে নিয়ে এল হাতে ধরে। সকলেই পথ করে দিলে তাদের জন্যে। ইভান ইলিয়িচ সমারোহ করে উঠে দাঁড়িয়ে অতি অমায়িক হাসি হেসে তাকালেন তার দিকে।

'আলাপ করে ভারি খুশি হলুম, ভারি খুশি,' অভিজাত ভঙ্গিতে মাথা হেলিয়ে বললেন তিনি, 'বিশেষ করে এমন একটা দিনে...'

হাসলেন দুষ্টুমি করে। মেয়েদের মধ্যে খুশির চাঞ্চল্য জাগল।

'Charmant!'* বললেন ভেলভেটের গাউন পরা মহিলাটি।

প্সেল্দোনিমভের উপযুক্ত কনে। ছোটোখাটো রোগা একটি মেয়ে, সতেরোর বেশি বয়স নয়, ফ্যাকাশে রং, ছোট্ট একটা মুখ, চোখা ক্ষুদে নাক। ক্ষুদে ক্ষুদে চোখদুটো তার ক্ষিপ্র ও চঞ্চল, তাতে বিব্রত ভাব কিছু তো নেই-ই বরং চাইলে খানিকটা বিরূপতা নিয়েই। প্সেল্দোনিমভ যে ওকে পছন্দ করেছে সেটা নিশ্চয় তার রূপের জন্যে নয়। পরনে গোলাপী

---

* চমৎকার। (ফরাসী) — সম্পাঃ

অন্তর্বাসের ওপর শাদা মসলিনের ড্রেস। ঘাড়টা রোগাটে, দেহটা পাখির মতো, হাড়গুলো স্পষ্ট। জেনারেলের অভিনন্দনের উত্তরে সে একটা কথাও বলতে পারল না।

'বাঃ, বেশ সুন্দরী তো!' জেনারেল বলে চললেন নিচু গলায়, যেন প্সেল্দনিমভকেই কেবল শোনাতে চান, কিন্তু এতটা জোরে যাতে নববধূও শোনে। এর জবাবেও কিন্তু প্সেল্দনিমভ একটা কথাও বললে না, তদুপরি এবার মাথাও নোয়ালে না। ইভান ইলিয়িচের মনে হল ওর চোখে যেন গোপন, কঠিন কিছু একটা দেখলেন, বিদ্বেষের মতো কিছু। কিন্তু যে করেই হোক মন ছুঁতে হবে ওর। সেই জন্যেই ইভান ইলিয়িচের আসা।

'কী জুড়ি!' ভাবলেন তিনি, 'তবু...'

আবার তিনি ফিরলেন নববধূর দিকে — এখন সে তাঁর পাশে বসেছে সোফায়। কিন্তু যে দুটি তিনটি প্রশ্ন করলেন তার জবাবে হ্যাঁ-না ছাড়া নববধূ কিছুই বললে না, তাও পুরোপুরি নয়।

মনে মনে ভাবলেন, 'মেয়েটা যদি খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকাও খেত তাহলেও নয় খানিকটা তামাসা করতে পারতুম। অন্যথায় আমার হাল তো দেখছি বিশেষ সুবিধার নয়।' আকিম পেত্রোভিচও যেন তাঁকে বিপদে ফেলার জন্যেই চুপ করে রইল। সেটা অবশ্যই লোকটা বোকা বলে, কিন্তু তাহলেও এটা অমার্জনীয়।

'আপনাদের ফুর্তি মাটি করছি না তো মশায়রা?' ঘরের সকলের উদ্দেশে বললেন তিনি। টের পেলেন সত্যি সত্যি হাত তাঁর ঘামতে শুরু করেছে।

'আজ্ঞে না না, ভাবনা নেই হুজুর। এক মিনিটের মধ্যেই ফের শুরু করছি আমরা... একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলুম কেবল,' জবাব দিল অফিসার। নববধূ খুশি হয়ে তাকাল তার দিকে। লোকটা মোটেই বয়স্ক নয়, গায়ে কী একটা পল্টনের ইউনিফর্ম। প্সেল্দনিমভ তখনো ঝুঁকে দাঁড়িয়ে, ওর বাঁকা নাকটা যেন আরও খাড়া হয়ে উঠেছে। চোখ কান মেলে সে দাঁড়িয়ে আছে যেন ওভারকোট হাতে এক চাপরাশী অপেক্ষা করছে মনিবের বিদায় ভাষণ কখন শেষ হবে। তুলনাটা ইভান ইলিয়িচের স্বয়ং। মাথা খারাপ হতে শুরু করল তাঁর, বিব্রত, অসম্ভব বিব্রত লাগছিল নিজেকে, পায়ের তল থেকে

করে তারা সহজ হবার জন্যে পরস্পরকে খোঁচাল, কাশল, এমনকি নানা দিকে এগিয়েও গেল দু এক পা। সত্যি বলতে কি, বিশেষ একটা সঙ্কোচ বোধ তাদের কারোরই ছিল না, শুধু সকলেই কেমন একটু জংলী আর কি, তাদের ফুর্তি মাটি করার জন্যে যে লোকটা এসে উদয় হয়েছে তার প্রতি মনে মনে বিরূপ হয়ে ছিল সবাই। অফিসারটি নিজের ভীরুতায় লজ্জা পেয়ে ধীরে ধীরে এগুতে লাগল টেবিলের দিকে।

'শোনো ভাই, তোমার নাম আর পিতৃনামটা যেন কী?' ইভান ইলিয়িচ জিজ্ঞেস করলেন প্‌সেল্‌দোনিমভকে।

'পর্‌ফিরি পেত্রোভ হুজুর,' জবাব দিলে প্‌সেল্‌দোনিমভ, চোখ তার বিস্ফারিত, কথাগুলো এমন গলা খাঁকারি দিয়ে বললে যেন কোনো ড্রিল সার্জেণ্টের জবাব দিচ্ছে।

'তোমার নববধূর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবে না পর্‌ফিরি পেত্রোভিচ... তার কাছে নিয়ে চলো আমায়...'

এই বলে উঠি উঠি করলেন জেনারেল। কিন্তু প্‌সেল্‌দোনিমভ পড়িমরি করে ছুটল ড্রয়িংরুমের দিকে। নববধূ অবিশ্যি দরজাতেই দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু তার নাম হচ্ছে শুনেই সে লুকিয়ে পড়ে। এক মুহূর্ত পরে প্‌সেল্‌দোনিমভ তাকে নিয়ে এল হাতে ধরে। সকলেই পথ করে দিলে তাদের জন্যে। ইভান ইলিয়িচ সমারোহ করে উঠে দাঁড়িয়ে অতি অমায়িক হাসি হেসে তাকালেন তার দিকে।

'আলাপ করে ভারি খুশি হলুম, ভারি খুশি,' অভিজাত ভঙ্গিতে মাথা হেলিয়ে বললেন তিনি, 'বিশেষ করে এমন একটা দিনে...'

হাসলেন দুষ্টুমি করে। মেয়েদের মধ্যে খুশির চাঞ্চল্য জাগল।

'Charmant!'* বললেন ভেলভেটের গাউন পরা মহিলাটি।

প্‌সেল্‌দোনিমভের উপযুক্ত কনে। ছোটোখাটো রোগা একটি মেয়ে, সতেরোর বেশি বয়স নয়, ফ্যাকাশে রং, ছোট্ট একটা মুখ, চোখা ক্ষুদে নাক। ক্ষুদে ক্ষুদে চোখদুটো তার ক্ষিপ্র ও চঞ্চল, তাতে বিব্রত ভাব কিছু তো নেই-ই বরং চাইলে খানিকটা বিরূপতা নিয়েই। প্‌সেল্‌দোনিমভ যে ওকে পছন্দ করেছে সেটা নিশ্চয় তার রূপের জন্যে নয়। পরনে গোলাপী

---

* চমৎকার। (ফরাসী) — সম্পাঃ

অন্তর্বাসের ওপর শাদা মসলিনের ড্রেস। ঘাড়টা রোগাটে, দেহটা পাখির মতো, হাড়গুলো স্পষ্ট। জেনারেলের অভিনন্দনের উত্তরে সে একটা কথাও বলতে পারল না।

'বাঃ, বেশ সুন্দরী তো!' জেনারেল বলে চললেন নিচু গলায়, যেন প্সেল্দনিমভকেই কেবল শোনাতে চান, কিন্তু এতটা জোরে যাতে নববধূও শোনে। এর জবাবেও কিন্তু প্সেল্দনিমভ একটা কথাও বললে না, তদুপরি এবার মাথাও নোয়ালে না। ইভান ইলিয়িচের মনে হল ওর চোখে যেন গোপন, কঠিন কিছু একটা দেখলেন, বিদ্বেষের মতো কিছু। কিন্তু যে করেই হোক মন ছুঁতে হবে ওর। সেই জন্যেই ইভান ইলিয়িচের আসা।

'কী জুড়ি!' ভাবলেন তিনি, 'তবু...'

আবার তিনি ফিরলেন নববধূর দিকে — এখন সে তাঁর পাশে বসেছে সোফায়। কিন্তু যে দুটি তিনটি প্রশ্ন করলেন তার জবাবে হ্যাঁ-না ছাড়া নববধূ কিছুই বললে না, তাও পুরোপুরি নয়।

মনে মনে ভাবলেন, 'মেয়েটা যদি খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকাও খেত তাহলেও নয় খানিকটা তামাসা করতে পারতুম। অন্যথায় আমার হাল তো দেখছি বিশেষ সুবিধার নয়।' আকিম পেত্রোভিচও যেন তাঁকে বিপদে ফেলার জন্যেই চুপ করে রইল। সেটা অবশ্যই লোকটা বোকা বলে, কিন্তু তাহলেও এটা অমার্জনীয়।

'আপনাদের ফুর্তি মাটি করছি না তো মশায়রা?' ঘরের সকলের উদ্দেশে বললেন তিনি। টের পেলেন সত্যি সত্যি হাতে তাঁর ঘামতে শুরু করেছে।

'আজ্ঞে না না, ভাবনা নেই হুজুর। এক মিনিটের মধ্যেই ফের শুরু করছি আমরা... একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলুম কেবল,' জবাব দিল অফিসার। নববধূ খুশি হয়ে তাকাল তার দিকে। লোকটা মোটেই বয়স্ক নয়, গায়ে কী একটা পল্টনের ইউনিফর্ম। প্সেল্দনিমভ তখনো ঝুঁকে দাঁড়িয়ে, ওর বাঁকা নাকটা যেন আরও খাড়া হয়ে উঠেছে। চোখ কান মেলে সে দাঁড়িয়ে আছে যেন ওভারকোট হাতে এক চাপরাশী অপেক্ষা করছে মনিবের বিদায় ভাষণ কখন শেষ হবে। তুলনাটা ইভান ইলিয়িচের স্বয়ং। মাথা খারাপ হতে শুরু করল তাঁর, বিব্রত, অসম্ভব বিব্রত লাগছিল নিজেকে, পায়ের তল থেকে

যেন মাটি সরে যাচ্ছে, যেন এমন একটা জায়গায় গিয়ে পড়েছেন যেখান থেকে উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব, পথ খ্‌ুজতে হচ্ছে অন্ধকারে হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে।

হঠাৎ একটি ছোটোখাটো শক্তসমর্থ মহিলার জন্যে পথ করে দিলে সবাই। যুবতী তাকে আর বলা যায় না, আভিজাত্য ফুটিয়ে তোলার কোনো ভান নেই পোষাকে, যদিও বোঝা যায় সেটি তার সেরা পোষাক; মস্ত একটা শাল গলায় পিন দিয়ে আঁটা; যে টুপিটা মাথায় দিয়েছে বোঝা যায় সেটিতে সে বিশেষ অভ্যস্ত নয়। হাতে তার গোল একটি ট্রে, তাতে এক বোতল শ্যাম্পেন — বোতলটা খোলা কিন্তু তখনো অব্যবহৃত, আর ঠিক দ্‌ুটি গেলাস — কমও নয়, বেশিও নয়। বোঝা যায় এ বোতল শ্‌ুধ্‌ু দ্‌ুজন অতিথির জন্যেই।

বয়স্কা সোজা এসে দাঁড়াল জেনারেলের কাছে।

'হ্‌ুজ্‌ুর মাপ করবেন,' বললে অভিবাদন করে, 'কিন্তু আমার ছেলের বিয়েতে পায়ের ধ্‌ুলো দিয়ে আমাদের কৃতার্থ করেছেন, তাই বলি, বর কনের স্বাস্থ্য পান করতে যেন আপত্তি করবেন না।'

ইভান ইলিয়িচের মনে হল যেন ম্‌ুক্তিদাতা এসেছেন। মেয়েটি মোটেই ব্‌ুড়া নয়, প'য়তাল্লিশ কি ছেচল্লিশের বেশি বয়স হবে না! কিন্তু এমন অমায়িক, লালচে, খোলামেলা, গোলালো র্‌ুশী ম্‌ুখ তার, হাসিটি এত সরস, অভিবাদন করলে এমন সহজে যে ইভান ইলিয়িচ তৎক্ষণাৎ চাঙ্গা হয়ে উঠলেন, আশা ফিরে এল তাঁর।

সোফা থেকে উঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপ-নি-ই তা-হ-লে ছে-লে-র মা?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ হ্‌ুজ্‌ুর, মা,' লম্বা ঘাড়টা বাড়িয়ে নাকটা এগিয়ে ফের বিড়বিড় করলে প্‌ুসেল্‌দনিমভ।

'পরিচয় করে ভা-রি খ্‌ুশি হল্‌ুম, ভারি খ্‌ুশি হল্‌ুম।'

'একটু কিছ্‌ু খান, হ্‌ুজ্‌ুর।'

'সানন্দে!'

ট্রেটা নামানো হল, শ্যাম্পেন ঢেলে দেবার জন্যে লাফিয়ে এল প্‌ুসেল্‌দনিমভ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ইভান ইলিয়িচ একটি গ্লাস গ্রহণ করলেন।

'আমার... এই উপলক্ষে আমার... মানে এক কথায় ওপরওয়ালা

হিসাবে… আমার শ্বভেচ্ছা প্রকাশ করার এই স্বযোগ পেয়ে,' শ্বর্ব করলেন তিনি, 'ভারি আনন্দ হচ্ছে, ভারি আনন্দ হচ্ছে… আপনার জন্যে মাদাম (কনের দিকে চাইলেন তিনি), আর তোমার জন্যে ভায়া পরফিরি, আপনাদের সকলের উন্নতি ও আজীবন স্বখ কামনা করি।'

প্বরো গেলাস তিনি নিঃশেষ করলেন ফুর্তি করে, এ সন্ধ্যায় এই তাঁর সপ্তম গেলাস। প্সেল্দোনিমভ সামনের দিকে চেয়ে রইল গম্ভীর বলতে কি গোমড়া ম্বখেই। লোকটার প্রতি জ্বলা-জ্বালা ঘ্বণা হতে লাগল জেনারেলের।

অফিসারের দিকে তাকিয়ে ভাবলেন, 'আর ঐ ঢ্যাঙা লোকটাই বা এখানে ঘ্বরঘ্বর করছে কেন… হ্বর-রে টুরে বলে একটু চেঁচিয়ে উঠলেও তো পারত! সবকিছ্বই সড়গড় হয়ে যেত তাহলে…'

'আপনিও স্বাস্থ্যপান কর্বন না আকিম পেত্রোভিচ,' হেডক্লার্কের দিকে ফিরে বললে মা, 'আপনি কর্তা, ও আপনার অধস্তন। মা হিসেবে মিনতি করছি, আমার ছেলেকে একটু দেখবেন। ভবিষ্যতেও আমাদের কথা ভুলে যাবেন না আকিম পেত্রোভিচ, ভালো লোক আপনি।'

'কী অপর্বপ এই সেকেলে র্বশ মেয়েরা! সবাইকেই মাতিয়ে তুলেছে,' ,মনে হল ইভান ইলিয়িচের, 'জনগণকে তো আমি চিরকালই ভালোবাসি…'

সেই ম্বহ্বর্তে আর একটি ট্রে এল টেবিলে। নিয়ে এল একটি মেয়ে, পরনে ক্রিনোলিনের ওপর আনকোরা নতুন একটা প্রিন্টের পোষাক, খসখস করছে। ট্রেটা এত বড়ো যে দ্বই হাত দিয়ে সে সামলাতে পারছিল না। তার ওপর আপেল, বনবন, মোরব্বা, আখরোট বাদাম ইত্যাদির নানা প্লেট। এতক্ষণ ট্রেটা ছিল ড্রয়িং-র্বমে সকলের জন্যে, বিশেষ করে মেয়েদের জন্যে। এখন সেটা স্থাপিত হল কেবল জেনারেলের সম্ম্বখে।

'আমাদের দীন আয়োজনে আপত্তি করবেন না হ্বজ্বর, ঘরে খ্বদ-কুঁড়ো যা আছে তাতেই আমাদের আনন্দ,' মা বললে অভিবাদন করে।

'সে কী কথা!' একটা বাদাম তুলে নিয়ে বললেন ইভান ইলিয়িচ, এমনকি খ্বশিই লাগল তাঁর। আঙ্বলে চাপ দিয়ে বাদামটা ভাঙলেন। ঠিক করেছিলেন জনপ্রিয়তার চর্চা চালিয়ে যাবেন শেষ পর্যন্ত।

হঠাৎ খিলখিল করে উঠল নববধ্ব।

'কী ব্যাপার?' হেসে জিজ্ঞেস করলেন ইভান ইলিয়িচ; জীবনের লক্ষণ দেখে খুশিই লাগল তাঁর।

'এই ইভান কস্তেনাকিনিচটা, এমন মজার মজার সব গল্প করে,' চোখ নামিয়ে জবাব দিলে নববধূ।

জেনারেলের চোখে পড়েছিল সোফার পেছনে আড়াল নিয়ে একটি যুবক মাদাম পুসেল্‌দনিমভের কানে কানে কী যেন বলছিল। ছেলেটা মোটেই খারাপ দেখতে নয়, শণের মতো চুল। খাড়া হয়ে দাঁড়াল ছেলেটি। বোঝা গেল ভারি লাজুক, ভারি অল্প বয়স।

খানিকটা অপরাধীর মতো সে বললে, 'আমি ওকে স্বপ্নবেদ বইটার* কথা বলছিলুম স্যার।'

'কোন স্বপ্নবেদ বই?'

'নতুন একটা স্বপ্নবেদ বই বেরিয়েছে, সাহিত্যিক স্বপ্নবেদ। ওকে বলছিলুম, যদি কেউ পানায়েভকে স্বপ্নে দেখে তাহলে তার মানে তার শার্টের ওপর সে কফি ছলকে ফেলবে।'

'কী ছেলেমানুষ!' একটু বিরক্ত হয়েই ভাবলেন ইভান ইলিয়িচ। কথা বলার সময় ছেলেটা ভয়ানক লাল হয়ে উঠেছিল বটে, তবু পানায়েভের প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে পেরে সে ভারি খুশি।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনেছি বটে...' হুজুর সাড়া দিলেন।

'এটার চেয়েও ভালো আছে একটা,' ইভান ইলিয়িচের পাশ থেকে কে একজন বলে উঠল, 'নতুন একটা শব্দকোষ বেরচ্ছে, তাতে শ্রী ক্রায়েভস্কি নাকি একটা প্রবন্ধ দেবেন, আলফেরাকি... 'স্বরূপ ফাঁস' সাহিত্য নিয়ে লিখবেন...'**

মন্তব্যটা এল যে যুবকের কাছ থেকে তার সংকোচের বালাই তো নেই-ই বরং একটু গায়ে-পড়া ভাব। হাতে তার দস্তানা, গায়ে শাদা ওয়েস্টকোট,

---

* কবি নিকোলাই শ্চের্বিনার (১৮২১—১৮৬৯) 'সাম্প্রতিক রুশ সাহিত্যের স্বপ্নবেদ' নামক ব্যঙ্গ রচনার কথা বলা হচ্ছে। এটি প্রচারিত হয় পাণ্ডুলিপি আকারে। লেখক তাতে নিকোলাই নেক্রাসভ (১৮২১—১৮৭৮) ও ইভান পানায়েভের (১৮১২—১৮৬২) নেতৃত্বে প্রকাশিত গণতান্ত্রিক পত্রিকা 'সভ্রেমেন্নিক'এর উপর কুৎসাভিযান চালান। — সম্পাঃ

** ১৮৬১ সালে সরকারী সাহায্যে 'রুশ পণ্ডিত ও সাহিত্যিকগণ কর্তৃক সংকলিত বিশ্বকোষিক অভিধান' প্রকাশিত হতে শুরু করে। পুস্তকটির সাধারণ সম্পাদনার ভার

টুপিটা হাতে ধরা। নাচছিল না সে, তাকিয়ে দেখছিল তাচ্ছিল্যের ভাব করে, কেননা 'অঙ্গার' নামক এক ব্যঙ্গ পত্রিকার* সে লেখক। বিয়েতে এসেছে নেহাৎ দৈবাৎ, প্সেল্দোনিমভ তাকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে এসেছে সম্মানীয় অতিথি হিসাবে। এদের আলাপ হয়েছিল এক বছর আগে যখন এক জার্মান বাড়িউলীর বাড়ির খুপরিতে তারা দুজন একত্রে উপোস দিত। ভোদকাতে অবশ্য যুবকটির কোনো আপত্তি ছিল না, ভোদকা পানের জন্যে প্রায়ই সে একটা পাশের ঘরে অন্তর্ধান করছিল, যার পথটা এখন সকলের কাছেই জানা। লোকটার প্রতি তৎক্ষণাৎ বিরূপ হয়ে উঠল জেনারেলের মন।

'এমন মজা, জানেন হুজুর,' হঠাৎ কথার মাঝখানে বলে উঠল সেই শণচুলো ছেলেটি শার্টের ওপর যে কফি ফেলার গল্প করছিল এবং শাদা ওয়েস্টকোট পরা সাংবাদিকটি যাকে তুচ্ছ করতে চাইছিল, 'লেখক এমন ভাব করেছেন যেন শ্রী ক্রায়েভস্কি বানানও জানেন না: 'ওবলিচিতেলনি'** কথাটা লেখেন 'ও'য়ের বদলে 'আ' দিয়ে...'

কিন্তু ছেলেটির কথা আর শেষ হল না। জেনারেলের দৃষ্টি থেকে বোঝা গেল এসব কথা তাঁর আগেই জানা। ফলে থতমত খেয়ে গেল ছেলেটি। কোনোক্রমে পিছে সরে গেল সে, বাকি সময়টা কাটালে ভারি মনমরার মতো। তার জায়গা নিলে 'অঙ্গার' পত্রিকার তুখোড় লেখক, সরে এল আরো কাছে, বোঝা গেল জেনারেলের পাশেই একটা আসন নেওয়া তার ইচ্ছে। এতটা গায়ে-পড়া ভাব জেনারেলের মনে হল একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে।

'আচ্ছা পরফিরি বলো তো,' কিছু একটা বলতে হবে বলে শুরু করলেন তিনি, 'অনেক দিন থেকে ভাবছিলুম জিজ্ঞেস করব, প্সেল্দোনিমভ না

গ্রহণ করেন প্রকাশক আঁদ্রেই ক্রায়েভস্কি (১৮১০—১৮৮৯)। তখনকার পত্রিকা জগতে এতে বিশেষ ক্ষোভের সঞ্চার হয়।

আলফেরাকি — তাগানরোগ শহরের ব্যবসায়ী, তার নাম কাগজে ওঠে ১৮৫৯ সালে। — সম্পাঃ

* গণতান্ত্রিক মতামতের ব্যঙ্গ পত্রিকা 'ইস্ক্রা'র (১৮৫৯—১৮৭৩) কথা বলা হচ্ছে পত্রিকাটির সঙ্গে দস্তোয়েভস্কি ভ্রাতাদের কাগজ 'ভ্রেমিয়া' তর্কযুদ্ধ চালায়। — সম্পাঃ

** স্বরূপ ফাঁস। (রুশ) — সম্পাঃ

বলে তোমায় প্‌সেল্‌দানিমভ বলে কেন? নিশ্চয় প্‌সেভদানিমভই তোমার নাম?'

'তা ঠিক বলতে পারছি না হুজুর,' জবাব দিলে প্‌সেল্‌দানিমভ.

'ওর বাপ যখন কাজে ঢোকে তখন সম্ভবত দলিলপত্রে বানান ভুল ছিল। ফলে ও এখন প্‌সেল্‌দানিমভ হয়ে গেছে,' বুঝিয়ে বললে আকিম পেত্রোভিচ, 'এরকম হয়।'

'ঠিক বলেছেন,' সোৎসাহে বললেন জেনারেল, 'ঠিকই তাই। কেননা বোঝাই যাচ্ছে — প্‌সেভদানিমভ আসছে একটা সাহিত্যিক শব্দ প্‌সেভ্‌দানিম বা ছদ্মনাম থেকে। কিন্তু প্‌সেল্‌দানিমভ কথাটার তো কোনো মানেই হয় না।'

'মূর্খামি আর কি,' বললে আকিম পেত্রোভিচ।

'মূর্খামি বলতে ঠিক কী বলতে চাইছেন?'

'রুশ জনগণ আর কি। মূর্খের মতো তারা মাঝে মাঝে অক্ষর অদলবদল করে বসে। যেমন ইনভালিদ্‌ না বলে বলে নিভালিদ্‌।'

'নিভালিদ... বটে, বটে, হো-হো-হো...'

'ওরা মম্বর বলে হুজুর!' ঢ্যাঙা অফিসারটি বলে উঠল, নিজেকে জাহির করবার জন্যে বহুক্ষণ থেকে সে উশখুশ করছিল।

'মম্বর আবার কী?'

'নম্বরের বদলে মম্বর, হুজুর।'

'ও, নম্বর না বলে মম্বর! খাসা! হে-হে-হে!' অফিসারটির জন্যেও হাসতে হল ইভান ইলিয়িচকে।

অফিসারটি টাই ঠিক করে নিলে।

'আরো বলে কি জানেন: বেত্তান্ত,' যোগ করলে 'অঙ্গারের' লেখক। কিন্তু জেনারেল চেষ্টা করলেন কান না দিতে। সবার জন্যেই তো আর তিনি হাসতে পারেন না।

'বৃত্তান্তর বদলে বলে বেত্তান্ত,' বেশ একটু ক্ষুব্ধ স্বরেই পুনরাবৃত্তি করলে 'লেখক'।

ইভান ইলিয়িচ কঠিন চোখে তাকালেন তার দিকে।

'লেখকটির' কানে কানে ফিসফিসিয়ে বললে প্‌সেল্‌দানিমভ, 'কী লাগিয়েছিস?'

'কথা কইছি, কথা কইতেও মানা নাকি?' ফিসফিসিয়ে জবাব দিলে সে কিন্তু চাপা রাগে মুখ বন্ধ করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

গেল সোজা সেই আকর্ষণের পিছু-ঘরখানায় যেখানে পুরুষ নাচিয়েদের উপকারার্থে পার্টির শুরু থেকেই দু-ধরনের ভোদকা, নোনা হেরিং, মাছের ডিমের আচার আর এক বোতল কড়া দেশী শেরি সাজিয়ে রাখা হয়েছিল নকশা-তোলা ইয়ারোস্লাভ্ল টেবলক্লথে ঢাকা একটি টেবলের ওপর. মনে মনে গুমরে গুমরে সে ভোদকা ঢালছে এমন সময় হঠাৎ ছুটে এল সেই এলোমেলো-চুল মেডিকেল ছাত্রটি। প্সেল্দনিমভের বলনাচে সে-ই সেরা নাচিয়ে, ক্যানক্যান নাচও জানে। সলোভে পানপাত্রটা সে চেপে ধরল।

চট করে খেয়ে বললে, 'শুরু হচ্ছে! চল দেখবি! হাতের উপর দাঁড়িয়ে একটা সোলো নাচ আমি নাচব, রাতের খাবারের পর একটা মেছোও চালাব।* বিয়ের ব্যাপারে সত্যিই ভারি যুতসই হবে। প্সেল্দনিমভের কাছে একটা ইয়ারী ইশারা আর কি... জানিস, ক্লিওপাত্রা সেমিওনভনাটি খাসা মেয়ে, ওকে নিয়ে যা ইচ্ছে করা যায়!'

'লোকটা প্রতিক্রিয়াশীল,' গ্লাস শেষ করে বিমর্ষভাবে বললে লেখক।

'কে প্রতিক্রিয়াশীল?'

'কেন, ঐ যে যাঁর সম্মুখে মিষ্টির পাহাড় এনে দেওয়া হয়েছে। বলে দিচ্ছি আমি, লোকটা প্রতিক্রিয়াশীল।'

'ইস্, খুব যে বাড়াবাড়ি দেখছি...' অস্ফুট উক্তি করে কোয়াড্রিল নাচের তালে তালে ছুটে বেরিয়ে গেল ছাত্রটি।

লেখকটি তখন একলা, সাহস ও স্বাধীনতা সঞ্চয়ের জন্যে আর এক গেলাস ঢেলে নিয়ে নিঃশেষ করলে, চাট তুলে নিল একটু। এবং সেই মুহূর্তে 'অঙ্গার' পত্রিকার যে লেখকের প্রতি ইভান ইলিয়িচ বিরূপ বোধ করেছিলেন, বিশেষ করে দু-এক গেলাস ভোদকা টানার পরে তার মধ্যে যে চরম শত্রু, যে অতৃপ্ত প্রতিহিংসক জেগে উঠেছিল, রাষ্ট্রীয় কাউন্সিলার ইভান ইলিয়িচ জীবনে কখনো তেমন শত্রুর সাক্ষাৎ পান নি। অথচ হায়, ইভান ইলিয়িচের তেমন সন্দেহ পর্যন্ত ছিল না। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির কথাও তিনি

* অশ্লীল এক নাচের নাম। — সম্পাঃ

সন্দেহ করেন নি, যদিও নিমন্ত্রিতদের সঙ্গে হুজুরের পরবর্তী সমস্ত সম্পর্কের মধ্যেই তার প্রভাব পড়েছিল। ব্যাপারটা হল এই যে অধস্তন কর্মচারীর বিবাহে তাঁর উপস্থিতির কারণ হিসাবে যদিও স্বীয় ধারণানুযায়ী একটি সঠিক ও বিশদ ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছিলেন, কিন্তু তাতে আসলে কারো সন্দেহ যায় নি, নিমন্ত্রিতেরা তখনো বিব্রত বোধ করছিল। তারপর হঠাৎ সবকিছু বদলে গেল যেন যাদুতে। অস্বস্তি চলে গেল সবার, হৈ-হল্লা হাসি-ঠাট্টা-নাচে সবাই এমন রাজী যেন অপ্রত্যাশিত অতিথিটি আর নেই। কারণ, কী এক দুর্বোধ্য উপায়ে একটা গুজব, একটা কানাকানি, একটা খবর রটে গিয়েছিল যে অতিথিটি আসলে একটুখানি... রঙে আছেন আর কি। এবং প্রথমে যদিও সেটা অতি গর্হিত একটা কুৎসা বলেই ধরা হয়েছিল তবু ধীরে ধীরে কথাটা বিশ্বাস্য হয়ে উঠতে থাকে এবং হঠাৎ সবকিছুই জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যায়। সকলেই ভারি একটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। সেই মুহূর্তেই শুরু হল নাচের বাজনা, রাতের খাবারের আগে এই শেষ বাজনা, যাতে নাচবার জন্যে মেডিকেল ছাত্রটি অমন অধীর হয়ে উঠেছিল।

ইভান ইলিয়িচ ভাবছিলেন নববধূর সঙ্গে ফের আলাপ শুরু করবেন, খুব একটা যুতসই রসিকতা করে তার মন কাড়বেন, এমন সময় ঢ্যাঙা অফিসারটি ছুটে এসে এক হাঁটু মুড়ে নাচে ডাকলে। সঙ্গে সঙ্গে সোফা থেকে লাফিয়ে উঠে নববধূ উড়ে চলে গেল তার সঙ্গে নাচের দলে যোগ দিতে। জেনারেলের কাছে অফিসারটি তার জন্যে একটু মাপও চেয়ে নিলে না, নববধূও একবার জেনারেলের দিকে তাকালে না পর্যন্ত — রেহাই পেয়ে মেয়েটি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

ইভান ইলিয়িচ ভাবলেন, 'তা সত্যি বলতে কি, এটা ওর অধিকারের মধ্যেই। এদের কাছ থেকে খুব একটা আদবকেতা তো আর আশা করা যায় না।'

'হুম... আমার সঙ্গে ভদ্রতা করার দরকার নেই ভায়া পর্ফিরি,' বললেন প্সেলদোনিমভের দিকে চেয়ে, 'হয়ত — ওদিকে কিছু দেখাশোনা — কিংবা... এটা ওটা আর কি কিছু করবার আছে হয় তো তোমার, সংকোচ করো না।' এবং যোগ করলেন নিজের মনে, 'ও কি আমায় পাহারা দিচ্ছে নাকি?'

প্রসেল্দনিমভের লম্বা ঘাড়টি আর স্থিরনিবদ্ধ চোখদুটো ইভান ইলিয়িচের কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। মোটের ওপর যাকিছু ঘটছে সেসব মোটেই তাঁর আশানুরূপ নয়, যদিও সে কথা স্বীকার করতে ইভান ইলিয়িচ রাজী ছিলেন না।

নাচ শুরু হল।

'একটু দিই, হুজুর...' সসম্ভ্রমে বোতলটা তুলে ধরে বললে আকিম পেত্রোভিচ, হুজুরের গেলাস ভর্তি করে দেবার জন্যে সে উন্মুখ।

'আমি... আমি... মানে ঠিক হবে কিনা...'

কিন্তু আকিম পেত্রোভিচ ততক্ষণে আহ্লাদে গদগদ হয়ে শ্যাম্পেন ঢালতে শুরু করেছে। গ্লাস ভর্তি করে দেবার পর সে ঢাললে নিজের জন্যে, চুপিচুপি, ভয়ে ভয়ে, কাঁধ ঝাঁকিয়ে, শুধু এইটুকু তফাত রেখে যে নিজের গেলাসটা সে ভর্তি করলে শেষ আধ-ইঞ্চি বাদ দিয়ে। ওর মনে হয়েছিল তাতে বোধ হয় সম্মান দেখানো হবে। খোদ বড়ো কর্তার পাশে বসে তাকে মনে হচ্ছিল প্রসবের বেদনা ওঠা এক নারীর মতো। কী নিয়ে কথা কইবে কিছুই খুঁজে পাচ্ছিল না সে। এদিকে হুজুরকে আপ্যায়ন করা নিঃসন্দেহে তারই কর্তব্য কেননা হুজুর দয়া করে তাকেই সঙ্গ দান করেছেন। শ্যাম্পেনটা ত্রাণ করল। কিন্তু ওর শ্যাম্পেন ঢেলে দেওয়াটা যে হুজুরের ভালো লাগছে, সেটা শ্যাম্পেনটার জন্যে ততটা নয় যতটা তাঁর নৈতিক পরিতৃপ্তির জন্যে, কেননা শ্যাম্পেনটা ছিল গরম এবং স্বভাবতই কদর্য।

ইভান ইলিয়িচ ভাবলেন, 'বুড়োর নিজের খাবার ইচ্ছে, আমি না খেলে খেতে পাচ্ছে না। আমি বাধা দিতে চাই না... তাছাড়া বোতলটা সামনে, না খাওয়া হাস্যকর!'

একবার চুমুক দিলেন তিনি, কিছু না করে চুপচাপ বসে থাকার চেয়ে চুমুক দেওয়াটাও ভালো মনে হল তাঁর।

'এখানে এসে পড়েছি,' মেপে মেপে ঝোঁক দিয়ে দিয়ে কথা শুরু করলেন তিনি, 'এসে পড়েছি বলা যেতে পারে খানিকটা দৈবাৎ, এবং স্বভাবতই কেউ কেউ ভাবতে পারে... যে জিনিসটা... মানে ঠিক এমন একটা জমায়েতে আর কি... উপস্থিত থাকা আমার পক্ষে ঠিক... উচিত হয় নি।'

কিছু না বলে ভীরু কৌতূহলে শুনে গেলেন আকিম পেত্রোভিচ।

'কিন্তু আশা আছে আপনি বুঝবেন কেন এসেছি — কেবল মদ খাবার জন্যেই আসি নি অবিশ্যি, হা-হা-হা!'

হুজুরের সঙ্গে সঙ্গে আকিম পেত্রোভিচেরও ইচ্ছে হয়েছিল হেসে ওঠে, কিন্তু কেন জানি হাসি এল না তার; এবারও বলবার মতো কথা সে কিছু খুঁজে পেল না।

'আমি এলুম... বলা যেতে পারে উৎসাহ দেবার জন্যে, মানে... একটা নৈতিক ইয়ে আর কি, উদ্দেশ্যের জন্যে,' বলে চললেন ইভান ইলিয়িচ। আকিম পেত্রোভিচের গণ্ডমূর্খতায় বিরক্ত লাগছিল তাঁর। তারপর দোষীর মতো বেচারা আকিম পেত্রোভিচকে চোখ নামাতে দেখে নিজেই চুপ করে গেলেন তিনি। খানিকটা থতমত খেয়ে আর একবার চুমুক দিলেন গ্লাসে। আকিম পেত্রোভিচও যেন তাতেই পরিত্রাণ বুঝে বোতল নিয়ে ভর্তি করে দিল জেনারেলের গেলাস।

'বিশেষ বুদ্ধি নেই তোমার,' হতভাগ্য আকিম পেত্রোভিচের দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে ভাবলেন ইভান ইলিয়িচ। নিজের ওপর জেনারেলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অনুভব করে আকিম পেত্রোভিচও স্থির করলে আর একটি কথাও কইবে না, চোখও তুলবে না। এইভাবে আরো দুই মিনিট পরস্পর বসে রইল ওরা, আকিম পেত্রোভিচের পক্ষে ভারি যন্ত্রণাকর দুটি মিনিট।

আকিম পেত্রোভিচ প্রসঙ্গে কিছু বলি। ভেড়ার মতো নিরীহ লোকটা, পুরনো আমলের মানুষ, গোসামোবির আবহাওয়ায় বেড়ে উঠেছে, তাহলেও লোকটা ভালো, এমনকি উদারই বলা যায়। পিটার্সবুর্গী রুশ সে, অর্থাৎ বাপ ঠাকুর্দার জন্ম, জীবন পিটার্সবুর্গেই, সেখানেই চাকরি করেছে, শহর ছেড়ে কোথাও যায় নি। এরা এক বিশেষ জাতের রুশ। রাশিয়ার কোনো ধারণা এদের নেই এবং এ অজ্ঞতায় কোনো উদ্বেগও নেই তাদের। এদের সমস্ত কৌতূহল সীমাবদ্ধ পিটার্সবুর্গে, এবং সর্বাগ্রে যে আপিসটিতে কাজ করে সেখানে। এদের যাকিছু ভাবনা সব মাস-মাইনে, মুদির দোকান আর ক্ষুদে বাজি নিয়ে। রুশী আচার ব্যবহার এবং রুশী গান তারা কিছুই জানে না কেবল 'লুচিনুশ্কো' ছাড়া, তাও কেবল ভবঘুরে অর্গান বাজিয়েরা সে গানটা রাস্তায় রাস্তায় বাজায় বলে। আসল রুশীর সঙ্গে পিটার্সবুর্গ রুশীর তফাত ধরার দুটি জরুরী ও মোক্ষম লক্ষণ আছে। প্রথমত, বিনা ব্যতিরেকে

সমস্ত পিটার্সবুর্গ রুশই বলবে 'আকাদেমি গেজেট', কখনো বলবে না 'পিটার্সবুর্গ গেজেট'। দ্বিতীয়ত, সমান গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, পিটার্সবুর্গ রুশী কখনো প্রাতরাশ কথাটি বলবে না, বলবে ফ্রীঃস্তাক, 'ফ্রীঃ'এর ওপর জোর দিয়ে। এই দুটি মূল বৈশিষ্ট্যের ফলে তাদের নির্ঘাৎ ধরা যাবে। মোটের ওপর, এরা হল নিরীহ একটা জাত, যা গত পঁয়ত্রিশ বছরে দানা বেঁধে উঠেছে। আকিম পেত্রোভিচ বোকা তা মোটেই নয়। তার যোগ্যমতো কোনো কথা যদি জেনারেল জিজ্ঞেস করতেন তাহলে সে জবাব দিতে পারত, আলাপ চালিয়ে যেত, কিন্তু যে ধরনের প্রশ্ন করা হচ্ছে তাকে, তার জবাব দেওয়া যে অধস্তনের পক্ষে অশোভন, যদিও হুজুরের আসল ইচ্ছাটা কী তা ভালো করে জানার জন্যে আকিম পেত্রোভিচ কৌতূহলে মরে যাচ্ছিল।

ইভান ইলিয়িচ এদিকে ক্রমেই চিন্তান্বিত হয়ে উঠছিলেন, ডুবে যাচ্ছিলেন এক ধরনের আইডিয়ার ঘূর্ণিপাকের মধ্যে; অন্যমনস্ক হয়ে নিজের অলক্ষ্যে চুমুক দিয়ে যাচ্ছিলেন গেলাসে। আকিম পেত্রোভিচও সোৎসাহে ভর্তি করে দিচ্ছিল গেলাস, কারো মুখে কথা নেই। ইভান ইলিয়িচের নজর গিয়েছিল নাচের দিকে — হঠাৎ সেটা তাঁর ভারি মনোযোগের কারণ হয়ে উঠল। একটা ব্যাপারে খুব আশ্চর্য লাগছিল তাঁর।

নাচ সত্যিই বেশ জমেছিল। ফুর্তিতে একেবারে মেতে ওঠার পণ করে নেমেছিল নাচিয়েরা। পুরুষদের মধ্যে পাকা নাচিয়ে ছিল কম, কিন্তু আনাড়ীরাও এমন সজোরে পদক্ষেপ করছিল যেন সবাই তারা ওস্তাদ। বিশেষ করে তাক লাগাল অফিসারটি। নাচে কসরত দেখাবার তার ভারি ইচ্ছে, তখন সে নাচছিল একলা হয়ে সোলোর মতো। কসরতগুলো সত্যিই তাক লাগাবার মতো — এই কাঠির মতো খাড়া দাঁড়িয়ে আছে, এই হঠাৎ একপাশে এমন ভাবে বেঁকে গেল যেন পড়ে পড়ে, পরমুহূর্তেই তেমনি হঠাৎ বেঁকে গেল ঠিক উল্টো দিকে, মেজের ওপর তেমনি তীক্ষ্ণ একটা কোণ তৈরি করে। মুখের ভাবে তার অটুট গাম্ভীর্য, নাচছে এই একান্ত বিশ্বাসে যে সকলেই তাকে তারিফ করছে। প্রথম কসরতের পরই একজন নর্তক সঙ্গিনীর পাশেই ঘুমে ঢলে পড়তে লাগল, নাচ শুরু হবার আগেই যথাসাধ্য পান করা হয়ে গিয়েছিল তার, ফলে মহিলাটি একাই নাচতে লাগলেন। নীল-ওড়না মহিলাটির সঙ্গে যে তরুণ রেজিস্টার নাচছিল, সন্ধ্যার পাঁচ পাঁচটা কোয়াড্রিল নাচের সবকটি পালাতেই সে নাচলে একইভাবে। এই লোকটাই সঙ্গিনীর কাছ থেকে একটু

সরে গিয়ে তার ওড়নার প্রান্তটা ধরে সঙ্গিনী বদলের সময় কয়েক গণ্ডা চুমু খেয়ে নিলে। মহিলাটি নিজেও ভেসে গেল তার সামনে দিয়ে, ভান করলে যেন ব্যাপারটা তার নজরে পড়ে নি। মেডিকেল ছাত্রটি সত্যিই হাতের ওপর দাঁড়িয়ে একটা সোলো নাচ নাচলে। শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড উল্লাস, পা-ঠোকা আর সাবাস ধ্বনি। মোটের ওপর চারদিকেই অবাধ স্বাধীনতা। নেশা ধরেছিল ইভান ইলিয়িচের, হাসতে যাচ্ছিলেন তিনি, কিন্তু হঠাৎ একটা জ্বালাময় সন্দেহ মন আচ্ছন্ন করতে লাগল তাঁর — অবশ্যই উনি চান যে ওরা স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ বোধ করুক, অনায়াস অন্তরঙ্গতার এই সুরটিই তিনি চেয়েছিলেন, হ্যাঁ সত্যিই চেয়েছেন সেই সময় যখন তারা সকলেই তাঁর কাছ থেকে সরে যাচ্ছিল, কিন্তু সে অন্তরঙ্গতা এখন সীমা ছাড়াতে শুরু করেছে। যেমন, চার হাত ফেরতা একটা জীর্ণ ভেলভেটের গাউন পরা একজন মহিলা ষষ্ঠ ফিগারের সময় পোষাকটিকে এমন ভাবে পিন-টিন এ'টে মেক-আপ নিল যে মনে হবে বুঝি অন্তর্বাসে পরে নেমেছে। মেয়েটি সেই ক্লিওপাত্রা সেমিওনভনা, তার নাচের জুড়ি মেডিকেল ছাত্রটির কথা অনুসারে যাকে নিয়ে যা খুশি করা যায়। আর মেডিকেল ছাত্রটি তো একেবারে দ্বিতীয় ফোকিন*। কিন্তু কী মানে এসবের? প্রথমটা সকলেই সরে সরে রইল তারপরে হঠাৎ একেবারে অবাধ হয়ে উঠেছে! খুব অস্বাভাবিক কিছু নয়, তবে রূপান্তরটা যেন একটু আচমকা হল। একটা আশঙ্কা মনে এল তাঁর। ইভান ইলিয়িচ যে এখানে উপস্থিত সে কথাই যেন ওদের মনে নেই। নাচের তারিফ করে তিনিই অবশ্য সর্বাগ্রে হেসে উঠলেন, এমনকি বাহবাও দিলেন। আকিম পেত্রোভিচও খিলখিল করে উঠল সমস্বরে সসম্ভ্রমে; স্পষ্টই খুশি হয়েছিল সে, ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ হয় নি যে হুজুরের মনে মনে আর একটি বৃশ্চিকদংশন শুরু হয়েছে।

'বেশ ভালো নাচো তো হে ছোকরা,' ছাত্রটিকে লক্ষ করে না বলে পারলেন না ইভান ইলিয়িচ। কোয়াড্রিল শেষ হতেই ছাত্রটি তখন পেরিয়ে যাচ্ছিল তাঁর সামনে দিয়ে।

তারিফ শুনে চট করে ফিরে ছাত্রটি মুখখানাকে হাস্যকর করে হুজুরের মুখের কাছে এতটা এগিয়ে গেল যেটা ঠিক ভদ্রতাসূচক নয়, তারপর গলা

---

* উনিশ শতকে ষাট সালের গোড়ায় পিটার্সবুর্গের জনৈক বিখ্যাত নর্তক, 'ক্যানক্যানের রাজা', ব্যঙ্গাত্মক কাগজে তার ছবি ও কার্টুন বেরয়। — সম্পাঃ

ফাটিয়ে মোরগ ডাক ডেকে উঠল। এটা বড়োই বাড়াবাড়ি হল। ইভান ইলিয়িচ টেবল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তা সত্ত্বেও অসংযত হাসির লহর খেলে গেল, কেননা মোরগ ডাকটা হয়েছিল হুবহু মোরগের মতো, এবং রগড়টা একেবারে অপ্রত্যাশিত। ইভান ইলিয়িচ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়েই রইলেন, এমন সময় স্বয়ং প্সেল্দনিমভ এসে অভিবাদন করে তাঁকে আমন্ত্রণ জানালে নৈশ ভোজনে। তার পেছু পেছু এল মা।

মাথা নুইয়ে মা বললে, 'কৃতার্থ হব হুজুর, আমাদের দীন আয়োজনে আপত্তি করবেন না...'

'আমি... আমি সত্যই, মানে কী বলব জানি না...' বললেন ইভান ইলিয়িচ, 'ঠিক এর জন্যে আসি নি... ভাবছিলুম, এইবার বিদায় নেব...'

সত্যি সত্যিই টুপিটা হাতে নিয়েছিলেন তিনি; বলতে কি, সেই মুহূর্তে মনে মনে প্রতিজ্ঞাও করে ফেলেছিলেন যাই হোক না কেন তিনি চলেই যাবেন, কিছুতেই থাকবেন না — এবং তবু থাকলেন। এক মিনিট পরেই খাবার টেবলের দিকে যে মিছিল শুরু হল তার সামনে রইলেন তিনি। প্সেল্দনিমভ আর তার মা আগে আগে গিয়ে পথ করে দিল তাঁর জন্যে। সবচেয়ে সম্মানের জায়গায় আসন হল তাঁর এবং পুনরাপি পুরো এক বোতল শ্যাম্পেন রাখা হল তাঁর প্লেটের পাশে। টুকিটাকি খাবার ছিল টেবলে — হেরিং মাছ আর ভোদকা। হাত বাড়িয়ে উনি বড়ো এক গেলাস ভোদকা ঢেলে নিয়ে নিঃশেষ করলেন। ভোদকা পানের অভ্যেস তাঁর ছিল না। মনে হল পাহাড় গড়িয়ে নিচে পড়ছেন, পড়ছেন দ্রুত, ক্রমেই দ্রুততর গতিতে, বুঝতে পারছেন থামা উচিত, কিছু একটা আঁকড়ে ধরা উচিত, কিন্তু কী করে তা ধরবেন বুঝতে পারলেন না।

সত্যিই অবস্থাটা ওঁর ক্রমেই তুরীয় হয়ে উঠছিল। সত্যি বলতে কি ভাগ্যের কেমন তামাসার মতোই লাগছিল। এক ঘণ্টার ভেতরেই তাঁর কী যে হল এসব, ঈশ্বরই জানেন। যখন প্রথম ঘরে ঢুকেছিলেন তখন গোটা মানবসমাজ তথা তাঁর সমস্ত অধস্তনদের প্রতি তিনি যেন দুহাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এক ঘণ্টাও কাটে নি, তার মধ্যেই সখেদে তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে প্সেল্দনিমভকে তিনি ঘৃণা করতে শুরু করেছেন,

অভিশাপ দিতে শুরু করেছেন তাকে, তার বৌকে, তার বিয়েটাকে। শুধু তাই নয়, প্রসেল্‌দনিমভের মুখ দেখে, কেবল চোখদুটো দেখেই বোঝা যাচ্ছিল সেও তাঁকে কম ঘৃণা করছে না, তার চাউনি যেন ঘোষণা করছে, 'চুলোয় যাও শালা, আমার ঘাড় থেকে কখন নামবে?' প্রসেল্‌দনিমভের চোখের দৃষ্টি থেকে এসব বহু আগেই টের পেয়েছিলেন ইভান ইলিয়িচ।

অবশ্য অবস্থাটা যে ঠিক এই রকমই ছিল একথা এমনকি তখনো, টেবলে গিয়ে বসার সময়েও ইভান ইলিয়িচ নিজের কাছেও স্বীকার করার চেয়ে বরং দুহাত কেটে ফেলতে রাজী। সে স্বীকৃতির মুহূর্ত এখনো আসে নি, খানিকটা নৈতিক জিত তখনো তাঁর ছিল। কিন্তু তাঁর বুক... ব্যথা করছিল বুকের ভেতরটা! খোলা হাওয়া, স্বাধীনতা আর বিশ্রাম চাইছিল সে বুক। কেননা ইভান ইলিয়িচ যে অতি সজ্জন ব্যক্তি।

অনেক আগেই তাঁর চলে যাওয়া উচিত ছিল একথা তিনি বুঝেছিলেন, চলে যাওয়া শুধু নয়, প্রাণের দায়ে পালানো। রাস্তায় যা ভেবেছিলেন মোটেই তেমন কিছু ঘটছে না।

'এলুম কী করতে? শুধু কি এই পানভোজন করতে?' হেরিং মাছে কামড় দিয়ে প্রশ্ন করলেন নিজেকে। প্রায় তিক্ত হয়ে উঠল তাঁর ভাবনা। নিজের কাণ্ডখানা নিয়ে নিজেকেই বিদ্রূপ করার একটা ক্ষণিক স্পৃহা দেখা দিল তাঁর মনে। সত্যি করেই বুঝতে পারলেন না, কিসের জন্যে এসেছেন।

'কিন্তু কেমন করেই বা যাই? শেষ রক্ষা না ক'রে তো যাওয়ার কোনো মানে হয় না। কী বলবে সবাই? বলবে, আমি অস্থানে কুস্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। শেষ রক্ষা না করলে তাই দাঁড়াবে। খবর তো রটবেই, সে ক্ষেত্রে স্তেপান নিকিফরভিচ, সেমিওন ইভানভিচ, আপিসের লোকেরা, যত সব শেম্বেল শুবিনেরা কী বলবে কাল? উঁহু, তা চলবে না, এমন ভাবে বিদায় নেব যাতে সকলেই বোঝে কেন এসেছিলুম, নৈতিক উদ্দেশ্যটাকে পরিষ্কার করে তুলতে হবে...' কিন্তু তার সুযোগটা আর আসছিল না। 'আমার প্রতি সম্মানও নেই দেখছি,' মনে মনে ভেবে চললেন উনি, 'অত হাসি কিসের? ভারি অসঙ্কোচ তো, কোনো রকম হুঁশ নেই... হ্যাঁ, অনেকদিন থেকেই মনে হচ্ছে, একালের ছেলেপিলেরা ভারি বেপরোয়া! না, থাকতেই হবে আমাকে!.. নাচ তো শেষ হয়েছে, টেবলের চারপাশে জুটেছে

সবাই . এবার আমি সমস্যা টমস্যার কথা, সংস্কার, রাশিয়ার মাহাত্ম্যের কথা তুলতে পারি... ওদের মন ফেরাতে হবে! এটা করতেই হবে। হয়ত এখনো উপায় আছে... বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে এই রকমই হয়তো ঘটে। শুরু করি কী করে, কী করে ফেরাই? কী পথ নেওয়া ভালো? হতভম্ব লাগছে, একেবারে হতভম্ব... আর ওদেরই বা কী ইচ্ছে, কী চায়?.. ওদিকে কয়েকজন হাসছে দেখছি। আমায় লক্ষ করে নয়ত? কিন্তু আমি কী চাই.. কেন বসে আছি এখানে, যাচ্ছি না কেন? কী চাই?' এই সব কথা ভাবতেই একটা লজ্জাবোধ, অসহ্য গভীর একটা লজ্জাবোধ কুরে কুরে বিঁধতে লাগল তাঁর মনের মধ্যে।

কিন্তু সবকিছুই গতি নিতে লাগল একে একে।

টেবিলে বসার দু-মিনিটের মধ্যেই একটা ভয়াবহ চেতনায় আচ্ছন্ন হল তাঁর সমস্ত সত্তা। হঠাৎ টের পেলেন, ভয়ানক মাতাল হয়ে গেছেন তিনি; আগে যেমন হয়েছিলেন তেমন নয়, একেবারে বেহেড মাতাল। তার কারণ, শ্যাম্পেনের পরেই এক গেলাস ভোদকার প্রতিক্রিয়া হয়েছে সঙ্গে সঙ্গেই। সমস্ত সত্তা দিয়ে তিনি অনুভব করলেন, দুর্বলতার শেষ ধাপে তিনি নামতে শুরু করেছেন। বলাই বাহুল্য হামবড়াইয়ের ঝোঁকটা তাঁর তখনো কম ছিল না, কিন্তু বিবেক শান্তি মানছিল না, অনবরত মনে হতে লাগল; অন্যায়, নিতান্ত অন্যায় হল, একেবারে লজ্জার ব্যাপার। অস্থির মাতাল ভাবনাগুলো অবশ্যই বেশিক্ষণ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকছিল না, মনের মধ্যে হঠাৎ তারা দুভাগে ভাগ হয়ে গেল অতি সুস্পষ্ট হয়ে: একভাগে রইল বেপরোয়াপনা, জয় করার, বিঘ্ন লঙ্ঘন করার আকাঙ্ক্ষা, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবেই এমন একটা চরম নিশ্চয়তা। অন্যদিকে দেখা দিল অসহ্য মনঃপীড়া, মনে হল কিসে যেন তাঁর বুকের রক্ত শুষে নিচ্ছে। 'লোকে কী বলবে? শেষ পর্যন্ত কী গড়াবে? কাল, হায় ভগবান, কী হবে কালকে?'

অতিথিদের মধ্যে যে তাঁর শত্রু আছে এমন একটা অস্পষ্ট ধারণা তাঁর আগেই হয়েছিল। সংশয়বশে ভাবছিলেন, 'যখন এসেছিলুম তখন নেশা হয়েছিল বলেই বোধ হয় অমন মনে হয়েছে।' কিন্তু কয়েকটি নিঃসন্দেহ লক্ষণ থেকে এখন তিনি আতঙ্কে আবিষ্কার করলেন যে টেবিলে সত্যিই শত্রু আছে তাঁর, কোনো সন্দেহ নেই তাতে।

'কিন্তু অপরাধটা কী করলুম?' জেনারেল প্রশ্ন করলেন নিজেকে।

টেবল ঘিরে বসেছে প্রায় তিরিশ জন নিমন্ত্রিত, কয়েকজন ইতিমধ্যেই বেসামাল। অন্যদের মধ্যে একটা বেপরোয়া দুষ্টবুদ্ধি স্বাধীনতার মেজাজ, চেঁচাচ্ছে, সমস্বরে কথা কইছে, সময়ের আগেই টোস্ট প্রস্তাব করছে, রুটির গোলা পাকিয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে মেয়েদের দিকে, তারাও পাল্টা জবাব দিচ্ছে। তেলচিটে ফ্রককোট পরা কে একটা লোক চেয়ারে বসামাত্রই টলে পড়ে গেল এবং সেই অবস্থাতেই মেজের ওপর লুটিয়ে রইল সারাটা ক্ষণ। আর একজন একেবারে স্থির ক'রেই ফেলেছিল টেবলের ওপর উঠে একটা টোস্ট প্রস্তাব করবে; অকাল উৎসাহটা তার সংযত করার জন্যে অফিসারটিকে তার কোট ধরে টেনে রাখতে হল। খাদ্যের আয়োজন যা হয়েছে সে এক নিখুঁত জগাখিচুড়ি, যদিও কোন এক জেনারেলের কোন এক ভূমিদাস বাবুর্চিকে ভাড়া করে আনা হয়েছিল। মাংসের জেলী, আলুর সঙ্গে জিভ, কাটলেটের সঙ্গে মটরশুঁটি, এবং পরিশেষে একটি রাজহাঁস এবং শেষ পর্ব হিসাবে ব্লামাঞ্জে। পানীয়ের মধ্যে বিয়ার, ভোদকা, শেরী। জেনারেলের প্লেটের পাশে এক বোতল শ্যাম্পেন; তা থেকে আকিম পেত্রোভিচের গেলাসও তাঁকে ভর্তি করে দিতে হচ্ছিল, কেননা নৈশ ভোজনের টেবলে কর্তালি করার কাজটা চালিয়ে যেতে তার আর সাহসে কুলায় নি। টোস্ট পানের জন্যে বাকি অতিথিদের ভাগে পড়েছে শস্তা সুরা এবং যে যা দখল করতে পারে। টেবলটাও সাজানো হয়েছে তাস খেলার একটা টেবল থেকে শুরু করে কয়েকটা টেবল জুড়ে জুড়ে, নানারকমের টেবলক্লথ দিয়ে ঢাকা, তার মধ্যে একটা আবার রঙীন ইয়ারোস্লাভ্‌ল্ টেবলক্লথ। বসেছে একজন করে মেয়ে, একজন করে পুরুষ। প্সেল্দনিমভের মা কিছুতেই বসল না, হুকুম তদারক করে ঘোরাঘুরি করছিল। কিন্তু হঠাৎ উদয় হল একটি অশুভ দর্শন নারীর, এতক্ষণ তাকে দেখা যায় নি। পরনে লালচে রঙের একটা সিল্কের পোষাক, ফুলো ফুলো গালের ওপর দিয়ে রুমাল বাঁধা, ভয়ানক উঁচু একটা টুপি মাথায়। শোনা গেল সে-ই নাকি কনের মা, নৈশ ভোজনের জন্যে ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে রাজী হয়েছে। এতক্ষণ পর্যন্ত সে দেখা দেয় নি প্সেল্দনিমভের মায়ের সঙ্গে তার ভয়ানক ঝগড়া বলে। কিন্তু সে কথা পরে। বিদ্রূপাত্মক, এমনকি বিরূপ একটা দৃষ্টিই সে হানলে জেনারেলের দিকে, জেনারেলের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে এতটুকু উৎসাহ দেখাল না।

এ মূর্তিটিকে ইভান ইলিয়িচের ভারি সন্দেহজনক বলে মনে হল। কিন্তু সে ছাড়াও আরো কয়েকটি সন্দেহজনক চরিত্র ছিল যাদের দেখে জেনারেলের মনে একটা স্বতঃস্ফূর্ত উদ্বেগ শুরু হয়েছিল। এমনও মনে হল যেন ওরা সবাই একটা চক্রান্ত পাকাচ্ছে তাঁর বিরুদ্ধে — নির্ঘাৎ ইভান ইলিয়িচের বিরুদ্ধেই। অন্তত তাই ভাবলেন তিনি এবং ভোজনপর্ব যত এগুল ততই সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে উঠতে লাগলেন। দাড়িওয়ালা একটা লোক, শিল্পী টিল্পী কিছু একটা হবে — সবচেয়ে সন্দেহজনক মনে হল তাকেই। লোকটা কয়েকবার ইভান ইলিয়িচের দিকে তাকায়, তারপর তার পাশের লোকটার দিকে চেয়ে কী যেন কানাকানি করে। আর একজন অতিথির মধ্যেও কিছু কিছু সন্দেহের কারণ দেখা গেল — বোঝাই যায় সে ছাত্র এবং অবশ্যই মদে একেবারে চুর। মেডিকেল ছাত্রটির মধ্যেও এমন একটা কিছু রয়েছে যা খুব শুভ নয়। এমনকি অফিসারটার ওপরেও আর আস্থা রাখা যাচ্ছে না। কিন্তু অতি পরিস্কার, বিশেষ রকমের একটা ঘৃণাই বিচ্ছুরিত হচ্ছিল 'অঙ্গার' পত্রিকার লেখকটির কাছ থেকেই। অতি উদ্ধতভাবে চেয়ার জুড়ে বসেছিল সে, চারিদিকে চাইছিল ভারি দম্ভ করে, ঘোঁৎঘোঁৎ করছিল খুব একটা বেপরোয়া মেজাজ নিয়ে! লেখকটির প্রতি অন্যান্য অতিথিরা খুব একটা মন দিচ্ছিল না — 'অঙ্গার' পত্রিকায় তার ছাপা হয়েছে মাত্র চারটি কবিতা এবং তারই জোরে সে উদারনীতিক হয়ে বসেছে, — সত্যি বলতে কি লোকটার প্রতি সকলের স্পষ্টই একটা বিরূপতাই আছে। তবু একটা রুটির গুলি যখন হঠাৎ একেবারে ইভান ইলিয়িচের অতি সন্নিকটেই এসে পড়ল, তখন তিনি একেবারে শপথ করে বলতে পারতেন যে আর কেউ নয় 'অঙ্গার' পত্রিকার ঐ লেখকটিই হল আসামী।

স্বভাবতই এই সব কারণে অতি শোচনীয় বোধ হচ্ছিল তাঁর।

অতি অপ্রীতিকর আর একটি জিনিসও লক্ষ করলেন ইভান ইলিয়িচ: একেবারে নিশ্চয় করেই বুঝতে পারলেন, কথা তাঁর জড়িয়ে যাচ্ছে, উচ্চারণ করতে হচ্ছে কষ্ট করে, বহু কিছু বলবার ইচ্ছে হচ্ছে তাঁর অথচ জিভ শাসন মানছে না। কিছুক্ষণ পরে তিনি আনমনা হয়ে পড়তে লাগলেন এবং সবচেয়ে খারাপ, বাহ্যত কোনো কারণ না থাকলেও, হাসবার কোনো উপলক্ষ না পেয়েও ফ্যাচ ফ্যাচ করে হাসতে লাগলেন। এ পর্যায়টাও অচিরেই আর এক গেলাস শ্যাম্পেনের পর কেটে গেল, — নিজেই শ্যাম্পেনটা ঢাললেও তা খাবেন এমন

ইচ্ছে ইভান ইলিয়িচের প্রথমে ছিল না, কিন্তু খেয়ে ফেললেন নেহাৎ হঠাৎ করে. এই গেলাসের পর ওঁর কেমন কান্না পেতে লাগল। বুঝতে পারছিলেন কেমন একটা অতি অস্বাভাবিক ভাবপ্রবণতায় পেয়ে বসছে তাঁকে। পুনরায় হৃদয় তাঁর আলোড়িত হয়ে উঠল প্রেমে, সে প্রেম সকলের জন্যে, এমনকি প্সেল্দনিমভ, এমনকি 'অঙ্গারের' লেখকটির জন্য পর্যন্ত। সহসা সকলকে আলিঙ্গন করার ইচ্ছে হল তাঁর, সবকিছু ভুলে সকলের বন্ধু হয়ে উঠতে। শুধু তাই নয় — ইচ্ছে হল হৃদয় মেলে ধরেন, সবকিছু প্রকাশ করে বলেন — বলেন কী চমৎকার লোক তিনি, কী রকম তাঁর প্রতিভা, স্বদেশের কত কাজ হতে পারে তাঁকে দিয়ে, কী ভাবে তিনি হাসাতে পারেন মেয়েদের, এবং সর্বোপরি কত প্রগতিশীল তিনি, সকলের প্রতি, এমনকি নীচতমদের প্রতিও কী মানবিকতা তাঁর; পরিশেষে, খোলাখুলি প্রকাশ করে এদের সকলকে জানিয়ে দেন, কী উদ্দেশ্য নিয়ে অনিমন্ত্রিত হয়েও তিনি এসেছেন প্সেল্দনিমভের গৃহে, দু-বোতল শ্যাম্পেন পান করেছেন, উপস্থিতি দিয়ে খুশি করে দিয়েছেন ওকে।

'সবচেয়ে বড়ো কথা হল সত্য, পবিত্র সত্য — আর অকপটতা! আমার অকপটতায় আমি ওদের মন ছোঁব। আমায় বিশ্বাস করবে ওরা, নিশ্চয় জানি করবে। এখন আমার প্রতি ওদের দৃষ্টিটা বিরূপ কিন্তু সবকিছু বললেই ওদের জয় করে নেব নির্ঘাৎ। গেলাস ভর্তি করে সোল্লাসে আমার স্বাস্থ্যপান করবে তখন। অফিসারটি তো নিশ্চয় গেলাসই ভেঙে বসবে তার বুটে ঠুকে। এমনকি হুররে দিয়ে চেঁচিয়েও উঠতে পারে এরা। হুসারী কায়দায় ওরা যদি আমায় নিয়ে লোফালুফি শুরু করে তাহলেও আমি আপত্তি করব না, সেটা বরং ভালোই হবে। নববধূর কপালে চুমু দেব আমি, ভারি সুন্দর মেয়েটি। আকিম পেত্রোভিচও বেশ ভালো লোক। প্সেল্দনিমভ অবিশ্যি সময়ে ভালো হয়ে উঠবে। উঁচু সমাজের পালিশটা ওর নেই আর কি... এ যুগের ছেলেদের কারোরই অবিশ্যি সেই রকমের একটা হৃদয়ের সূক্ষ্মতাবোধ নেই, তবু... তবু অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তিদের কাছে বর্তমানে রাশিয়ার মিশন কী তা ওদের বলব। কৃষক সমস্যাও ছুঁয়ে যাব, হ্যাঁ তাও বলব, তখন... তখন এদের সকলের কাছেই আমি বেশ আপনার হয়ে উঠব, বিদায় নেওয়া যাবে সগৌরবে!'

কল্পনাগুলো ভারি প্রীতিকর লাগছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু এই সব আশার

মধ্যে হঠাৎ থ্নতু ফেলার একটা অপ্রত্যাশিত ঝোঁক নিজের মধ্যে আবিষ্কার করে খ্নব প্রীতিকর লাগল না ইভান ইলিয়িচের। অনিচ্ছা সত্ত্বেও হঠাৎ ম্নখ থেকে থ্নতু ছিটতে লাগল তাঁর। সে সম্পর্কে সচেতন হলেন শ্নধ্ন তখন যখন দেখলেন আকিম পেত্রোভিচের গালখানা তিনি সিঞ্চিত করে ছেড়েছেন এবং শ্রদ্ধাবশে আকিম পেত্রোভিচ তক্ষ্নিণ তা ম্নছে ফেলতে পারছে না। হঠাৎ ন্যাপকিন নিয়ে ইভান ইলিয়িচ নিজেই ম্নছিয়ে দিলেন। কিন্তু পরম্নহ্নর্তেই কাণ্ডটা তাঁর কাছে এত বিদঘ্নটে মনে হল, এত কাণ্ডজ্ঞানহীন যে অবাক হয়ে চুপ করে গেলেন তিনি। আকিম পেত্রোভিচও পান করেছিল বৈকি, কিন্তু কেমন যেন লাল হয়ে বসেই রইল সে। এতক্ষণে ইভান ইলিয়িচের খেয়াল হল যে এযাবৎ পনের মিনিট ধরে তিনি আকিম পেত্রোভিচের সঙ্গেই কথা কয়ে যাচ্ছিলেন অতি চিত্তাকর্ষক একটা বিষয় নিয়ে, কিন্তু তা শ্ননে আকিম পেত্রোভিচ শ্নধ্ন বিব্রত নয়, কেমন যেন ভয়ই পাচ্ছিল। তাঁর পাশে বসে ছিল প্সেল্দনিমভ। সেও একপাশে মাথা হেলিয়ে ঘাড় বাড়িয়ে আছে তাঁর দিকে, ওঁর কথা শ্ননছে খ্নবই একটা ব্যাজার ভাব ফুটিয়ে। সত্যি সত্যিই যেন পাহারা দিচ্ছে তাঁকে। অতিথিদের ওপর চোখ ব্নলিয়ে নিয়ে ইভান ইলিয়িচ টের পেলেন তাদের অনেকেই তাঁর দিকে সোজাস্নজি তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছে। সবচেয়ে অবাক কাণ্ড, তাতে একটুও অপ্রস্তুত লাগল না তাঁর, বরং বিপরীত। গেলাসে আর এক চুম্নক দিয়েই তিনি সবাইকে শ্ননিয়ে ভাষণ দিতে শ্নর্ন করলেন।

'আগেই বলেছি,' যথাসাধ্য উচ্চ কণ্ঠে শ্নর্ন করলেন তিনি, 'এই কিছ্ন আগেই আকিম পেত্রোভিচকে বলছিল্নম যে রাশিয়া... হ্যাঁ রাশিয়া ... মানে কী বল-তে চাই-ছি, আপনারা ব্নঝতে পারছেন... আমার দ্নঢ় বিশ্বাস যে রাশিয়া এখন যাচ্ছে মানব-তার মধ্যে দিয়ে...'

'মান-ব-ব-তা!' শোনা গেল টেবিলের অন্য প্রান্ত থেকে।

'মা-ন!..'

'তা-তা!'

ইভান ইলিয়িচ ঘাবড়ে গেলেন। প্সেল্দনিমভ চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে আগাগোড়া নজর চালিয়ে দেখলে — কে চেঁচিয়েছে? আকিম পেত্রোভিচ মাথা নেড়ে অতিথিদের লজ্জিত করতে চাইল। ইভান ইলিয়িচের চোখ এড়াল না তা, তব্ন একটা ব্যথিত নীরবতা বজায় রাখলেন তিনি।

তারপর জিদ করে শুরু করলেন, 'মানবতা! এই কিছুক্ষণ আগেই.. হ্যাঁ, অতি অল্পক্ষণ আগে আমি স্তেপান নিকি-ফরভিচ-কে বলছিলুম . হ্যাঁ... বলছিলুম যে... সবকিছুর, ইয়ে আর কি, নবায়ন...'

'হুজুর!' উচ্চ কণ্ঠে কে একজন বললে টেবলের অন্য প্রান্ত থেকে।

'কী বলছেন?' কথা থামিয়ে জবাব দিলেন ইভান ইলিয়িচ। দেখবার চেষ্টা করলেন কে ডাকল।

'কিছু না হুজুর, একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম আর কি। বলুন, বলুন, বলে যান...' উত্তর এল সেই একই কণ্ঠে।

ইভান ইলিয়িচ একটু থমকে গেলেন।

'ঠিক এই সব জিনিসের বলা যেতে পারে নবায়ন...'

'হুজুর!' আবার সেই একই কণ্ঠ।

'হ্যাঁ, বলুন!'

'বলছিলুম আপনাকে নমস্কার!'

এবার ইভান ইলিয়িচ আর পারলেন না। কথার মাঝখানে থেমে গিয়ে শান্তিভঙ্গকারীর দিকে চাইলেন তিনি। অতি অল্পবয়সী ছাত্র একজন, বেশ নেশা হয়েছে, বোঝাই যায় খুব সন্দেহভাজন চরিত্র। কিছুক্ষণ থেকেই সে চেঁচামেচি লাগিয়েছিল, একটি গেলাস আর দুটি প্লেটও সে ভেঙেছে এই ঘোষণা করে যে বিয়েতে এ রকম ভাঙাই দরকার। ইভান ইলিয়িচ যখন তার দিকে চাইলেন তখন হল্লাবাজ ছোকরাটার ওপর অফিসারটি কড়া ধমক দিতে শুরু করেছে:

'চেঁচাচ্ছ কেন? বের করে দেওয়া উচিত তোমায়!'

'আপনাকে বলি নি হুজুর। আপনাকে নয়। আপনি বলুন!' চেয়ারে নেতিয়ে পড়ে চেঁচাল মাতাল ছাত্রটি, 'আপনি বলে যান। আমি শুনছি, ভারি, ভারি ভালো লাগছে আপনার কথা। সাধু। অতি সাধু!..'

'মাতাল!' ফিসফিস করে বললে প্সেল্দোনিমভ।

'মাতাল তা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু...'

'আমি ওকে একটা মজার গল্প বলছিলুম হুজুর,' অফিসারটি বললে, 'আমাদের পল্টনের একজন এনসাইন অফিসারের সঙ্গে ঐ রকম করে কথা কইত। ও তারই নকল করতে শুরু করেছে। অফিসার যাই বলুন, সে কেবলি

চ্যাঁচাত, — সাধ্, সাধ্! দশ বছর আগে এই জন্যে চাকরি থেকে বরখাস্ত হয় ও।'

'কে সেই এনসাইন?'

'আমাদের পল্টনে ছিল হ্জুর। সাধ্ কথাটা নিয়ে ও পাগলা হয়ে উঠেছিল। প্রথম প্রথম অল্প স্বল্পের ওপর দিয়ে চেষ্টা করে দেখা হল, তারপর গ্রেপ্তার করে রাখা হল ওকে। অফিসারটা ওকে বাপের মতো তিরস্কার করলে, কিন্তু সে কেবলি জবাব দিতে লাগল, — সাধ্, সাধ্! ভারি অদ্ভুত — বেশ সাহসী অফিসার ছিল, ছ' ফুটের বেশি লম্বা। ঠিক করেছিল কোর্ট মার্শাল করবে, তারপর দেখা গেল লোকটার মাথা খারাপ।'

'স্কুলের ছাত্র তো... তার তামাসায় কিছ্ এসে যায় না... আমার দিক থেকে আমি ক্ষমা করতে রাজী...'

'লোকটার মেডিকেল পরীক্ষা করা হয়েছিল হ্জুর।'

'সে কী! কাটাকুটি করে দেখেছিল নাকি?'

'আজ্ঞে একেবারেই জ্যান্ত লোক যে!'

এতক্ষণ পর্যন্ত অতিথিরা খ্ব ভদ্রতা করে বসেছিল কিন্তু এরপর একটা উচ্চকণ্ঠ এবং প্রায় সমবেত হাস্যধ্বনি ফেটে পড়ল। ইভান ইলিয়িচ ক্ষেপে উঠলেন।

'শ্ন্ন, শ্ন্ন!' প্রথমটায় কোনোরকম তোতলামি প্রায় না করেই চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, 'জ্যান্ত মান্ষকে যে কাটাকুটি করে দেখে না সে কথা বোঝার অবস্থা আমার এখনো আছে। আমি ভেবেছিল্ম, পাগল হয়ে টয়ে ব্ঝি আর জ্যান্ত থাকে নি... মানে মারা গেছে আর কি... মানে বলতে চাইছি... আপনারা আমায় ভালোবাসেন না... কিন্তু আমি আপনাদের সকলকে ভালোবাসি... হ্যাঁ, হ্যাঁ, এমনকি পর-পরফিরিকেও ভালোবাসি... এভাবে কথা বলে আমি ছোটো করেই ফেলছি নিজেকে...'

এই সময় ইভান ইলিয়িচের ম্খ থেকে অবিরল ধারায় থ্তু ছিটে ছিটে টেবলক্লথটার খ্ব একটা প্রকাশ্য জায়গা ভিজিয়ে তুলল। প্সেল্দনিমভ ধেয়ে এল ন্যাপকিন দিয়ে তা ম্ছে নেবার জন্যে। এই শেষের দ্র্দশায় ইভান ইলিয়িচ একেবারে ভেঙে পড়লেন।

হতাশ হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'বড্ডো বাড়াবাড়ি হচ্ছে কিন্তু!'

'তা লোকের নেশা সে তো হয়ই হুজুর...' প্সেল্‌দোনিমভ ফের বললে সাহস করে।

'পরফির! দেখতে পাচ্ছি আপনারা... আপনারা সবাই... হ্যাঁ, বলছিলুম, আশা করি... হ্যাঁ, আপনাদের সকলকে বলছি... আপনাদের চোখে আমি খাটো হয়ে গেলাম কিসে?'

ইভান ইলিয়িচ প্রায় কেঁদে ফেলেন আর কি।

'কী বলছেন হুজুর!'

'পরফির, তোমায় জিজ্ঞেস করি... যদি আমি এসে থাকি... হ্যাঁ-হ্যাঁ... তোমার বিয়েতে, তবে কি বিনা উদ্দেশ্যেই এসেছি? চেয়েছিলুম নৈতিকভাবে উঁচু করে তুলব... চেয়েছিলুম আপনাদের সকলকে আলোড়িত করব। আপনাদের সবার কাছে আমার জিজ্ঞাসা — আপনাদের চোখে আমি নিজেকে খুব খাটো করে ফেলেছি কিনা?'

মৃত্যুসম নীরবতা দেখা দিল। বুঝুন ব্যাপারটা — একটা মৃত্যুসম নীরবতা তাও কিনা এমন একটা সুস্পষ্ট প্রশ্নের সম্মুখে। 'এই রকম একটা মুহূর্তে কেন এখনো চেঁচিয়ে উঠছে না ওরা, কেন?' হুজুরের মাথায় ঝলক দিয়ে গেল চিন্তাটা। তবু অতিথিরা কেবল চোখ চাওয়াচাওয়ি করলে। আকিম পেত্রোভিচ বসে রইল মরার বাড়া, আর ভয়ে নির্বাক হয়ে প্সেল্‌দোনিমভের মনে ঘুরে ঘুরে আসতে লাগল সেই একই ভয়াবহ প্রশ্ন:

'এ সবের পর কাল কী আছে আমার কপালে?'

'অঙ্গারের' লেখক ইতিমধ্যে ভয়ানক মাতাল হয়ে উঠলেও এতক্ষণ পর্যন্ত একটা গোমড়ামুখো নীরবতা বজায় রেখেছিল। হঠাৎ সে জ্বলজ্বলে চোখে সোজা তাকালে ইভান ইলিয়িচের দিকে, সমস্ত অতিথিদের হয়ে জবাব দিতে এগোল সে।

'হ্যাঁ,' বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলে সে, 'হ্যাঁ, আপনি খাটো হয়ে গেছেন, হ্যাঁ, আপনি প্রতিক্রিয়াশীল... প্রতি-ক্রিয়া-শীল!'

'আত্মবিস্মৃত হয়েছেন ছোকরা! জানেন কার সঙ্গে কথা কইছেন?' চেয়ার থেকে ফের লাফিয়ে উঠে ক্ষেপে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন ইভান ইলিয়িচ।

'জানি, কথা বলছি আপনার সঙ্গে। এবং দ্বিতীয়ত, আমি ছোকরা নই . আপনি এখানে এসেছিলেন একটু চাল দিয়ে নাম কিনতে।'

'প্সেল্দনিমভ, এর মানেটা কী?' হাঁকলেন ইভান ইলিয়িচ।

প্সেল্দনিমভ লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল বটে, কিন্তু ভয়ে তার পা সরল না, বুঝে পেল না কী করবে। অতিথিরা সকলেই যেন জমে গেছে চেয়ারের সঙ্গে। শিল্পী এবং ছাত্রটি চেঁচিয়ে উঠল হাততালি দিয়ে।

'সাবাস! সাবাস!'

অদম্য ক্রোধে লেখকটি চেঁচিয়ে চলল:

'হ্যাঁ, আপনি এসেছিলেন আপনার মানবতার বড়াই করতে! লোকজনের ফুর্তিতে আপনি বাধা দিয়েছেন। শ্যাম্পেন টেনে গেছেন অথচ ভাবেন নি মাসিক দশ রুবল মাইনের কেরানির পক্ষে শ্যাম্পেনের খরচ জোটানো কত কঠিন; আমার এও সন্দেহ যে অধস্তন কর্মচারীদের তরুণী বৌ-এর প্রতি যাদের লোভ থাকে আপনি তেমনি এক উপরওয়ালা! শুধু তাই নয় — আমার দৃঢ় ধারণা, আপনি ঠিকা প্রথার পক্ষে... কোনো সন্দেহ নেই!'

'প্সেল্দনিমভ, প্সেল্দনিমভ!' দুহাত বাড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন ইভান ইলিয়িচ। লেখকের প্রত্যেকটি কথা তাঁর বুকে বিঁধছিল ছুরির মতো।

'এক্ষুণি হুজুর, কিছু ভাববেন না,' দৃঢ়ভাবেই বললে প্সেল্দনিমভ। তারপর লেখকের কাছে ছুটে গিয়ে তার কোটের কলার ধরে টেনে ধাক্কিয়ে ঠেলে নিয়ে গেল টেবল থেকে। মর্কুটে প্সেল্দনিমভের কাছ থেকে এতটা গায়ের জোর আশা করার কথা নয়। তবে লেখকটি নিতান্ত মাতাল হয়ে পড়েছিল অথচ প্সেল্দনিমভ ছিল রীতিমতো প্রকৃতিস্থ। পিঠে গোটা দুই কীল বসিয়ে ওকে সে ঠেলে বার করে দিলে ঘর থেকে।

'হারামজাদা — সবকটা হারামজাদা,' চেঁচালে লেখকটি, 'কাল 'অঙ্গার' পত্রিকায় তোমাদের সবাইকে ঠুকব দাঁড়াও!..'

সকলেই উঠে দাঁড়িয়েছিল।

প্সেল্দনিমভ, তার মা, আর জনকয়েক অতিথি জেনারেলকে ঘিরে ধরে চেঁচাতে লাগল, 'হুজুর, হুজুর, কিছু মনে করবেন না, হুজুর!'

'উঁহু, উঁহু!' বললেন জেনারেল, 'আমার মান গেছে... এসেছিলুম... এসেছিলুম বলা যেতে পারে দীক্ষিত করার জন্যে... আশীর্বাদ করতে। আর এইত সবকিছুর জন্যে। সবকিছুর জন্যে!'

অচেতনের মতো তিনি ঢলে পড়লেন চেয়ারে, টেবিলের ওপর হাত রেখে মাথাটা নামিয়ে দিলেন সরাসরি এক প্লেট ব্লামাঞ্জের মধ্যে। ফলে সকলের মধ্যে যে ত্রাস জাগল তার বর্ণনা বৃথা। এক মিনিট পরে উঠে দাঁড়ালেন তিনি, বোঝা গেল যেতে চান, কিন্তু টলতে টলতে চেয়ারের সঙ্গে পা বেধে সটান উল্টে পড়লেন মেজের ওপর, এবং নাক ডাকাতে লাগলেন...

যাদের মদ খাবার অভ্যাস নেই তারা যখন হঠাৎ খুব খেয়ে বসে তখন এই রকমই ঘটে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তারা সচেতন থাকে তারপর হঠাৎ ঢলে পড়ে কাটা গাছের মতো। মেজের ওপর ইভান ইলিয়িচ পড়ে রইলেন একেবারে অচৈতন্য হয়ে। প্সেলদোনিমভ নিজের মাথার চুল চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইল বজ্রাহতের মতো। চলে যাবার জন্যে তাড়াহুড়ো শুরু হল অতিথিদের মধ্যে, প্রত্যেকেই যে যার নিজের মতো ব্যাখ্যা করছিল ঘটনাটার। ততক্ষণে ভোর প্রায় তিনটে।

যতটা কাহিল বলে মনে হচ্ছে, প্সেলদোনিমভের অবস্থা তার চেয়েও আসলে অনেক খারাপ। আপাতত ইভান ইলিয়িচ যখন এখনো মেজের ওপর পড়ে এবং তার কাছে দাঁড়িয়ে হতাশ হয়ে প্সেলদোনিমভ যখন চুল ছিঁড়ছে, তখন কাহিনীর গতিটা একটু থামিয়ে পরফিরি পেত্রোভিচ প্সেলদোনিমভ সম্পর্কেই দু-একটা কথা বুঝিয়ে বলা যেতে পারে।

বিয়ের একমাস আগেও প্রায় অচলাবস্থায় এসে ঠেকেছিল সে। যে গুবের্নিয়ায় ওর বাড়ি সেখানে ওর বাপ কী একটা যেন কাজ করত, কোনো একটা কসুরের জন্যে তার বিচার হয়, সেই অবস্থাতেই সে মারা যায়। গোটা একটি বছর ধরে পিটার্সবুর্গে একটা উপোসী জীবন টেনে টেনে চালাবার পর বিয়ের ঠিক পাঁচ মাস আগে যখন মাসিক দশ রুবল মাইনের চাকরি জুটল প্সেলদোনিমভের, তখন সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে কিন্তু অচিরেই অবস্থাচক্রে মন তার আবার দমে যায়। প্সেলদোনিমভদের বংশ বলতে ছিল শুধু দুজন — সে আর তার মা, স্বামীর মৃত্যুর পর মা গুবের্নিয়া ছেড়ে চলে আসে। অসহ্য শীতে মা ছেলে দুজনে মিলে কায়ক্লেশে দিন কাটায়, কী খাদ্য খেয়ে যে টিকে থাকে কে জানে। এমন দিন গেছে যখন প্সেলদোনিমভ তেষ্টা মেটাবার জন্যে ফন্তানকা নদীতে গেছে মগ হাতে করে। শেষ পর্যন্ত চাকরি পাবার পর মায়ে পোয়ে মাথা গোঁজার মতো একটা ঠাঁই জোগাড় করে

নেয়। ধোবার কাজ নেয় মা আর এক জোড়া বুট আর একটি ওভারকোট কেনার জন্যে চার মাস ধরে প্‌সেল্‌দোনিমভ টাকা জমাবার চেষ্টা করে। আপিসেও কী কষ্টই না তার গেছে: ওপরওয়ালা এসে জিজ্ঞেস করত, কত দিন সে চান করে নি, গুজব রটেছিল তার কোটের কলারের নিচে নাকি ছারপোকা বাসা করেছে। কিন্তু প্‌সেল্‌দোনিমভের ইচ্ছাশক্তি ছিল প্রচুর। দেখাত শান্ত, নিরীহ, পড়াশুনা ওর বিশেষ ছিল না, কথা বলতে ওকে শোনা গেছে কদাচিৎ, মনের মধ্যে ওর কোনো ভাবনাচিন্তা ছিল কিনা, মতলব কি ছক ভাঁজত কিনা, কোনো রকম উচ্চাভিলাষ পোষণ করত কিনা, তা নিশ্চয় করে বলতে পারি না। তবে তার এই অসহ্য অবস্থাটা ঝেড়ে ফেলে পথ করে নেবার একটা অদম্য অচেতন সহজাত প্রবৃত্তি তার মধ্যে অন্তত দানা বেঁধে উঠেছিল। পিঁপড়ের মতো একটা অধ্যবসায় ছিল ওর — পিঁপড়ের বাসা ভেঙে ফেললে সঙ্গে সঙ্গেই আবার তারা বাসা বানাতে শুরু করে, যতবার ভাঙবে ততবার বানাবে, ক্লান্তি সে মানবে না। গঠনধর্মী নীড়লোভী জীব সে। দেখেই বলে দেওয়া যেত, ঠিক এগুবে লোকটা, বাসা গুছোবে, হয়ত কিছু জমিয়েও যাবে। দুনিয়ায় মা ছাড়া আর কেউ ওকে ভালোবাসত না, আর মা যা ভালোবাসত তার মধ্যে খাদ ছিল না। মেয়েটি যেমন দৃঢ়চেতা, অধ্যবসায়ী এবং পরিশ্রমী, তেমনি ভালোমানুষ। অবস্থা না ফেরা পর্যন্ত ওদের মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকুতে আরো বছর পাঁচ ছয় ওদের হয়ত কেটেই যেত, যদি না দেখা হত অবসরপ্রাপ্ত টিটুলার কাউন্সিলার ম্লেকোপিতায়েভের সঙ্গে। লোকটা সরকারী খাজাঞ্চীখানার এক ভূতপূর্ব কেরানি, মফস্বলে কাজ করত, সম্প্রতি সপরিবারে বাসা করেছে পিটার্সবুর্গে। প্‌সেল্‌দোনিমভকে সে চিনত, প্‌সেল্‌দোনিমভের বাবা একসময় তার কিছু উপকার করে দিয়েছিল। অল্প কিছু টাকা ছিল লোকটার, খুব বেশি নয় বটে তবে কিছুটা। ঠিক কতটা তা কেউই জানত না, না তার বৌ, না বড়ো মেয়ে, না আত্মীয়স্বজন। মেয়ে ছিল দুটি; অদ্ভুত রকম খেয়ালী ছিল বুড়োটা, মাতাল, সংসারের ওপর জ্বালাতন করত, তার ওপর ছিল অসুস্থ — মাথায় ঢুকল প্‌সেল্‌দোনিমভের সঙ্গে এক মেয়ের বিয়ে দেবে। ভাবল, 'আমি তো ওকে জানি, বাপ ছিল ভালো লোক, ছেলেটাও নিশ্চয় ভালো হবে।' কিছু একটা খেয়াল চাপলে ম্লেকোপিতায়েভ সেটা করবেই। ভারি খামখেয়ালী উৎপীড়ক ছিল লোকটা। সারা সময় তার কাটত আরামকেদারায় বসে, অসুখের জন্যে পাদুটো তার অচল হয়ে গিয়েছিল

বটে, কিন্তু তাতে করে মদ্যপানে ব্যাঘাত ঘটত না। সারা দিন ধরে মদ খেত আর গালাগালি করত। ভয়ানক বদরাগী, অবিরাম নিপীড়ন করার মতো কাউকে তার চাই ই। এই উদ্দেশ্যেই কিছু কিছু আত্মীয়কে সে সংসারে রেখেছিল তার বোন, অসুস্থ গজর-গজর-করা একটি মেয়ে, বৌয়ের দুই বোন, তারাও বদমেজাজী, মুখরা, এবং বুড়ি মাসী একজন, দুর্ঘটনায় পাঁজরার একটি হাড় তার নেই। এছাড়াও আর একটি পোষ্য তার ছিল--জার্মান বংশের এক বুড়ি, তার গুণ ছিল এই যে সে গৃহকর্তাকে 'আরব্য রজনীর' গল্প শোনাত। হতভাগ্য এই সব পোষ্যদের জ্বালিয়ে মারা, যথাসাধ্য তাদের গালাগালি করাই ছিল তার প্রধান আনন্দ, যদিও এদের কেউই তার সামনে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করত না, এমনকি তার স্ত্রীও নয় — ভদ্রমহিলা যেন দাঁতের ব্যথা নিয়েই জন্মেছিলেন। এদের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দিত লোকটা, ভেবে ভেবে নানারকম নিন্দে কুৎসা আবিষ্কার করে একে ওকে লাগাত, এবং সবাই খেয়োখেয়ি করতে শুরু করলে আনন্দে হাসত। অফিসার স্বামীর সঙ্গে দশ বছর উপোস টুপোস দিয়ে কোনোক্রমে কাটাবার পর বড়ো মেয়ে যখন তিনটি ছোটো ছোটো রুগ্ন সন্তান নিয়ে বিধবা হয়ে ফিরে আসে, তখন ভারি খুশি হয়েছিল স্লেকোপিতায়েভ। ছেলেগুলোকে সে দেখতে পারত না, কিন্তু তার দৈনন্দিন পরীক্ষায় নতুন মালমশলা পাওয়া গেল বলে বেশ তৃপ্তি লাভ করে সে। বদমেজাজী মেয়ে আর রুগ্ন শিশুদের এই দঙ্গলটা পিটার্সবুর্গ এলাকার কাঠের বাড়িখানায় গাদাগাদি করে থাকত তাদের উৎপীড়কের সঙ্গে; আধ-পেটা খেত, কেননা বুড়ো ছিল ভারি কৃপণ, একসঙ্গে কয়েক কোপেকের বেশি পয়সা কখনো বার করত না, যদিও ভোদকার খরচে তার কখনো আপত্তি হত না; ভালো কেউ করে ঘুমত না কেননা বুড়োর অনিদ্রা রোগ ছিল, চিত্তবিনোদন করতে হত তার। মোটের ওপর সবাই ওরা একটা হতচ্ছাড়া জীবন কাটাত আর ধিক্কার দিত ভাগ্যকে। ঠিক এই সময় স্লেকোপিতায়েভের নজরে পড়ে প্সেলদোনিমভ। তার লম্বা নাক আর নিরীহ ভাবটা বুড়োর মনে ধরে। রোগাটে, সাধাসিধে দেখতে ছোট মেয়েটির তখন সতের, জন্মদিন সবে পেরিয়েছে। জার্মান এক স্কুলে মেয়েটি এক সময় ভর্তি হলেও প্রাথমিক বিদ্যার বেশি কিছু সেখান থেকে আয়ত্ত করতে পারে নি। অতঃপর মর্কুটে দুবলা হয়ে সে বেড়ে ওঠে অচল-পা-ওয়ালা মাতাল বাপের ক্রাচের নিচে, পারিবারিক নিন্দে, কুৎসা, গোয়েন্দাগিরির নরকে। মেয়েটার না ছিল বুদ্ধি,

না বন্ধ। অনেক দিন থেকেই তার বিয়ের ইচ্ছে। বাইরের লোকের সামনে সে বেশ নিরীহ কিন্তু ঘরে, মায়ের পাশে, পোষ্য প্রতিপাল্যদের দঙ্গলের মধ্যে একেবারে শাঁখের করাতটি। দিদির ছেলেমেয়েদের সে চিমটি কেটে মারধোর করে বেড়াত, চিনি কি রুটি চুরি করলে বলে দিত, ফলে দিদির সঙ্গে তার ঝগড়ার না ছিল আপোস, না সমাপ্তি। বুড়ো নিজেই প্‌সেল্‌দনিমভের সঙ্গে তার বিয়ের প্রস্তাব দিলে। প্‌সেল্‌দনিমভ গরিব হলেও বিবেচনা করে দেখার জন্যে কিছু সময় চাইলে। মা ছেলেতে মিলে অনেক দিন ধরে ভাবল। বাড়িটা ছিল মেয়ের নামে রেজেস্ট্রি করা। একতলা একটা জীর্ণ কাঠের বাড়ি সন্দেহ নেই, তবু তো বাড়ি। তাছাড়া, জামাই পাবে চার শ' রুবল — এতটা টাকা জমাতে অনেক দিন লেগে যেত। 'বাড়িতে একটা পুরুষ যে আমদানি করছি, তা কিসের জন্যে জানো?' মাতাল কর্তা চেঁচিয়ে বলেছিল, 'প্রথমত, বাড়িটা মাগীতে ভর্তি, মাগীতে অরুচি ধরে গেছে আমার। আমি চাই প্‌সেল্‌দনিমভও আমার কথায় চলবে কারণ আমি তার উপকার করছি। দ্বিতীয়ত, ওকে নিচ্ছি কারণ তোমরা সকলেই ওর বিরুদ্ধে, সবাই তোমরা চটেছ। নিচ্ছি তোমাদের জবালাবার জন্যে। বলেছি যখন করবই। আর পরাফির, মেয়েটা তোমার বৌ হলেই ওকে পিটতে শুরু করবে, বুঝেছ। একেবারে জন্মে থেকেই যত রাজ্যের শয়তানির জাসু হয়ে উঠেছে মেয়েটা, পিটিয়ে ভূত ভাগিয়ো, পেটাবার জন্যে ক্রাচটাও দেব তোমায়...'

প্‌সেল্‌দনিমভ কিছু বলে নি। কিন্তু মন ঠিক করে ফেলেছিল। বিয়ের আগে ওকে আর ওর মাকে গ্রহণ করা হল সংসারের মধ্যে, ধুয়ে মুছে জামা জুতো পরানো হল, টাকাও দেওয়া হল বিয়ের জন্যে। বৃদ্ধের গোটা পরিবার ওদের ঘৃণা করছিল বলেই বোধ হয় বৃদ্ধ ওদের সত্যিই পৃষ্ঠপোষকতা করলে। প্‌সেল্‌দনিমভের মায়ের প্রতি সত্যিই প্রসন্ন হয়ে উঠল বৃদ্ধ, ওকে পীড়ন করত না। তাহলেও বিয়ের এক হপ্তা আগে প্‌সেল্‌দনিমভকে দিয়েই জোর করে কাজাচক নাচ নাচালে। 'থাক আর দরকার নেই, শুধু দেখতে চাইছিলুম তোমার যথাস্থানটি মনে আছে কিনা।' বুড়ো বলেছিল নাচের শেষে। বিয়ের জন্যে বুড়ো যত কম পারে টাকা দিলে, কিন্তু নেমন্তন্ন করলে তার যত আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব আছে সবাইকে। প্‌সেল্‌দনিমভের দিক থেকে নিমন্ত্রণ হয়েছিল কেবল 'অঙ্গারের' লেখক আর সম্মানীয় অতিথি হিসাবে আকিম পেত্রোভিচের। প্‌সেল্‌দনিমভ ভালোই জানত যে কনে তাকে দুচক্ষে

দেখতে পারে না, অফিসারটিকে বিয়ে করারই তার ইচ্ছে। কিন্তু এ সব সে সহ্য করে গেল, সহ্য করবে বলেই ও আর ওর মা প্রতিজ্ঞা নিয়েছিল। বিয়ের সারাটা দিন এবং সারাটা সন্ধ্যে বৃদ্ধ কুৎসিত গালাগালি করলে আর মদ খেলে। বিয়ের জন্যে সংসার গেরস্থালির সবাই ঠাসাঠাসি করে গিয়ে জুটেছিল ভেতর ঘরে, চাপাচাপিতে সেখানে দম আটকে আসার জোগাড়। সামনের ঘরগুলো আলাদা করে রাখা হয়েছিল বলনাচ আর নৈশাহারের জন্যে। কনের মা এতক্ষণ পুসেলদোনিমভের মায়ের ওপর রাগ করে বসেছিল, কিন্তু রাত এগারোটায় বেদম মাতাল হয়ে বুড়ো যখন অবশেষে ঘুমতে যায়, কনের মা তখন ঠিক করে যা হয়েছে হয়েছে, এবার সে বলনাচ আর নৈশভোজনে যোগ দেবে। কিন্তু ইভান ইলিয়িচের অভ্যুদয়ে সব মাটি হয়ে যায়। ম্লেকোপিতায়েভ গৃহিণী থতমত খেয়ে যায়, আহত বোধ করে, একজন খাঁটি জীবন্ত জেনারেলকে নেমন্তন্ন করা হয়েছে সে কথা তাকে জানান হয় নি বলে সকলকে ধমক দিতে শুরু করে। বলা হল জেনারেল এসেছেন বিনা নিমন্ত্রণে। কিন্তু সে কথা বিশ্বাস করার পাত্রী সে নয়। শ্যাম্পেন কেনার দরকার হয়। কিন্তু পুসেলদোনিমভের মায়ের কাছে ছিল মাত্র একটি রুবল, ছেলের কাছে একটি কোপেকও ছিল না। বিরূপ বুড়িকে তোয়াজ করে প্রথমে এক বোতল পরে আর এক বোতল শ্যাম্পেনের জন্যে টাকা চাইবার প্রয়োজন হল। উপরওলার সঙ্গে জামাইয়ের সম্পর্ক, তার ভবিষ্যতের কথা ভেবে দেখতে বলা হল — আবেদন জানানো হল তার বিবেকের কাছে। শেষ পর্যন্ত কিছু নিজের টাকা সে দেয় বটে কিন্তু পুসেলদোনিমভের এমন অপমান বোধ করিয়ে ছাড়ে যে একাধিক বার সে তার ছোট্ট বাসর ঘরখানায় গিয়ে নীরবে মাথার চুল ছিঁড়ে অসহায় রাগে কাঁপতে কাঁপতে উপুড় হয়ে পড়ে সেই শয্যার ওপর যা রচিত হয়েছিল দিব্য আনন্দের জন্যে। হায়, ইভান ইলিয়িচের কোনো ধারণা ছিল না যে দু-বোতল শ্যাম্পেন যা তিনি সেদিন পান করলেন তার মূল্য কতখানি। তাই সমস্ত ব্যাপারটার যা পরিণতি ঘটল, তাতে কী ভীতি, কী খেদ, কী হতাশাই না জেগেছিল পুসেলদোনিমভের। ফের আর এক পশলা বিপদ তার সামনে, হয়ত সারা রাত ধরেই চলবে তার কাঁদুনী বৌয়ের চিল্লানি আর চোখের জল এবং নির্বোধ আত্মীয়দলের ধিক্কার। ইতিমধ্যেই তার মাথা ব্যথা করতে শুরু করেছিল, মনে হল চোখের মণির ওপর একটা অন্ধকার নেমে আসছে। তার ওপর ইভান ইলিয়িচের এমন দশা যে শুশ্রূষা দরকার, রাত

তিনটেয় ডাকতে যেতে হবে ডাক্তারকে, নয়ত তাঁকে বাড়ি পেঁাছে দেবার জন্যে যোগাড় করে আনতে হবে একটা গাড়ি, এবং তাও হওয়া চাই কোচগাড়ি, এমন একজন হোমরাচোমরাকে তাঁর এই বর্তমান অবস্থায় সাধারণ ছ্যাকড়া গাড়িতে বাড়ি পাঠানো চলে না। কিন্তু সে গাড়ির টাকাটা আসবে কোথা থেকে? কনের মা ক্ষেপে উঠেছিল, কেননা জেনারেল তার সঙ্গে কথা বলেন নি, এমনকি খাবার সময় তার দিকে চেয়েও দেখেন নি। সুতরাং সে ঘোষণা করলে, তার কাছে একটি কোপেকও নেই। হয়ত সত্যিই নেই। তাহলে কোথা থেকে পাওয়া যায়? কীই বা করা যাবে। চুল না ছিঁড়ে উপায় কী!

ইতিমধ্যে ইভান ইলিয়িচকে ধরাধরি করে নিয়ে যাওয়া হল ডাইনিং রুমের ছোট্ট চামড়ার সোফার ওপর। এদিকে টেবিলপত্তর সরানো শুরু হল আর ওদিকে প্সেলদোনিমভ ছোটাছুটি করে বেড়ালে কিছু টাকা ধার করার জন্যে, চাকরবাকরদের কাছেও হাত পাতলে, কিন্তু তাদের কারো কাছে কিছু পাওয়া গেল না। আকিম পেত্রোভিচ তখনো যায় নি। প্সেলদোনিমভ এমনকি তাকেও বিব্রত করার ঝুঁকি নিলে। কিন্তু লোকটা ভালোমানুষ হলেও টাকার কথা শুনেই আতঙ্কিত হয়ে এমন থতমত খেয়ে গেল যে অতি অসংলগ্ন অর্থহীন কয়েকটা কথা ছাড়া কিছু তার মুখ দিয়ে বেরুল না।

'অন্য সময় হলে সানন্দে দিতুম...' বিড়বিড় করলে সে, 'কিন্তু এখন... কী বলব আমি... আমায় মাপ কোরো ভাই...'

তারপর টুপিটি নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। কিছুটা উপকার যা পাওয়া গেল তা ঐ সহৃদয় ছেলেটির কাছ থেকে, যে স্বপ্নবেদ বইটার গল্প করেছিল। তাও তাকে দিয়ে খুব কাজ হল না। সে থেকে গিয়েছিল প্সেলদোনিমভের দুঃখ দেখে আন্তরিক সহানুভূতিবশে। শেষ পর্যন্ত প্সেলদোনিমভ, মা আর ছেলেটি একত্রে আলোচনা করে স্থির করলে ডাক্তার না ডেকে একটা গাড়ি এনে বাড়ি পেঁাছে যাওয়া হোক এবং যতক্ষণ না গাড়ি আসছে ততক্ষণ কপালে ঠান্ডা জল মাথায় বরফ প্রদান ইত্যাদি গার্হস্থ্য চিকিৎসা চলুক। সে ভারটা নিলে প্সেলদোনিমভের মা। ছেলেটা ছুটল গাড়ির খোঁজে। এত রাতে পিটার্সবুর্গ এলাকায় একটা ছ্যাকড়া পর্যন্ত পাওয়া গেল না, তাই সে ছুটল শহরতলিতে গাড়োয়ানদের খোঁজে, তাদের ঘুম ভাঙালে।

ওরা দরাদরি শুরু করল, বলল এ সময় একটা গাড়ির জন্যে পাঁচ রুবলও খুব কম। শেষ পর্যন্ত অবিশ্যি একজন তিন রুবলে রাজী হল। কিন্তু চারটের ঠিক আগে ছেলেটা যখন ভাড়া করা গাড়ি নিয়ে প্রসেল্দনিমভের বাড়িতে এসে হাজির হল তখন পরিকল্পনা সব বদলে গেছে। জানা গেল ইভান ইলিয়িচ তখনো পর্যন্ত অচৈতন্য, এবং এমন অসুস্থ, এত ছটফট করছেন, করুণ স্বরে গোঙাচ্ছেন যে ওঁকে এখন নিয়ে যাওয়া বিপজ্জনক না হলেও একেবারেই অসম্ভব। 'কে জানে কী তার ফল হবে?' একেবারে দমে গিয়ে বললে প্রসেল্দনিমভ। করা যায় কী? আর একটা সমস্যা দেখা দিল: রোগীকে যদি তাদের বাড়িতেই রাখতে হয় তাহলে কোথায় শোয়াবে? সারা বাড়িতে বিছানা মাত্র দুটি — একটা মস্ত দাম্পত্য খাট তাতে স্লেকোপিতায়েভ শোয় স্ত্রীর সঙ্গে, আর একটি নকল ওয়ালনাটের নতুন কেনা পালঙ্ক নববিবাহিতদের জন্যে। বাড়ির অন্য অধিবাসীরা, বলা ভালো অধিবাসিনীরা সবাই শোয় মেজের ওপর গাদাগাদি করে, বেশির ভাগই তোশকের ওপর — তোশকগুলোরও অবস্থা কাহিল, দুর্গন্ধ বেরয়, নিতান্ত জঘন্য একটা জিনিস, তাও কোনো রকমে শুতে কুলোয় মাত্র। রোগীকে রাখা যায় কোথায়? পালকের তোশক একটা জোগাড় করা অবশ্যই যায় — ঘুমন্ত কোনো একজনের পিঠের তল থেকে টেনে আনলেই হল, কিন্তু কোথায় তা পাতা হবে এবং কিসের ওপর? সবচেয়ে ভালো জায়গা অবিশ্যি বৈঠকখানা, কেননা সংসারের ডামাডোল থেকে এই ঘরখানা সবচেয়ে দূরে, যাওয়া আসার দরজাও আলাদা। কিন্তু কোথায় পাতা যাবে তোশক? চেয়ারের ওপর তো আর পাতা যায় না? সকলেই জানে, শনিবার রবিবার স্কুলের ছেলেরা যখন বাড়ি ফেরে তখন কেবল তাদেরই বিছানা হয় চেয়ারের ওপর। ইভান ইলিয়িচের মতো লোকের ক্ষেত্রে সেটা ভারি অসম্মানের হবে। কাল জেগে উঠে যখন দেখবেন চেয়ারের ওপর ঘুমুচ্ছিলেন তখন কী বলবেন উনি? প্রসেল্দনিমভ সে কথা কানেই তুলতে চাইলে না। শুধু এক পন্থা বাকি — বাসর শয্যায় ওঁকে শোয়ানো। আগেই বলেছি, বাসর শয্যা পাতা হয়েছিল একটা ছোট্ট ঘরে, খাবার ঘরের লাগোয়া। খাটটা নতুন কেনা, ডবল তোশক, এ পর্যন্ত কেউ তাতে শোয় নি, পরিষ্কার চাদর পাতা, চারটে গোলাপী ক্যালিকো বালিশ, ঝালর দেওয়া মসলিনের ওয়ার। নরম লেপটাও গোলাপী রঙের সাটিনে তৈরি, সুচারু ফোঁড় তোলা। ওপরে সোনালী আংটা থেকে

মসলিনের মশারি বাঁধা। মোটের ওপর যেমনটি হওয়া উচিত ঠিক তেমনটি, অতিথিদের প্রায় সকলেই বাসর ঘরে এসে উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করেছে। প্‌সেল্‌দানিমভকে ঘেন্না করলেও সন্ধ্যের মধ্যে বার কয়েক পা টিপে টিপে এসে কনেও তা চুপিচুপি দেখে গেছে। সুতরাং যখন সে শুনলে তারই বাসর শয্যায় কলেরার মতো কোনো একটা রোগে আক্রান্ত এক রোগীকে চালান দেবার সিদ্ধান্ত হচ্ছে তখন সে কী তার রাগ, সে কী তড়পানি! কনের মা কনের পক্ষ নিলে, সরবে গালাগালি দিয়ে ভয় দেখালে কালই সে স্বামীর কাছে নালিশ করবে। কিন্তু প্‌সেল্‌দানিমভ তার ইচ্ছাশক্তির প্রমাণ দিয়ে নিজের জেদই বজায় রাখল: বাসর ঘরে আনা হল ইভান ইলিয়িচকে আর নবদম্পতীর জন্যে একটা বিছানা পাতা হল চেয়ারের ওপর। কনে নাকি-কান্না কাঁদলে, চিমটি কাটার ইচ্ছে হয়েছিল তার, কিন্তু অতটা সাহস করল না। বাপের ক্রাচটার সঙ্গে সে খুবই পরিচিত, জানত কতকগুলো বিষয় বাবা নির্ঘাৎ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কাল জানবেই। ওকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে মসলিন ঢাকা বালিশ আর গোলাপী লেপটা নিয়ে আনা হল বৈঠকখানায়। এই সময়েই ছেলেটি এল গাড়ি নিয়ে। গাড়ির আর দরকার নেই শুনে তার আতঙ্ক শুরু হল। ভাড়াটা মিটিয়ে দিতে হবে তাকেই, অথচ দশ কোপেকও কখনো সঙ্গে থাকে না তার। প্‌সেল্‌দানিমভ নিজেকে একেবারে দেউলিয়া বলে ঘোষণা করলে। গাড়োয়ানকে শান্ত করার চেষ্টা করা গেল, কিন্তু সে হল্লা শুরু করলে, দমাদম বাড়ি মারতে লাগল জানলার খড়খড়ির ওপর। তার কী পরিণাম হয়েছিল ঠিক জানি না, মনে হয় জামীন হিসাবে ছেলেটি গাড়িতে চেপে রওনা দিয়েছিল পেস্‌কির ৪র্থ ক্রিস্টমাস স্ট্রিটে, আশা রইল সেখানে একটি ছাত্রকে সে জাগাবে — পরিচিতদের কাছে ছেলেটি সেখানে রাত্রি যাপন করছিল — এবং দেখবে তার কাছে কিছু টাকা পাওয়া যায় কিনা। ঘরে তালা দিয়ে নবদম্পতী যখন একলা হল তখন ভোর চারটে বেজে গেছে। প্‌সেল্‌দানিমভের মা সারা রাত রইল রোগীর বিছানার কাছে। মেজের ওপর সে শুলে একটি সতরঞ্চি পেতে, গায়ের ওপর টেনে নিলে তার পাতলা কোটটা, কিন্তু ঘুমতে পারল না, কেননা অনবরত উঠতে হচ্ছিল তাকে — ইভান ইলিয়িচের ভয়ানক উদরাময় শুরু হয়েছিল। প্রবীণার যেমন সাহস তেমনি উদারতা। নিজের হাতে ইভান ইলিয়িচের পোষাক খুলে আপন

ছেলের মতো শুশ্রূষা করলে সে, প্রয়োজনীয় পাত্রটা বহন করে সারা রাত ঘর বার করতে হল তাকে।

কিন্তু সে রাতের দুর্দশা তখনো শেষ হয় নি।

নবদম্পতীর ঘরে খিল ওঠার পর দশ মিনিটও পেরয় নি হঠাৎ এক অতি মর্মন্তুদ চিৎকার শোনা গেল — আনন্দের নয়, অতি অশুভ এক আর্তনাদ। তারপরেই একটা ধপাস, একটা হুড়মুড় এবং চেয়ার পড়ার আওয়াজ আর সঙ্গে সঙ্গেই হাঁপাতে হাঁপাতে অতি বিস্রস্ত, আতঙ্কিত একদল নারীর অভিযান হল অন্ধকার ঘরখানার মধ্যে। এদের মধ্যে ছিল কনের মা, কনের দিদি — রুগ্ন ছেলেপিলেদের সে ফেলে রেখে এসেছে, আর তিন মাসী, পাঁজরা ভাঙা পিসিটিও বাদ যায় নি। ব্যাপার কী দেখার জন্যে রাঁধুনীও এসেছে, রূপকথা শোনাতো যে জার্মান পোষ্যা সেও আছে। বাড়ির মধ্যে তার তোশকটিই সেরা এবং সেইটেই তার একমাত্র সম্পত্তি; তার পিঠের তল থেকে সে তোশক প্রায় জোর করে ছিনিয়ে এনে দেওয়া হয়েছিল নবদম্পতীকে। মান্যগণ্য গুণবতী এই মহিলারা সকলেই রান্নাঘর থেকে চুপি চুপি পা টিপে টিপে এসে অদম্য কৌতূহলে গত পনের মিনিট ধরে বারান্দায় আড়ি পেতে ছিল। তাড়াতাড়ি করে কে একটা মোমবাতি জ্বালালে এবং অতি অপ্রত্যাশিত এক দৃশ্য উদ্ঘাটিত হল। চেয়ারগুলো পাতা হয়েছিল দু-সারিতে। তার ওপর দুজন লোকের ভার পড়ায় চেয়ারগুলো সরে যায় এবং ফাঁক দিয়ে তোশক পড়ে যায় মাটিতে। রাগে ফুঁসছিল কনে। এবার সত্যিই মনে ঘা লেগেছে তার। একেবারে নৈতিকভাবে চূর্ণ হয়ে হাতে-নাতে ধরা পড়া আসামীর মতো দাঁড়িয়ে আছে প্সেল্দনিমভ। কৈফিয়ৎ দেবারও চেষ্টা নেই তার। চারিদিকেই আর্তনাদ আর চিৎকার। গোলমাল শুনে প্সেল্দনিমভের মাও ছুটে এল বটে, কিন্তু এবার ষোল-আনা জিত হল কনের মায়ের। প্রথমটা সে ভারি অদ্ভুত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্যায় সব তিরস্কার বর্ষণ করলে, যথা, 'কেমন তুমি স্বামী বাছা? এমন কেলেঙ্কারির পর কোন কম্মে লাগবে বাছা?' ইত্যাদি। শেষ পর্যন্ত হাতে ধরে চলে গেল সে মেয়েকে নিয়ে, পরদিন সকালে ক্রুদ্ধ বাপ যখন সমস্ত রিপোর্ট দাবি করবে তখন তার জবাব দেবার দায়িত্বটা নিজেই নিলে। তার পিছু পিছু অন্য সকলেও বেরিয়ে গেল মন্তব্য করতে করতে এবং মাথা নাড়তে নাড়তে।

প্‌সেল্‌দনিমভের কাছে রইল শ্‌ধ্‌ তার মা — কিছ্‌টা সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছিল সে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাকে খেদিয়ে দিলে প্‌সেল্‌দনিমভ।

সান্ত্বনা তার ছিল না। টলতে টলতে গিয়ে সোফার ওপর সে বসে রইল বিমর্ষ চিন্তায়; খালি পা, পরনে শ্‌ধ্‌ অন্তর্বাস। একের পর এক এলোমেলো চিন্তা ঘ্‌রতে লাগল মাথার মধ্যে। মাঝে মাঝে যন্ত্রের মতো দ্‌ষ্টিপাত করলে ঘরের দিকে, কিছ্‌ক্ষণ আগেই যেখানে নাচিয়েরা অমন বেপরোয়া ফুর্তি লাগিয়েছিল, সিগারেটের ধোঁয়ায় বাতাস তখনো ভারি। নোংরা মেজেটা জায়গায় জায়গায় ভেজা, লজেন্সের মোড়ক আর সিগারেটের টুকরো ছড়ানো চারিদিকে। সর্বোত্তম ও সত্যতম সাংসারিক কামনা বাসনার ব্যর্থতার সাক্ষ্য বহন করছে বিপর্যস্ত বাসর শয্যা এবং উল্টে পড়া চেয়ারগ্‌লো। এইভাবে প্রায় একটি ঘণ্টা বসে রইল সে। মাথার মধ্যে এল কেবল যত অশ্‌ভ চিন্তা, যথা: আপিসে এবার কী যে হবে? সখেদে টের পেলে, যে করেই হোক আর একটা চাকরি তাকে এবার জোগাড় করতেই হবে, কেননা আজ রাতে যা ঘটল তার পরে প্‌রনো চাকরি টিকে থাকা অসম্ভব। ম্লেকোপিতায়েভের কথাও মনে হল তার — ম্লেকোপিতায়েভ কাল হয়ত আবার তাকে দিয়ে কাজাচক নাচ নাচাবে তার বাধ্যতা যাচাই করার জন্যে। এও মনে হল যে ম্লেকোপিত্যায়েভ তাকে বিয়ের জন্যে পঞ্চাশ র্‌বল দিয়েছে বটে, এবং তার শেষ পয়সাটিও খরচ হয়ে গেছে, কিন্তু প্রতিশ্র্‌ত সেই চারশ র্‌বল যৌতুক কবে দেবে তার কোনো কথাই সে বলে নি, এমনকি বাড়িখানাও আইনত রেজিস্ট্রি হয় নি এখনো। তারপর সে ভাবতে লাগল বৌয়ের কথা, তার জীবনের সংকটতম ম্‌হ্‌র্তেই বৌ তাকে ফেলে চলে গেল। ভাবতে লাগল সেই লম্বা অফিসারটির কথা, লোকটা এক পা ম্‌ড়ে নতজান্‌ হয়েছিল তার বৌয়ের সামনে। ঠিকই দেখেছে সে। বাপের কথা অন্‌সারে যে সাতরকম শয়তানের বাসা তার বৌয়ের মধ্যে সেটা মনে পড়ল তার, সে শয়তান ঘ্‌চিয়ে দেবার জন্যে তৈরি করে রাখা ক্রাচটার কথাও... অশেষ সহ্য ক্ষমতা তার সত্যি, তব্‌ ভাগ্যচক্রে যে সব অগ্নিপরীক্ষার সামনে তাকে দাঁড়াতে হচ্ছে তাতে নিজের শক্তিতে প্রায় সন্দিহান হয়ে উঠতে হল তাকে।

এইভাবে খেদ করলে প্‌সেল্‌দনিমভ। ইতিমধ্যে মোমবাতি প্রায় ফুরিয়ে এসেছিল। তার মিটমিটে আলো সোজা এসে পড়ছিল প্‌সেল্‌দনিমভের ম্‌খের প্রফিলের ওপর, ফলে মস্ত এক ছায়া ফুটেছিল দেয়ালে — একটা লম্বা

গলা, বাঁকা নাক, খোঁচা খোঁচা দু গোছা চুল, এক গোছা খাড়া হয়ে উঠেছে কপালের ওপর আর এক গোছা মাথার পেছনে। শেষ পর্যন্ত প্রভাতের তাজা আমেজ যখন ঘরের মধ্যে এসে পৌঁছল তখন সে উঠে কাঁপতে কাঁপতে বিমূঢ়ের মতো চেয়ারগুলোর ফাঁকে গদির ওপর টলে পড়ল। তারপর এতটুকু কিছু গোছগাছ না করে, মোমবাতি না নিবিয়ে বালিশটা পর্যন্ত মাথার কাছে না টেনে নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে বিছানার মধ্যে গা এলিয়ে যে নিটুট, মড়ার মতো ঘুমে ঢলে পড়ল, সে ঘুম ঘুমাতে পারে শুধু সম্ভবত সেই কাল যার হাটুরে শাস্তি* হবে।

কিন্তু হতভাগ্য প্সেল্দোনিমভের বাসর শয্যার ওপর ইভান ইলিয়িচ প্রালিনস্কি যে যন্ত্রণার রাতটি কাটান তার সঙ্গে তুলনা চলে কার! শিরঃপীড়া, বিবমিষা প্রভৃতি উপসর্গগুলোর ক্ষণমাত্র উপশম হচ্ছিল না। নরক যন্ত্রণা নেমে এসেছিল তাঁর ওপর। মস্তিষ্কের মধ্যে চেতনার দীপ্তি জ্বলে জ্বলে উঠলেও তাতে এমন অতল বিভীষিকা, এমন শোকাবহ জঘন্য সব দৃশ্য আলোকিত হয়ে উঠছিল যে একেবারে অচেতন হয়ে থাকলেই বরং ভালো ছিল। অবিশ্যি তখনো সবকিছুই গোলমাল লাগছিল তাঁর কাছে। প্সেল্দোনিমভের মাকে তিনি চিনতে পারছিলেন, কানে আসছিল তার স্নেহার্দ্র অনুযোগ: 'একটু কষ্ট করতে হবে বাছা, একটু সহ্য করলেই হবে।' কিন্তু চিনতে পারলেও তাঁর পাশে প্সেল্দোনিমভের মায়ের উপস্থিতির কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি সব ছবি ভেসে উঠছিল তাঁর সামনে — সবচেয়ে বেশি করে আসছিল সেমিওন ইভানভিচের মূর্তি, কিন্তু তীক্ষ্ন করে নজর দিতে গিয়ে দেখা গেল মোটেই সেমিওন ইভানভিচ নয়, প্সেল্দোনিমভের নাক। শিল্পীটি, অফিসারটা, গালফুলো বুড়িটা — সবাই দ্রুত ভেসে গেল তাঁর চোখের সামনে দিয়ে। ভাবনা তাঁর সবচেয়ে বেশি উদ্বেল হয়ে উঠল মাথার ওপর পর্দা টাঙাবার সোনালী আংটা-টা দেখে। মোমবাতির নিষ্প্রভ আলোয় জিনিসটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন তিনি, আর কেবলি ভাবছিলেন, আংটা-টা কিসের, এখানেই বা কেন, কী তার অর্থ? বৃদ্ধাকে এ বিষয়ে কয়েকবার জিজ্ঞেসও

* বাজার এলাকায় জনসমক্ষে সম্পত্তির অধিকার হরণ। — সম্পাঃ

করলেন; কিন্তু নিশ্চয় যা বলতে চাইছিলেন তা না বলে অন্য কিছু বলে থাকবেন, ফলে দারুণভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলেও প্সেল্দানিমভের মা তার একবর্ণও বুঝলে না। অবশেষে ঠিক ভোরের আগে পীড়ার উপশম হল: ইভান ইলিয়িচ ঘুমতে শুরু করলেন, এক ঘণ্টা ঘুমলেন অঘোরে, কোনো স্বপ্ন দেখলেন না। জাগলেন যখন তখন প্রায় পুরো চেতনা ফিরে এসেছে, মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা, মুখের মধ্যে একটা জঘন্য বিস্বাদ, জিভটা যেন একটুকরো ফ্ল্যানেল। বিছানায় উঠে বসে চারিদিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলেন। খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে ভোরের ফ্যাকাশে আলো ঢুকছিল ঘরে, দেয়ালের ওপর তার শীর্ণ ছোপটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। সকাল তখন সাতটা। ইভান ইলিয়িচ যখন টের পেলেন তিনি কোথায়, যখন খেয়াল হল রাতে কী কী ঘটেছে, যখন মনে পড়ল খাবার টেবলের কাণ্ডকারখানার কথা, তাঁর মেকি বীরত্ব-প্রচেষ্টা, তার ভাষণের কথা; এবং এসব কিছুর পরিণতি অর্থাৎ লোকে কী ভাববে, কী বলাবলি করবে তা যখন এক ঝলকে সাংঘাতিক রকমের পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠল তাঁর মনে, আশেপাশে তাকিয়ে যখন চোখে পড়ল অধস্তনটির শান্ত বাসর শয্যাটির কী বিশ্রী বিকট দশা করে ছেড়েছেন, তখন হায়, তখন এমন একটা লজ্জা, এমন একটা যন্ত্রণায় বুক তার মুচড়ে উঠল যে ককিয়ে উঠে দুই হাতে মুখ ঢেকে হতাশায় ফের বিছানা নিলেন তিনি। মিনিট খানেক পরেই লাফিয়ে উঠলেন বিছানা থেকে। নজরে পড়ল চেয়ারের ওপর তাঁর সাজপোষাক সযত্নে পাট করে রাখা হয়েছে। সেগুলো টেনে নিয়ে তাড়াতাড়ি পরতে শুরু করলেন তিনি, কিসের একটা ভয় পেয়ে বার বার পিছন ফিরে চকিত দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন। কোট আর টুপি ছিল আর একটা চেয়ারে, টুপির মধ্যে হলদে দস্তানা জোড়া। চুপি চুপি পালাবার ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ দরজা খুলে বৃদ্ধা প্সেল্দানিমভা ঘরে ঢুকল একটা মাটির গামলা আর কলসী নিয়ে, কাঁধের ওপর একটা তোয়ালে। গামলাটা নামিয়ে রেখে অটল গলায় সে ঘোষণা করলে, ইভান ইলিয়িচকে হাত মুখ ধুতেই হবে।

'সে কি বাছা, হাত মুখ ধুতে হয় যে। হাত মুখ না ধুলে তো চলে না...'

সেই মুহূর্তে ইভান ইলিয়িচ অনুভব করলেন, দুনিয়ায় যদি এমন কেউ থেকে থাকে যার কাছে তাঁর ভয় নেই, যার কাছে তিনি স্বচ্ছন্দ বোধ

করতে পারেন, তবে সে এই প্রবীণাটি। হাত মুখ ধুলেন তিনি। ভবিষ্যতে বিষণ্ণতার মুহূর্তে মর্মবেদনার অন্যান্য নানা উপলক্ষে তাঁর মনে পড়ত এই নিদ্রাভঙ্গের সবকটি ঘটনা — মাটির গামলা, কলসী, তাতে ছোটো ছোটো বরফ-কুচি সমেত ঠান্ডা জল, গোলাপী মোড়কে মোড়া ডিম্বাকৃতি একটা সাবান, সাবানের ওপরে কতকগুলো অক্ষর খোদাই — পনের কোপেকের বেশি দাম নয় এবং নবদম্পতীর জন্যেই নির্ঘাৎ কেনা হয়েছিল, কিন্তু তা প্রথম ব্যবহার করার নির্বন্ধ ছিল ইভান ইলিয়িচেরই... আর বাঁ কাঁধের ওপর তোয়ালে ঝোলানো এই প্রবীণা মেয়েটি... ঠান্ডা জলে তাজা বোধ করলেন ইভান ইলিয়িচ; হাত মুখ মুছে একটি কথাও না বলে, শুশ্রূষাকারিণীকে ধন্যবাদ পর্যন্ত না দিয়ে টুপিটা টেনে নিয়ে কোটটা চাপিয়ে ছুটলেন বারান্দা বরাবর, এবং তারপর রান্নাঘরের মধ্যে দিয়ে। একটা বেড়াল মিউমিউ করছিল সেখানে, তোশকের ওপর থেকে মুখ তুলে উৎসুক কৌতূহলে তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলে রাঁধুনী। সেখান থেকে ছুটলেন আঙিনার দিকে, আঙিনা থেকে রাস্তায়, তারপর একটা চলন্ত গাড়ি পাকড়াও করে উঠে বসলেন। তুহিন শীতার্ত সকাল, ঠান্ডা হলদেটে একটা কুয়াসায় ঘরবাড়ি সব আচ্ছন্ন। ইভান ইলিয়িচ তাঁর কোটের কলার উঁচু করে দিলেন। মনে হচ্ছিল বুঝি সকলেই তাঁকে চেয়ে চেয়ে দেখছে, সকলেই জেনে ফেলেছে কে তিনি, চিনতে পেরেছে তাঁকে...

আট দিন ধরে তিনি না বেরুলেন ঘর থেকে, না দেখা দিলেন আপিসে। অসুস্থ লাগছিল তাঁর, ভয়ানক অসুস্থ, এবং সেটা যতটা না দৈহিক তার চেয়ে অনেক বেশি নৈতিক। এই আট দিন যাবৎ এক খাঁটি নরক যন্ত্রণার মধ্যে কাটল তাঁর — আশা করা যাক পরলোকে চিত্রগুপ্তের খাতায় তার হিসাব থাকবে। মাঝে মাঝে এমনও হয়েছে যে সত্যি করেই ভেবেছেন মঠে চলে যাবেন সন্ন্যাসী হয়ে। সত্যিই ভেবেছেন। কল্পনা তাঁর সেই দিকেই মোড় নিয়েছিল। পাতালের মৃদু সঙ্গীতধ্বনি কানে আসছিল তাঁর, চোখে ভেসে উঠছিল হাঁ-করা এক কফিনের ছবি, নির্জন মঠকক্ষে, অরণ্যে বা গুহায় জীবনযাত্রার কল্পনা আচ্ছন্ন করেছিল তাঁকে। কিন্তু সম্বিত ফেরামাত্র তিনি মনের কাছে স্বীকার করলেন যে ওটা নিতান্তই আজগুবি আর বাড়াবাড়ি; লজ্জা বোধ করলেন সে জন্যে। তারপর তাঁর existence

manqée-র* ভাবনা নিয়ে শুরু হল নৈতিক বিবেকদংশন। অতঃপর পুনরপি একটা লজ্জাবোধ জেগে উঠে হৃদয় একেবারে ভরে দিলে, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে তাঁর কাটা ঘায়ে যোগ করল নুনের ছিটে। চোখের সামনে যেসব ছবি ভেসে উঠছিল তাতে শিউরে উঠছিলেন তিনি। আপিসে যখন যাবেন তখন কী বলবে লোকে, কী ভাববে, তাঁকে নিয়ে কী কানাকানি চলবে গোটা বছর ধরে, হয়ত দশ বছর, সারা জীবন ধরেই। সে কাহিনী চলবে পুরুষানুক্রমে। আতঙ্কের জ্বালায় তক্ষুণি সেমিওন ইভানভিচের কাছে ছুটে গিয়ে তাঁর মার্জনা, তাঁর বন্ধুত্ব প্রার্থনা করার ইচ্ছে হল তাঁর। আত্মসমর্থনের ইচ্ছেটুকুও তাঁর রইল না, অনবরত ধিক্কার দিতে লাগলেন নিজেকে। নিজের আচরণের কোনো কৈফিয়ত তাঁর আর ছিল না, সে কৈফিয়ত খুঁজতেও লজ্জা হচ্ছিল তাঁর।

এও মনে হল, তক্ষুণি পদত্যাগ পত্র দাখিল করে নির্জনে মানবজাতির কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করেন। অন্ততপক্ষে তাঁর বন্ধুবান্ধবদের সাহচর্য তাঁকে বর্জন করতেই হবে এবং এমন ভাবে যাতে অতীত স্মৃতি সব মুছে যায়। তারপর তাঁর ধারণা হল এটাও আজগুবি ব্যাপার; অধস্তন কর্মচারীদের সঙ্গে আগের চেয়ে কড়াভাবে চললেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এই সব মুহূর্তে আশা বোধ হচ্ছিল তাঁর, সজীব হয়ে উঠছিলেন। তারপর সংশয় যন্ত্রণার পুরো আট দিন বাদে ওঁর মনে হল এ ত্রিশঙ্কু অবস্থা তিনি আর সইতে পারছেন না; এবং un beau matin** স্থির করলেন আপিস যাবেন।

বাড়িতে মন খারাপ করে বসে থাকার সময় হাজার বার করে ভাবতে চেষ্টা করেছিলেন আপিসে ঢোকার ব্যাপারটা কী রকম দাঁড়াবে। এই একটা আতঙ্ক তাঁর ছিল যে যেতে যেতে দ্ব্যর্থবোধক কানাকানি শুনবেন, চোখে পড়বে দ্ব্যর্থবোধক মুখভাব, দেখা দেবে কুটিল হাসাহাসি। এসব কিছুই যখন হল না তখন ভারি অবাক লাগল তাঁর। যথারীতি সম্মান দেখানো হল তাঁকে, লোকে মাথা নোয়ালে। সকলেই গম্ভীর,

---

* অধঃপতিত জীবন। (ফরাসী) — সম্পাঃ

** এক সুন্দর সকালে। (ফরাসী) — সম্পাঃ

সকলেই ব্যস্ত। মন ভরে উঠল আনন্দে, নিজস্ব খাস কামরার দিকে এগুলেন তিনি।

সেখানে ঢুকেই সগুরুত্বে কাজের মধ্যে ডুবে গেলেন, কতকগুলো রিপোর্ট আর ব্যাখ্যা শুনলেন, কিছু কিছু নির্দেশ দিলেন। মনে হল এইদিন সকালের মতো এমন বিচক্ষণতার সঙ্গে, এমন কাজের লোকের মতো বিচার বা যুক্তিবিস্তার তিনি আর কখনো করেন নি। দেখলেন, তাঁর কাজে লোকে খুশি হচ্ছে, তারিফ করছে, সম্মান করছে তাঁকে। অতি খুঁতখুঁতে মনের কাছেও খারাপ কিছু ধরা পড়ল না। সবই বেশ ভালোই চলল।

অবশেষে আকিম পেত্রোভিচ এল কিছু কাগজপত্র নিয়ে। তাকে দেখেই ইভান ইলিয়িচের বুকে একটা খোঁচা বিঁধল কিন্তু সে শুধু মুহূর্তের জন্যে। আকিম পেত্রোভিচের সঙ্গেও কাজ করলেন তিনি, জাঁকিয়ে বসলেন, কী করতে হবে তার নির্দেশ দিলেন, সবকিছুই বুঝিয়ে বললেন। অবিশ্যি এটা তাঁর খেয়াল হল যে আকিম পেত্রোভিচের দিকে বেশিক্ষণ যেন চোখ রাখতে পারছিলেন না তিনি, কিংবা বলা উচিত, আকিম পেত্রোভিচ তাঁর দিকে তাকাতে সাহস পাচ্ছিল না। কিন্তু আকিম পেত্রোভিচের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল, কাগজপত্র গোছাতে শুরু করলে সে।

'আর একটা অনুরোধ আছে,' যথাসম্ভব নির্বিকারভাবে বলার চেষ্টা করলে সে, 'রেজিস্টার প্সেলদনিমভ... ডিপার্টমেণ্টে বদলি হতে চায়... সেমিওন ইভানীভিচ শিপুলেঙ্কো মশায় ওকে একটা কাজ দেবেন বলেছেন। হুজুরের সদয় সহায়তা প্রার্থনা করছে সে।'

'বটে, ও তাহলে বদলী হয়ে যাচ্ছে,' বললেন ইভান ইলিয়িচ এবং টের পেলেন বুক থেকে যেন একটা মস্ত পাথর নেমে গেল। আকিম পেত্রোভিচের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন তিনি। চোখাচুখি হল তাদের।

'বেশ, আমার দিক থেকে... আমি চেষ্টা করব...' বললেন ইভান ইলিয়িচ, 'আমি রাজী আছি।'

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরে পড়ার ইচ্ছে ছিল আকিম পেত্রোভিচের। কিন্তু ইভান ইলিয়িচ উদারতার ঝোঁকে ঠিক করলেন কথাটা পুরোপুরি বলেই দেবেন। বোঝাই যায়, ফের অনুপ্রেরণা জেগেছিল তাঁর।

'ওকে বলে দেবেন,' গভীর তাৎপর্যের একটা পরিষ্কার দৃষ্টিপাত করে তিনি শুরু করলেন, 'ওকে বলে দেবেন ওর বিরুদ্ধে আমার কোনো রাগ নেই,

হ্যাঁ, কোনো রাগ নেই! বরং, অতীতের কথা আমি ভুলে যেতে খুবই রাজী... সব, সবকিছু ভুলে যেতে রাজী...'

কিন্তু হঠাৎ আত্মসংবরণ করলেন ইভান ইলিয়িচ। অবাক হয়ে লক্ষ করলেন আকিম পেত্রোভিচের বিচিত্র ব্যবহার; বিবেচক মানুষের বদলে লোকটা হঠাৎ কী অজ্ঞাত কারণে যেন একটা সাংঘাতিক নির্বোধ হয়ে উঠেছে। সসম্ভ্রমে কথাটা পুরো শোনার বদলে হবার মতো লাল হয়ে উঠে প্রায় অভদ্রের মতো তাড়াতাড়ি কয়েকটা অভিবাদন করতে করতে পিছতে শুরু করেছে দরজার দিকে। মনে হল যেন মাটির মধ্যে সেঁধতে চাইছে সে; অথবা সঠিক বললে, যথাসম্ভব নিজের চেয়ারে গিয়ে বসতে পারলে যেন বাঁচে। একলা পড়লেন ইভান ইলিয়িচ, খানিকটা বিচলিত হয়ে চেয়ার থেকে উঠলেন। আয়নার দিকে তাকালেন, কিন্তু নিজের চেহারাটা লক্ষ করলেন না।

'উঁহু... দরকার কড়া ব্যবহারের, কেবলি কড়া ব্যবহার!' প্রায় অজ্ঞাতেই ফিসফিস করে বললেন তিনি; হঠাৎ তাঁর সারা মুখ এক প্রবল রক্তোচ্ছ্বাসে লাল হয়ে উঠল। সেই মুহূর্তে তাঁর যেরকম লজ্জা বোধ হল, যেরকম শোচনীয় লাগল নিজেকে তা তাঁর আটদিন অসুস্থতার দুঃসহতম মুহূর্তেও হয় নি।

'চালিয়ে যেতে পারলুম না!' মনে মনে বলে অসহায়ের মতো ভেঙে পড়লেন চেয়ারে।

জুয়াড়ী

জনৈক যুবকের ডায়েরি থেকে

১

দিন পনেরো পর ফের ফিরেছি। তিনদিন আগেই এ'রা রুলেতেনবুর্গে* এসে জুটেছেন। ভেবেছিলাম, আমার জন্যে কী অধীর হয়েই না অপেক্ষা করবেন। সেটা ভুল। জেনারেল আমার দিকে চাইলেন নিস্পৃহ দৃষ্টিতে, কয়েকটা কথা কইলেন ওপরওয়ালার সুরে, তারপর পাঠিয়ে দিলেন তাঁর বোনের কাছে। বোঝা গেল যেখান থেকে হোক কিছু টাকা জুটিয়েছেন। আমার চোখের দিকে চাইতে জেনারেলের খানিকটা যেন লজ্জা হচ্ছে বলেই মনে হল। মারিয়া ফিলিপোভনা ভয়ানক ব্যস্ত, আমার সঙ্গে কথা কইবার সময়ই প্রায় হল না। টাকাটা অবিশ্যি নিলেন, গুণে গুণে দেখলেন, আমার বিবরণটাও সবই শুনলেন। ডিনারে আসবেন মেজেনৎসভ, সেই ফরাসীটা, আর কে একজন ইংরেজ, টাকা পাওয়ামাত্রই ডিনার পার্টি দিতে হবে বৈকি, এবং খাঁটি মস্কোর ঐতিহ্যে। পলিনা আলেক্সান্দ্রভনা আমায় দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'এত দেরি হল কেন?' কিন্তু জবাবের অপেক্ষা না করেই কোথায় যেন চলে গেল। বোঝাই যায় যে ইচ্ছে করেই। কিন্তু আমাদের একটা বোঝাবুঝি হওয়া দরকার। অনেক কথা জমেছে।

হোটেলের চার তলায় একটা ছোট্ট কামরায় আমার ঠাঁই হল। সবাই জেনে গেছে যে আমি মোসায়েব দলেরই একজন। সবকিছু থেকেই বোঝা যায় ইতিমধ্যেই বেশ উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠতে এ'দের অসুবিধা হয় নি। সবার ধারণা জেনারেল একজন টাকাওয়ালা রুশ আমীর। ডিনারের আগেই নানা

* রুলেতেনবুর্গ — মনে হয় এই নাম দিয়ে দস্তোয়েভস্কি দক্ষিণ জার্মানির ভিসবাদেন স্বাস্থ্য কেন্দ্রটির ছবি এ'কেছেন, এখানে তিনি ছিলেন ১৮৬২, ১৮৬৩ ও ১৮৬৫ সালে। — সম্পাঃ

ফাইফরমাশের মধ্যে দুটি হাজার-ফ্রাঁ নোট ভাঙাবার জন্যে আমায় পাঠাতে ভুললেন না। সেটা ভাঙালাম হোটেল ব্যুরোতে। এবার লোকে আমাদের ভাববে কোটিপতি — অন্তত এক সপ্তাহের জন্যে। মিশা আর নাদিয়াকে একটু বেড়াতে নিয়ে যাবার কথা ভাবছিলাম: সিঁড়ি দিয়ে নামছি, ডাক পড়ল জেনারেলের কাছে, কোথায় ওদের নিয়ে যাব সেটা অবগতির অভিরুচি হয়েছে তাঁর। লোকটা কিছুতেই আমার চোখে চোখে তাকাতে পারে না। তাকাবার খুবই ইচ্ছে, কিন্তু আমি সবসময়েই এমন একটা স্থির অর্থাৎ দুর্বিনীত দৃষ্টিতে তাকিয়ে জবাব দিই যে উনি কেমন থতমত খেয়ে যান। অতিশয় গালভরা কথায় বাক্যের পর বাক্য জুড়ে জুড়ে ও পরিশেষে তাদের মধ্যে একেবারে গুলিয়ে গিয়ে আমায় এইটে বুঝাতে দিলেন যে ছেলেদের বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে পার্কে, জুয়াঘর থেকে যতটা সম্ভব দূরে। শেষ পর্যন্ত চটেও গেলেন। ঝট্ করে বলে বসলেন, 'নইলে আপনি হয়ত ওদের জুয়াঘরেই নিয়ে যাবেন। মাপ করবেন কিন্তু,' যোগ করলেন উনি, 'আপনি বেশ খানিকটা অস্থিরচিত্ত, জুয়ো খেলতে যাওয়া আপনার পক্ষে অসম্ভব নয়। সে যাই হোক, আমি অবিশ্যি আপনার ওপর গুরুগিরি করতে চাই না, সে ভূমিকা নেবার কোনো বাসনাই আমার নেই, তবু, বলা যেতে পারে, আমার নাম ডোবাবেন না এটুকু আশা করার অধিকার অন্তত আমার আছে...'

শান্তভাবে বললাম, 'কিন্তু আমার তো টাকা নেই। হারতে হলে টাকা থাকা দরকার।'[১]

'টাকাটা আপনি এখনি পাবেন,' একটু লাল হয়ে উঠে জবাব দিলেন জেনারেল; তারপর দেরাজ হাতড়িয়ে হিসাবের খাতা থেকে আবিষ্কার করলেন যে একশ কুড়ি রুবলের মতো টাকা তাঁর কাছে আমার পাওনা।

বললেন, 'কিন্তু কী ভাবে মেটাব? টেলারে বদল করতে হয়। থাক আপাতত মোটামুটি হিসাবে একশ টেলার নিন, বাকিটা মারা যাবে না।'

নীরবে টাকাটা নিলাম।

'আমার কথায় আবার রাগ করে বসবেন না যেন। ভারি অভিমানী আপনি... যে কথাগুলো বললাম সেটা বলা যেতে পারে একটু হুঁশিয়ার করে দেবার জন্যে; নিশ্চয় তার খানিকটা অধিকার আমার আছে...'

বাচ্চাদের নিয়ে ডিনারের আগে ফেরার পথে দেখি, অশ্বারোহীদের দিব্যি এক শোভাযাত্রা। কী একটা ধ্বংসাবশেষ দেখতে গিয়েছিলেন সবাই। চমৎকার

ঘোড়ায় টানা দুটি জাঁকালো গাড়ি, তার একটায় মাদমোয়াজেল ব্লাঁশ, সঙ্গে মারিয়া ফিলিপোভনা আর পলিনা; ফরাসীটা, ইংরেজটি আর আমাদের জেনারেল চেপেছেন ঘোড়ায় — লোকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। জমকালো ব্যাপার হয়েছিল সন্দেহ নাই, তবে জেনারেলের ভোগান্তি আছে। হিসেব করে দেখেছি, আমার আনা চার হাজার ফ্রাঁ, আর ওরা যা জোগাড় করতে পেরেছে, তাতে ওদের হাতে এখন সাত আট হাজার ফ্রাঁ হবে, মাদমোয়াজেল ব্লাঁশের পক্ষে সেটা নিতান্তই সামান্য।

মাদমোয়াজেল ব্লাঁশ তার মায়ের সঙ্গে আমাদের হোটেলেই উঠেছে; ফরাসীটাও কাছাকাছি কোথাও আছে। হোটেলের চাকরবাকরেরা তাকে বলে 'm-r le comte'*, মাদমোয়াজেল ব্লাঁশের মাকে বলে 'm-me la comtesse'**। কে জানে, সত্যিই হয়ত বা ওরা comte et comtesse***।

ঠিকই ভেবেছিলাম, ডিনারে একত্র হবার সময় m-r le comte আমায় চিনতে চাইবে না। জেনারেলও নিশ্চয় আমাদের আলাপ করিয়ে দেবার কথা ভাববেন না, আমার পরিচয়টাই দেবেন না; m-r le comte রাশিয়ায় গিয়েছিল, সুতরাং ভালোই জানে যে outchitel**** নামধেয়রা কত তুচ্ছ ব্যক্তি। আমায় অবিশ্যি সে ভালোই চেনে। তবে একথা জানিয়ে রাখি যে আমি ডিনারে এসেছিলাম বিনা নিমন্ত্রণে; জেনারেল সম্ভবত আমার ব্যবস্থা করতে ভুলে গিয়েছিলেন, নইলে table d'hôt-তেই***** আমায় পাঠাতেন। নিজের উদ্যোগেই আমি এলাম। ব্যাজার দৃষ্টিতে জেনারেল চাইলেন আমার দিকে। ভালোমানুষ মারিয়া ফিলিপোভনা সঙ্গে সঙ্গেই আমার জন্যে একটা জায়গা দেখিয়ে দিলেন। যাক, বেঁচে গেলাম মিঃ অ্যাস্টলির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওদের চক্রের এক সদস্য হয়ে পড়লাম।

---

* মঁসিয়ে কাউন্ট। (ফরাসী) — সম্পাঃ

** মাদাম কাউন্টেস। (ফরাসী) — সম্পাঃ

*** কাউন্ট আর কাউন্টেস। (ফরাসী) — সম্পাঃ

**** উচিতেল — রুশ ভাষায় শিক্ষক, এখানে রুশ কথাটি ফরাসী ছাঁদে লেখা হয়েছে। — সম্পাঃ

***** রেস্টুরেন্টের সাধারণ টেবিলে। (ফরাসী) — সম্পাঃ

এই অদ্ভুত ইংরেজটির সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল প্রাশিয়ায়, এঁদের ধরতে যাবার সময় রেল গাড়িতে বসেছিলাম মুখোমুখি। ফের দেখা হয় ফরাসী সীমান্তে, পরে আবার সুইজারল্যাণ্ডে। গত পনের দিনে আরো দুবার দেখা পেয়েছি এবং এখন ফের এই রুলেতেনবুর্গে। জীবনে এমন লাজুক লোক দেখি নি। একেবারে নির্বোধের মতো লজ্জা, এবং অবশ্যই নিজেও তিনি সেটা জানেন, কারণ মোটেই তিনি নির্বোধ নন। ভারি অমায়িক শান্ত লোকটি। প্রাশিয়ার প্রথম সাক্ষাতের সময় ওঁর মুখ খুলিয়েছিলাম। বলেছিলেন, সে গ্রীষ্মে তিনি গিয়েছিলেন নর্ড ক্যাপে, নিজ্‌নি নভগরদ মেলায় যাবার নাকি খুব ইচ্ছে। জেনারেলের সঙ্গে কী করে আলাপ হল জানি না; মনে হয় পলিনার প্রেমে ভদ্রলোক পাগল। পলিনা ঘরে আসতেই উনি একেবারে গোধূলির আকাশের মতো লাল হয়ে উঠলেন। আমি তাঁর পাশে বসেছি দেখে ভারি খুশি হয়েছিলেন; মনে হল আমায় একেবারে প্রাণের বন্ধু বলেই ধরে নিয়েছেন।

ফরাসীটা টেবলে ভারি চাল দেখাতে লাগল। সবেতেই অবজ্ঞা, খুবই ভারিক্কি চাল। অথচ মনে আছে, মস্কোয় একেবারে অন্য মানুষ। ফিনান্স আর রুশী রাজনীতি নিয়ে প্রচুর কথা কইলে। জেনারেল মাঝে মাঝে সাহস করে প্রতিবাদ করছিলেন, কিন্তু তেমন জোরে নয়, তাঁর গুরুত্ব যে এখনো একেবারে খোয়া যায় নি, এইটে দেখাবার জন্যে।

আমার মনের ভেতরটা কেমন অদ্ভুত হয়ে উঠেছিল। বলাই বাহুল্য, ডিনার অর্ধেকটা এগুতে না এগুতেই সেই চিরাচরিত দৈনন্দিন প্রশ্নটা মনে এল: জেনারেলের পেছনে ঘুরঘুর করছি কিসের জন্যে? অনেক আগেই ছেড়ে কেন চলে যাই নি? পলিনা আলেক্সান্দ্রভনার দিকে মাঝে মাঝে চাইছিলাম। আমায় একেবারে লক্ষই করলে না। পরিশেষে একেবারে ক্ষেপে উঠলাম, ঠিক করলাম অভদ্রতাই করব।

বিনা আহ্বানে, একেবারেই অকারণে হঠাৎ অন্যের আলাপের মধ্যে চিৎকার করে নাক গলিয়ে শুরু করা গেল। যে ক'রেই হোক, ফরাসীটার সঙ্গে একটা ঝগড়া বাধাবার ইচ্ছে প্রবল হয়ে উঠেছিল। জেনারেলের দিকে তাকিয়ে, যতদূর মনে পড়ে তাঁর কথায় বাধা দিয়ে বেশ উচ্চৈস্বরে পরিষ্কার করে বললাম, এবারকার গীষ্মে table d'hôt-তে খাওয়া রুশদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে। জেনারেল অবাক হয়ে আমার দিকে চাইলেন।

আমি বলেই চললাম, 'আত্মসম্মান বজায় রাখতে হলে গালমন্দ না শুনে উপায় নেই। অসহ্য সব অপমান সইতে হবে। প্যারিস, রাইন এমনকি সুইজারল্যান্ডেও table d'hôt-তে পোল আর তাদের দরদী ফরাসীদের সংখ্যা এতই বেশি যে রুশ হলে আর উপায় নেই, একটি কথাও কইতে পারা যাবে না।'

বললাম ফরাসীতে। জেনারেল বিব্রতভাবে চেয়ে রইলেন আমার দিকে; বুঝে পাচ্ছিলেন না রাগ করবেন নাকি আমার বেয়াদবিতে কেবল একটু বিস্ময় বোধ করবেন।

'তার মানে কোথাও কিছু শিক্ষা পেয়েছেন তাহলে,' ঠোঁট বেঁকিয়ে অবজ্ঞাভরে বললে ফরাসীটা।

বললাম, 'প্যারিসে প্রথম লেগেছিল একজন পোলের সঙ্গে, পরে লাগল এক ফরাসী অফিসারের সঙ্গে, পোলটার পক্ষ নিয়েছিল সে। তারপর কী ভাবে এক মনসিনরের কফি চুলোয় পাঠাবার বাসনা বোধ করেছিলাম সে গল্প করতেই একদল ফরাসী আমার পক্ষে চলে আসে।'

'চুলোয়?' ঘাড় ফিরিয়ে চকিত দৃষ্টিপাত করে ভারিক্কী বিস্ময়ের সুরে প্রতিধ্বনি করলেন জেনারেল। ফরাসীটা আমার দিকে তাকাল অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে।

বললাম, 'আজ্ঞে হাঁ। পুরো দু-দিন ধরে আমি একেবারে নিশ্চিত ছিলাম যে আমাদের মামলাটা নিয়ে হয়ত যে কোনো মুহূর্তেই রোমে দৌড়াতে হবে; তাই পাসপোর্টে ভিসা নেবার জন্যে প্যারিসের হোলি ফাদারের দূতাবাসে গিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে দেখা করলেন বেঁটেখাটো একটি সাধু, বছর পঞ্চাশ বয়স, শুকনো ঠান্ডা চেহারা, কেঠো ভদ্রতায় আমার সব কথা শুনে বললেন অপেক্ষা করতে। তাড়া ছিল, তবু বসে রইলাম। পকেট থেকে *Opinion nationale* বার করে রাশিয়ার বিরুদ্ধে জঘন্যতম সব গালাগালি পড়তে লাগলাম। এর মধ্যে কানে এল, কে যেন পাশের ঘর দিয়ে মনসিনরের কাছে যাচ্ছে। দেখলাম আমার সাধুটি তাঁকে সেলাম জানাচ্ছেন। আমি সাধুর কাছে ফের আমার অনুরোধ জানালাম। আগের চেয়েও ঠান্ডা গলায় উনি আমায় ফের অপেক্ষা করতে বললেন। খানিক পরে আরো একটি লোক এল, কী একটা কাজে, কে একজন অস্ট্রিয়ান। সাধু তার কথা শুনে তৎক্ষণাৎ তাকেও ওপরে নিয়ে গেলেন। ভারি চটে গেলাম তাতে। উঠে সাধুর কাছে গিয়ে

বেশ শক্ত করে বললাম, মনসিনর যখন লোকের সঙ্গে দেখা করছেন তখন আমার ব্যাপারটারও তিনি ফয়সালা করতে পারেন। হতবাক হয়ে সাধু একেবারে পিছিয়েই গেলেন। কোথাকার এক নগণ্য রুশ, সে কিনা মনসিনরের অতিথিদের সমকক্ষ বলে নিজেকে ভাবতে পারছে এটা তাঁর মাথাতেই ঢুকল না। আমায় আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে অপমান করার সুযোগ পেয়ে যেন খুশি হয়েই অতি অভদ্র ভাষায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আপনার জন্যে মনসিনরের কফি খাওয়া বন্ধ থাকবে বলে সত্যিই ভাবছেন নাকি?' আমিও গলা চড়ালাম, ওর চেয়ে অনেক বেশি, 'চুলোয় যাক আপনার মনসিনরের কফি, বুঝেছেন! এই মুহূর্তে যদি আমার পাসপোর্টের ব্যবস্থা না করেন, তাহলে আমি নিজেই যাব।'

'কী বলছেন! ওঁর সঙ্গে এখন কার্ডিনাল কথা কইছেন জানেন!' বিভীষিকায় পেছিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন সাধু, তারপর ছুটে গিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে দুই হাত প্রসারিত করে বোঝালেন, মরবেন তবু আমায় যেতে দেবেন না।

তখন জবাব দিলাম, আমি নাস্তিক, বর্বর, 'que je suis hérétique et barbare', আর্কবিশপ, কার্ডিনাল, মনসিনর সবই আমার কাছে সমান। মোটের ওপর বুঝিয়ে দিলাম যে আমি ছাড়বার পাত্র নই। অসীম ঘেন্নায় সাধু আমার দিকে চাইলেন বটে, কিন্তু পাসপোর্টটি হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেলেন ওপরে। এক মিনিটের মধ্যেই ভিসা হয়ে গেল।

'দেখবেন নাকি? এই দেখুন!' পাসপোর্ট বার করে রোমের ভিসা দেখালাম।

'তাহলেও কিন্তু আপনার এটা...' জেনারেল শুরু করলেন।

'বর্বর ও নাস্তিক ঘোষণা করে বেঁচে গেলেন তাহলে,' মুচকে হেসে বললে ফরাসীটা, 'Cela n'était pas si bête.'*

'নয়ত কি আমাদের রুশীদের পথ ধরব? বসে আছে তো আছেই, টুঁ শব্দটি করার সাহস নেই, বলতে কি তারা যে রুশ সেটা অস্বীকার করতে পারলেই যেন বাঁচে। সাধুর সঙ্গে আমার টক্করের গল্পটা সকলকে বলার পরে অন্তত প্যারিস হোটেলে লোকে আমার সঙ্গে অনেক ভালো ব্যবহার করতে

* তা বোকামি হয় নি বটে। (ফরাসী) — সম্পাঃ

শুরু করে। Table d'hôt তে আমার সঙ্গে যার সবচেয়ে লাগত সেই মুটকো পোল জমিদারটির পশার গেল। এমনকি ফরাসীরাও আমার বেয়াড়া গল্প চুপ করেই সয়ে গেল। শুনিয়ে দিলাম বছর দুয়েক আগে একটা লোককে দেখেছিলাম, ১৮১২ সালে এক ফরাসী সৈন্য তাকে লক্ষ করে গুলি চালায় শুধু এই কারণে যে বন্দুকটা খালাস করার ইচ্ছে হয়েছিল তার — লোকটা সে সময় বছর দশেকের ছেলে, মস্কো থেকে তাদের পরিবার পালাতে পারে নি।'

'অসম্ভব!' চটে চেঁচিয়ে উঠল ফরাসীটা, 'ফরাসী সৈন্য কখনো শিশুদের গুলি করতে পারে না!'

আমি বললাম, 'তবু ঘটনাটা সত্যি, যিনি বলেছেন তিনি একজন সম্ভ্রান্ত অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন, গালের ওপর বুলেটের দাগও আমি দেখেছি।'

খরবেগে বক্তৃতা শুরু করলে ফরাসীটা। জেনারেল তাকে সমর্থনের চেষ্টা করছিলেন, আমি বলে দিলাম, ১৮১২ সালে ফরাসীদের হাতে বন্দী জেনারেল পেরোভ্স্কির 'দিনলিপি'র* অন্তত কয়েক পাতা একবার পড়ে দেখতে পারেন। শেষ পর্যন্ত কথা পালটাবার জন্যে মারিয়া ফিলিপোভনা অন্য কী একটা প্রসঙ্গ তুললেন। আমার ওপর জেনারেল ভারি বিরক্ত হয়েছিলেন, কেননা ফরাসীটার সঙ্গে আমার প্রায় ঝগড়া বেধে উঠেছিল। মিঃ অ্যাস্টলি কিন্তু তর্কটা উপভোগ করেছিলেন বলে মনে হয়। টেবিল ছেড়ে ওঠার সময় আমায় সুরাপানের জন্যে আমন্ত্রণ জানালেন। সন্ধ্যের পলিনা আলেক্সান্দ্রভনার সঙ্গে মিনিট পনেরো কথা বলার সুযোগ পাওয়া গেল, এ সাক্ষাৎ করতেই হত, কথা কইলাম বেড়াতে বেড়াতে। পার্কের ভেতর দিয়ে সকলেই যাচ্ছিল জুয়াঘরের দিকে। ফোয়ারার সামনে একটা বেঞ্চে বসলে পলিনা, অদূরের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলা করার অনুমতি পেলে নাদিয়া। আমিও মিশাকে ছেড়ে দিলাম ফোয়ারার দিকে। শেষ পর্যন্ত একলা হওয়া গেল।

প্রথমটা কাজের কথা দিয়েই অবিশ্যি শুরু হল। মাত্র সাতশ গুলডেন ওর হাতে দিতে বেশ বিরক্ত হল। প্যারিসে ওর জহরতগুলো বাঁধা দিয়ে অন্তত দু-হাজার গুলডেন নিয়ে আসব, এই ছিল ওর নিশ্চিত ধারণা।

---

* পেরোভস্কি ভাসিলি (১৭৯৫–১৮৫৭) — জেনারেল অ্যাডজুট্যান্ট, ১৮১২ সালের পিতৃভূমির যুদ্ধে অংশ নেন। — সম্পাঃ

বললে, 'যে করেই হোক টাকা চাই আমার। পেতেই হবে, নইলে একেবারে সর্বনাশ!'

যখন ছিলাম না তখন কী কী ঘটেছে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলাম।

'কিছুই না, শুধু দুটো খবর পাওয়া গেছে পিটার্সবুর্গ থেকে: প্রথম খবর আসে কর্তামার অবস্থা ভারি খারাপ, দুদিন পরে যা শোনা গেল তাতে মনে হয় মারা গেছে। এটা তিমোফেই পেত্রোভিচের কাছ থেকে শোনা,' পলিনা যোগ করলে, 'লোকটা খুব বিশ্বাসী। এখন পাকা খবরের অপেক্ষা।'

বললাম, 'এখানকার সকলেই তাহলে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন?'

'তা তো বটেই! প্রত্যেকেই! গত ছয়মাস ধরে ঐ তো একমাত্র আশা।'

'আপনিও আশা রাখেন নাকি?' জিজ্ঞেস করলাম।

'আমি তো ওঁর আত্মীয় নই, আমি কেবল জেনারেলের সৎ মেয়ে। তবে ঠিকই জানি, উইল করার সময় আমার কথা ভুলবেন না।'

সমর্থনের সুরে বললাম, 'বেশ কিছু আপনি পাবেন বলেই মনে হয়।'

'হাঁ, আমায় খুব ভালোবাসতেন। কিন্তু আপনার সে কথা মনে হচ্ছে কেন বলুন তো?'

জবাবে অন্য একটা প্রশ্ন করলাম, 'আচ্ছা, পারিবারিক সব খবর কি আমাদের মার্কুইসটিও জানে?'

'কিন্তু আপনার এসব ব্যাপারে এত আগ্রহ কেন?' শীতল কাঠিন্যের একটা দৃষ্টি হেনে পলিনা জিজ্ঞেস করলে।

'কেনই বা থাকবে না? বোধ হয় ভুল করছি না যদি বলি, জেনারেল ইতিমধ্যেই ওর কাছে টাকা ধার করে বসেছেন।'

'আপনার আন্দাজগুলো ভুল হয় না।'

'তাহলে, কর্তামার কথা না জানলে কি আর সে টাকা ধার দিত? দ্যাখেন নি, টেবলে দুতিনবার কর্তামার কথা তুলেছিল, কি রকম আপনজনের মতো বলছিল বাবুলেঙ্কা* — la baboulinka! কী অন্তরঙ্গ দোস্তি!'

'ঠিকই বলেছেন। উইলে আমিও কিছু পাব টের পেলেই আমার পাণিপ্রার্থনা করে বসবে — এইটে জানতে চান তো?'

'করবে মানে? আমার ধারণা, সে পাণিপ্রার্থনা সে অনেক আগেই করেছে!'

---

* রুশীতে কর্তামাকে আদর করে ডাকার সময় বাবুলেঙ্কা বলা হয়। — সম্পাঃ

'আপনি ভালোই জানেন, করে নি,' পলিনা বললে রাগ করে। তারপর এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করলে, 'ইংরেজটির সঙ্গে আপনার পরিচয় হল কী করে?'

'ঠিক জানতাম, জিজ্ঞেস করবেন।'

বাস্তায় মিঃ অ্যাস্টলির সঙ্গে আমার পূর্বতন সাক্ষাৎকারগুলোর গল্প করলাম।

'লোকটা লাজুক, খানিকটা প্রেমিক গোছের। নিশ্চয় এর মধ্যেই আপনার প্রেমে পড়েছে।'

'হ্যাঁ, তা পড়েছে,' বললে পলিনা।

'ফরাসীটার চেয়ে ও যে দশগুণ ধনী তাতে সন্দেহ নেই। ভালো কথা, ফরাসীটার সত্যিই কিছু আছে, নিশ্চয় করে তা জানেন তো? সন্দেহ নেই তো?'

'কোনো সন্দেহ নেই। কোথায় একটা château* আছে। এই তো কালও আমায় জেনারেল বেশ নিশ্চয় করেই তা বলছিলেন। কেমন — খুশী?'

'আমি হলে ইংরেজকে বিয়ে করতাম।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করলে পলিনা।

'ফরাসীটা দেখতে সুন্দর, কিন্তু মনটা নীচ। ইংরেজটা সৎ লোক, তার ওপর দশগুণো ধনী,' বললাম কড়া করে।

'তা ঠিক, কিন্তু ফরাসীটা মার্কুইস এবং অনেক বুদ্ধিমান,' ও জবাব দিলে শান্তভাবে।

'কিন্তু সত্যি তো?' আমার আগের বক্তব্যের জের টানলাম।

'একেবারে সত্যি।'

আমার প্রশ্নে পলিনার ভারি বিরক্ত লাগছিল। জবাব দেবার সুর আর ঢঙ দেখে বেশ বুঝতে পারছিলাম আমায় রাগাতে চায়। সে কথা ওকে বললাম।

'আপনি চটে গেলে সত্যি মজা লাগে। আর কেনই বা চটাব না? আপনাকে যে এই সব প্রশ্ন আর অনুমান করতে দিচ্ছি, শুধু সেইটের জন্যেও তো একটা দাম দিতে হবে আপনাকে।'

---

* কুঠি। (ফরাসী) — সম্পাঃ

'যা খুশি প্রশ্ন করার অধিকার আমার আছে বলে মনে করি,' বললাম শান্তভাবে, 'কেননা তার জন্যে যে-কোনো দাম দিতে আমি রাজী, নিজের জীবনও আমার কাছে তুচ্ছ।'

পলিনা হেসে উঠল। বললে:

'সেবার, শ্লাঙ্গেনবের্গে আমায় বলেছিলেন, আমার একটি কথাতেই লাফিয়ে পড়তে পারেন, জায়গাটা বোধ হয় হাজার ফিট গভীর। সে কথা আমি কোনো একদিন আপনায় বলব শুধু কী করে শোধ দেন দেখতে। নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন দ্বিধা করব না। আপনাকে আমি দেখতে পারি না কারণ আপনাকে অনেক লাই দিয়েছি। এবং আরো দেখতে পারি না কারণ আপনাকে আমার দরকার। আপাতত যতক্ষণ দরকার ততক্ষণ আপনাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।'

উঠে দাঁড়াল ও। কণ্ঠস্বরে বিরক্তি। ইদানীং আমার সঙ্গে আলাপ ও প্রতিবারই শেষ করছে বিরক্তি আর জ্বালা নিয়ে, সত্যিকারের জ্বালা।

কিন্তু সবটা খোলসা করে না নিয়ে ওকে যেতে দিতে চাইছিলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা বলুন তো, মাদমোয়াজেল ব্লাঁশটি কে?'

'মাদমোয়াজেল ব্লাঁশ কে, তা আপনি ভালোই জানেন — তারপর থেকে আর নতুন কিছু ঘটে নি। মাদমোয়াজেল ব্লাঁশ সম্ভবত জেনারেলকে বিয়ে করবে — অবিশ্যি যদি কর্তামার মৃত্যুসংবাদটা সত্যি হয়, কেননা মাদমোয়াজেল ব্লাঁশ আর তার মা আর জ্ঞাতিভাই মার্কুইস সকলেই ভালোই জানে যে আমরা দেউলিয়া।'

'জেনারেল কি সত্যিই প্রেমে পড়েছেন?'

'এখন আর সেটা বড়ো কথা নয়। শুনুন একটা কথা বলি: এই সাতশ ফ্লোরিন নিয়ে জুয়াঘরে চলে যান। রুলেতে আমার জন্যে যত পারেন টাকা জিতবেন। যে কোরেই হোক টাকা এখন আমার দরকার।'

এই বলে সে নাদিয়াকে ডেকে চলে গেল জুয়াঘরের দিকে, সেখানে আমাদের গোটা দলটার সঙ্গে মিশে গেল। আমি বাঁক নিলাম বাঁ দিকের প্রথম পথটায়। আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগলাম। রুলেত খেলবার হুকুমটায় মাথায় কেমন একটা ধাক্কা লেগেছিল। আর আশ্চর্য ব্যাপার, ভাবনার কত কিছু থাকতে আমি কেবল পলিনার প্রতি আমার অনুভূতিটা ঠিক কী তার বিশ্লেষণেই ডুব দিলাম। সত্যি, ফিরে আসার এই দিনটির চেয়ে যে দুই সপ্তাহ ছিলাম না, সেই দিনগুলোই বরং অনেক সহনীয় ছিল, যদিও সারা পথ মন

খাঁখাঁ করেছে, পাগলের মতো ছটফট করেছি, এমনকি স্বপ্নেও কেবলি পলিনাকেই দেখেছি। একবার (সুইজারল্যান্ডে) ট্রেনে ঘুমতে ঘুমতেই সম্ভবত পলিনার সঙ্গে কথা চালিয়েছিলাম, অন্যান্য যাত্রীদের ভারি মজা লেগেছিল ব্যাপারটায়। ফের নিজেকে সেই প্রশ্ন করলাম: ওকে কি ভালোবাসি? এবারেও তার জবাব মিলল না, কিংবা বলা ভালো, একশবারের বারও জবাব দিলাম, ওকে আমি ঘৃণা করি। হ্যাঁ, ঘৃণা করি। এমন মুহূর্তও আসে (আর তা আসে প্রতিবার, ওর সঙ্গে আলাপ শেষ হবার সময়) যখন ওর টুঁটি চেপে ধরতে পারলে আমার অর্ধেক জীবনও ছেড়ে দিতে পারি। শপথ করে বলছি, ওর বুকে আস্তে আস্তে একটা ধারালো ছুরি বেঁধানোর সুযোগ পেলে মনে হয়, ভারি একটা তৃপ্তি নিয়েই তা বেঁধাতাম। তবু, পবিত্র সবকিছুর দিব্যি দিয়ে বলতে পারি, শ্লাঙ্গেনবের্গের সেই শৌখিন চূড়োয় ও যদি সত্যি করেই বলত,—লাফান! তাহলে তক্ষুণি লাফিয়ে পড়তাম এবং সানন্দেই। তাতে আমার কোনো সন্দেহই নেই। যেদিকেই হোক, এ অবস্থার শেষ হওয়া দরকার। এটা সে আশ্চর্য রকম বোঝে; আর ও আমার অধিগম্য নয়, আমার স্বপ্ন বাস্তব হওয়া একান্ত অসম্ভব, সেটা যে আমার পুরোপুরি জানা আছে, — এই ভেবেই একটা অসাধারণ আনন্দ পায় ও, এ আমার নিশ্চিত ধারণা। তা নইলে, অত সতর্কতা স্তত বিবেচনা সত্ত্বেও আমার সঙ্গে ও এত ঘনিষ্ঠ, খোলাখুলি আচরণ করতে পারে কী করে? মনে হয় যেন আমার প্রতি ওর এতদিনকার আচরণটা ঠিক সেই অতীতের সম্রাজ্ঞীর মতো; তার গোলামকে সে প্রাণী মানুষ বলে গণ্য করত না, তাই তার সামনে নিরাবরণ হতে তার বাধত না। হ্যাঁ, বহুবারই পলিনা আমায় মানুষ বলে ভাবে নি...

কিন্তু — হুকুম হয়েছে — যে করেই হোক, রুলেতে জিততে হবে। কেন জিততে হবে, কত তাড়াতাড়ি জিততে হবে, অবিরত হিসেবী ওই মাথাটির মধ্যে নতুন কী কল্পনার উদয় হয়েছে তা নিয়ে ভাববার সময় নেই। তাছাড়া, আমার দুই সপ্তাহ অনুপস্থিতির মধ্যে নিশ্চয় বহু নতুন ঘটনা দেখা দিয়েছে যার কিছুই আমি এখনো জানি না। এসব খোঁজখবর করে জানতে হবে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। কিন্তু আপাতত কোনো সময় নেই —যেতে হবে রুলেত টেবলে।

২

সত্যি বলতে কি ব্যাপারটা ভালো লাগে নি। জুয়া খেলব বলে আমি ঠিক করেই রেখেছিলাম, কিন্তু অন্যের হয়ে সে খেলা শুরু করব মোটেই ভাবি নি। তাতে কেমন যেন বিব্রত লাগছিল, জুয়াঘরে ঢুকলাম একটা ক্লিষ্ট ভাব নিয়ে। প্রথম দৃষ্টিতেই সবকিছুই বিছছিরি লাগল। রাইন উপকুলের রুলেতের শহরগুলোর জুয়াঘরের বিলাস আড়ম্বর এবং টেবলের ওপর তথাকথিত স্বর্ণস্তুপের ছড়াছড়ির কথা নিয়ে প্রতি বসন্তে প্রতি দেশের বিশেষ করে রাশিয়ার সংবাদপত্রে ভুরি ভুরি বর্ণনা দিয়ে যেসব চাটুকারী প্রবন্ধ বের হয়, তাতে আমার ঘোর বিতৃষ্ণা। কেউ এ সব কথা লেখবার জন্য টাকা দেয় না, কিন্তু লেখা হয় নিতান্তই এক নিঃস্বার্থ মোসায়েবি প্রবৃত্তি থেকে। হতচ্ছাড়া এই সব ঘরগুলোয় কোনোরকম সমারোহ নেই, টেবলের ওপর স্বর্ণস্তুপ তো দূরের কথা, সোনাই থাকে কিনা সন্দেহ। মরসুমের কালে মাঝে মধ্যে অবিশ্যি কোনো ছিটগ্রস্ত লোক — ইংরেজ কি এশীয় (এ বছর একজন তুর্কী) হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে একগাদা টাকা হারে কিংবা জেতে। কিন্তু বাকি সকলেই খেলে শুধু অল্প কিছু গুলডেন নিয়ে, সাধারণভাবে টেবলের উপর খুব কম টাকাই দেখা যায়। জীবনে এই প্রথম জুয়াঘরে ঢুকছি, কিছুটা সময় পর্যন্ত তখনো খেলবার সাহস হচ্ছিল না। তাছাড়া, লোকের ভয়ানক ভীড়। কিন্তু এও বলি, একলা থাকলে হয়ত খেলতেই বসতাম না, চলে যেতাম। বুক ঢিপ ঢিপ করছিল, মোটেই অচঞ্চল থাকতে পারছিলাম না, তা স্বীকার করছি। অনেক আগে থেকেই যেন জানতাম, স্থির করেই রেখেছিলাম রুলেতেনবুর্গ থেকে অমনি অমনি যাব না। ভাগ্যে আমার আমূল ও চূড়ান্ত কিছু একটা হবেই হবে। তাই উচিত এবং তাই-ই হোক। রুলেত থেকে এত অনেক কিছু পেয়ে যাব আমার এ আশা হাস্যকর হতে পারে, কিন্তু জুয়া খেলায় আশা করা বোকামি এই প্রচলিত ও সর্বজনস্বীকৃত মতটাও আমার মনে হয় আরো হাস্যকর। তাছাড়া টাকা করার অন্যান্য পদ্ধতি থেকে, ধরা যাক ব্যবসা করার চেয়ে জুয়া খেলা খারাপ কিসে? হাজারে একজন জেতে একথা সত্যি। কিন্তু তাতে আমার কী?

যাই হোক, ঠিক করলাম প্রথমটা লক্ষ করে দেখব, গুরুতর কিছু ঝুঁকি সে সন্ধ্যায় নেব না। আজ যাই ঘটুক তা ঘটবে নিতান্ত দৈবক্রমে এবং অল্পের

ওপর দিয়ে — এ বিষয়ে মন ঠিক করে নিয়েছিলাম আমি। তাছাড়া, খেলাটাও বোঝা দরকার, কেননা রুলেত সম্পর্কে হাজার রকম বিবরণ সাগ্রহে পাঠ করলেও স্বচক্ষে না দেখা পর্যন্ত তার কিছুই বুঝি নি।

প্রথমত, সবকিছুই মনে হল ভারি নোংরা, নৈতিক দিক থেকে কেমন যেন ইতর ও ময়লা। জুয়া টেবিলের চারপাশে দলে দলে বলতে কি শ'য়ে শ'য়ে ঘিরে দাঁড়ানো লুব্ধ, উত্তেজিত মানুষগুলোর কথা আমি মোটেই বলছি না। যত পারা যায় জিততে চাওয়ার মধ্যে নোংরা আমি কিছু দেখি না। 'যাই হোক, ওরা তো বেশি বাজি ধরছে না,' এই কৈফিয়তের জবাবে জনৈক ভোজনতৃপ্ত ধনবান নীতিবাগীশ যে বলেছিলেন লালসাটা ক্ষুদ্র বলেই তা আরো খারাপ — এ কথাটা আমার কাছে চিরকালই নির্বোধ মনে হয়েছে। তুচ্ছ লোভ ও বৃহৎ আকারের লালসার মধ্যে তফাত আছে তা ঠিক। জিনিসটা আপেক্ষিক। রথশিল্ডের কাছে যা তুচ্ছ আমার কাছে তা প্রকাণ্ড। লাভ ও মুনাফার কথা ধরলে, সে তো শুধু রুলেতে নয় সর্বত্রই পরস্পরকে লুঠ করে পরস্পরের কাছ থেকে জিতে নেওয়া ছাড়া লোকে আর কিছুই করে না। মুনাফা আর লাভ সাধারণভাবেই জঘন্য কিনা সেটা অবশ্য অন্য প্রশ্ন, এখানে সে প্রশ্নের মধ্যে আমি যাচ্ছি না। যেহেতু জেতার ইচ্ছেটা আমায় খুব বেশি রকম পেয়ে বসেছিল সেইহেতু ঘরে ঢুকেই এই লোভ, বলতে পারেন এই অর্থগৃধ্নু নোংরামি যা দেখলাম সেটা আমার কাছে উপযোগী ও স্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছিল। ভদ্রতার বালাই না রেখে যা করবার খোলাখুলি করাই তো সবচেয়ে ভালো। কেন আত্মপ্রবঞ্চনার মধ্যে যাওয়া? সে প্রচেষ্টা অতি অন্তঃসারশূন্য নিষ্ফল। এই জুয়াড়ী আড্ডার মধ্যে প্রথম ঢুকেই যেটা লোকের সবচেয়ে বেশি খারাপ লাগে সেটা হচ্ছে জুয়ার প্রতি তাদের সম্ভ্রম, যে গুরুত্ব নিয়ে, প্রায় ভক্তি সহকারে সকলেই টেবল ঘিরে দাঁড়ায়, সেইটে। সেই জন্যই যে খেলাটাকে বলে mauvais genre*, আর যেটা ভদ্রলোকের যোগ্য, এই দুয়ের তফাতটা এখানে খুব ফুটে ওঠে। জুয়া খেলার দুই ধরন — একটা অভিজাত, আর একটা হল প্লিবিয়ান, অর্থগৃধ্নু, ইতরদের খেলা। এখানে সে পার্থক্যটা খুব কড়া, অথচ এই পার্থক্য করতে যাওয়াটাই কী জঘন্য! দৃষ্টান্তস্বরূপ একজন অভিজাত পাঁচ কি দশ লুইদোর বাজি রাখবেন —

---

* কদাচার। (ফরাসী) — সম্পাঃ

তার বেশি প্রায়ই না, যদি খুব ধনী হন তাহলে হাজার ফ্রাঁ-ও রাখতে পারেন, কিন্তু সে কেবল খেলার আনন্দে আমোদের জন্যে, শুধু কেবল হার জিতের পালাটা দেখতে চান বলে। নিজে জিতব এ আগ্রহ তাঁর মোটেই থাকা চলে না। যদি জেতেন, তাহলে সশব্দে হেসে উঠতে পারেন; দর্শকদের কারোর সঙ্গে দুটো কথা বলতে পারেন, এমনকি ফের বাজি ধরে, বাজির পরিমাণ দ্বিগুণ করে দিতে পারেন — এসব চলতে পারে, কিন্তু সে কেবল বিশুদ্ধ কৌতূহল হিসাবে, চান্স নিয়ে পর্যবেক্ষণ চালাবার জন্যে, অঙ্ক মেলাবার খাতিরে — টাকা করব এ রকম কোনো প্লিবিয়ান আকাঙ্ক্ষার বশে নয়। মোটের ওপর এই সব জুয়ার টেবিল, রুলেত, trente et quarante* সবকিছুকেই নিতান্তই তাঁর আমোদের এক উপকরণ ছাড়া আর কিছুই তিনি ভাববেন না। যে অর্থলোভ আর জুয়াচুরির ওপর জুয়োমালিকের বনিয়াদ, সে সম্পর্কে এতটুকু সচেতনতা তাঁর থাকা উচিত নয়। অন্য সমস্ত জুয়াড়ীরাও, একটা গুলডেনের ফলাফলে দুরু-দুরু-বক্ষ এই সমস্ত বাজে লোকগুলোও ঠিক তাঁরই মতো ধনী, তাঁরই মতো ভদ্রলোক, জুয়া খেলছে কেবল একটু আমোদ ও মজা করার জন্যে, এটা ভান করতে পারলে তো আরো ভালো। বাস্তব সম্পর্কে এই একান্ত অজ্ঞতা, অন্য লোকেদের প্রতি এই সদাশিব মনোভাবটা অবশ্যই ভয়ানক আভিজাত্য বলে চলবে। দেখেছি, মহিলারা এগিয়ে দিচ্ছে শ্রীমতিদের, পনেরো ষোলো বছরের নিরীহ তন্বী কুমারীদের, হাতে কিছু মোহর গুঁজে দিয়ে খেলার নিয়মটা বলে দিচ্ছে। মেয়েটি হারুক জিতুক হাসবেই, তারপর ফিরে যাবে বেশ খুশি হয়েই। আমাদের জেনারেলটি টেবলের দিকে এগুলেন বেশ সম্ভ্রান্ত জাঁক নিয়ে। পরিচারক চেয়ার এগিয়ে দেবার জন্যে ছুটে এল। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না তিনি। আস্তে আস্তে পকেট থেকে পার্স বার করলেন, ধীরে ধীরে পার্স থেকে বার করলেন তিনশ স্বর্ণ ফ্রাঁ, কালোর ওপর রাখলেন এবং জিতলেন। জিতের টাকাগুলো তুললেন না, টেবলেই পড়ে রইল। এবারও কালো উঠল এবং এবারেও টাকা তুললেন না তিনি। তিন বারের বার হুইল যখন লালে থামল তখন এক লহমায় হারলেন বারোশো ফ্রাঁ। সরে গেলেন অবিশ্যি ঠিক আগের মতোই অবিচলিত হাসি হেসে, কিন্তু আমার নিশ্চিত ধারণা, মনের ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছিল তাঁর — বাজিটা যদি দুতিনগুণ

* তিরিশ-চল্লিশ (এক ধরনের জুয়া)। (ফরাসী) — সম্পাঃ

বেশি হত তাহলে নিশ্চয় অবিচল থাকতে পারতেন না, অস্থিরতা ফুটে বেরুত। তবে চোখের সামনেই এক ফরাসীকে দেখলাম, প্রথমটা জিতল তারপর এতটুকু চাঞ্চল্য প্রকাশ না করে সানন্দে হারল তিরিশ হাজার ফ্রাঁ পর্যন্ত। সমস্ত সম্পত্তি হারলেও খাঁটি অভিজাতের বিচলিত হওয়া চলে না। অর্থটা আভিজাত্যের কাছে এতই ক্ষুদ্র-যে তা নিয়ে ব্যস্ততা শোভা পায় না। এই ইতরামি, এই জঞ্জাল, চারপাশের এই সব কান্ডকারখানাকে উপেক্ষা করতে পারা অবিশ্যি সত্যিই একান্ত আভিজাত্যের নিদর্শন। আবার ঠিক উল্টো আর একটা মনোভাবও আছে, সেটাও কম অভিজাত নয়। তাতে এই ভিড়টাকে দেখতে হবে, লক্ষ করতে হবে, এবং সবচেয়ে ভালো হয় লর্নেটের মধ্যে দিয়ে — কিন্তু এমন ভাব করে যেন এই গোটা ভিড়টা, এই সমস্ত নোংরামিটা হল এক ধরনের আমোদ, অভিজাতদের আনন্দের জন্যে আয়োজিত একটা প্রদর্শনী। যতক্ষণ এই অটুট প্রত্যয় নিয়ে দৃষ্টিপাত করা যাচ্ছে যে আমি এর অংশ নই, একান্তই দর্শক মাত্র, ততক্ষণ জনতার সঙ্গে ঘেঁসাঘেঁসি মেশামেশিতেও আপত্তি নেই। প্রসঙ্গত, খুব একাগ্র পর্যবেক্ষণও কিন্তু চলবে না, সেটাও ভদ্রজনোচিত হবে না, তেমন খুঁটিয়ে একদৃষ্টিতে দেখার মতো দৃশ্য এটা নয়। তাছাড়া, সাধারণত অভিজাতের পক্ষে একদৃষ্টে দেখার মতো জিনিস তো এমনিতেই কম। অথচ ব্যক্তিগতভাবে আমার কিন্তু মনে হল এ সবই একাগ্র দৃষ্টিতেই দেখবার মতো, বিশেষ করে তার পক্ষে, যে শুধু পর্যবেক্ষণের জন্যই আসে নি, খোলাখুলি অকপটেই যে নিজেকে 'এই ইতরজনদের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। আমার নিজের গোপন নৈতিক বোধের কথা যদি ধরি, তবে এখানে আমার চিন্তার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই নেই। যদি চান তো নয় ধরেই নিন এ সব আমি আমার বিবেক খোলসা করার জন্যে বলছি। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ করে দেখেছি, যে-কোনো নৈতিক মাপকাঠিই হোক না কেন, তা দিয়ে আমার আচরণ বা ভাবনাকে মাপতে আমার আজকাল ভারি বিছছিরি লাগে। চলেছি অন্য কিছু একটার তাড়ায়...

ইতরজনেরা'যেভাবে জুয়া খেলে তার মধ্যে সত্যিই অনেক নীচতা আছে। একথা বিশ্বাস করতে আমার আপত্তি নেই যে টেবলে বেশ কিছু মামুলী চুরিচামারি চলে। প্রতি টেবলের শেষে ক্রুপিয়েরা* বসে বসে বাজির টাকার

---

* আড্ডাধারীরা। (ফরাসী) — সম্পাঃ

ওপর নজর রাখে আর হিসাব করে - ভারি কঠিন কাজ। আর কী শয়তান সব! অধিকাংশই ফরাসী। কিন্তু রুলেতের বিবরণ দেবার জন্যে আমি পর্যবেক্ষণ চালাচ্ছি না; এ শুধু নিজের জন্যে, ভবিষ্যতে কী ভাবে চলতে হবে সেইটে জানব বলে। যেমন, লক্ষ করে দেখলাম, পেছন থেকে একটা হাত এগিয়ে এসে আপনার জিতের টাকা সব মেরে দিল এতে এতটুকু অস্বাভাবিক কিছু নেই। শুরু হয়ে যায় ঝগড়া, মাঝে মধ্যে হল্লা, তখন সাক্ষী খুঁজুন, প্রমাণ করুন যে বাজিটা আপনিই রেখেছিলেন!

প্রথমটা সবই আমার কাছে ভারি দুর্বোধ্য লেগেছিল। কোনো রকমে শুধু এইটুকু আন্দাজ করা গেল যে বাজি রাখা হয় জোড়, বিজোড় নম্বরের ওপর এবং রঙের ওপর। প্রথম সন্ধ্যাতেই পলিনা আলেক্সান্দ্রভনার গুলডেনগুলো থেকে একশ' গুলডেন বাজি রাখব ঠিক করেছিলাম। অন্যের হয়ে খেলছি বলে কেমন বিব্রত লাগছিল। ভারি বিছছিরি অনুভূতি সেটা, চেষ্টা করলাম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঝেড়ে ফেলতে। মনে না হয়ে পারল না যে পলিনাকে দিয়ে শুরু করায় আমার নিজের কপালই নষ্ট করছি। সঙ্গে সঙ্গেই কুসংস্কারের ছোঁয়া না নিয়ে জুয়ার টেবলের কাছে যাওয়া কি সত্যিই অসম্ভব? শুরু করলাম পাঁচ ফ্রিদারিখ্স্‌দর অর্থাৎ পঞ্চাশ গুলডেন দিয়ে। রাখলাম জোড়ের ঘরে। হুইল ঘুরে গিয়ে থামল তেরোয় — আমি হারলাম। কেমন যেন অসুস্থের মতো, নিতান্তই সব চুকিয়ে দিয়ে চলে যাবার জন্যেই আরো পাঁচ ফ্রিদারিখ্স্‌দর রাখলাম এবার লালে। লাল উঠল। পুরো দশ ফ্রিদারিখ্স্‌দর লালেই রাখলাম। এবারও লাল উঠল। এবারও সবই রাখলাম, ফের লাল উঠল। চল্লিশ ফ্রিদারিখ্স্‌দর পেয়ে আমি কুড়ি ফ্রিদারিখ্স্‌দর রাখলাম মাঝের বারোটা নম্বরে, তার ফল কী দাঁড়াবে কিছুই জানতাম না। যা রাখলাম তার তিনগুণ জিতলাম। ফলে আমার দশ ফ্রিদারিখ্স্‌দর হয়ে দাঁড়াল আশী। অস্বাভাবিক অদ্ভুত কেমন একটা অনুভূতিতে এতই অসহ্য লাগছিল যে ঠিক করলাম চলে যাই। মনে না হয়ে পারল না যে নিজের টাকা হলে আমি অন্যভাবে খেলতাম। তা সত্ত্বেও, পুরো আশী ফ্রিদারিখ্স্‌দর রাখলাম জোড়ের ওপর। এবার চার উঠল; আমি পেলাম আরো আশী ফ্রিদারিখ্স্‌দর। সব মিলিয়ে একশ ষাট ফ্রিদারিখ্স্‌দর দাঁড়াল, পুরো টাকাটা কুড়িয়ে নিয়ে চললাম পলিনা আলেক্সান্দ্রভনার সন্ধানে।

ওরা সকলেই পার্কের কোথায় যেন বেড়াতে গিয়েছিল। ফলে দেখা হল কেবল নৈশ ভোজনের পর। এবার ফরাসীটা ছিল না, সুতরাং জেনারেল মেজাজ দেখালেন। জুয়ার টেবলের কাছে আমায় দেখতে চান না, একথা প্রসঙ্গত ফের জানিয়ে দেওয়া উচিত মনে হল তাঁর। ওঁর মতে, আমি যদি ভয়ানক হারতে শুরু করি তাহলে ওঁর মুখ থাকবে না। 'কিন্তু আপনি যদি খুব জেতেন, তাহলেও মুখ থাকবে না,' উনি বললেন অর্থপূর্ণভাবে। 'অবিশ্যি আপনার ওপর হুকুম চালাবার কোনো অধিকার আমার নেই, কিন্তু স্বীকার করবেন যে...' এই বলে তাঁর যা ধরন, বাক্যের মাঝখানেই থেমে গেলেন। ঠান্ডা গলায় বললাম, আমার অল্পই টাকা, সুতরাং জুয়া খেললেও বেশি হারা সম্ভব নয়। ওপরে নিজের ঘরে ফেরার পর এক সুযোগে পলিনাকে তার জিতের টাকাগুলো দিয়ে বললাম, ওর জন্যে আমি আর কখনো খেলব না।

'কেন খেলবেন না?' শঙ্কিত হয়ে ও জিজ্ঞেস করলে।

'কারণ আমি নিজের জন্যেই জুয়া খেলতে চাই,' অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে জবাব দিলাম, 'ফলে অসুবিধা হবে।'

'আপনি তাহলে এখনো ঠিক করেই আছেন যে আপনার উদ্ধারের একমাত্র উপায় হল রুলেত?' পলিনা জিজ্ঞেস করলে ব্যঙ্গ করে। আগের মতোই গম্ভীর গলায় আমি বললাম, হ্যাঁ। আমি যে জিতবই আমার এই বিশ্বাসটা নয় হাস্যকরই হল, কিন্তু কেউ যেন আমায় তা নিয়ে না ঘাঁটায়।

পলিনা আলেক্সান্দ্রভনা জেদ ধরলে আজকের জিতের টাকার অর্ধেকটা আমায় নিতে হবে; আশী ফ্রিদারিখ্‌স্‌দর এগিয়ে দিয়ে প্রস্তাব করলে এই রকম বখরায় যেন ভবিষ্যতেও খেলি। সে অর্ধেক নিতে দৃঢ়ভাবে চূড়ান্ত রকমের আপত্তি জানিয়ে বললাম, অন্য কারো হয়ে আমি যে খেলতে অক্ষম, সেটা খেলতে চাই না বলে নয়, নির্ঘাৎ হারব বলে।

'অথচ বোকামি হলেও আমিও ভরসা করে আছি প্রায় একমাত্র কেবল রুলেতের ওপরেই,' ও বললে একটু ভেবে, 'তাই আমার হয়ে আপনাকে আধাআধি বখরায় খেলে যেতেই হবে, খেলবেন বৈকি।' এই বলে আমার কোনো আপত্তিতে কান না দিয়ে সে চলে গেল।

৪

অথচ গতকাল র‍ুলেত সম্পর্কে একটি কথাও সে আমায় বলে নি। বলতে কি, সারাদিন সে আমায় এড়িয়েই গেছে। আমার সম্পর্কে তার হাবভাবের কোনো বদলই হয় নি, দেখা হলেই সেই একই রকম তাচ্ছিল্য, বলতে কি, খানিকটা যেন ঘেন্না আর বিদ্বেষই। আমার প্রতি ওর যে বিতৃষ্ণা, সেটা ও চেপে রাখার এতটুকু চেষ্টা করে না, সেটা আমি বেশ ব‍ুঝি। তব‍ু, এটাও সে চেপে রাখার চেষ্টা করে না যে আমায় ওর কেন জানি প্রয়োজন, কিসের জন্যে যেন আমায় সে বাঁচিয়ে রাখছে। আমাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে একটা অদ্ভুত ধরনের সম্পর্ক, আমার কাছে সেটা নানা দিক থেকে দ‍ুর্বোধ্য — বিশেষ করে, অন্য সকলের প্রতি ওর গর্ব ও ঔদ্ধত্যের কথা ভাবলে। ও জানে যে আমি ওকে অসম্ভব ভালোবাসি — আমার এ হৃদয়াবেগের কথাটা খোলাখ‍ুলি বলতেও সে আমায় দেয় — আর বলাই বাহ‍ুল্য আমার ভালোবাসার কথা অবাধে নির্বিঘ্নে বলতে দেবার এই অন‍ুমতিটার মধ্য দিয়েই ওর বিরাগ যতটা প্রকাশ পায় এমন আর কিছ‍ুতে নয়। 'তার অর্থ তোমার হৃদয়াবেগটা আমার কাছে এতই তুচ্ছ যে আমায় কী বলছ না বলছ, আমার জন্যে কতটা আলোড়িত হচ্ছ তাতে আমার কিছ‍ুই এসে যায় না।' নিজের ব্যাপার সম্পর্কে ও সব সময় আগে ভাগেই আমায় অনেক কিছ‍ুই বলে, অবিশ্যি প‍ুরোপ‍ুরি খোলাখ‍ুলি নয়। তাছাড়া, আমার প্রতি ওর তাচ্ছিল্যের মধ্যে এই রকম একটা স‍ূক্ষ্ম দিকও আছে: ধরা যাক ও সচেতন যে আমি ওর জীবনের কয়েকটা ঘটনা জানি, এমন কিছ‍ু ঘটনা যা নিয়ে ওর ভয়ানক উদ্বেগ; একটা গোলামের মতো, চাকরের মতো তার কোনো একটা নিজস্ব কাজে আমায় ব্যবহার করার প্রয়োজন হলে কিছ‍ু কিছ‍ু ঘটনার কথা সে নিজেই আমায় বলবে। কিন্তু বলবে শ‍ুধ‍ু সেইটুকু যা একজন বার্তাবহের জানা দরকার; ঘটনার প‍ুরো যোগস‍ূত্রগ‍ুলো যদি আমার জানা না থাকে, ও নিজেই যখন দেখছে তার শঙ্কা যন্ত্রণায় আমিও কী রকম বিচলিত, তাহলেও বন্ধ‍ুর মতো সবকিছ‍ু বলে আমায় সে কদাচ শান্ত করার কথা ভাবে না। অথচ আমায় যখন সে প্রায়ই এমন সব কাজে পাঠায় যাতে শ‍ুধ‍ু ঝামেলা নয় বিপদও আছে তখন অন্তত আমার কাছে অকপট হওয়া তার একান্ত উচিত বলেই আমার ধারণা। কিন্তু আমার কী মনে হচ্ছে, আমিও যে উদ্বেগ বোধ করছি, হয়ত তিনগ‍ুণ বেশি করে ওরই দ‍ুশ্চিন্তা

দুর্ঘটনার কথা ভেবে ছটফট করছি, যন্ত্রণা সইছি হয়ত ওর তিনগুণ বেশি, তা নিয়ে ও কেনই বা ভাবতে যাবে?

ও রুলেত খেলতে চায় সেটা তিন সপ্তাহ ধরে জেনে আসছি। আগেই আমাকে ও বলে রেখেছিল যে ওর হয়ে আমায় খেলতে হবে কেননা ওর পক্ষে খেলা অশোভন। ওর কথার সুরে তক্ষুণি টের পেয়েছিলাম, কিছু একটা গুরুতর ব্যাপার আছে, এ শুধুই টাকা করার আকাঙ্ক্ষা মাত্র নয়। টাকার জন্যে টাকা — এর দাম ওর কাছে কতটুকু? কোনো একটা উদ্দেশ্য, কোনো একটা ঘটনা আছে নিশ্চয়, যা আমি মাত্র আবছা রকমের আন্দাজ করতে পারি, কিন্তু কিছুই জানি না। যে হীনতা ও দাসত্বের মধ্যে আমায় ও রাখে তাতে রাখ-ঢাক না করে সোজাসুজি রূঢ়ভাবে জিজ্ঞেস করার অধিকার আমার আছে। আমি যেহেতু ওর গোলাম, ওর কাছে একেবারেই অকিঞ্চিৎকর, সেইহেতু আমার স্থূল কৌতূহলে আহত বোধ করার কোনো অধিকার ওর নেই। কিন্তু যা খুশি জিজ্ঞেস করবার অধিকার আমায় দিলেও প্রশ্নের জবাব সে কখনো দেয় নি। মাঝে মাঝে ভান করে যেন শোনে নি। এই হল আমাদের ব্যাপার।

চারদিন আগে পিটার্সবুর্গে যে টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছে এবং এখনো যার কোনো জবাব আসে নি, তাই নিয়ে গতকাল খুব কথাবার্তা হয়। জেনারেলকে উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত মনে হল। বলাই বাহুল্য ব্যাপারটা কর্তামাকে নিয়েই। ফরাসীটাও বিচলিত। যেমন, গতকাল ডিনারের পর অনেকক্ষণ ধরে গুরুতর আলাপ চালায় ওরা। আমাদের সকলের প্রতিই ফরাসীটার ভারি একটা উদ্ধত তাচ্ছিল্যের ভাব দেখলাম। একেবারে সেই ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরনো। পলিনার প্রতি তাচ্ছিল্যটা প্রায় অভদ্রতার পর্যায়ে যায়। তবে সদলবলে জুয়াঘরে যাত্রা বা অশ্বারোহে উপকণ্ঠ অঞ্চলের ভ্রমণে যোগ দিচ্ছে বেশ সানন্দেই। ফরাসীটার সঙ্গে জেনারেলের যোগাযোগের কয়েকটা ব্যাপার আমি অনেক দিন থেকেই জানি: রাশিয়ায় ওরা দুজনে মিলে একবার একটা কারখানা বসাবার উদ্যোগ করেছিল; পরিকল্পনাটা বানচাল হয়ে গেছে নাকি এখনো তা নিয়ে আলাপ চলছে জানি না। তাছাড়া, দৈবচক্রে হঠাৎ একটা পারিবারিক গোপন কথাও জানতে পেরেছি — গতবছর ফরাসীটা সত্যিই জেনারেলকে উদ্ধার করে — জেনারেল যখন কাজে ইস্তফা দেন তখন সরকারী তহবিলের ঘাটতি পড়েছিল, সেটা মিটিয়ে দেবার জন্যে তিরিশ হাজার রুবল

সে জেনারেলকে ধার দেয়। বলা বাহুল্য জেনারেল এখন তার হাতের মুঠোয় কিন্তু এখন, বিশেষ করে এই মুহূর্তে সবকিছুতেই প্রধান ভূমিকাটা মাদমোয়াজেল ব্লাঁশের -- এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাতে কোনো ভুল নেই।

কে এই মাদমোয়াজেল ব্লাঁশ? এখানে, রুলেতেনবুর্গে লোকে তাকে একজন নামজাদা ফরাসিনী বলে জানে, মা আছে এবং আছে বিপুল সম্পত্তি। এও শোনা গেছে যে সে আমাদের মার্কুইসের এক রকম আত্মীয় -- কিন্তু খুব দূর সম্পর্কের। প্যারিস যাবার আগে শুনেছিলাম, ফরাসীটার সঙ্গে মাদমোয়াজেল ব্লাঁশের সম্পর্ক নাকি অনেক শালীন ও অনেক ভদ্র ছিল। কিন্তু এখন তাদের সৌহার্দ্য ও আত্মীয়তা যেন অনেক স্থূল, অনেক অশালীন হয়ে উঠেছে। সম্ভবত ওরা ভাবছে, আমাদের হাল এতই খারাপ যে আমাদের সামনে লোক দেখানি ভদ্রতা করে চলার আর প্রয়োজন নেই। গত পরশু চোখে পড়েছিল, মাদমোয়াজেল ব্লাঁশ আর তার মাকে মিঃ অ্যাস্টলি খুব লক্ষ করে দেখছেন। মনে হল উনি ওদের চেনেন। এও মনে হল যে ফরাসীটাও মিঃ অ্যাস্টলিকে আগে দেখেছে। কিন্তু মিঃ অ্যাস্টলি এত সঙ্কুচিত, এত লাজুক আর মুখচোরা যে ভরসা করা যায় — ঘরের কেলেঙ্কারি তিনি ফাঁস করবেন না। সে যাই হোক, ফরাসীটা প্রায় কখনোই ওঁর সঙ্গে নমস্কার বিনিময় করে না, প্রায় নজরই করে না, তার মানে নিশ্চয় ওঁকে ভয় পায় না। সেটা নয় বোঝা গেল, কিন্তু মাদমোয়াজেল ব্লাঁশও বা কেন মিঃ অ্যাস্টলির দিকে প্রায় তাকায় না? অথচ গতকাল মার্কুইসের মুখ ফসকে বেরিয়ে এসেছিল কথাটা -- সাধারণ কথাবার্তার মধ্যে, মনে নেই ঠিক কী প্রসঙ্গে, হঠাৎ বলে ফেলে, মিঃ অ্যাস্টলি নাকি অসম্ভব ধনী, সেটা ও একেবারে খাঁটি জানে। তা শুনে মিঃ অ্যাস্টলির দিকে নিশ্চয় মাদমোয়াজেল ব্লাঁশের তাকানো উচিত ছিল! মোটের ওপর জেনারেল খুবই অস্থির হয়ে আছেন। বোঝা যায়, খুড়ীর মৃত্যু সংবাদ ঘোষক টেলিগ্রামটির মূল্য তাঁর কাছে এখন অনেক।

পলিনা যে কোনো একটা বিশেষ উদ্দেশ্যেই আমায় এড়িয়ে যাচ্ছে সে বিষয়ে প্রায় স্থির নিশ্চিত হলেও আমিও একটা নিরুত্তাপ উদাসীন ভাব করে রইলাম, কেবলি ভাবছিলাম, হুট করে সে নিজেই এক সময় আসবে। কাল সারাটা দিন এবং আজকের দিনটা আমি কাটালাম প্রধানত মাদমোয়াজেল ব্লাঁশকে পর্যবেক্ষণ করে। বেচারা জেনারেল — একেবারে মারা পড়েছেন!

পঞ্চান্ন বছর বয়সে প্রেমে পড়া এবং এমন প্রচণ্ড আবেগে — সে যে এক দুর্ভাগ্য তাতে সন্দেহ কী। তদুপরি উনি বিপত্নীক, আছে ছেলেপিলে, একেবারে গোল্লায় যাওয়া একটা মহাল, ঋণ, এবং সবার শেষ কথা, কী মেয়ের প্রেমেই না তিনি পড়েছেন! মাদমোয়াজেল ব্লাঁশ অত্যন্ত সুন্দরী। কিন্তু — ঠিক বোঝাতে পারলাম কিনা জানি না — ওর মুখখানা এমন যে কী রকম ভয় পাইয়ে দেয়। আমি অন্তত এই ধরনের মেয়েকে চিরকালই ভয় করি। বয়স বোধ হয় ওর বছর পঁচিশেক। লম্বা চেহারা, আনত স্কন্ধ, নিটোল কাঁধ: গ্রীবা আর বুক অপূর্ব। একটু ময়লাটে রং, ঘন কালো চুল এবং পরিমাণে অজস্র — অনায়াসে দু' দুটো কবরী বাঁধা যায় তাতে। হলদেটে চোখের মধ্যে কালো মণি, ঈষৎ নির্লজ্জ দৃষ্টি, ঝকঝকে শাদা দাঁত, ঠোঁট সব সময়ই রং করা, গায়ে কস্তুরীর গন্ধ। বেশভূষায় খুব বড়োলোকি, খুব জাঁক এবং খুব চমক, কিন্তু বেশ রুচিও আছে। হাত আর পা চমৎকার। নিচু খাদের গলা একটু ভাঙা ভাঙা। মাঝে মাঝে খিল খিল করে হেসে ওঠে। তখন সবকটি দাঁতই প্রকাশ পায়, কিন্তু সাধারণত একটা উদ্ধত ভাব নিয়ে চুপ করেই সে থাকে — অন্ততপক্ষে পলিনা আর মারিয়া ফিলিপোভনার সামনে। (অদ্ভুত একটা গুজব: মারিয়া ফিলিপোভনা রাশিয়ায় ফিরে যাচ্ছেন।) আমার ধারণা মাদমোয়াজেল ব্লাঁশ বেশ অশিক্ষিত, হয়ত মেধাও নেই, কিন্তু বেশ ধূর্ত ও সন্দিগ্ধ। এও আমার ধারণা যে অনেক ঘাটের জল না খেয়ে সে আসে নি। সত্যি কথা প্রকাশ পেলে হয়ত এই দাঁড়াবে যে মার্কুইস তার কোনো আত্মীয়ই নয় এবং মা-টিও মোটেই তার মা নয়। তবে বার্লিনে ওদের সঙ্গে আমাদের যেখানে দেখা হয়, সেখানে অবিশ্যি বেশ কিছু গণ্যমান্য লোক যে ওদের চেনা ছিল তার প্রমাণ আছে। আর মার্কুইসের কথা যদি ধরি, তবে আমার এখনো পর্যন্ত সন্দেহ আছে সে মার্কুইস কি না, তাহলেও আমাদের মস্কোয় ও জার্মানির কয়েকটা জায়গায় সে যে সম্ভ্রান্ত সমাজের অন্তর্ভুক্ত তাতে মনে হয় কোনো সন্দেহ নেই। ফ্রান্সে তার কী অবস্থা সেটা জানি না। লোকে বলে ওর নাকি একটা শাতো* আছে। ভেবেছিলাম এই দু-সপ্তাহের মধ্যে অনেক জল গড়াবে, কিন্তু এখনো নিশ্চয় করে জানি না মাদমোয়াজেল ব্লাঁশের সঙ্গে জেনারেলের কোনো চূড়ান্ত কথা হয়ে গেছে কিনা। মোটের ওপর সবকিছুই

* কুঠি। (ফরাসী) — সম্পাঃ

এখন নির্ভর করছে আমাদের বিষয় সম্পত্তির ওপর, অর্থাৎ জেনারেল তাদের কত টাকা দেখাতে পারবেন। যেমন ধরুন, যদি খবর আসে যে কর্তামা মারা যান নি, তাহলে সেই মুহূর্তেই যে মাদমোয়াজেল ব্লাঁশ অদৃশ্য হবে এ আমি নিশ্চয় জানি। কিন্তু পরনিন্দায় আমি যে কী রকম পারদর্শী হয়ে উঠেছি তা দেখে নিজেরই আমার ভারি অদ্ভুত আর হাস্যকর লাগছে। উঃ, এ সবকিছু আমার কী অসহ্যই না হয়ে উঠেছে! এদের সকলকে সবকিছুকে ছেড়ে যেতে পারলে কী খুশিই না হতাম! কিন্তু পলিনাকে কি ছেড়ে যেতে পারি? ওর চারিদিকে গোয়েন্দাগিরি না চালিয়ে পারি কি? গোয়েন্দাগিরি অবিশ্যি ভারি নীচ কাজ, কিন্তু তাতে কী এসে যায় আমার?

এই দু-দিন মিঃ অ্যাস্টলিকে নিয়েও ভারি কৌতূহল বোধ করেছি। হ্যাঁ, আমার দৃঢ় ধারণা তিনি পলিনাকে ভালোবাসেন! সত্যি, একটা লাজুক, শুচিতাপীড়িত লোক যদি প্রেমে পড়ে, তাহলে ঠিক যে মুহূর্তটিতে সে মুখের কথায় বা চোখের দৃষ্টিতে আত্মপ্রকাশ করার চাইতে বরং মাটির সঙ্গে মিশে যেতে রাজী, ঠিক তখনই তার চাউনি থেকে যে কতটা প্রকাশ পায়, দেখে মজা লাগে, ভারি হাসি পায়। বেড়াবার সময় মিঃ অ্যাস্টলির সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয় আমাদের। টুপি খুলে অভিবাদন জানিয়ে উনি চলে যান, যদিও মরমে মরে থাকেন আমাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্যে। আমন্ত্রণ জানালে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই না করেন। বসবার জায়গাগুলোতে, কুরসালে কি নহবৎ মঞ্চ বা ফোয়ারার কাছে — আমরা যে বেঞ্চে বসেছি তার কাছাকাছি কোথাও তাঁর দেখা পাওয়া যাবে নির্ঘাৎ। আমরা পার্কেই থাকি কি বন বা শ্লাঙ্গেনবের্গে যাই, চোখ তুলে আশেপাশে তাকালেই হল, অনিবার্যই হয় কাছের পথটায়, নয় ঝোপঝাড়ের পেছনে কোথাও না কোথাও মিঃ অ্যাস্টলির খানিকটুকু অংশ দেখা যাবেই। আমার ধারণা, আমার সঙ্গে একটু নিরালা আলাপের সুযোগ খুঁজছেন উনি। আজ সকালে দেখা হয়েছিল, কিছু কথাও হল। আলাপের সময় মাঝে মাঝে কেমন যেন আচমকা, দমকা মেরে কথা বলেন। সুপ্রভাতটা পর্যন্ত না জানিয়েই তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন:

'ওহ্, মাদমোয়াজেল ব্লাঁশ!.. মাদমোয়াজেল ব্লাঁশের মতো মেয়ে আমি ঢের দেখেছি!'

তারপর অর্থপূর্ণভাবে আমার দিকে চেয়ে চুপ করে গেলেন। কী বলতে চাইছিলেন জানি না, কারণ 'তার মানে?' আমার এই প্রশ্নে উনি শুধু মাথা

নেড়ে মুচকে হেসে বললেন, 'ওটা এমনি বললাম আর কি। আচ্ছা মাদমোয়াজেল পলিনা কি ফুল ভালোবাসেন?'

বললাম, 'জানি না, কোনো ধারণা নেই।'

'সে কী! আপনি তাও জানেন না?' ভারি অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন।

হেসে ফের বললাম, 'উঁহু, কখনো লক্ষ করে দেখি নি।'

'হুম, একটা কথা তাহলে আমায় ভেবে দেখতে হচ্ছে,' এই বলে মাথা নেড়ে হেঁটে গেলেন। কিন্তু মনে হল ভারি খুশি। বিদঘুটে রকমের ফরাসী ভাষায় কথা হয় আমাদের।

৪

বিদঘুটে বিচ্ছিরি হাস্যকর দিন গেছে আজকে। এখন রাত এগারোটা। যা যা ঘটেছে তাই নিয়ে ভাবছি আমার ছোট্ট কুঠরিতে বসে। সকালে পলিনা আলেক্সান্দ্রভনার হয়ে খেলবার জন্যে কুরসালে যেতে হয়েছিল। ওর একশ ষাট ফ্রিদারিখ্স্‌দর সবটাই নিলাম কিন্তু দুটি সর্তে — প্রথমত, আধাআধি বখরায় আমি খেলব না, অর্থাৎ জিতলে কিছুই নেব না, এবং দ্বিতীয়ত, সন্ধ্যায় পলিনাকে বলতে হবে টাকার এত দরকার তার কেন এবং ঠিক কতটা টাকা তার প্রয়োজন। কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না এ শুধু নেহাৎ টাকা করার জন্যে। বোঝাই যায় টাকা ওর দরকার এবং যথাসম্ভব, কিন্তু নিশ্চয় একটা বিশেষ কাজে। ও প্রতিশ্রুতি দিলে বলবে, আমিও রওনা দিলাম। খেলার ঘরগুলোতে অসম্ভব ভিড়। কী চেহারা সবার, কী লুব্ধ! ঠেলেঠুলে ঘরের মাঝখানে দাঁড়ালাম একেবারে আড্ডাধারীর পাশে। তারপর ভয়ে ভয়ে খেলায় নামলাম, একসঙ্গে দু-তিনটি মুদ্রার বেশি বাজি রাখছিলাম না। নজর করে দেখছিলাম, পর্যবেক্ষণ চালাচ্ছিলাম। মনে হল, হিসেব করে খেলা প্রায় অর্থহীন, অনেক জুয়াড়ীর যা ধারণা তেমন গুরুত্ব তার নেই। রুলটানা কাগজ নিয়ে এসে বসে সংখ্যা টোকে ওরা, গোণে, চান্স মেলায়, হিসেব করে, তারপর টাকা রাখে, তবু আমরা সাধারণ মর্ত্যবাসীরা যারা কোনো হিসেব না করেই খেলি, ঠিক তাদের মতোই হারে। তাহলেও একটা সিদ্ধান্ত আমি টানলাম, মনে হয় ব্যাপারটা সত্যি — এক রাশি আপতিক চান্সের মধ্যে সত্যিই বোধ হয় এমন একটা কিছু থাকে যা ঠিক নিয়ম না হলেও খানিকটা

ধারানুগামী। সত্যিই ভারি আশ্চর্যের ব্যাপার। যেমন, মাঝের বারোটা সংখ্যার পর বলটা মাঝে মাঝে থামে গিয়ে শেষের বারোটায়। দুবার শেষের বারোটার ঘরে যাবার পর ফিরে যায় প্রথম বারোটায়। তারপর পরপর তিনচার বার মাঝের বারোটায় পড়ে, তারপর আবার চলে যায় শেষের বারোটায়, সেখানে দুবার থেমে প্রথম বারোটায় শুধু একবারের জন্যে এসেই চলে যায় মাঝের বারোটায়, সেখানে পর পর তিনবার থামে। এইভাবে ঘণ্টা দেড়েক দুয়েক চলতে পারে। একবার, তিনবার, দুইবার; একবার, তিনবার, দুইবার — সত্যিই ভারি মজার। মাঝে মাঝে সারা দিন, বা সারা সকাল ধরে কালো থেকে লালে আর লাল থেকে কালোয় বলটা যাতায়াত করে কোনো বাহ্যিক নিয়ম না রেখে, দুতিনবারের বেশি কোথাও প্রায় থামে না। তারপর হঠাৎ এমন একটা দিন বা সন্ধ্যা আসবে যেদিন কেবলি লাল উঠবে — পরপর বাইশবার পর্যন্ত, আর সেটা চলবে বেশ একটানা, এমনকি সারা দিন। এ ব্যাপারের অনেক কিছুই মিঃ অ্যাস্টলি আমায় বুঝিয়ে দিলেন, সারা সকালটা তিনি টেবিলের কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, কিন্তু নিজে একবারও বাজি রাখেন নি। আমি অবশ্য শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত হারলাম এবং তাও অতি দ্রুত। হঠাৎ জোড়ের ওপর কুড়ি ফ্রিদারিখ্স্দর রাখতেই জিতে গেলাম। ফের রাখলাম এবং আবার জিতলাম — এইভাবে পরপর দুই তিনবার চলল। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বোধ হয় প্রায় চারশ ফ্রিদারিখ্স্দর হাতে এসে গেল। এই বার চলে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু মনের ভেতরে কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি চাড় দিয়ে উঠল, ইচ্ছে হল ভাগ্যকে চ্যালেঞ্জ করি, টিটকারি দেব তাকে, মুখ ভেঙচাব। এক দানে সবচেয়ে বড়ো বাজি যা রাখা যায় সেই চার হাজার গুলডেনই বাজি ধরলাম এবং হারলাম। তারপর খেপে গিয়ে যা কিছু ছিল সবই ফের সেই একই সংখ্যায় রেখে ফের হারলাম। তারপর বিমূঢ়ের মতো চলে এলাম টেবিল থেকে। কী যে আমার হয়েছিল মাথায় ঢুকছিল না। হেরেছি সে কথা পলিনা আলেক্সান্দ্রভনাকে বলতে পারলাম শুধু ডিনারের ঠিক আগে। ততক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম পার্কে।

ডিনারের সময় ঠিক সেই তিন দিন আগেকার মতোই ভারি একটা উত্তেজনা বোধ হল। ফরাসীটা আর মাদমোয়াজেল ব্লাঁশ এদিনও আমাদের সঙ্গে খেতে বসেছিল। বোঝা গেল মাদমোয়াজেল ব্লাঁশ সকালে কুরসালে গিয়েছিল, আমার কীর্তি দেখেছে। এবার আমার সঙ্গে কথা বলল খানিকটা

মনোযোগ দিয়েই। ফরাসীটা সরাসরি জিজ্ঞেস করে বসল যে টাকাটা হেরেছি সেটা কি সত্যিই আমার টাকা? আমার ধারণা, ওর সন্দেহ পালিনার। সে যাই হোক, ভেতরে কিছু একটা ব্যাপার নিশ্চয় আছে। মিথ্যে করে বললাম, টাকাটা আমারই।

জেনারেল ভারি অবাক হয়ে গেলেন — অত টাকা আমি কোথায় পেলাম? বুঝিয়ে দিলাম, দশ ফ্রিদারিখ্‌স্‌দর নিয়ে শুরু করেছিলাম, দুয়ের ওপর বার ছয় সাত জিতেছি, তাতে পাঁচ ছয় হাজার গুলডেন হয়। তারপর দু দানেই সব হেরেছি।

কথাটা খুবই বিশ্বাসযোগ্য। ব্যাখ্যা করার সময় পালিনার দিকে চাইলাম, কিন্তু তার মুখ দেখে কিছুই বোঝা গেল না। অবিশ্যি আমার কথায় কোনো আপত্তি করলে না সে; তা থেকে বুঝলাম, ওর হয়ে খেলছি এ কথাটা না বলে ঠিকই করেছি। নিজেকে বোঝালাম, যাক, খুলে তো বলবেই, কিছুটা ফাঁস করবে বলে তো আমায় কথাই দিয়েছে।

ভেবেছিলাম, জেনারেল আমায় কিছু তিরস্কার টিরস্কার করবেন, কিন্তু তিনি চুপ করে রইলেন, মুখের ওপর কিন্তু উদ্বেগ অস্থিরতা ফুটে উঠেছিল। হয়ত তাঁর এই সংকটের অবস্থায় মিনিট পনেরোর মধ্যেই আমার মতো একটা বেহিসেবী নির্বোধের এত মোটা একটা টাকা এল আর গেল, এটা তিনি সইতে পারছিলেন না।

আমার সন্দেহ, গত রাতে ফরাসীটার সঙ্গে ওঁর একটা বচসা হয়ে গেছে। ঘরে খিল দিয়ে অনেকক্ষণ কী নিয়ে যেন ওদের খুব উত্তেজিত কথাবার্তা চলেছিল। ফরাসীটা কেমন যেন চটে মটেই চলে যায়। আজ সকালে ফের জেনারেলের কাছে এসেছিল — নিশ্চয় কালকের আলোচনাটাই চালিয়ে যাবার জন্যে।

আমি হেরেছি শুনে বাঁকা করে, বলতে কি বিদ্বেষভরেই ফরাসীটা মন্তব্য করলে আরো সাবধান হওয়া উচিত। তারপর কেন জানি যোগ করলে যে রুশীরা প্রচুর জুয়া খেলে বটে, তবে তার ধারণা, খেলবার কোনো ক্ষমতাই তাদের নেই।

আমি বললাম, 'আর আমার মতে, রুলেতের সৃষ্টিই হয়েছে রুশীদের জন্যেই।' ফরাসীটা ব্যঙ্গভরে হাসতেই জানালাম, আমার কথাই সত্যি, কারণ

রুশীদের জুয়াড়ী বলে অভিহিত করে তাদের প্রশংসা করার চেয়ে নিন্দাই করছি বেশি, সুতরাং আমার কথাটা বিশ্বাস্য।

'আপনার এ সিদ্ধান্তের কারণ?' জিজ্ঞেস করলে ফরাসী।

'কারণ, সুসভ্য পশ্চিমীদের কৃতিত্ব ও গুণাবলীর মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত এবং প্রায় প্রধান গুণই হল পুঁজি সঞ্চয়ের দক্ষতা, কিন্তু রুশীরা পুঁজি সঞ্চয় করতে পারে না শুধু নয়, খামোকা এবং আনাড়ীর মতোই সেটার অপচয় করে। অথচ আমাদের, রুশীদেরও টাকা দরকার,' আমি যোগ করলাম, 'সুতরাং, রুলেতের মতো যে সব পদ্ধতিতে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে না খেটে হঠাৎ টাকা করা সম্ভব, তেমন সবকিছুতেই আমাদের আনন্দ এবং ভয়ানক নেশা। জুয়ায় আমাদের ভারি টান, আমরা খেলিও না ভেবে চিন্তে, মাথা না খাটিয়ে, তাই হেরে বসি!'

'কথাটা খানিকটা ঠিক,' বললে আত্মসন্তুষ্ট ফরাসীটা।

'মোটেই ঠিক নয়, তাছাড়া স্বদেশ সম্পর্কে এ ভাবে বলা আপনার পক্ষে লজ্জার কথা,' জেনারেল বললেন কঠোর কর্তৃত্বের সুরে।

বললাম, 'কিন্তু কেন? বলা তো যায় না, কোনটা বেশি জঘন্য: রুশী বাউণ্ডুলেপনা নাকি সৎ মেহনতে টাকা জমাবার জার্মান পন্থা।'

'কী সব বাজে চিন্তা!' বললেন জেনারেল।

'একান্ত রুশীয় চিন্তা!' বললে ফরাসীটা।

আমি হাসলাম, ভীষণ ইচ্ছে হল চটিয়ে দিই। বললাম, 'জার্মান দেবতার পায়ে প্রণাম নিবেদনের চাইতে আমি বরং সারা জীবন একটা কিরগিজ তাঁবু নিয়ে যাযাবর বৃত্তিতে রাজী।'

'কী? কোন দেবতা?' বললেন জেনারেল, সত্যি সত্যিই চটতে শুরু করেছেন তিনি।

'ধন সঞ্চয়ের জার্মান পদ্ধতি। এখানে আমার বেশি দিন হয় নি বটে, তবু যেটুকু চোখে পড়েছে এবং খতিয়ে দেখেছি তাতে আমার তাতার রক্ত গরম হয়ে উঠেছে। ভগবান রক্ষে করুন, এমন গুণে আমার কাজ নেই! কাল সারা জায়গাটা ঘুরেছি, সব মিলিয়ে মাইল আটেক হবে — এলাকাটা হুবহু একটি সচিত্র জার্মান হিতোপদেশের মতো। এদের প্রতিটি ঘরেই আছে এক এক জন Vater*, সাংঘাতিক পুণ্যবান, অসম্ভব সৎ। এত সৎ যে কাছে

* পিতা। (জার্মান) — সম্পাঃ

ঘে'সতে ভয় হয়। আর যাদের কাছে ঘে'সতে ভয় হয় এমন সৎ লোকদের আমি সইতে পারি না। এই ধরনের প্রত্যেকটি Vater-এর আছে একটি করে সংসার, সন্ধ্যায় তারা সবাই মিলে নীতিপুস্তক পড়ে শোনায়। ঘরের চালের ওপর এল্‌ম্‌ আর বাদাম গাছের মর্মরধ্বনি। অস্ত যাচ্ছে সূর্য, চিমনির ওপর একটি সারস — সবকিছুই অসম্ভব কাব্যিক ও মর্মস্পর্শী।

'কিন্তু রাগ করবেন না জেনারেল। একটু মর্মস্পর্শী করেই বলি। আমার নিজেরই বেশ মনে আছে: লাইম গাছের নিচে বসে প্রতি সন্ধ্যায় আমার কাছে আর মার কাছে এই ধরনের বই পড়ে শোনাতেন বাবা... সুতরাং রীতিমতো বিচার করেই বলছি। সে যাই হোক, এখানকার প্রতিটি পরিবার-কর্তা হলেন Vater, বাকি সবাই তার গোলাম। ষাঁড়ের মতো খাটে, ইহুদির মতো টাকা জমায়। ধরা যাক, Vater কিছু গুলডেন জমাল, কিন্তু সে সবই তার জ্যেষ্ঠ পুত্রটির কোনো একটা কারুশিল্পের কারবার কি খানিকটা জমি কিনে দেবার জন্যে। সুতরাং মেয়ের যৌতুক জোটে না, আইবুড়ী হয়ে থাকে। সুতরাং ছোটো ছেলেটিকে বেচে দেওয়া হয় গোলামিখতে নয়ত পাঠানো হয় সৈন্যদলে, তার টাকাটাও যোগ হয় পারিবারিক পুঁজিতে। সত্যি এই চলে এখানে, খোঁজ নিয়ে দেখেছি। এবং এ সবকিছুই চলে নিতান্ত সততার সঙ্গে, এমন সততাধিক্যে যে ছোটো ছেলেটি নিজেই বিশ্বাস করে যে সে বিক্রি হল একান্তই সততার খাতিরে, আর এই তো চাই — বধ্য নিজেই খুশি যে তাকে বধের জন্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এবং অতঃপর? অতঃপর জ্যেষ্ঠ পুত্রের হালও বিশেষ সুবিধার দাঁড়ায় না। আমাল্‌খেন নামে এক কন্যের সঙ্গে তার মনের টান — কিন্তু বিয়ে করা চলবে না, কারণ যথেষ্ট গুলডেন এখনো জমে নি। অকপট নীতিবানের মতো তারাও অপেক্ষা করে থাকে, হাস্যমুখে বধ্যভূমির দিকে এগিয়ে যেতে আপত্তি করে না। ওদিকে আমাল্‌খেনের গাল বসে যায়, যৌবন শুকিয়ে ওঠে। অবশেষে কুড়ি বছর পরে সম্পদের মুখ দেখা যায়, সৎভাবে নীতি মেনে গুলডেন জমে। চল্লিশ বছরের জ্যেষ্ঠ পুত্র আর রক্তনাসা শীর্ণস্তনা, পঁয়ত্রিশ বছরের আমাল্‌খেনকে Vater আশীর্বাদ করে... চোখের জল ফেলে, নীতি উপদেশ দিয়ে যাত্রা করে পরলোকে। জ্যেষ্ঠ পুত্র নিজেই এবার হয়ে দাঁড়ায় এক পুণ্যবান Vater — ফের শুরু হয় সেই আগের পালা। পঞ্চাশ কি সত্তর বছরে প্রথম Vater-এর নাতি বেশ কিছু পুঁজি জমিয়ে দিয়ে যায় তার ছেলেকে, সে আবার তার ছেলেকে। এমনি করে পাঁচ ছয়

পুরুষের পর জন্মায় খোদ ব্যারন রতশিল্ড কি হোপ কোং কি ঈশ্বর জানেন কে। চমৎকার দৃশ্য নয় কি? একশ কি দুশ বছরের পুরুষানুক্রমিক মেহনত, ধৈর্য, বুদ্ধি, সততা, চরিত্র, দৃঢ়তা, হিসাব এবং ছাতের ওপর একটি সারস! আর কী চাই — এর চেয়ে আর কী উঁচু? আর এই উঁচু থেকে শুরু হয় সারা দুনিয়ার বিচার এবং যারা দোষী, অর্থাৎ যারা হুবহু ঠিক ওদের মতো নয়, তাদের তৎক্ষণাৎ গর্দান যায়। এই হল ব্যাপার, তাই বলি, আমি বরং খাঁটি রুশী কায়দায় হুল্লোড় বাধাব নয়ত রুলেতে টাকা করব। পাঁচ পুরুষ পরে হোপ কোং* হবার সাধ নেই। টাকা দরকার আমার নিজের জন্যে, পুঁজি সঞ্চয়ের একটা যন্ত্র বলে নিজেকে গণ্য করতে আমি রাজী নই। জানি, অনেক বাজে কথা বললাম, বেশ, তা নয় বাজে কথাই হল! কিন্তু এই আমার বিশ্বাস।

'যা বললেন তার কতটা ঠিক তা জানি না,' চিন্তিতভাবে মন্তব্য করলেন জেনারেল, 'তবে এইটে ঠিকই জানি যে আপনি অসহ্য বাহবাস্ফোট শুরু করেন, যখন আপনাকে খানিকটা...'

যথারীতি কথাটা শেষ করলেন না। সাধারণ কথাবার্তার চেয়ে এতটুকু গুরুত্বপূর্ণ কিছু যদি জেনারেল বলতে শুরু করেন, তবে কখনো তা তিনি শেষ করেন না। ফরাসীটা শুনলে উপেক্ষার ভাব করে, চোখদুটো একটু বড়ো বড়ো হয়ে উঠেছিল তার। কী বললাম তার এক বর্ণও বোধ হয় ও বোঝে নি। পলিনার চোখে কেমন একটা অহংকৃত উদাসীন দৃষ্টি। মনে হল, শুধু আমার কথাই নয়, সেদিন টেবলে যা কিছু কথা হয়েছে তার একটাও ওর কানে যায় নি।

■

গভীর ভাবনায় ডুবে ছিল সে, কিন্তু টেবল ছেড়ে উঠতেই ও আমায় সঙ্গে যেতে বললে। ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমরা রওনা দিলাম পার্কের ফোয়ারাটার দিকে।

অস্বাভাবিক উত্তেজিত ছিলাম বলে রূঢ়ভাবে বোকার মতো একটা প্রশ্ন করে বসলাম, ফরাসীটাকে, মানে আমাদের মার্কুইস দ্য

* ১৮শ শতকে আমস্টার্ডাম ও লন্ডনে প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কের কথা বলা হচ্ছে। — সম্পাঃ

গ্রিয়েকে* আজকাল তার সঙ্গে দেখা যায় না, তাই নয়, দিনের পর দিন কথাও বলে না, সেটা কেন?

'কারণ লোকটা নচ্ছার,' বললে অদ্ভুত করে। দ্য গ্রিয়ে সম্পর্কে এমন কথা বলতে তাকে কখনো শুনি নি, ওর এই উষ্মার কারণ খুঁজতে কেমন ভয় হল, তাই চুপ করে গেলাম।

'লক্ষ করে দেখেছিলেন, জেনারেলের সঙ্গে আজ ওর ঠিক বনে নি?'

'জানতে চান কী নিয়ে?' জবাব দিলে ঠান্ডা বিরক্ত গলায়, 'আপনি জানেন, জেনারেল সবকিছু বাঁধা দিয়েছেন, তাঁর গোটা সম্পত্তি এখন মার্কুইসের কাছে বন্ধক। কর্তামা যদি মারা না যান তাহলে ফরাসীটা সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বন্ধকী সম্পত্তির দখল নেবে।'

'সত্যিই তাহলে সবই বাঁধা পড়েছে? কথাটা শুনেছিলাম, কিন্তু একেবারে সবই বাঁধা জানতাম না।'

'সব।'

বললাম, 'তাহলে মাদমোয়াজেল ব্লাঁশও বিদায়। জেনারেল পত্নী উনি আর হচ্ছেন না! কী জানেন — আমার ধারণা জেনারেল এমন প্রেমে পড়েছেন যে মাদমোয়াজেল ছেড়ে গেলে উনি সম্ভবত আত্মহত্যা করবেন। ওঁর এই বয়সে অমন প্রেমে পড়া ভারি বিপদের কথা।'

'হ্যাঁ, আমারও মনে হয় ওঁর কপালে কিছু একটা আছে,' চিন্তিতভাবে বললে পলিনা আলেক্সান্দ্রভনা।

'চমৎকার!' আমি বলে উঠলাম, 'মাদমোয়াজেল ব্লাঁশ ওঁকে যে শুধু টাকার জন্যেই বিয়ে করতে চাইছিল, তার স্থূলতর প্রমাণ এর চেয়ে আর হয় না। সাধারণ ভদ্রতাটুকুও আর নেই, সব সৌজন্য খতম! চমৎকার! আর কর্তামার ব্যাপারটা দেখুন দিকি! টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে মরেছেন নাকি? মরেছেন নাকি? এর চেয়ে জঘন্যতম প্রহসন আর কী হতে পারে? আপনার কী মনে হয় পলিনা আলেক্সান্দ্রভনা?'

'বড়ো বাজে কথা বলছেন!' ঘৃণাভরে আমায় থামিয়ে ও বললে, 'আপনার এমন খোশমেজাজ দেখেই বরং আমার অবাক লাগছে। এত খুশির কী হল? আমার টাকাটা সব হেরেছেন বলেই কি?'

---

* হিসেবী ও স্বার্থসন্ধানী ফরাসীটিকে দস্তোয়েভস্কি ব্যঙ্গ করে প্রেভো উপন্যাসের বিশ্বস্ত ও নিঃস্বার্থপর নায়কের নামে অভিহিত করেছেন। — সম্পাঃ

'হারবার জন্যে কেন দিয়েছিলেন আমায়? বলেছিলাম তো, অন্যের হয়ে বিশেষ করে আপনার হয়ে খেলতে আমি পারি না। আপনি যা বলবেন তা করব, কিন্তু ফলাফল তো আমার হাতে নয়। আগেই সাবধান করেছিলাম কিছু হবে না। আচ্ছা বলুন তো, এত টাকা হেরেছেন বলে খুব দমে গেছেন? এত টাকা আপনার কিসের দরকার?'

'এ সব প্রশ্নে কী লাভ?'

'কিন্তু আপনিই তো কথা দিয়েছিলেন আমায় বলবেন... শুনুন বলি, আমার একেবারে দৃঢ় বিশ্বাস, নিজের টাকায় খেলতে শুরু করলেই আমি জিতব (বারো ফ্রিদারিখ্স্দের আমার আছে)। তখন আমার কাছ থেকে যত খুশি নিতে পারেন।'

মুখ বাঁকাল পলিনা।

বললাম, 'এ প্রস্তাবে রাগ করবেন না। আপনার কাছে, মানে আপনার চোখে আমি যে কিছুই নই এই চেতনায় আমি এত আচ্ছন্ন যে আমার কাছ থেকে অনায়াসে আপনি টাকাও নিতে পারেন। আমার কাছ থেকে উপহার নিচ্ছেন, এতে আপনার আহত বোধ করা চলে না। তাছাড়া, আপনার টাকা তো আমিই হেরেছি।'

ক্ষিপ্র দৃষ্টিপাত করলে সে, আমার কথার সুরে জ্বালা আর ব্যঙ্গ টের পেয়ে সে ফের আমায় বাধা দিলে।

'আমার অবস্থা শুনে আপনার বিশেষ কৌতূহল মিটবে না। জানতে চান তাই বলছি, আমি ঋণগ্রস্ত, এই হল কথা। আমি টাকা ধার করেছি সেটা ফেরত দিতে চাই। একটা অদ্ভুত পাগলাটে খেয়াল আমার হয়েছিল যে এখানে জুয়ার টেবিলে আমি নিশ্চয় জিতব। কোত্থেকে মাথায় ঢুকেছিল জানি না, কিন্তু বিশ্বাস করে বসেছিলাম। হয়ত আর কোনো উপায় ছিল না বলেই, কে জানে।'

'কিংবা হয়ত আপনার ভয়ানক প্রয়োজন ছিল জেতার। ডুবন্ত মানুষ যেমন খড়কুটোও আঁকড়ে ধরে। নিশ্চয় স্বীকার করবেন ডুবন্ত অবস্থা না হলে কেউ খড়কুটোকে কাঠ বলে ভুল করে না।'

আমার কথায় পলিনা যেন একটু অবাক হল।

বললে, 'কিন্তু আপনি নিজেও তো ঐ একই ভরসা করেন? এই তো দিন পনেরো আগেই আপনি আমায় সবিস্তারে বলেছিলেন যে এখানে রুলেত টেবিলে আপনি নিশ্চয় জিতবেন, আমায় বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন আপনি

পাগল নন। সেটা কি তামাসা বলতে চান? কিন্তু আমার যতদূর মনে আছে, আপনি এত গুরুত্ব দিয়ে বলছিলেন যে তামাসা বলে ধরা যায় না।'

'সে কথা ঠিক,' বললাম চিন্তিতভাবে, 'এখনো আমার দৃঢ় ধারণা জিতবই. বলতে কি, আপনার কথা শুনে নিজেই অবাক হচ্ছি: আজকের এই নির্বোধ বিদঘুটে হারের পরও সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ জাগছে না কেন? এখনো আমার নিশ্চিত ধারণা, নিজের টাকায় খেলতে শুরু করলেই জিতব।'

'এত' বিশ্বাসের কারণ?'

'সত্যি বলতে কি, আমি নিজেও জানি না। শুধু এইটুকু জানি যে জিততেই হবে, এছাড়া আমার অন্য কোনো উপায় নেই। বোধ হয় সেই জন্যেই মনে হচ্ছে যে জিততে আমি বাধ্য।'

'অমন অমানুষিক বিশ্বাস দেখে মনে হচ্ছে আপনারও জেতাটা ভয়ানক দরকার।'

'আমারও যে সত্যি সত্যিই দরকার বোধ থাকতে পারে তাতে আপনার সন্দেহ হচ্ছে, তাই না?'

'থাক না থাক তাতে আমার কিন্তু এসে যায় না,' নির্বিকার শান্তভাবে বললে পলিনা, 'তবে যদি শুনতে চান তো বলি, হ্যাঁ তাই। গুরুতর কিছু নিয়ে আপনার দুশ্চিন্তা আছে এ আমার বিশ্বাস হয় না। দুশ্চিন্তা করা আপনার পক্ষে সম্ভব, কিন্তু সেটা গুরুতর বিষয়ে কিছু নয়। খাপছাড়া ঘরছাড়া লোক আপনি। টাকার কী দরকার আপনার? যে সব কারণ তখন দেখিয়েছিলেন তার মধ্যে গুরুত্বের কিছু আমি দেখি নি।'

'ভালো কথা,' বাধা দিয়ে বললাম, 'আপনি বলছিলেন, আপনার একটা দেনা আছে, শোধ দিতে হবে। তার মানে বেশ মোটা দেনা। সেটা কি ফরাসীটার কাছে?'

'কী প্রশ্ন করছেন, সাহস তো কম নয়! আজ আপনার মুখের বাঁধন নেই দেখছি। নেশা করে আসেন নি তো?'

'জানেনই তো মাথায় যা আসে বলি, কখনো কখনো খুবই খোলাখুলি প্রশ্ন করতেও আমার বাধে না। তাছাড়া বলছি তো, আমি আপনার গোলাম, গোলামের কাছে কারো কোনো লজ্জা নেই, গোলামের কথায় অপমান হয় না.'

'কী বাজে বকছেন! আপনার এই গোলামি তত্ত্বটা আমার অসহ্য লাগে!'

'মনে রাখবেন, গোলামির কথাটা যে আমি বলি সেটা আমি আপনার

গোলাম হতে চাই বলে নয়, বলি একটা বাস্তব তথ্য হিসাবে, আমার ওপর তা নির্ভর করে না।'

'সোজাসুজি বলুন তো — টাকার আপনার কী দরকার?'

'কেন জানতে চাইছেন?'

'বলতে চান বলবেন, না চান বলবেন না!' সগর্বে মাথা দুলিয়ে বললে সে।

'গোলামি ভঙ্গটা আপনার অসহ্য, কিন্তু দাবি করেন ঠিক গোলামি বাধ্যতা: তর্ক কোরো না, জবাব দাও! বেশ তাই সই। কেন টাকা চাই? তার জবাব — টাকাই হল সবকিছু!'

'সে আমি জানি, কিন্তু টাকার আকাঙ্ক্ষায় আপনার অমন পাগল হয়ে ওঠার কথা নয়। আপনি যে একেবারে মত্ততার পর্যায়ে, অদৃষ্টবাদের পর্যায়ে গিয়ে পেঁছেছেন। তার পেছনে কিছু একটা আছে নিশ্চয়, কোনো একটা বিশেষ লক্ষ্য। খোলাখুলি বলুন, খোলাখুলি শুনতে চাই।'

মনে হল ও চটে উঠেছে; এমন রেগে রেগে আমায় প্রশ্ন করছে দেখে অসম্ভব আনন্দ হল।

বললাম, 'লক্ষ্য একটা আছে নিশ্চয়, কিন্তু সেটা যে কী, তা কী করে বোঝাব জানি না। ব্যাপারটা শুধু এই যে টাকা থাকলে আপনার চোখেও আমি অন্য লোক হয়ে যাব, গোলাম আর থাকব না।'

'কী বললেন? কী করে তা হবে?'

'কী করে? আমায় আপনি গোলাম না ভেবে অন্য কিছু ভাবছেন এইটে আমি কী করে ঘটাব সেটা আপনি বুঝতে পারছেন না তাহলে! আপনার এই অবাক হওয়া, এই না বোঝাটাই আমার কাছে অসহ্য।'

'আপনিই তো বলেছিলেন, এই গোলামিতেই আপনার তৃপ্তি। আমিও তাই ভেবেছিলাম।'

'তাই নাকি!' কেমন একটা বিদঘুটে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি, 'ওহ্, কী সুন্দর আপনার এই সারল্য! ঠিকই, আপনার কাছে গোলামিতেই আমার তৃপ্তি। চরম মাত্রার হীনতা ও নগণ্যতায় তৃপ্তি আছে বৈকি!' প্রলাপ বকে চললাম আমি, 'চাবুকে যখন পিঠের মাংস উঠে যায়, ঈশ্বর জানেন, হয়ত তাতেও তৃপ্তি আছে... কিন্তু ধরুন, আমি অন্য ধরনের তৃপ্তিও একটু পরখ করে দেখতে চাই? বছরে যে সাতশ রুবল মাইনে আমি শেষ পর্যন্ত নাও পেতেও পারি, তার জন্যে জেনারেল আজকে টেবিলে সকলের সামনে আমায়

লেকচার দিয়েছেন। মার্কুইস দ্য গ্রিয়ে আমার দিকে ভুরু তুলে চায় অথচ লক্ষই করে না। অথচ আপনার সামনে মার্কুইসের নাক মলে দেবার একটা উদগ্র বাসনাও তো আমার হতে পারে?'

'দুগ্ধপোষ্যের মতো কথা কইছেন। যে-কোনো অবস্থাতেই মর্যাদা আদায় করা যায়। তাতে যদি লড়তে হয় তো সে লড়াইয়ে হীনতা নেই, সেটা মানুষকে উ'চুই করে।'

'একেবারে হিতোপদেশের বুলি! কিন্তু মর্যাদা যদি আদায় করতে না পারি তাহলে? অর্থাৎ, আমি মর্যাদাবান লোক, কিন্তু মর্যাদা বজায় রাখার ক্ষমতা আমার নেই? বোঝেন তো এরকম হতে পারে? বলতে কি, রুশীরা সবাই ঠিক তাই, কেন জানেন? কারণ রুশীরা এত গুণী ও এত বহুমুখী যে চট করে উপযুক্ত একটা ঠাট জোটাতে পারে না। আসল ব্যাপার হল ঠাট। আমরা রুশীরা প্রায় সবাই এত গুণী যে যোগ্য একটা ঠাট খুঁজে পেতে হলে প্রতিভার দরকার। কিন্তু প্রতিভা তো অমন চট করে মেলে না, কেননা সাধারণভাবেই প্রতিভা অতি বিরল বস্তু। কেবলমাত্র ফরাসীদের এবং সম্ভবত আরো কিছু ইউরোপীয়ের এমন একটা সুনির্দিষ্ট ঠাট আছে যে একেবারে অপদার্থ হলেও অসাধারণ একটা মর্যাদার ভাব ফুটিয়ে তুলতে তারা পারে। সেই কারণেই ওদের কাছে ঠাটের এত মূল্য। ফরাসীরা অপমান সহ্য করবে, সত্যিকারের মর্মভুদ অপমান, কিন্তু কেউ নাক মলে দিলে তা কিছুতেই সইবে না, কারণ সেটা হল সৌজন্যের প্রচলিত শাশ্বত একটা ঠাটের লঙ্ঘন। আমাদের ললনারা যে ফরাসী দেখলেই গলে যায়, তার কারণ ওদের ঠাট-টি খাসা। আমার মতে অবিশ্যি ওদের কোনো ঠাটই নেই, সবাই কেবল le coq gaulois*। তবে সেটা অবিশ্যি সব বুঝি না, আমি তো মেয়ে নই। মোরগই হয়ত ভালো। কিন্তু বোধ হয় বাজে বকলাম, আপনি থামান নি। আমায় আপনার থামিয়ে দেওয়া উচিত। আপনার সঙ্গে কথা কইবার সময় সব, সব, সবকিছুই বলি। ঠাট বজায় রাখার সমস্ত কথাই ভুলে যাই। একথা মানতে আমি রাজী যে আমার শুধু ঠাট নয়, গুণও কিছু নেই। সেটা আপনাকে জানিয়ে রাখছি। এমনকি গুণাগুণ সম্পর্কে আমার ভাবনাও হয় না। আমার মধ্যে সবকিছুই এখন থমকে গিয়েছে। কেন তা নিজেই জানেন। একটা

---

* গল দেশের মোরগ। (ফরাসী) — সম্পাঃ

মানবিক চিন্তাও এখন আমার মাথায় নেই। রাশিয়ায় কী হচ্ছে, এখানেই বা কী ঘটছে কোনো খবরই আজ কতকাল রাখি না। এই দেখুন না, ড্রেসডেনের মধ্যে দিয়ে এসেছি, কিন্তু ড্রেসডেনের কিছুই মনে নেই। কিসে যে আমায় খেয়েছে সেটা আপনিই জানেন। আমার যেহেতু কোনো আশা নেই, আপনার চোখে আমি যেহেতু কিছুই নই, তাই খোলাখুলিই বলছি: সর্বত্রই কেবল আপনাকেই দেখি, বাকি সবকিছুই আমার কাছে তুচ্ছ। কেন আপনাকে ভালোবাসি, কতটা ভালোবাসি জানি না। হয়ত আসলে আপনি এতটুকুও ভালো নন। দেখুন, আপনি ভালো কিনা, এমনকি দেখতে ভালো কিনা তাও আমি জানি না। হৃদয়টা আপনার সম্ভবত মোটেই ভালো নয়, আর মনটা আর যাই হোক, উদার নয়; খুবই সম্ভব তা।'

'আমার ভালোত্বে বিশ্বাস নেই বলেই বুঝি আমায় টাকা দিয়ে কিনবেন ভাবছেন,' ও বললে।

'টাকা দিয়ে কেনার কথা কখন ভাবলাম?' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।

'লম্বা এক রিপোর্ট ফাঁদতে গিয়ে সূত্রটি হারিয়ে বসেছেন। টাকা দিয়ে আমায় না কিনলেও আমার শ্রদ্ধা কিনবেন বলে ভাবছেন তো।'

'ঠিক তা নয়। বলেছি তো, বোঝানো কঠিন। আমায় আপনি বড়ো জব্দে ফেলছেন। বকবকানিতে রাগ করবেন না। জানেন কেন আমার ওপর রাগ করা আপনার উচিত নয় — আমি নিতান্তই উন্মাদ। তবে রাগ করলেও আমার কিছু এসে যাবে না। জানেন তো, আমার ওপরতলার কুঠরিতে গিয়ে একটু ভাবলে, আপনার পোষাকের খসখস শব্দটার একটু কল্পনা করলেই নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে করে। আমার ওপর রাগ করছেন কেন বলুন তো? নিজেকে গোলাম বলেছি বলে? আমার এ গোলামিটা কাজে লাগান, ব্যবহার করুন, ব্যবহার করুন! জানেন আপনাকে আমি একদিন খুন করব? আর ভালোবাসি না বলে নয়, ঈর্ষার বশে নয়, খুন করব, কারণ মাঝে মাঝে আপনাকে আমার ইচ্ছে হয় চিবিয়ে খাই। আপনি হাসছেন...'

'মোটেই হাসছি না,' ও বললে ক্ষেপে গিয়ে, 'হুকুম করছি চুপ করুন।'

রাগে প্রায় দম বন্ধ হয়ে থামল ও। সত্যিই তাতে ওকে সুন্দর দেখাচ্ছিল কিনা, তা আমি জানি না, কিন্তু এই রূপে যখন ও সামনে আসে তখন চেয়ে দেখতে ভারি ভালো লাগে আমার। সেই জন্যেই ওকে এত রাগাতে চাই। হয়ত সেটা ও জানে, তাই ইচ্ছে করেই রেগেছে। সে কথা বললাম ওকে।

'কী কদর্য!' ঘেন্নায় বলে উঠল সে।

আমি বলে গেলাম, 'তাতে আমার কিছু এসে যায় না। আপনাকে আর একটা কথা বলি — আমার সঙ্গে একলা বেরনো বিপদের কথা। আপনাকে মারবার, আপনার চেহারাটা কুশ্রী করে দেবার, গলা টিপে আপনাকে খুন করার প্রায় অসহ্য একটা ইচ্ছা আমার কয়েকবার হয়েছে। কী ভাবছেন, ওতদূর গড়াবে না? আমায় আপনি ক্ষেপিয়ে তুলছেন। কেলেঙ্কারির ভয় করব ভাবছেন? আপনার রাগের? আপনার রাগে আমার কী? আমি ভালোবাসি, কোনো আশার পরোয়া না করে, আর পরে আরো হাজার গুণ ভালোবাসব। যদি কখনো আপনাকে খুন করি তবে নিজেকেও খুন করতে হবে নিশ্চয়। তবে, আপনার বিরহের অসহ্য যন্ত্রণাটার স্বাদ নেবার জন্যে নিজের আত্মহত্যাটা যথাসম্ভব পেছিয়েই দেওয়া যাবে। একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার — জানেন? যত দিন যাচ্ছে তত আপনাকে বেশি করে ভালোবাসছি — এ যে অসম্ভব। এরপর অদৃষ্টবাদী না হয়ে উপায় কী? মনে আছে তো, শ্লাঙ্গেনবের্গের তৃতীয় দিনে, কানে কানে বলেছিলাম: বলুন, এক্ষুণি এই অতলে ঝাঁপিয়ে পড়ব। যদি বলতেন তক্ষুণি ঝাঁপিয়ে পড়তাম। সত্যিই কি আপনার বিশ্বাস হয় না যে ঝাঁপিয়ে পড়তাম?'

'কী বোকার মতো বাজে বকছেন!' ও বললে।

আমি বললাম, 'বোকার মতো কি বুদ্ধিমানের মতো কেয়ার করি না। এইটে জানি যে আপনি কাছে থাকলে আমার কথা কইতেই হবে, কয়েই যেতে হবে, তাই কথা কইছি। আপনি কাছে থাকলে আমার সমস্ত আত্মসম্মান চুলোয় যায়, কিন্তু তাতে আমার বয়েই গেল।'

'শ্লাঙ্গেনবের্গ থেকে লাফিয়ে পড়তে আপনাকে কেন বলব?' ও বললে শুকনো আহত সুরে, 'তাতে আমার কোনোই লাভ হত না।'

'চমৎকার!' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি, 'কোনোই লাভ হত না — এই চমৎকার কথাটি বললেন ইচ্ছে করেই, আমায় ঘায়েল করার জন্যে। আপনার মতলবটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। বলছেন, লাভ হত না? কিন্তু জানেন তো, তৃপ্তিটাই লাভ, এবং বন্য, সীমাহীন একটা আধিপত্য, এমনকি সে আধিপত্য একটা মাছির ওপর হলেও তাতে এক ধরনের তৃপ্তি আছে। মানুষ স্বভাবতই উৎপীড়ক, যন্ত্রণা দিতে সে ভালোবাসে। আপনি সেটা খুবই ভালোবাসেন।'

মনে আছে, সে খুব মন দিয়েই দেখছিল আমায়। আমার নির্বোধ উদ্ভট

অনুভূতিগুলো সব নিশ্চয় পরিষ্কার ফুটে উঠেছিল আমার মুখে। এখন মনে পড়ছে, যেভাবে লিখলাম আমাদের আলাপের প্রায় প্রতিটি শব্দই ছিল একেবারে হুবহু এই। চোখ আমার লাল হয়ে উঠেছিল। ফেনিয়ে উঠেছিল মুখের কোণদুটো। আর শ্লাঙ্গেনবের্গের কথা যদি ধরি, এমনকি এখনো আমার ইজ্জতের নামে দিব্যি দিয়ে বলি, ও যদি আমায় লাফিয়ে পড়তে বলত, তাহলে নিশ্চয় লাফাতাম। এমনকি যদি তামাসা করে, ছিছি করে ঘেন্না করেও বলত, তাহলেও ঝাঁপিয়ে পড়তাম!

'না, না, বিশ্বাস করব না কেন?' যে রকম অবজ্ঞা করে, ব্যঙ্গ করে, যে রকম অহংকারের সঙ্গে ও বললে তা শুধু ওই পারে। সেই মুহূর্তে, ঈশ্বরের দিব্যি, ওকে আমি খুন করতে পারতাম। বড্ডো দুঃসাহসের কাজ করেছে সে। খুন করার কথাটাও ওকে মিছে বলি নি।

'আপনি কি ভীরু?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে ও।

'জানি না, হয়ত ভীরু। জানি না... বহুদিন তা নিয়ে ভাবি নি।'

'যদি বলি: ওই লোকটাকে খুন করুন, করবেন?'

'কোন লোক?'

'যাকে আমার খুশি।'

'ফরাসীটা?'

'প্রশ্ন না করে জবাব দিন — যারই নাম করি না কেন! জানতে চাইছিলাম, এক্ষুণি যা বলছিলেন, সেটা কি সত্যি করেই?' যেরকম গুরুত্ব নিয়ে, উদগ্রীব হয়ে ও আমার জবাবের জন্যে অপেক্ষা করছিল, সেটা আমার কাছে ভারি অদ্ভুত লাগল।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'দোহাই আপনার, আপনাদের কী সব ব্যাপার চলছে সেটা আমায় একবার অন্তত বলুন। আমায় কি ভয় পাচ্ছেন? বেশ দেখতে পাচ্ছি, আপনাদের ব্যাপার সুবিধের নয়। আপনি যে লোকটির সৎমেয়ে, সে একেবারে দেউলিয়া এবং উন্মাদ, ডাকিনী ব্লাঁশের প্রেমে সে পাগল। তার ওপর আছে ওই ফরাসীটা, আপনার ওপর আবার তার কী যেন এক রহস্যজনক প্রভাব। শেষ পর্যন্ত আপনি... এত গুরুত্ব দিয়ে এই একটা প্রশ্ন করছেন। অন্তত জানান আমায়, নইলে পাগল হয়ে গিয়ে ভয়ংকর কিছু একটা করে বসব। আমার কাছে খোলাখুলি বলতে কি আপনার লজ্জা হচ্ছে? আমার কাছে কি লজ্জা পাওয়া সম্ভব?'

'ও সব কথা ছেড়ে আমি যা প্রশ্ন করেছি, তার জবাব দিন।'

'খুন? নিশ্চয় করব!' চেঁচিয়ে উঠলাম, 'যাকে বলবেন তাকে, কিন্তু সত্যিই কি আপনার পক্ষে সম্ভব — সত্যিই কি হুকুম দেবেন?'

'আপনার কি ধারণা আমি আপনাকে ছেড়ে দেব? হুকুম দিয়ে আমি নিজে সরে যাব। পারবেন সেটা? না, আপনার দ্বারা হবে না! হুকুম শুনে আপনি হয়ত খুন করবেন, তারপর হুকুম দিয়েছি বলে ফিরে এসে খুন করবেন আমাকে।'

শুনে আমার মাথায় কেমন ঝিম ধরল। বলাই বাহুল্য তখনো আমি তার প্রশ্নটাকে একটা আধা ঠাট্টার চ্যালেঞ্জ বলেই ভাবছিলাম; কিন্তু কথাটা ও বলছে সত্যিই গুরুত্ব দিয়ে। ভারি অবাক লেগেছিল যে ও এইভাবে বলছে, আমার ওপর অধিকার খাটাচ্ছে, আমার ওপর এতখানি আধিপত্য করতে রাজী হচ্ছে এবং বলছে: মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যাও, আমি সরে থাকব। চক্ষুলজ্জার বালাই নেই কথাগুলোয়, বড়োই খোলামেলা, আমার ধারণা বড়ো বেশি এগিয়েছে ও। এরপর তাহলে আমায় এখন কী চোখে সে দেখবে? এ যে গোলামির সীমারেখা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, এ মনোভাবের পর যে লোককে নিজের স্তরেই উঠিয়ে আনা হয়। আমাদের আলাপটা যত বিদঘুটে, যত অবিশ্বাস্যই হোক, বুক আমার দুলে উঠল।

হঠাৎ হাসতে শুরু করলে ও। আমরা যে বেঞ্চে বসেছিলাম, তার কাছেই ছেলেরা খেলা করছিল। সামনেই সেই জায়গাটা যেখানে এ্যাভেনিউর শেষ প্রান্তে গাড়িগুলো এসে থামে, যাত্রীদের নামিয়ে দেয় ঠিক কুরসালের কাছে।

'ওই মোটা মেয়েটাকে দেখছেন?' ও বললে, 'ব্যারনেস ভুরমেরহেল্ম। সবে তিন দিন হল এসেছে। ঐ লোকটা তার স্বামী, লম্বা, হাড্ডিসার প্রুশিয়ান, হাতে একটা ছড়ি। মনে আছে, কী ভাবে সেদিন আমাদের দিকে চেয়ে দেখছিল? যান, সোজা ব্যারনেসের কাছে গিয়ে টুপি খুলে ফরাসী ভাষায় কিছু বলে আসুন।'

'কেন?'

'প্রতিজ্ঞা করেছিলেন শ্লাঙ্গেনবের্গ থেকে ঝাঁপ দেবেন, বললেন আমার হুকুমে খুন করতেও রাজী। এই সব হত্যাকাণ্ড আর ট্র্যাজেডির বদলে আমি শুধু হাসতে চাই। কথা না বলে চলে যান। দেখতে চাই ব্যারন কী ভাবে আপনাকে ছড়ি দিয়ে মারতে আসে।'

'চ্যালেঞ্জ করছেন? ভাবছেন যাব না?'

'হ্যাঁ চ্যালেঞ্জ করছি, যান দেখি!'

'বেশ, যাব, যদিও আপনার খেয়ালটা বড়ো বিদঘুটে। শুধু একটা কথা, এতে করে জেনারেল এবং সেই হিসাবে আপনি কোনো ঝঞ্ঝাটে পড়বেন না তো? ভগবানের দিব্যি, আমার কথা ভাবছি না, আপনার কথা এবং অবিশ্যি জেনারেলের কথা। তাছাড়া একজন মহিলাকে অপমান করে কী লাভ?'

'দেখছি আপনায় কেবল কথাই সার,' ও বললে বিদ্রূপ করে, 'আপনার চোখটাই কেবল লাল হয়ে উঠেছে, সেটা বোধ হয় ডিনারে প্রচুর মদ টেনেছিলেন বলেই। ভাবছেন কি আমি নিজেই জানি না যে জিনিসটা নির্বোধ, অভদ্র, জেনারেলও খুব রাগ করবেন! আমি শুধু একটু হাসতে চাইছিলাম, ব্যস! তবে মহিলাকে অপমান করা আপনার হয়ে উঠবে না। নিজেই বরং পিটুনি খেয়ে ফিরবেন।'

আমি ওর নির্দেশ পালনের জন্যে নীরবে এগিয়ে গেলাম। সত্যিই নির্বোধের কাজ, তবে বলাই বাহুল্য এখন আর কোনো রকমে এড়ানো যায় না। কিন্তু ব্যারনেসের দিকে যতই এগুতে লাগলাম, মনে আছে, ততই যেন কী একটা আমায় ঠেলা দিতে লাগল, ঠিক যেন এক স্কুল কিশোরের বেয়াড়াপনা। সত্যি, ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম আমি, একেবারে মাতালের মতো।

৬

নির্বোধ সেই কান্ডটার পর দুটো দিন কেটে গেছে। কী চেঁচামেচি, হৈচৈ, বচসা, টেবল চাপড়ানি! কী হুলস্থুল, গোলমাল, বোকামি আর ইতরামি — আর এ সবই আমার কারণে! তবু মাঝে মাঝে বেশ মজা লাগে — অন্তত আমার কাছে। সত্যিই জানি না আমার কী হয়েছে, সত্যিই একটা উত্তেজনার ঘোরে আছি নাকি একেবারেই পাগলা হয়ে গেছি, হাতে পায়ে বাঁধন না পড়া পর্যন্ত ক্ষেপামি করছি। মাঝে মাঝে বোধ হয়, মনটা আমার কিছু বিকল হয়েছে। আবার মাঝে মাঝে ভাবি, এখনো বোধ হয় আমার শৈশব পেরয় নি, স্কুলের বেঞ্চি ছেড়ে বেশি দূর যাই নি, নষ্টামি করে বেড়াচ্ছি।

দোষ পলিনার, সবই পলিনার দোষ! সে না থাকলে হয়ত এই ছাত্রসুলভ নষ্টামিটা ঘটত না। কে জানে, হয়ত নিতান্ত হতাশার ঝোঁকেই এটা আমি করেছি (কৈফিয়ৎটা যত বোকার মতোই হোক)। বুঝি না, সত্যিই বুঝি না ওর মধ্যে ভালোটা কী। তবে সুন্দরী বটে, সত্যি সুন্দরী, অন্তত তাই মনে হয়। অন্য লোকেও তো ওকে দেখে পাগল হয়। লম্বা সুঠাম চেহারা, তবে ভারি রোগা। দেখে মনে হয় যেন ওর শরীরটাকে পোঁটলা করে বাঁধা যায়, দুমড়ে ফেলা যায় পুরোপুরি। লম্বা, সরু পা — যন্ত্রণা দেবার মতো। সত্যিই যন্ত্রণা দেয়! লালচে-বাদামী চুল। চোখদুটো খাঁটি বেড়াল চোখ — কিন্তু কী গর্ব কী অহংকারেই না সে চোখ তাকাতে পারে। মাস চারেক আগে আমি যখন সবে এদের বাড়িতে চাকরিতে ঢুকেছি, তখন বল রুমে দ্য গ্রিয়ের সঙ্গে ওর একদিন এক সন্ধ্যায় একটা দীর্ঘ উত্তেজিত কথাবার্তা হয়। তাতে দ্য গ্রিয়ের প্রতি ও এমন একটা দৃষ্টি হানে যে পরে বিছানায় শুয়ে আমার মনে হচ্ছিল যেন দ্য গ্রিয়ের গালে ও একটা চড় মেরেছে, মেরে দাঁড়িয়ে আছে তার দিকে চেয়ে — সেই সন্ধ্যা থেকেই ওকে আমি ভালোবাসতে শুরু করি।

কিন্তু অবান্তর কথায় যাব না।

এ্যাভেনিউর ছায়াবীথি ধরে এগিয়ে গিয়ে মাঝামাঝি জায়গাটায় অপেক্ষা করতে ল্যাগলাম ব্যারন আর ব্যারনেসের জন্যে। আমার কাছ থেকে ওঁরা যখন পাঁচ পা দূরে, তখন টুপি খুলে মাথা নোয়ালাম।

মনে আছে প্রকাণ্ড ঘের দেওয়া উজ্জ্বল ধূসর সিল্কের একটা পোষাক পরেছিলেন ব্যারনেস, ঝালর আর কুঁচি দেওয়া, কড়া ঘাগড়া, পেছনে লুটানো ট্রেন। দেখতে বেঁটে এবং অসম্ভব মোটা, বিশেষ করে থুতনিটা এত মাংসল যে গলা দেখা যায় না। মুখের রং লালচে। ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ, বদমেজাজী উদ্ধত দৃষ্টি। হেঁটে যাচ্ছেন এমন ভাবে যেন সবাই ধন্য হয়ে গেল। ব্যারনটি লম্বা, রোগা। জার্মানদের সাধারণত যেমন হয়, তেমনি তোবড়ানো মুখ, তাতে অজস্র সরু সরু বলিরেখা। চোখে চশমা, বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ। ঠ্যাংদুটো শুরু হয়েছে প্রায় বুক থেকে — নিশ্চয় বংশের ধারা। ময়ূরের মতো দেমাক। একটু ঢিলে চেহারা। মুখের ভাবে মেষসুলভ একটা গাম্ভীর্য, যেটাকে একধরনের চিন্তাপ্রিয়তা বলে মনে হওয়া সম্ভব।

এ সবই আমার চোখে পড়ল কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে।

আমি মাথা নুইয়ে টুপি হাতে যে দাঁড়িয়ে আছি তা প্রথমটায় তাঁদের

প্রায় নজরেই পড়ল না। কেবল ব্যারন অল্প একটু ভুরু তুললেন, ব্যারনেস কিন্তু সোজাই হে'টে গেলেন আমায় উপেক্ষা করেই।

'Madame la baronne,' বললাম উচ্চৈস্বরে, বেশ পরিষ্কার করে, প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ করে, 'j'ai l'honneur d'être votre esclave।'*

এই বলে মাথা নুইয়ে ফের টুপি পরে ব্যারনের পাশ দিয়ে হে'টে চলে গেলাম। যাবার সময় ভদ্রভাবে চেয়ে হাসলাম।

পলিনা বলেছিল টুপি খুলে যেতে। কিন্তু অভিবাদন করে এই বাড়তি দুষ্টুমিটা আমার নিজস্ব অবদান। কিসে যে আমায় ঠেলছিল, শয়তানই জানে। ঠিক যেন ঢালু পাহাড় বেয়ে নামা।

'এ্যাই!' ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে আমার দিকে চেয়ে ব্যারন চে'চিয়ে, অথবা বলা ভালো, খ্যাঁকখে'কিয়ে উঠলেন।

আমি ফিরে দাঁড়ালাম সশ্রদ্ধ প্রতীক্ষায়, চেয়ে চেয়ে তখনো হাসছিলাম। ব্যারন স্পষ্টতই থতমত খেয়ে ভুরু জোড়া যথাসাধ্য তুললেন; মুখ তাঁর ক্রমশই হাঁড়ি হয়ে উঠল। ক্রুদ্ধ বিহ্বলতায় ব্যারনেসও চাইলেন আমার দিকে। রাস্তার লোকেরা দেখছিল আমাদের। কেউ কেউ দাঁড়িয়েও পড়ল।

'এ্যাই!' দ্বিগুণ চটে ব্যারন এবার ডবল রকমের খে'কিয়ে উঠলেন।

'Jawohl!'** ওঁর চোখের দিকে সোজা চেয়েই টেনে টেনে বললাম।

'Sind sie rasend?'*** ছড়ি আস্ফালন করে চে'চিয়ে উঠলেন ব্যারন, কিন্তু মনে হল একটু ভয় পেয়েছেন। বোধ হয় আমার পোষাক দেখে ঘাবড়ে গিয়ে থাকবেন। পরনে আমার পোষাকটা ছিল চমৎকার, বেশ একটু বাবু গোছেরই, উ'চু মহলের লোকের মতো।

'Jawo-o-ohl!' বার্লিনের যা চাল সেইভাবে 'ও'টাকে টেনে টেনে হঠাৎ যথাশক্তি চে'চালাম। বার্লিনবাসীদের প্রত্যেক উক্তির মধ্যেই দেখা দেয় এই 'jawohl!' কথাটা, 'ও'টাকে হ্রস্ব দীর্ঘ করে নানা ভাব বা ব্যঞ্জনা প্রকাশ করা হয় তাতে।

---

* মাদাম ব্যারনেস, আপনার ভৃত্য হতে পেরে আমি ধন্য। (ফরাসী) — সম্পাঃ

** নিশ্চয়। (জার্মান) — সম্পাঃ

*** পাগল নাকি আপনি? (জার্মান) — সম্পাঃ

ব্যারন ও ব্যারনেস দ্রুত ঘুরে গিয়ে আমার কাছ থেকে প্রায় ছুটে পালালেন। রাস্তার লোকেদের কেউ কেউ তা নিয়ে কথা কইতে শুরু করলে, কেউ কেউ আমার দিকে তাকালে অবাক হয়ে। তবে পরিষ্কার করে সব কিছু আমার মনে নেই।

সাধারণ পদচারণার গতিতে ফিরলাম পলিনা আলেক্সান্দ্রভনার কাছে। কিন্তু তার বেঞ্চের কাছে পৌঁছতে যখন আর একশ পা, তখন দেখি ছেলেমেয়েকে নিয়ে সে উঠে যাচ্ছে হোটেলের দিকে।

দরজার মুখে গিয়ে ওকে ধরলাম।

বললাম, 'দেখলেন তো, আপনার কথামতো দুরন্তপনা করে এলাম...'

'বেশ! এবার গিয়ে মেটান গে!' আমার দিকে তাকালেও না, সোজা ওপরে উঠতে শুরু করল।

সারা সন্ধ্যে হেঁটে বেড়ালাম। পার্কের মধ্যে দিয়ে গেলাম, তারপর বনের মধ্যে দিয়ে, হাজির হলাম অন্য এক কাউন্টিতে। একটা কুঁড়েয় গিয়ে ওমলেট আর মদ খাওয়া গেল। এবং এই পল্লীপ্রীতির জন্যে আমার নগদ দেড় টেলার খসল।

বাড়ি যখন ফিরলাম তখন এগারোটা। জেনারেল তক্ষুণি আমায় ডেকে পাঠালেন।

আমাদের দলটার জন্যে দুটি স্যুইট নেওয়া হয়েছিল হোটেলে, প্রত্যেকটা স্যুইটে দুটি করে ঘর। প্রথমটা একটা মস্ত সালোঁ, তাতে একটি গ্র্যান্ড পিয়ানো। এই ঘরের সঙ্গেই আর একটা বড়ো ঘর — এটা জেনারেলের বসার ঘর। এখানেই একটা ভয়ানক রাজসিক ভঙ্গিতে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তিনি অপেক্ষা করছিলেন আমার জন্যে। দ্য গ্রিয়ে সোফায় গড়াচ্ছিল।

'জিজ্ঞেস করতে চাই মশাই, কী করেছেন বলুন তো?' আমায় লক্ষ করে শুরু করলেন জেনারেল।

বললাম, 'সোজাসুজি বক্তব্যে আসাই ভালো জেনারেল। আজ এক জার্মানের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের কথাই আপনি জিজ্ঞেস করতে চান তো?'

'এক জার্মান মানে! ঐ জার্মানটি হলেন ব্যারন ভুরমেরহেল্ম, মস্ত লোক! তাঁর সঙ্গে এবং ব্যারনেসের সঙ্গে আপনি ভারি খারাপ ব্যবহার করেছেন।'

'একটুও না।'

'আপনি ওঁদের ভয় দেখিয়েছেন,' চেঁচিয়ে উঠলেন জেনারেল।

'মোটেই নয়। যখন বার্লিনে ছিলাম তখন কেবলি কানে আসত দু তিনটে কথার পরই ওরা jawohl কথাটা বলে আর বিছছিরি করে তাকে টেনে টেনে উচ্চারণ করে। এ্যাভেনিউতে যখন ওঁর সঙ্গে দেখা হয় তখন কেন জানি এই jawohl কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে যায় আর কী রকম যেন কথাটা আমায় পেয়ে বসে... তাছাড়া, যখনই ব্যারনেসের সঙ্গে দেখা হয় — এমন তিনবার ঘটেছে — তখন উনি এমনভাবে সোজা হেঁটে যান যেন আমি একটা পায়ে মাড়িয়ে যাবার মতো পোকা। নিশ্চয় মানবেন, আমারও সম্মান বোধ আছে। মাথার টুপি খুলে ভদ্রভাবে (সত্যিই ভদ্রভাবে) বলেছিলাম, 'Madame j'ai l'honneur d'être votre esclave।' ব্যারন ঘুরে দাঁড়িয়ে 'এ্যাই' বলে হাঁক ছাড়তে আমিও 'jawohl' না হেঁকে পারলাম না! কথাটা দুবার বলেছি, প্রথমটা স্বাভাবিকভাবে, দ্বিতীয়বার যথাসাধ্য টেনে টেনে। এইটুকু ব্যাপার।'

স্বীকার করা উচিত যে এই অতিশয় রকমের ছেলেমানুষী কৈফিয়তটা দিতে পেরে খুশিই লাগছিল। ব্যাপারটাকে যত পারা যায় বিদঘুটে করে তোলার একটা অদ্ভুত ইচ্ছে হয়েছিল আমার।

এবং বলতে শুরু করে বেশ জমে গিয়েছিলাম।

'ঠাট্টা হচ্ছে?' চেঁচিয়ে উঠলেন জেনারেল। ফরাসীটার দিকে ফিরে ফরাসী ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন যে আমি নেহাৎ যেচে একটা কেলেঙ্কারি ডেকে আনছি। বাঁকা উপহাসে কাঁধ ঝাঁকালে দ্য গ্রিয়ে।

আমি বললাম, 'আজ্ঞে না, ওসব কিছুই ভাববেন না, মোটেই তা নয়! আমার কাণ্ডটা অবিশ্যি ভালো হয় নি, তা আপনার কাছে খুব খোলাখুলিই স্বীকার করছি। ব্যাপারটাকে একটা নির্বোধ অভদ্র ফাজলামিও বলতে পারেন, কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। আপনাকে সত্যিই বলছি জেনারেল, তার জন্যে আমি ভয়ানক দুঃখিত। কিন্তু আর একটা কারণ আছে যার জন্যে, আমার ধারণা, দুঃখ বোধ না করলেও পারি। ইদানীং গত দুই কি তিন সপ্তাহ যাবৎ আমি মোটেই সুস্থ নই — কী রকম যেন পীড়িত, উত্তেজিত, উত্যক্ত হয়ে আছি, নানা রকম উৎকল্পনায় পেয়ে বসে আমাকে, মাঝে মাঝে একেবারেই আত্মসংযম হারিয়ে বসি। সত্যি বলছি, কয়েকবার ভয়ঙ্কর ইচ্ছে হয়েছে হঠাৎ মার্কুইস দ্য গ্রিয়ের দিকে ফিরে... কিন্তু থাক, বলে লাভ নেই, উনি হয়ত অপমানিত বোধ করবেন। মোট কথা এ সব একটা ব্যাধির লক্ষণ। জানি না,

ব্যারনেস ভুরমেরহেল্মের কাছে যখন ক্ষমা চাইতে যাব (ক্ষমা চাইতে যাব বলেই ঠিক করেছি) তখন তিনি এ ঘটনা বিবেচনা করে দেখবেন কিনা। দেখবেন না বলেই আমার ধারণা; সেটা আরো এই কারণে যে, যতদূর আমি জানি, আইন আদালতের মহলে ইদানীং এই কৈফিয়তটার বড়ো অপব্যবহার হচ্ছে: ফৌজদারী মামলায় উকিলেরা তাদের মক্কেলদের, আসামীদের প্রায়ই এই বলে সমর্থন করতে শুরু করেছে যে অপরাধের সময় তাদের জ্ঞান ছিল না কী করছে, ওটা নাকি এক ধরনের ব্যাধি। — অজ্ঞানে খুন আর কী! আর জানেন জেনারেল, চিকিৎসাশাস্ত্রও তাদের সমর্থন করছে, বলছে, সত্যিই এ রকমের একটা ব্যাধি আছে, এক ধরনের সাময়িক উন্মত্ততা, মানুষের তখন কোনো জ্ঞানই থাকে না অথবা আধা কি সিকি পরিমাণ থাকে। কিন্তু ব্যারন আর ব্যারনেস হলেন সেকেলে লোক, তাছাড়া প্রুশিয়ান য়ুঙ্কার এবং ভূস্বামী। আইনশাস্ত্র ও চিকিৎসাশাস্ত্রের এই প্রগতির খবর ওঁদের না জানারই কথা, তাই আমার কৈফিয়তও হয়ত মানতে চাইবেন না। আপনার কী মনে হয় জেনারেল?'

'থাক, মশাই,' অবরুদ্ধ ক্রোধে রূঢ়ভাবে বলে উঠলেন জেনারেল, 'যথেষ্ট হয়েছে, আপনার ফাজলামির কবল থেকে আমি চিরকালের মতো রেহাই পাওয়ার ব্যবস্থা করছি। ব্যারন আর ব্যারনেসের কাছে আপনার ক্ষমা চাইতে হবে না। আপনার সঙ্গে কোনো রকম সম্পর্কে আসাই ওঁদের কাছে অপমানকর, এমনকি ক্ষমা চাইতে যাওয়াটাও। আপনি আমার সংসারের লোক জানতে পেরে ব্যারন কুরসালে আমার সঙ্গে কথা বলেন; আর একটু গড়ালেই, উনি আমায় ডুয়েলেই ডাকতেন। বুঝেছেন মশায়, আমায় — এই আমায় আপনি কোথায় ঠেলে দিয়েছেন? আমি — মানে আমি — ব্যারনের কাছে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হয়েছি, তাঁকে কথা দিয়েছি যে এই মুহূর্তে, আজকে থেকেই আপনার আর আমার সংসারে থাকা চলবে না।'

'এক মিনিট জেনারেল, এক মিনিট, এই যে আপনি বলছেন, আপনার সংসারে আমার থাকা চলবে না, ঠিক এই দাবিটাই কি উনি করেন?'

'উনি দাবি করেন নি, আমি নিজে থেকেই কথাটা বলা উচিত মনে করেছি এবং স্বভাবতই উনি খুশি হন। আপনাকে মশাই বিদায় নিতেই হচ্ছে। এখানকার হিসেব মতো চার ফ্রিদারিখ্‌স্‌দর তিন ফ্লোরিন আপনার পাওনা। এই নিন টাকা, আর এই হিসেব — মিলিয়ে দেখতে পারেন। বিদায়। এরপর

থেকে আপনার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আপনাকে নিয়ে আমাদের কেবল ঝঞ্ঝাটই সার হয়েছে। ওয়েটারকে ডেকে এখুনি বলে দিচ্ছি, কাল থেকে আপনার হোটেল খরচের জন্যে আমার আর দায় থাকবে না। এবার পথ দেখতে পারেন, জাঁহাপনা।'

টাকাটা আর পেনসিলে লেখা হিসাবের কাগজটা নিয়ে নমস্কার জানিয়ে গম্ভীর ভাবে বললাম:

'এ ভাবে তো শেষ হতে পারে না জেনারেল। ব্যারনের কাছে আপনাকে একটা বিশ্রী অবস্থায় পড়তে হয়েছিল বলে আমি ভারি দুঃখিত, কিন্তু মাপ করবেন, সেটা আপনারই দোষ। আমার হয়ে ব্যারনকে আপনি জবাবদিহি করতে গেলেন কী বলে? আমি আপনার সংসারের লোক, এ কথারই বা মানেটা কী? আমি আপনার বাড়ির একজন মাস্টার, ব্যস। আপনার ছেলে নই, আপনার পোষ্য নই, আমার কাজের জন্যে আপনি জবাবদিহি করতে পারেন না। আইনত আমি সাবালক, পঁচিশ বছর বয়স, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট, বংশটাও অভিজাত, আপনার সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই। এক্ষুণি যে আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি না, আমার হয়ে কৈফিয়ত দেবার ভার আপনি কেন নিলেন তার পুরো কৈফিয়ত দাবি করছি না, সেটা কেবল আপনার মর্যাদার প্রতি অসীম শ্রদ্ধাবশতই।'

জেনারেল এমন হতভম্ব হয়ে গেলেন যে অসহায়ের মতো দুই হাত প্রসারিত করলেন শুধু। তারপর ফরাসীটার দিকে ফিরে তাড়াতাড়ি করে বোঝালেন, আমি ওঁকে প্রায় ডুয়েলে আহ্বান করতে চাইছিলাম। হোহো করে হেসে উঠল ফরাসীটা।

'আমি কিন্তু ব্যারনকে ছাড়ছি না,' দ্য গ্রিয়ের হাসিতে এতটুকু বিচলিত না হয়ে স্থির কণ্ঠে বলে গেলাম, 'এবং জেনারেল, আপনি যেহেতু ব্যারনের নালিশে কান দিয়েছেন, ওর পক্ষ নিয়ে ব্যাপারটায় নিজেকেও জড়িয়ে ফেলেছেন, তাই আপনাকে সবিনয়ে জানিয়ে রাখি যে কালকের মধ্যেই আমি নিজের পক্ষ থেকে ব্যারনের কাছে কৈফিয়ত দাবি করব: আমার ব্যাপারে কেন তিনি আমায় টপকে তৃতীয় পক্ষের কাছে নালিশ করেছেন? যেন নিজের কাজের জবাবদিহি করার ক্ষমতা বা যোগ্যতা আমার নেই।'

যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই ঘটল। জেনারেল এই নতুন নির্বুদ্ধিতার ঘোষণায় ভয়ানক ভয় পেয়ে গেলেন।

'মানে, কী বলছেন — আপনি সত্যিই এই কেলেঙ্কারির জের টানতে চান নাকি?' চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, 'আমার তাতে কী অবস্থা দাঁড়াবে ভেবে দেখেছেন? উহ্ ভগবান! শুনুন মশাই ওসব করতে যাবেন না বলছি, করতে যাবেন না। নইলে, দিব্যি দিয়ে বলছি — এখানেও কর্তৃপক্ষ বলে একটা বস্তু আছে এবং আমি — আমি — মানে আমার পদমর্যাদা — এবং ব্যারনের পদমর্যাদার জোরে — সোজা কথা পুলিস দিয়ে আপনাকে গ্রেপ্তার করে বহিষ্কৃত করা হবে যাতে হাঙ্গামা করতে না পারেন। বুঝেছেন!' রাগে দম আটকে আসছিল তাঁর, তবু টের পেলাম ভারি ভয় পেয়েছেন তিনি।

'জেনারেল,' এমন একটা শান্ত সুরে জবাব দিলাম যা জেনারেলের পক্ষে সইতে পারা কঠিন, 'গুণ্ডামি হবার আগেই কাউকে গুণ্ডামির দায়ে গ্রেপ্তার করা যায় না। ব্যারনের সঙ্গে এখনো তো আমার কথা শুরু হয় নি, কী ভাবে এবং কী যুক্তিতে সেটা করব তা এখনো আপনি জানেন না। আমি শুধু বোঝাতে চাইছিলাম, যে আমি কারো অভিভাবকত্বের অধীন, আমার ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপর কেউ খবরদারি খাটাতে পারেন, এটা ধরে নেওয়া আমার পক্ষে অপমানকর। খামোকাই আপনি অমন ভয় পাচ্ছেন এবং বিচলিত হচ্ছেন।'

'ভগবানের দোহাই, ভগবানের দোহাই আলেক্সেই ইভানভিচ, পাগলামি ছাড়ুন,' হঠাৎ রাগের সুর পালটে মিনতির কণ্ঠে এবং সত্যি সত্যিই আমার দুই হাত ধরে বিড়বিড় করে জেনারেল বলে উঠলেন। 'ভেবে দেখুন তাতে কী লাভ? ফের একটা অশান্তি। আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন যে আমায় এখানে খুব সামলে চলতে হবে, বিশেষ করে এখন... ওহ্, আপনি জানেন না, কী আমার অবস্থা আপনি জানেন না!.. এখান থেকে চলে যাবার পর ফের আপনাকে চাকরিতে নেব। আমি এখন শুধু ওটা এমনি বলছি। মানে, কারণগুলো তো আপনি জানেন। আলেক্সেই ইভানভিচ!' মরীয়া হয়ে বলে উঠলেন তিনি, 'ভেবে দেখুন আলেক্সেই ইভানভিচ!'

দরজার দিকে যেতে যেতে আর একবার বললাম, কোনো ভাবনা নেই, শেষ পর্যন্ত শোভনভাবেই সব উৎরোবে, তারপর তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলাম ঘর থেকে।

বিদেশে রুশীরা মাঝে মাঝে ভারি ভীরু হয়ে পড়ে, ভয়ানক ভয় পায় লোকে কী বলবে, কী ভাববে; অমুক জিনিসটা কি শোভন হবে? অর্থাৎ,

নিতান্তই এক কর্সেট-আঁটা জীব তারা, বিশেষ করে যারা নিজেদের গণ্যমান্য বলে ভাবে। তাদের সবচেয়ে স্বস্তি একটা চিরাচরিত ঠাটে, এটা তারা দাসের মতো মেনে চলে — হোটেলে, পরিভ্রমণে, আসরে, যাত্রাপথে... তদ্‌পরি জেনারেল অবিশ্যি মুখ ফসকে বলে ফেললেন যে এছাড়াও তাঁর অবস্থাটা এমন যে 'ভয়ানক সামলে' থাকতে হবে। সেই জন্যেই অমন হঠাৎ করে কাপুরুষের মতো ভয় পেয়ে সুর পালটে নেন। সেটা আমি হিসেবে রাখলাম। জানতাম, বোকামি করে পরদিন কর্তৃপক্ষের কাছে উনি আবেদন করেও বসতে পারেন, আমায় সত্যিই সাবধান থাকতে হবে।

তবে, বিশেষ করে জেনারেলকেই চটাব তেমন ইচ্ছে আমার এতটুকু ছিল না; এখন ইচ্ছে হল পলিনাকে চটিয়ে দিই! আমার সঙ্গে ও এমন নিষ্ঠুরতা করেছে, এমন একটা বোকামির পথে আমায় ঠেলে দিয়েছে যে আমারও ভারি ইচ্ছে হচ্ছিল ওকে এমন জব্দে ফেলি যে ও নিজে থেকেই বলবে থামুন। আমার ফাজলামিটার পরিণামে শেষ পর্যন্ত ওর মাথাও তো হেঁট হতে পারে। তাছাড়া, টের পাচ্ছিলাম আমার ভেতরে অন্য কতকগুলো অনুভূতি অভিলাষও মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। যেমন ধরুন, পলিনার কাছে আমি ইচ্ছে করে নগণ্য হয়ে থাকলেও তার অর্থ এই নয় যে অন্যেরাও আমাকে কীটাণুকীট বলে ভাববে। ব্যারন আমায় 'ছড়ি পেটা করবে' সেটি হচ্ছে না। ইচ্ছে হচ্ছিল ওদের সবাইকেই উপহাসাস্পদ করে তুলি, নিজে বেরিয়ে আসি নায়ক হয়ে। দেখুক একবার সবাই। কেলেঙ্কারির ভয়ে ও নিশ্চয় আমায় থামতে বলবে, আর যদি নাও বলে তাহলেও অন্তত বুঝবে যে আমি নেহাৎ একটা কীটাণুকীট নই...

(জবর খবর: এই মাত্র সিঁড়িতে আমাদের আয়ার কাছ থেকে শুনলাম মারিয়া ফিলিপোভনা একা একাই আজ সন্ধ্যের ট্রেনে কার্লসবাড গেছেন তার জ্ঞাতি বোনের সঙ্গে দেখা করতে। ব্যাপারটা কী? আয়া বললে অনেক দিন আগে থেকেই নাকি যাবার কথা, কিন্তু কেউ তা জানত না সেটা কী রকম? কিংবা হয়ত একমাত্র আমিই জানতাম না। আয়ার মুখ থেকে বেরুল যে গত পরশু মারিয়া ফিলিপোভনার সঙ্গে জেনারেলের কী একটা জরুরী কথা হয়েছে। আচ্ছা! নিঃসন্দেহে মাদমোয়াজেল ব্লাঁশ সম্পর্কে। হ্যাঁ, গুরুতর কিছু একটা ঘটতে চলেছে।)

৭

পরদিন সকালে ওয়েটারকে ডেকে বললাম, এবার থেকে আমার ঘরের জন্যে বিল যেন সে আমায় আলাদা দেয়। ঘরটার ভাড়া এত বেশি নয় যে আমার হোটেল ছেড়ে যাবার দরকার পড়ে! ষোল ফ্রিদারিখ্স্ দের আমার আছে এবং, এবং — হয়ত টাকা করেও ফেলতে পারি! আশ্চর্য — এখনো কিছুই জিতি নি তবু আমার কাজকর্ম ভাবনাচিন্তা সবই বড়োলোকের মতো, বড়োলোক ছাড়া নিজেকে ভাবতেই পারি না।

আমাদের হোটেল থেকে অনতিদূরে হোটেল d'Angleterre, সেখানে মিঃ অ্যাস্টলি থাকেন। সময়টা খুব সকাল হলেও ভাবছিলাম তক্ষুণি গিয়ে দেখা করব, এমন সময় দ্য গ্রিয়ে ঘরে ঢুকল। এমন ব্যাপার আগে কখনো ঘটে নি, তাছাড়া এই ভদ্রলোকের সঙ্গে ইদানীং আমার সম্পর্কটা খুবই অবনিবনার। আমার প্রতি অশ্রদ্ধা চেপে রাখারও চেষ্টা ও করে না, বস্তুত সেটা প্রকাশ করতেই বরং যথাসাধ্য করে। এবং আমি — ওর প্রতি অনুরাগ পোষণ না করার একটা নিজস্ব কারণ আমার ছিল। সংক্ষেপে আমি ওকে দেখতে পারি না। তাই ওর আগমনে ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গেলাম। বুঝতে দেরি হল না যে বিশেষ কিছু একটা পাকিয়েছে।

ভারি ভদ্রভাবে এসে ঘরখানার তারিফ করলে। আমার হাতে টুপি দেখে বিস্ময় প্রকাশ করলে, সে কি এত সকালেই বেড়াতে যাচ্ছি নাকি? মিঃ অ্যাস্টলির কাছে কাজে যাচ্ছি শুনে কী যেন ভাবল, বেশ দুশ্চিন্তা ফুটে উঠল মুখে।

সব ফরাসীর মতোই দ্য গ্রিয়েও যখন নিজের দরকার এবং সুবিধা তখন ভারি অমায়িক ও হাসিখুশি, কিন্তু যখন হাসিখুশি ও অমায়িকতার প্রয়োজন থাকে না তখন অসহ্য রকমের নিষ্প্রাণ। স্বভাবের দিক থেকে ফরাসীরা অমায়িক হয় কদাচিৎ, তাদের অমায়িকতা যেন বরাত করা, হিসেব মাফিক। যেমন কোনো ফরাসী যদি ভাবে যে খুব একটা উৎকেন্দ্রিক, মৌলিক, বাতিকগ্রস্ত হতে হবে, তাহলেও অতি নির্বোধ ও অস্বাভাবিক তার সে বাতিকটা কিন্তু বহুপ্রচলিত মামুলী পথেই চলবে। কূপমণ্ডূকতা, অকিঞ্চিৎকরতা আর গতানুগতিকতা দিয়েই আসল ফরাসী গড়া। এক কথায় তার মতো একঘেয়ে লোক দুনিয়ায় আর নেই। আমার মতে ফরাসীকে দেখে

মুগ্ধ হয় কেবল আনকোরারা, বিশেষ করে রুশী কন্যারা। যে-কোনো বুদ্ধিমান লোকের চোখেই এই ড্রয়িং-রুমী সৌজন্য, অন্তরঙ্গতা ও হাসিখুশির ছক-বাঁধা আনুষ্ঠানিকতাটা সঙ্গে সঙ্গেই ধরা পড়বে এবং অসহ্য লাগবে।

'কাজে এসেছিলাম,' ও শুরু করলে খুবই উদাসীন সুরে যদিও বেশ ভদ্রভাবেই, 'লুকব না যে আমি এসেছি জেনারেলের কাছ থেকে দূত, বা বলা ভালো, মধ্যস্থ হিসাবে। রুশ ভাষা বিশেষ না জানায় গতকালকার ব্যাপারটা প্রায় কিছুই বুঝি নি, কিন্তু জেনারেল আমায় সব বুঝিয়ে দিয়েছেন, এবং স্বীকার করছি...'

বাধা দিয়ে বললাম, 'শুনুন ম'সিয়ে দ্য গ্রিয়ে, এ ব্যাপারেও তাহলে আপনি মধ্যস্থতায় নেমেছেন। আমি অবিশ্যিই একটা un outchitel মাত্র, এ পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা বিশেষ রকমের অন্তরঙ্গ হবার সৌভাগ্য আমার হয় নি, ফলে সব ব্যাপারটা জানি না। তাই বলুন তো: আপনি সত্যিই কি এ'দের একজন হয়ে উঠেছেন? কেননা আজকাল সব-কিছুতেই যেন আপনি অংশ নিচ্ছেন, এ'দের সবকিছু ব্যাপারেই আপনি অনিবার্য এক মধ্যস্থ...'

প্রশ্নটা ওর পছন্দ হল না। একেবারে খোলামেলা প্রশ্ন, অথচ ধরা দেবার কোনো ইচ্ছে ছিল না তার।

'জেনারেলের সঙ্গে আমার যোগাযোগ খানিকটা কার্যব্যপদেশে, এবং খানিকটা, বিশেষ কয়েকটা কারণে,' ও বললে ঠাণ্ডা গলায়, 'গতকাল যে অভিপ্রায় আপনি জানিয়েছেন তা পরিত্যাগ করার জন্য জেনারেল আমায় বলতে পাঠিয়েছেন। আপনার মতলবটা খুবই রগড়ের হতে পারে সন্দেহ নেই, কিন্তু আপনি পারবেন না, বিশেষ করে এই কথাটাই বলতে বলেছেন জেনারেল। ব্যারন আপনার সঙ্গে দেখা করবেন না, তদুপরি আপনার পক্ষ থেকে বাড়তি কোনো অশান্তির ঘটনা নিরোধ করার উপায় তাঁর হাতে আছে। এটা নিশ্চয় আপনি মানবেন। তাছাড়া ব্যাপারটার জের টেনে কী লাভ হবে বলুন। জেনারেল তো কথাই দিচ্ছেন, প্রথম সুযোগেই আপনাকে ফের তাঁর সংসারে নেবেন এবং ততদিন পর্যন্ত আপনার বেতন চালিয়ে যাবেন, vos appointements। এতো ভালো কথা, নয় কি?'

আমি শান্তভাবে জানালাম যে তার একটু ভুল হয়েছে। ব্যারন আমায় তাড়িয়ে দেবার বদলে বরং হয়ত আমার কথাই শুনবেন। অনুরোধ করলাম,

তার চেয়ে দয়া গিয়ে বরং স্বীকার করুন যে আমি ঠিক কী ভাবে কী করব সেইটে জানতেই ওঁর আসা।

'হায় ভগবান! জেনারেলের যখন এত আগ্রহ তখন আপনি কী ভাবে এগুতে চান তা জানতে উনি চাইবেন বৈকি। সে তো খুবই স্বাভাবিক!'

আমি ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে শুরু করলাম। গা এলিয়ে মাথাটা একটু কাত করে ও শুনতে শুরু করলে। মুখে একটা অনাবৃত বিদ্রূপের আভাস। সাধারণভাবে খুবই একটা দেমাক নিয়ে ছিল সে। আমি যথাসাধ্য ভান করার চেষ্টা করলাম যে আমি ব্যাপারটাকে সাতিশয় গুরুত্ব দিয়ে দেখছি। বুঝিয়ে বললাম যে আমি বুঝি জেনারেলের চাকর এইটে ধরে নিয়ে ব্যারন যে আমার নামে জেনারেলের কাছে নালিশ করেছেন, তাতে প্রথমত, আমার চাকরিটি খোয়া গেছে এবং দ্বিতীয়ত, আমাকে তিনি অপমান করেছেন এইটে ধরে নিয়ে যে আমি আমার হয়ে জবাবদিহি করতে অক্ষম, আমার সঙ্গে যেন কথাই বলা চলে না। স্বভাবতই আমি ন্যায়তই অপমানিত বোধ করেছি। অবিশ্যি বয়স, সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদির তফাতের কথা ভেবে (এইখানে হাসি চাপা আমার প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল) আমি আর একটা অকম্ম করব, অর্থাৎ ব্যারনের সঙ্গে সোজাসুজি ডুয়েল লড়ব, বা ডুয়েলের কথা তুলব, এমন কথা অবিশ্যি ভাবি নি। তাসত্ত্বেও, ব্যারনের কাছে এবং তদধিক ব্যারনেসের কাছে আমার মার্জনা চাইবার অধিকার আমার নিশ্চয় আছে বলে আমি মনে করি, এবং সেটা আরো এই কারণে যে ইদানীং আমি ভারি অসুস্থ, উত্তেজিত এবং বলা যেতে পারে, উৎকল্পনা ইত্যাদিতে পীড়িত বোধ করছি। কিন্তু কাল ব্যারন জেনারেলের কাছে নালিশ করে আমায় যেভাবে অপমান করেছেন এবং জেনারেল যাতে আমায় বরখাস্ত করেন তার জন্য জেদ ধরে আমায় এমন একটা অবস্থায় ফেলে দিয়েছেন যে এখন আর ব্যারন ও ব্যারনেসের কাছে মার্জনা চাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কেননা তাহলে ওঁরা দুজন চাই কি গোটা দুনিয়াই হয়ত ভাববে যে আমি মার্জনা চাইছি বিপদে পড়ে, চাকরি ফিরে পাবার আশায়। এ থেকে দাঁড়ায় যে আমি এখন ব্যারনকেই এ কথা বলতে বাধ্য যে তাঁকেই প্রথমে মার্জনা চাইতে হবে, অবিশ্যি খুবই নরম গোছের একটা মার্জনা — যেমন উনি বলতে পারেন আমাকে অপমান করার কোনো উদ্দেশ্য ওঁর ছিল না। ব্যারন তা বলার পর আমি ভারমুক্ত বোধ করব, তখন অকপটে

আন্তরিকভাবে আমি ক্ষমা চাইতে পারি। সংক্ষেপে, আমি এই বলে শেষ করলাম, — ব্যারন আমায় ভারমুক্ত করে দিন, এইটুকুই আমার অনুরোধ।

'দূর, দূর! যত সব বাজে খুঁতখুঁতি আর সূক্ষ্ম মান অপমান বোধ! আপনিই বা ক্ষমা চাইবেন কেন? নিশ্চয় মানবেন মঁসিয়ে যে আপনি এ সব পাকাতে চাইছেন শুধু জেনারেলকে চটাবার জন্যে... কিংবা হয়ত আপনার নিজস্ব কোনো একটা উদ্দেশ্য আছে... mon cher monsieur... pardon, j'ai oublié votre nom, monsieur Alexis?.. n'est-ce pas?*'

'মাপ করবেন, mon cher marquis**, কিন্তু তা নিয়ে আপনার কী?'

'Mais le général...'***

'জেনারেলেরই বা তাতে কী? কাল উনি কী সব যেন সামলে টামলে চলতে হবে বলছিলেন... মনে হল ভারি উৎকণ্ঠায় আছেন... কিন্তু আমি কিছুই বুঝলাম না।'

'তার একটা কারণ আছে, খুবই বিশেষ একটা কারণ,' মিনতির সুরেই বলল দ্য গ্রিয়ে, কিন্তু তার সুরে ক্রমেই বিরক্তি ফুটে উঠছিল, 'মাদমোয়াজেল দ্য কমেঁজকে তো আপনি জানেন, তাই না?..'

'ম্যানে মাদমোয়াজেল ব্লাঁশ?'

'মানে হ্যাঁ, মাদমোয়াজেল ব্লাঁশ দ্য কমেঁজ... et madame sa mère...**** আপনিই ভেবে দেখুন, জেনারেল... মানে জেনারেল ভালোবাসেন এবং... এবং... বিয়েও হতে পারে। ভেবে দেখুন তেমন অবস্থায় নানা রকম কেলেঙ্কারি, হাঙ্গামা...'

'কিন্তু বিয়ের সঙ্গে কেলেঙ্কারি হাঙ্গামার কোনো সম্পর্ক তো আমি কিছু দেখছি না।'

---

* প্রিয় মঁসিয়ে, মাপ করবেন আপনার নামটা আমার ঠিক মনে নেই, মঁসিয়ে আলেক্সেই, তাই না? (ফরাসী) — সম্পাঃ

** প্রিয় মার্কুইস। (ফরাসী) — সম্পাঃ

*** কিন্তু জেনারেল। (ফরাসী) — সম্পাঃ

**** আর তাঁর মা। (ফরাসী) — সম্পাঃ

'কিন্তু le baron est si irascible, un caractère prussien, vous savez, enfin il fera une querelle d'Allemand।*'

'কিন্তু সে তো আমার সঙ্গে, আপনাদের সঙ্গে নয়, কেননা আমি তো আর এ বাড়ির লোক নই...' (ইচ্ছে করেই যথাসাধ্য বোকার মতো কথা কইবার চেষ্টা করলাম।) 'কিন্তু মাপ করবেন, মাদমোয়াজেল ব্লাঁশ জেনারেলকে বিয়ে করবেন, সেটা তাহলে ঠিকঠাক হয়ে গেছে? তাহলে অপেক্ষা করা হচ্ছে কেন? মানে, বলছি কি, আমাদের কাছে, ঘরের লোকেদের কাছে তা চেপে রাখার কী আছে?'

'আমি ঠিক বলতে পারি না, মানে এখনো একেবারে পাকা হয় নি, — তবে... জানেন তো, রাশিয়া থেকে খবরের অপেক্ষা করছেন সবাই; জেনারেলকে বিষয় আশয় ঠিক করে নিতে হবে তো।'

'ও হ্যাঁ, la baboulinka!**'

দ্বেষ-চোখে বিদ্বেষ নিয়ে দ্য গ্রিয়ে তাকাল আমার দিকে।

বাধা দিয়ে বললে, 'মোট কথা, আপনার সহজাত সৌজন্য, আপনার বুদ্ধি, আপনার বিবেচনার ওপর আমি পুরোপুরি ভরসা করছি — ঘরের ছেলের মতো যে পরিবারে ঠাঁই পেয়েছেন, প্রীতি ও মর্যাদা পেয়েছেন, তাঁদের জন্য এটা আপনার অবশ্যই করা উচিত...'

'কিন্তু — আমি তো বরখাস্ত! আপনি এখন এসে বলছেন, এটা নিতান্তই লোক দেখানি। কিন্তু নিশ্চয় মানবেন যে কেউ যদি আপনাকে বলে, — আমি অবিশ্যি তোমার কান মলতে চাই না, কিন্তু শুধু লোক দেখানির খাতিরে একটু মলতে দাও... তাহলে যা দাঁড়ায় সেটা এই একই ব্যাপার নয় কি?'

'তাই যদি হয়, অনুরোধে যদি আপনি না টলেন, তাহলে,' কড়া ঔদ্ধত্যের সঙ্গে শুরু করলে সে, 'আপনাকে জানিয়ে রাখি যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এখানে কর্তৃপক্ষ আছেন, আজই বিতাড়িত হবেন আপনি, — que diable! un blanc-bec comme vous*** কিনা ব্যারনের মতো এক

---

* ব্যারন ভারি রগচটা জানেন তো, প্রুশীয় চরিত্র, মোট কথা একটা বাজে ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া বাধিয়ে বসবেন। (ফরাসী) — সম্পাঃ

** কর্তামা। (রুশ) — সম্পাঃ

*** কী কান্ড! আপনার মতো একটা দুগ্ধপোষ্য। (ফরাসী) — সম্পাঃ

লোককে চ্যালেঞ্জ করবেন! ভাবছেন নির্বিঘ্নে থাকবেন? জেনে রাখুন, কেউ আপনাকে এখানে ভয় করে না! অনুরোধ করতে এসেছিলাম সে শুধু আমার নিজের উদ্যোগে, জেনারেলকে আপনি দুর্ভাবনায় ফেলেছেন বলে। তাছাড়া, সত্যিই কি আপনি ভাবছেন যে ব্যারন চাকর দিয়ে আপনাকে স্রেফ অর্ধচন্দ্র দেবেন না?'

'কিন্তু, আমি নিজে তো আর যাব না,' অসাধারণ শান্ত গলায় জবাব দিলাম, 'আপনার ভুল হয়েছে মঁসিয়ে দ্য গ্রিয়ে — যা ভাবছেন তার চেয়ে ঢের সুষ্ঠুভাবেই সবকিছু করা হবে। আমি এখুনি মিঃ অ্যাস্টলির কাছে যাচ্ছি, তাঁকে বলব আমার মধ্যস্থ অর্থাৎ ডুয়েলে আমার দোসর হতে। আমায় উনি পছন্দ করেন, আপত্তি করবেন না। ব্যারনের কাছে উনি যাবেন, ব্যারন তাঁকে স্বাগত করবেন। আমি নিজে একটা un outchitel হতে পারি, মনে হতে পারে যে আমি ধর্তব্যের মধ্যে নই, এবং অসহায় নিশ্চয়ই, কিন্তু মিঃ অ্যাস্টলি হলেন এক লর্ডের ভাইপো, সত্যিকারের লর্ড — লর্ড পিয়ারব্রুক, সবাই জানে তা, এবং সেই লর্ড নিজে হাজির! নিশ্চিত থাকতে পারেন যে ব্যারন সৌজন্য প্রকাশে কুণ্ঠিত হবেন না, বক্তব্য শুনবেন। যদি না শোনেন তাহলে মিঃ অ্যাস্টলি সেটাকে ব্যক্তিগত অপমান বলে গণ্য করবেন (জানেনই তো ইংরেজরা কী ভীষণ একরোখা), ব্যারনের কাছে তাঁর কোনো বন্ধুকে পাঠাবেন — আর বন্ধুরা ওঁর হেঁজিপেঁজি নয়। এই সব ভেবে দেখলে বুঝবেন যা ভাবছেন ঠিক তেমনটি হয়ত ঘটবে না।'

ফরাসীটা সত্যিই ভয় পেল। সত্যিই সবই বেশ বিশ্বাসযোগ্য শোনাল, মনে হল তাহলে সত্যিই আমি একটা হাঙ্গামা বাধিয়ে বসতে পারি।

সত্যিই মিনতি সুরে সে বললে, 'কিন্তু মিনতি করছি, আপনাকে, এসব ছাড়ুন! একটা হাঙ্গামা হবে এতেই দেখছি আপনার আনন্দ! ক্ষোভ নিরসন নয়, আপনার লক্ষ্য শুধু একটা কেলেঙ্কারি করা! আগেও বলেছি, এ সবই খুব মজাদার, বলতে কি খুবই রসিকসুলভ, রগড়ই হয়ত আপনার লক্ষ্য, কিন্তু...' আমি উঠে টুপি হাতে নিচ্ছি দেখে সে কথা শেষ করলে, 'মানে, একজনের কাছ থেকে কয়েক লাইনের একটা চিঠি আপনাকে দিতে এসেছিলাম। পড়ে দেখুন, আমায় জবাব নিয়ে যেতে বলা হয়েছে।'

এই বলে আটা দিয়ে আঁটা দু-ভাঁজ করা একটুকরো কাগজ আমায় সে দিলে।

পলিনা লিখেছে:

'মনে হচ্ছে আপনি কান্ডটার জের টানতে চান। চটেছেন, বেয়াড়াপনা শুরু করেছেন। কিন্তু এর সঙ্গে একটা গুরুতর ব্যাপার জড়িয়ে আছে, পরে হয়ত আপনাকে তা বুঝিয়ে বলব। তাই দয়া করে থামুন, ঠান্ডা হন। কী পাগলামি দেখুন দিকি! আপনাকে আমার দরকার, আপনি নিজেই বলেছিলেন আমার কথা মানবেন। শ্লাঙ্গেনবের্গের কথা ভুলবেন না! অনুরোধ করছি, যদি চান তো আদেশ করছি, অবাধ্য হবেন না। আপনার প.।

'পুঃ গতকালের ব্যাপারটায় যদি রাগ করে থাকেন, তাহলে মার্জনা করবেন।'

পড়তে পড়তে চোখ ঘুলিয়ে উঠল। ঠোঁট বিবর্ণ হয়ে গেল, কাঁপুনি লাগল। আমার বিচলিত ভাবটা না দেখার জন্যেই যেন চোখ ফিরিয়ে ভয়ানক একটা ভদ্রতার ভাব নিয়ে চেয়ে রইল হতভাগা ফরাসীটা। এর চেয়ে সে যদি সোজাসুজি হেসে উঠত তাহলেও বরং ভালো হত।

বললাম, 'বেশ, মাদমোয়াজেলকে বলুন ভাবনা নেই। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই,' যোগ করলাম রূঢ়ভাবে, 'চিঠিটা আগে দেন নি কেন? বাজে কথা নিয়ে বকবক না করে আপনি চিঠিটা দিয়েই শুরু করতে পারতেন — যদি আপনি অবশ্য ঠিক এই উদ্দেশ্যেই এসে থাকেন।'

'ওটা... মানে আমি ভেবেছিলাম — সমস্ত ব্যাপারটাই এমন খাপছাড়া যে আমার স্বাভাবিক অধৈর্যটা মাপ করবেন। ভেবেছিলাম, আপনার অভিপ্রায়টা কী সেটা আপনার মুখ থেকেই আগে শুনি। তাছাড়া, চিঠিতে কী লেখা আছে জানি না, মনে হয়েছিল যখন হোক দিলেই চলবে।'

'বোঝা যাচ্ছে, যদি একান্ত দরকার পড়ে তবেই চিঠিটা দেবেন, আলাপ করে মিটিয়ে নিতে পারলে আর দেবেন না, এই কথা ছিল, তাই না? বলুন ম'সিয়ে দ্য গ্রিয়ে, সিধে জবাব দিন!'

'Peut-être,'* আমার দিকে কেমন একটা অদ্ভুত করে চেয়ে খুব একটা সংযত ভাব নিয়ে বললে সে।

আমি টুপি নিলাম; মাথা নুইয়ে সে চলে গেল। মনে হল ঠোঁটে যেন তার বিদ্রূপের হাসি। বটেই তো, না হেসে পারে কি?

---

* হতে পারে। (ফরাসী) — সম্পাঃ

'তোমার সঙ্গে একদিন আমার হবে ফরাসী, দেখা যাবে কার কত দৌড়!' সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বিড়বিড়িয়ে বললাম।

তখনো ঠিক চিন্তা করতে পারছিলাম না, মাথায় যেন বোঁ বোঁ করছে। বাতাসে এসে একটু সুস্থ লাগল।

মিনিট দুয়েক পরে, পরিষ্কার করে খানিকটা যখন চিন্তা করতে পারলাম, দুটি কথা আমায় ভাবিয়ে তুললে। এক, নেহাৎ বাজে এই ব্যাপারটায় এইটুকু দুরন্তপনায়, আগের দিন নেহাৎ এক ছোকরার মুখ থেকে খসা অবিশ্বাস্য একটা হুমকিতেই এমন সার্বজনীন আতঙ্ক দেখা দিতে পারল! দুই, পলিনার ওপর ফরাসীটার প্রভাব কতটা? ওর একটি কথাতেই যা চায় তাই করে পলিনা, চিঠি লেখে, এমনকি মিনতি করে আমায়। প্রথম থেকেই, ওদের সঙ্গে জানাশোনা হওয়া যাবৎ ওদের সম্পর্কটা আমার কাছে অবিশ্যি রহস্যময়ই লেগেছিল। কিন্তু কিছুদিন থেকে ফরাসীটার প্রতি ওর একটা আমূল বিতৃষ্ণা এমনকি ঘেন্নাই লক্ষ করেছি আমি, ফরাসীটাও ওর দিকে তাকায় না পর্যন্ত, সাধারণ ভদ্রতাটুকুও রাখে না। এটা আমি লক্ষ করে দেখেছি। এই বিতৃষ্ণার কথাটা পলিনা নিজেই আমায় বলেছে — অতি তাৎপর্যপূর্ণ সব স্বীকারোক্তি বেরিয়েছে ওর মুখ ফসকে। তার মানে, ফরাসীটা বেশ একটা কর্তাগিরি খাটায়, — কোনো একটা শেকলে পলিনা বাঁধা...

৮

এখানে যাকে প্রমিনাদ বলা হয় সেখানে অর্থাৎ বাদাম বীথিতে দেখা হল আমার ইংরেজটির সঙ্গে।

'আরে, আরে,' আমায় দেখে শুরু করলেন তিনি, 'আমি আপনার ওখানেই যাচ্ছিলাম, দেখি আপনিই আসছেন। ওঁদের সঙ্গে তাহলে সম্পর্ক চুকিয়ে দিলেন?'

'সবার আগে বলুন দেখি কেমন করে জানলেন,' জিজ্ঞেস করলাম অবাক হয়ে, 'সব্বাই জেনে বসেছে নাকি?'

'না, না, সবাই জানে না, জানিয়ে লাভও নেই; কেউ ও কথা বলে বেড়াচ্ছে না।'

'তাহলে আপনি জানলেন কী করে?'

'আমি জানি, মানে জানবার সুযোগ হয়েছিল। এখন কোথায় যাবেন? আপনাকে আমার বেশ লাগে, তাই আপনার কাছেই আসছিলাম।'

'চমৎকার লোক আপনি মিঃ অ্যাস্টলি,' আমি বললাম (কিন্তু ভয়ানক অবাক লাগছিল, জানলেন কী করে?), 'কিন্তু যেহেতু এখনো আমার কফি খাওয়া হয় নি, আপনিও ঠিকমতো খেয়েছেন বলে বোধ হয় না, তাই চলুন কুরসালের কাফেতে গিয়ে একটু বসে ধূমপান করা যাক, সেখানে সবকিছু বলব... আপনিও বলবেন।'

কাফেটা কাছেই। টেবলে বসা গেল, ওয়েটার কফি আনলে। একটা সিগারেট ধরালাম আমি, মিঃ অ্যাস্টলি কিন্তু ধূমপান করলেন না, শোনবার জন্যে তৈরি হয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন আমার ওপর।

বললাম, 'আমি কোথাও যাচ্ছি না, এখানেই থাকছি।'

'জানতাম থাকবেন,' মিঃ অ্যাস্টলি বললেন অনুমোদনের সুরে।

অ্যাস্টলির কাছেই আসব ভেবেছিলাম, কিন্তু পলিনার প্রতি আমার প্রেমের কথা তাঁকে জানাবার কোনো অভিপ্রায় আমার ছিল না। বলতে কি জানাব না বলেই ঠিক করেছিলাম। এ বিষয়ে একটা কথাও তাঁকে এতদিন প্রায় বলি নি। তাছাড়া লোকটা নিজেই ভারি লাজুক। দেখেই বুঝেছিলাম যে পলিনার একটা অসাধারণ প্রভাব পড়েছে ওঁর ওপর, কিন্তু পলিনার নামটা পর্যন্তও উনি কখনো তোলেন না। তবু আশ্চর্য ব্যাপার, মিঃ অ্যাস্টলি যেই বসে তাঁর টিন-রঙা স্থির দৃষ্টি আমার ওপর রাখলেন অমনি হঠাৎ একটা দুর্বোধ্য ইচ্ছা হল সবই ওঁকে বলব, অর্থাৎ বলব আমার ভালোবাসার গোটা ব্যাপারটাই, তার সূক্ষ্ম ছায়াপাতগুলো সমেত। একনাগাড়ে আধ-ঘণ্টা ধরে বলে গেলাম, খুবই ভালো লাগছিল বলতে; আমার এ কথা অন্য কাউকে এই আমি প্রথম শোনাচ্ছি! লক্ষ করেছিলাম আমার কাহিনীর আবেগপ্রবণ কয়েকটা প্রসঙ্গে উনি যেন বিব্রত বোধ করছিলেন। তা দেখে ইচ্ছে করেই আরো আবেগ ঢেলেছিলাম আমি। শুধু একটা আফশোস: ফরাসীটার কথা হয়ত একটু বেশিই বলেছি...

আমার সামনে নিশ্চল হয়ে বসে মিঃ অ্যাস্টলি শুনে গেলেন, একটি কথা একটি শব্দও উচ্চারণ করলেন না, সোজা তাকিয়ে ছিলেন আমার চোখের দিকে। কিন্তু ফরাসীটার কথা তুলতেই হঠাৎ আমায় বাধা দিলেন, কড়া করেই জিজ্ঞেস করলেন এ অপ্রাসঙ্গিক ঘটনাটা উল্লেখ করার কী

অধিকার আমার আছে? সব সময়েই ভারি অদ্ভুত অদ্ভুত সব প্রশ্ন করে বসেন উনি।

বললাম, 'ঠিক বলেছেন, কোনো অধিকারই বোধ হয় নেই।'

'এই মার্কুইস এবং মিস পলিনা সম্পর্কে আন্দাজ ছাড়া নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারেন কি?'

মিঃ অ্যাস্টলির মতো লাজুক স্বভাবের এক ব্যক্তির কাছ থেকে এমন সোজাসাপটা প্রশ্নে ফের অবাক হতে হল।

বললাম, 'না, নিশ্চিত করে কিছু নয়, সেটা ঠিকই।'

'সেক্ষেত্রে আমার কাছে বলেই শুধু নয়, তা নিয়ে নিজে মাথা ঘামিয়েও ভুল করেছেন।'

'ঠিক আছে, মানছি! কিন্তু সেটা আপাতত কথা নয়,' নিজের বিস্ময় নিজের মনে রেখে বাধা দিয়ে বললাম। গতকালকার ঘটনাটা সবিস্তারে জানালাম তাঁকে — পলিনার খেয়াল, ব্যারনকে নিয়ে আমার কাণ্ডটা, আমার পদচ্যুতি, জেনারেলের অস্বাভাবিক ভীরুতা এবং শেষ করলাম দ্য গ্রিয়ের প্রভাতী সাক্ষাৎকারের বিশদ বিবরণ দিয়ে। সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলোও বোঝাবার চেষ্টা করলাম, এবং পরিশেষে পলিনার নোট দেখালাম।

জিজ্ঞেস করলাম, 'এ সব থেকে কী মনে হচ্ছে আপনার? আপনার মতটা শোনবার জন্যেই আপনার কাছে যাচ্ছিলাম। আমার কথা যদি ধরেন, তাহলে মনে হয় ফরাসীটাকে আমি খুন করতেও পারি, হয়ত তাই করব একদিন।'

'আমিও,' বললেন মিঃ অ্যাস্টলি, 'আর মিস পলিনার ব্যাপারটা যা বললেন, তাতে... জানেন তো, দরকার পড়লে লোকে এমন লোকের সঙ্গেও সম্পর্ক রাখে যাকে ঘেন্না হয়। বাইরের অবস্থাচক্রে হয়ত এমন একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে যা আপনি জানেন না। আমার ধারণা, ও নিয়ে আপনার দুশ্চিন্তার কারণ নেই — অবিশ্যি অংশত। আর ওঁর কালকের আচরণটা — সেটা সত্যিই ভারি অদ্ভুত, তা এই জন্যে নয় যে আপনার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে উনি আপনাকে ব্যারনের ছড়ির মুখে পাঠিয়েছিলেন (সে ছড়ি হাতে থাকা সত্ত্বেও ব্যারন কেন যে ব্যবহার করলেন না বুঝতে পারছি না), এই জন্যে যে এমন একজন — একজন চমৎকার মহিলার পক্ষে এরকম একটা খেয়াল — ভারি অশোভন। তবে বলাই বাহুল্য যে, উনি ভাবেন নি তাঁর হাস্যকর হুকুমটাকে আপনি অমন অক্ষরে অক্ষরে পালন করে বসবেন...'

'আচ্ছা বলুন তো!' মিঃ অ্যাস্টলির দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আমি বলে উঠলাম, 'আমার কেমন মনে হচ্ছে এ সব কথা আপনি আগেই শুনেছেন এবং কার কাছ থেকে বলব? স্বয়ং মিস পলিনার কাছ থেকে!'

অবাক হয়ে তাকালেন মিঃ অ্যাস্টলি।

'আপনার চোখ জ্বলজ্বল করছে, তার মধ্যে সন্দেহের ছাপ দেখতে পাচ্ছি,' এইটুকু বলেই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পূর্বের স্থৈর্যে ফিরে গেলেন উনি। বললেন, 'কিন্তু সন্দেহ প্রকাশ করার কোনো অধিকার আপনার নেই। সে অধিকার আমি মানতে পারি না এবং প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকার করছি।'

'নিন, হয়েছে, হয়েছে! বেশ, বলবেন না!' বললাম অদ্ভুত বিচলিত হয়ে; অবাক লাগছিল এমন সন্দেহ কেমন করে মাথায় ঢুকল আমার। তাছাড়া, মিঃ অ্যাস্টলিকে তার মনের কথা বলার লোক হিসাবে পলিনা বাছাই করলে কবে, কোথায়, কেমন করে? তবে ইদানীং মিঃ অ্যাস্টলির দিকে আমার তেমন নজর ছিল না, আর পলিনা তো চিরকালই আমার কাছে একটা প্রহেলিকা, এই পরিমাণ প্রহেলিকা যে এখন মিঃ অ্যাস্টলির কাছে আমার প্রেমের গল্প করতে গিয়ে কাহিনীর মাঝখানে হঠাৎ অবাক হয়ে আবিষ্কার করেছি, ওর সঙ্গে আমার যা সম্পর্ক সে বিষয়ে সঠিক ও নির্দিষ্ট করে বলবার মতো কিছু আমার নেই। বরং সবটাই ভারি কাল্পনিক, অদ্ভুত, অমূলক, একেবারেই খাপছাড়া।

'বেশ, তাই সই! আমার যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে — আর এখন তো আরো অনেক ব্যাপারই মাথায় ঢুকছে না,' বললাম প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে, 'তবে আপনি লোকটি বেশ। এবার আর একটা ব্যাপার, আপনার পরামর্শ চাইছি না, শুধু আপনার ধারণা জানতে চাই।'

একটু থেমে বলে গেলাম:

'কী মনে হয় আপনার — জেনারেল ভয় পেলেন কেন? আমার এই অর্থহীন বাঁদরামিটায় সবাই এমন শশব্যস্ত হয়ে উঠেছে কেন? এমন শশব্যস্ত যে স্বয়ং দ্য গ্রিয়েও হস্তক্ষেপ করা উচিত মনে করেছে (আর হস্তক্ষেপ সে করে কেবল চরম ক্ষেত্রেই), আমার ঘরে পর্যন্ত এল, (দেখুন ব্যাপার!) অনুরোধ করল, মিনতি করল — দ্য গ্রিয়ে কিনা মিনতি করল আমার কাছে! তারপর ভেবে দেখুন, ও এসেছিল ন'টার সময়, ঠিক ন'টার আগে, মিস পলিনার চিঠিটা তখন তার হাতে। এ চিঠি তাহলে লেখা হল কখন জিজ্ঞেস

করি? চিঠি লেখার জন্যে মিস পলিনাকে ঘুম ভাঙিয়ে তোলা হল, এ কি হতে পারে? এ থেকে আমি দেখছি যে মিস পলিনা লোকটার বাঁদী (কেননা, পলিনা এমনকি আমার কাছেও ক্ষমা চেয়েছে!), কিন্তু তাছাড়াও — এতে পলিনার কী, ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কী এসে যায়? এতে তাঁর এত আগ্রহ কেন? কোথাকার কোন এক ব্যারনকে এরা সবাই এত ভয় পাবে কেন? তাছাড়া, মাদমোয়াজেল ব্লাঁশ দ্য কমেঁজকে জেনারেল বিয়ে করছেন, এটা আবার কী? এই কারণেই নাকি ওঁদের **বিশেষ রকম** সামলে চলা উচিত বলে ওঁরা বলছেন — কিন্তু নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে এই ধরনে সামলে চলা, এটা বিশেষ রকমেরও বাড়া। আপনি কী ভাবছেন? আপনার চোখ দেখেই বুঝতে পারছি, এ ব্যাপারটাও আপনি আমার চেয়ে বেশি জানেন।'

হেসে ঘাড় নাড়লেন মিঃ অ্যাস্টলি।

বললেন, 'এ বিষয়েও সত্যিই বোধ হয় আমি আপনার চেয়ে বেশি জানি। মাদমোয়াজেল ব্লাঁশকে নিয়েই যে ব্যাপার, তা সত্যি; আমার কোনো সন্দেহ নেই।'

'বেশ, সেটা কী!' বললাম অধীর হয়ে (হঠাৎ কেমন একটা আশা হল, মাদমোয়াজেল পলিনা সম্পর্কেও কিছু ফাঁস হবে এবার)।

'আমার মনে হয় মাদমোয়াজেল ব্লাঁশ বর্তমানে ব্যারন ও ব্যারনেসের সঙ্গে কোনো সাক্ষাৎকার, বিশেষ করে অপ্রীতিকর সাক্ষাৎকার পরিহার করতে চায়, সেটা যদি ঝগড়া হয় তাহলে তো আরো খারাপ।'

'বেশ তারপর?'

'গত বছরের আগের বছর মাদমোয়াজেল ব্লাঁশ মরসুমের সময় রুলেতেনবুর্গে ছিল — আমিও ছিলাম এখানে। মাদমোয়াজেল ব্লাঁশকে তখন মাদমোয়াজেল দ্য কমেঁজ বলা হত না; তার মা মাদাম ভ্যুভ কমেঁজেরও অস্তিত্ব ছিল না তখন। অন্তত, তার কথা কেউ শোনে নি। দ্য গ্রিয়েও কেউ ছিল না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওদের মধ্যে কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই শুধু নয়, পরিচয়টাও অল্প দিনের। দ্য গ্রিয়েও মার্কুইস বনেছে অতি অল্পকাল — একটা বিশেষ কারণে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। এও ধরা যেতে পারে, দ্য গ্রিয়ে নামটাও তার অল্পদিনের। এখানে একজনকে আমি জানি যে তাকে অন্য নামে চিনত।'

'কিন্তু ওর পরিচিত গোষ্ঠীরা তো বেশ গণ্যমান্য?'

'সে তো খুবই সম্ভব। মাদমোয়াজেল ব্লাঁশের পক্ষেও তেমন গণ্যমান্য পরিচিত গোষ্ঠী থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু সে বছর মাদমোয়াজেল ব্লাঁশ এই ব্যারনেসের অভিযোগক্রমেই স্থানীয় পুলিসের কাছ থেকে শহর ছেড়ে যাবার এক পরোয়ানা পায় এবং শহর ছেড়েও যায়।'

'সে কী।'

'প্রথমে মেয়েটি এখানে উদয় হয় এক ইতালিয়ানের সঙ্গে -- কোন এক ঐতিহাসিক উপাধিধারী এক প্রিন্স, **বারবেরিনি*** বা অমনি কেউ একজন হবে। হীরে, জহরতে, আংটিতে মোড়া একটা লোক — তার একটাও নকল নয়। চমৎকার একটা গাড়ি করে ওরা বেড়াত। Trente et quarante-তে মাদমোয়াজেল ব্লাঁশের বেশ জিত হত প্রথমটা, কিন্তু পরে কপাল ভাঙল, অন্তত আমার যতটা মনে আছে।. মনে আছে, এক সন্ধ্যাতেই ওকে আমি প্রচণ্ড একটা টাকা হারতে দেখেছি। কিন্তু সবচেয়ে দুর্ভাগ্য, un beau matin** তার প্রিন্স উধাও হয়ে গেল, কেউ জানে না কোথায়। গাড়ি ঘোড়াও অদৃশ্য হল, সবই গেল। হোটেলের বিলটাও মস্ত। মাদমোয়াজেল জেলমার (মাদাম বারবেরিনি থেকে হঠাৎ মাদমোয়াজেল জেলমায় রূপান্তরিত হয়ে যায় আর কি) তখন হতাশার চরম। হোটেল ফাটিয়ে কাঁদে আর চেঁচায়। ক্ষেপে গিয়ে নিজের পোষাক ছে'ড়ে। সে সময় হোটেলে ছিল এক পোল কাউণ্ট (পরিব্রাজক পোলেরা সকলেই কাউণ্ট)। পোষাক ছি'ড়ে ছি'ড়ে এবং সুন্দর সুরভিত আঙুল দিয়ে বেড়ালের মতো নিজের মুখ আঁচড়ে আঁচড়ে মাদমোয়াজেল জেলমা লোকটাকে খানিকটা প্রভাবিত করে ফেললে। বুঝসুঝ হয়ে গেল ওদের, ডিনারের মধ্যেই শান্ত হল জেলমা। সন্ধ্যায় জেলমাকে বাহুলগ্না করে লোকটা এল কুরসালে। আগের মতোই সজোরে হাসল মাদমোয়াজেল জেলমা, হাবভাবে ঢলাঢলির মাত্রাটা আরেকটু বেশি। রুলেত-খেলা যে মহিলারা টেবলের কাছে গিয়ে গায়ের জোরে খেলোয়াড়কে ঠেলে সরিয়ে নিজের জায়গা করে নেয়, সোজা গিয়ে যোগ দিল তাদের দলে। এই সব মহিলাদের কাছে এটা খুবই একটা চালিয়াতির কাজ। নিশ্চয় এদের লক্ষ করে দেখেছেন?'

---

* বারবেরিনি — ফ্লোরেন্সের এক বিখ্যাত অভিজাত বংশ। — সম্পাঃ

** সুন্দর এক প্রভাতে। (ফরাসী) — সম্পাঃ

'দেখেছি বৈকি।'

'দেখার যোগ্য নয়। ভদ্রলোকেদের বিরক্তি ঘটিয়ে এই ধরনের মহিলাতে জায়গাটা গিজ গিজ করে   অন্তত টেবলে যারা রোজ হাজার ফ্রাঁ নোট ভাঙায় তারা। স্বভাবতই, নোট ভাঙানো বন্ধ হলেই তাদের স্থান ত্যাগ করতে বলা হয়। মাদমোয়াজেল জেলমা নোট ভাঙিয়েই চলল, কিন্তু কপাল তার ফিরল না। জানেন তো, এই ধরনের মহিলারা কিন্তু প্রায়ই খুব জেতে। আত্মসংযম তাদের অসাধারণ। কিন্তু আমার গল্পের শেষে এসে গেছি। একদিন কাউন্টও উধাও হল, যেমন উধাও হয়েছিল প্রিন্স। সে সন্ধ্যায় মাদমোয়াজেল জেলমা জুয়ার টেবলে এল একেবারে একা। বাহু এগিয়ে দেবার জন্যে এবার কাউকে দেখা গেল না। দু-দিনে তার সব টাকা সে হারলে। শেষ লুইদোরটি বাজি রেখে হারার পর চারপাশে তাকিয়ে সে দেখলে পাশে দাঁড়িয়ে আছে ব্যারন ভুরমেরগেল্ম, ক্রুদ্ধ মনোযোগে লক্ষ করছে ওকে। কিন্তু সে ক্রোধের দিকে খেয়াল না করে মাদমোয়াজেল জেলমা ব্যারনের দিকে রূঢ় হেসে বললে, ব্যারন যেন তার হয়ে লালের ওপর দশ লুইদোর রাখেন। এর পরিণামে ব্যারনেসের অভিযোগক্রমে সেই সন্ধ্যায় কুরসালে দর্শন না দেবার একটি পরোয়ানা পায় সে। এই সব ছোটোখাটো খুঁটিনাটি কেলেঙ্কারির কথা জানলাম কী করে যদি ভাবেন তাহলে বলি, এ সব শুনেছি আমার এক আত্মীয় মিঃ ফিডারের কাছ থেকে, সে সন্ধ্যায় উনিই মাদমোয়াজেল জেলমাকে রুলেতেনবুর্গ থেকে তাঁর গাড়িতে করে স্পা-য়ে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসেন। এবার বুঝে দেখুন — মাদমোয়াজেল ব্লাশের ইচ্ছা, জেনারেলপত্নী হবে, সে বছর কুরসালের পুলিসের কাছ থেকে যেরকম পরোয়ানা মিলেছিল সে রকম পরোয়ানা সে নিশ্চয় আর পেতে চায় না। আজকাল সে আর জুয়া খেলে না, দেখে মনে হয় তার কারণ কিছু টাকা সে জমিয়েছে, তা থেকে সুদে সে টাকা ধার দেয় জুয়াড়ীদের। এতে লাভ বেশি। এও আমার সন্দেহ যে হতভাগ্য জেনারেলও বোধ হয় তার কাছে ঋণী। হয়ত দ্য গ্রিয়েও। সম্ভবত দ্য গ্রিয়ের সঙ্গে ওর যোগসাজশ আছে। নিশ্চয় মানবেন যে অন্তত বিয়েটা না হওয়া পর্যন্ত কোনোক্রমেই ব্যারন ব্যারনেসের মনোযোগ আকর্ষণের ইচ্ছে ওর হবে না। মোট কথা, ওর যা অবস্থা তাতে কিছুতেই একটা কেলেঙ্কারি ও চাইবে না। আপনি এ পরিবারের সঙ্গে জড়িত, আপনার কান্ডটায় কেলেঙ্কারি হবার

সম্ভাবনা, এবং এমন অবস্থায় যখন মাদমোয়াজেল ব্লাঁশ প্রত্যহ জনসমক্ষে দেখা দেয় জেনারেলের বাহুলগ্না হয়ে নয়তো মিস পলিনার সঙ্গে। এবার বুঝেছেন?'

'না, বুঝি নি!' চেঁচিয়ে টেবলের ওপর এমন জোরে একটা বাড়ি মারলাম যে ভয় পেয়ে ছুটে এল ওয়েটার।

প্রায় ক্ষেপে গিয়ে বললাম, 'মিঃ অ্যাস্টলি, পুরো কাহিনীটা যেহেতু আপনার জানা ছিল, সুতরাং বেশ ভালোই জানতেন এই মাদমোয়াজেল ব্লাঁশ দ্য কমেঁজ কী চিজ, তাহলে অন্তত আমাকে, চাই কি স্বয়ং জেনারেলকে, এবং সবচেয়ে বড়ো কথা মিস পলিনাকে কেন এ বিষয়ে সাবধান করে দেন নি, বলুন তো? কুরসালে জনসমক্ষে মিস পলিনা তো যান মাদমোয়াজেল ব্লাঁশের হাত ধরে? একি সহ্য করা যায়?'

'আপনাকে সাবধান করে লাভ হত না কেননা আপনার করার কিছু ছিল না,' শান্তভাবে জবাব দিলেন মিঃ অ্যাস্টলি, 'তাছাড়া বলবারই বা কী আছে? জেনারেল সম্ভবত মাদমোয়াজেল ব্লাঁশ সম্পর্কে আমার চেয়ে বেশিই জানেন; তবু মাদমোয়াজেল ব্লাঁশের সঙ্গেই মিস পলিনাকে নিয়ে বেড়ান বেচারা জেনারেল। কাল দেখলাম, মঁসিয়ে দ্য গ্রিয়ে আর সেই বেঁটে রুশী প্রিন্সটির সঙ্গে মাদমোয়াজেল ব্লাঁশ চমৎকার একটি ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছে; পেছন পেছন জেনারেল যাচ্ছেন একটা বাদামী ঘোড়ায়। সেদিন সকালেই জেনারেল আমায় বলেছিলেন তাঁর পায়ে ব্যথা, অথচ ঘোড়া হাঁকাচ্ছেন যথাসাধ্য খাসা চালে। দেখে হঠাৎ আমার মনে হল, লোকটি একেবারে মারা পড়েছে। কিন্তু সেটা তো আমার ব্যাপার নয়, আর মিস পলিনার সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য তো আমার অতি অল্প দিনের। কিন্তু' (মিঃ অ্যাস্টলি হঠাৎ সংযত হলেন) 'আগেই বলেছি, কয়েকটা প্রশ্ন করার অধিকার আপনার মানি না, যদিও আপনার প্রতি প্রীতিটা আমার অকৃত্রিম...'

'আর বলতে হবে না,' উঠে দাঁড়িয়ে আমি বললাম, 'এখন জলের মতো পরিষ্কার যে মাঁদমোয়াজেল ব্লাঁশের বৃত্তান্ত মিস পলিনা সবই জানেন, কিন্তু ওই ফরাসীটার সঙ্গ ছাড়তে তিনি পারেন না, তাই মাদমোয়াজেল ব্লাঁশের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়াটা তিনি মেনে নিয়েছেন। সত্যি বলছি, এ ছাড়া অন্য কোনো কারণেই মাদমোয়াজেল ব্লাঁশের সঙ্গে বেড়াতে, বা ব্যারনকে না জ্বালাবার জন্যে আমায় চিঠি লিখে অনুরোধ করতে তিনি যেতেন না। হ্যাঁ,

এইটেতেই অন্য সবকিছু চাপা পড়েছে! কিন্তু একটা ব্যাপার, এ সব সত্ত্বেও উনিই তো আমায় ব্যারনের পেছনে লাগিয়েছিলেন। ধুত্তোরি সব, মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝছি না!'

'আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে মাদমোয়াজেল দ্য কমেঁজ প্রথমত জেনারেলের ভাবী বধূ এবং দ্বিতীয়ত, মিস পলিনা জেনারেলের সৎমেয়ে — ছোটো দুটি ভাইবোন আছে তাঁর, জেনারেলের আপন ছেলেমেয়ে, উন্মাদ ভদ্রলোকটি যাদের ভারি অবহেলা করেন এবং সম্ভবত তাদের নিঃস্ব করেই ছেড়েছেন।'

'তা বটে, ঠিকই বলেছেন। ভাইবোন দুটিকে ছেড়ে যাওয়া মানে তাদের একেবারে ভাসিয়ে দেওয়া, কিন্তু এখানে থাকলে উনি তাদের স্বার্থটা দেখতে পারবেন, হয়ত সম্পত্তির টুকরোটাকরা কিছু বাঁচাতেও পারবেন। তা বটে, এ সবই সত্যি! কিন্তু তবু, তবু! ওহ্, এইবার বুঝতে পারছি la baboulinka-কে নিয়ে ওদের অত আগ্রহ কেন!'

'কাকে নিয়ে?'

'মস্কোর এক বুড়ি ডাইনী, মরতে চাইছেন না আর এরা তাঁর মৃত্যুর টেলিগ্রাম পাবে আশা করছেন।'

'ও হ্যাঁ। এঁদের সব স্বার্থটাই এখন ওঁকে নিয়ে। ওঁর সম্পত্তির ওপরই সবকিছু নির্ভর করছে। জেনারেল যদি তাঁর উত্তরাধিকারী হন তাহলে বিয়ে করবেন। মিস পলিনাও মুক্তি পাবেন এবং দ্য গ্রিয়ে...'

'দ্য গ্রিয়ে?'

'দ্য গ্রিয়ে তার টাকা পাবে। শুধু সেই জন্যেই তো ও আছে এখানে।'

'শুধু এই! আপনি ভাবছেন শুধু সেই জন্যেই দিন গুণছে ও?'

'তাছাড়া তো আর কিছু আমি জানি না,' জেদ করে চুপ করে রইলেন মিঃ অ্যাস্টলি।

'কিন্তু আমি জানি, আমি জানি!' বললাম ক্ষিপ্তের মতো, 'ফরাসীটাও সম্পত্তির আশায় আছে, কারণ পলিনা একটা যৌতুক পাবেন, টাকা পেলেই উনি লোকটার গলা জড়িয়ে ধরবেন। সব মেয়েই সমান! সবচেয়ে গরবিনী মেয়েও শেষ পর্যন্ত অতি মামুলী এক বাঁদী হয়ে দাঁড়ায়! প্রচণ্ড ভালোবাসার একটা ক্ষমতা আছে পলিনার, তাছাড়া আর কিছুই নেই! ওঁর সম্পর্কে এই আমার ধারণা! লক্ষ করে দেখবেন, বিশেষ করে একা যখন উনি বসে বসে ভাবেন। কেমন যেন নিয়তিচালিত, দণ্ডিত, অভিশপ্ত একটা মানুষ! জীবন

ও আবেগের যে-কোনো ভীষণতাই তাঁর পক্ষে সম্ভব। ও মেয়ে... ও মেয়ে... কিন্তু কে ডাকছে আমায়?' হঠাৎ বলে উঠলাম আমি, 'কে ডাকলে? আলেক্সেই ইভানভিচ বলে রুশীতে কাকে যেন ডাকতে শুনলাম! মহিলার গলা — ওই শুনুন!'

ততক্ষণে আমরা আমাদের হোটেলের কাছাকাছি এসে গেছি। বহুক্ষণ আগেই যে কাফে ছেড়ে এসেছি সেটা খেয়ালই করি নি।

'মেয়েলী গলার একটা ডাক শুনেছিলাম বটে, কিন্তু কাকে ডাকছে জানি না; ভাষাটা রুশ। এবার ধরতে পারছি কোত্থেকে ডাকটা আসছে,' মিঃ অ্যাস্টলি দেখালেন, 'মস্ত আরামকেদারায় বসে আছেন ওই মহিলাটি, এক গাদা পেয়াদা ওঁকে এইমাত্র বয়ে নিয়ে গেল বারান্দায়। পেছন পেছন বাকস পেঁটরাও আসছে — তার মানে ট্রেন এসেছে।'

'কিন্তু আমায় ডাকবে কেন? ওই তো, ফের ডাকছে, দেখুন দেখুন, হাত নাড়ছে আমাদের দিকে।'

'তাই তো দেখছি,' বললেন মিঃ অ্যাস্টলি।

'আলেক্সেই ইভানভিচ, আলেক্সেই ইভানভিচ! ইস, কী গবেট দ্যাখো দিকি!' হোটেলের বারান্দা থেকে ভেসে এল ক্ষিপ্ত কথাগুলো।

প্রায় ছুটলাম দেউড়ির দিকে। ভেতরে ঢুকেই বিস্ময়ে প্রায় স্তম্ভিত হয়ে গেলাম, পা সরছিল না।

৯

আরামকেদারায় করে সিঁড়ি বেয়ে হোটেলের চওড়া বারান্দায় যাঁকে স্থাপিত করা হয়েছে, নিজের দাসদাসী ও হোটেলের খোশামুদে পরিচারকে পরিবেষ্টিত বিশিষ্ট এই যে অতিথিকে স্বাগত করার জন্যে বেরিয়ে এসেছে হেড ওয়েটার স্বয়ং, ভয়ানক হৈচৈ ও সোরগোল তুলে নিজস্ব দাসদাসী ও এতগুলি বাক্স পেঁটরাসহ যিনি এসে হাজির হয়েছেন, তিনি আর কেউ নন স্বয়ং কর্তামা! হ্যাঁ, কর্তামাই, ডাকসাইটে, ধনী জমিদারনী, পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধা আন্তনিদা ভাসিলিয়েভনা তারাসেভিচেভা, মস্কোর grande dame, la baboulinka*, যাঁকে নিয়ে টেলিগ্রামের আদানপ্রদান চলছিল, যিনি মরতে বসেছিলেন কিন্তু মরেন নি, বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো হঠাৎ স্বশরীরে তিনি

* রমণী শ্রেষ্ঠা, কর্তামা। (ফরাসী) — সম্পাঃ

উদয় হয়েছেন আমাদের সামনে। চলার শক্তি তাঁর আর নেই, বয়ে নিয়ে আসা হয়েছে একটা চেয়ারে করে (গত পাঁচ বছর ধরে তাঁকে সর্বত্রই বয়ে বেড়ানো হচ্ছে), আগের মতোই যথারীতি ছটফটে, উদ্দাম, আত্মতৃপ্ত, — বসেছেন সিধে খাড়া হয়ে, হুকুমদারী গলায় সজোরে চিৎকার করছেন, ধমক দিচ্ছেন সবাইকেই — জেনারেলের সংসারে শিক্ষক নিযুক্ত হবার পর বার দুতিন তাঁকে যে মূর্তিতে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল, একেবারে হুবহু ঠিক তেমনি। স্বভাবতই বিস্ময়ে নিশ্চল হয়ে থমকে দাঁড়ালাম। চেয়ারে বাহিত হবার সময় দূর থেকেই উনি তাঁর বন-বেড়ালনী চোখে আমায় দেখতে পেয়ে চিনেছিলেন, ডেকেছেন আমার নাম ও পিতৃনাম ধরে — এটাও তাঁর স্বভাব, একবার শুনলেই সেটা চিরকালের জন্যে মুখস্থ হয়ে যায়। মনে মনে ভাবলাম, 'অথচ এই মহিলাই কিনা কফিনে শুয়ে সমাধিস্থ হয়ে সম্পত্তি রেখে যাবেন বলে ওঁরা আশা করছিলেন! উনিই বরং আমাদের সকলকে, গোটা হোটেলকেই পরপারে পৌঁছে দিতে পারেন! হায়রে কপাল, এনাদের কী দশা হবে এবার, কী করবেন জেনারেল! গোটা হোটেলটাকেই যে উনি ওলটপালট করে ছাড়বেন!'

'অমন হাঁ করে থমকে দাঁড়ালে কেন বাছা?' চেঁচিয়ে চেঁচিয়েই বলে চললেন কর্তামা, 'নমস্কার করতেও শেখো নি নাকি? নাকি গুমোর বেড়েছে? নাকি চিনতে পারছ না আমায়? শুনছ পতাপিচ,' ফ্রককোট আর শাদা টাই পরা, চকচকে গোলাপী টেকো মাথার যে বৃদ্ধ খানসামাটি ওঁর সঙ্গে এসেছে তার দিকে ফিরে বললেন, 'শুনছ পতাপিচ, আমায় আর চিনতে পারছে না। কবর দিয়েই রেখেছে! টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম, মরেছে নাকি মরে নি! জানি, জানি, সব জানি! আমি কিন্তু বাছা, দেখছই তো, বেশ জ্যান্তই আছি।'

সম্বিৎ ফিরে পেয়ে খুশির গলায় বললাম, 'কী বলছেন আন্তোনিদা ভাসিলিয়েভনা, আপনার অমঙ্গল আমি চাইব কেন? ভয়ানক অবাক হয়ে গিয়েছিলাম এইমাত্র... অবাক না হয়ে পারি, এমন আচমকা,...'

'অবাক হবার কী আছে? ট্রেনে চাপলাম, চলে এলাম। রেলের কামরায় তো বেশ আরাম, একটুও ঝাঁকি লাগে না। বেড়াচ্ছিলে নাকি?'

'হ্যাঁ, কুরসালে গিয়েছিলাম।'

'জায়গাটা ভালোই লাগছে,' চারদিকে তাকিয়ে বললেন কর্তামা, 'বেশ

গরম, গাছপালাও অনেক। বেশ পছন্দ হচ্ছে! আমাদের লোকজনেরা কি সব ভেতরে? জেনারেল আছে তো?'

'ও হ্যাঁ — এ সময় ওঁরা সবাই ঘরেই থাকেন।'

'ওদের কি সব ঘণ্টা বাঁধা, খুব কেতাকায়দা চলে বুঝি? ফ্যাশনের রাজা! শুনেছি গাড়িও রেখেছে একটা, les seigneurs russes!* সব টাকা তো উড়িয়েছে, তাই চলো বিদেশে! প্রাস্কোভিয়াও আছে নাকি ওর সঙ্গে?'

'পলিনা আলেক্সান্দ্রভনাও এখানে আছেন।'

'আর ফরাসীটা? যাক, স্বচক্ষেই তো দেখব এবার। পথ দেখাও আলেক্সেই ইভানীভচ, সোজা জেনারেলের ঘরে। জায়গাটা তোমার কেমন লাগছে?'

'এক রকম।'

'আর পতাপিচ, তুমি ওই ওয়েটার ব্যাটাকে বলো তো, ভালো মতো একটা স্যুইট আমাদের দেবে, খুব ওপরে নয়, সুন্দর মতো, জিনিসপত্র সব ওখানেই এখনই নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করো। চেয়ারটা বইতে গিয়ে অমন ঠেলাঠেলি করছে কেন? কী হল ওদের? কী সব বান্দার দল! তোমার সঙ্গে ও কে?' ফের জিজ্ঞেস করলেন আমার উদ্দেশে।

'উনি মিঃ অ্যাস্টলি।'

'মিঃ অ্যাস্টলি? সে আবার কে?'

'এসেছেন, আমার এক বন্ধু; জেনারেলের সঙ্গেও পরিচয় আছে।'

'ইংরেজ। সেই জন্যেই অমন দাঁত চেপে তাকিয়ে আছে। তবে বাপু এও বলি, ইংরেজগুলোকে ভালোই লাগে আমার। নাও এসো, ওপরে সোজা ওদের স্যুইটে নিয়ে চলো! ওরা থাকে কোথায়?'

হোটেলের চওড়া সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠানো হল কর্তামাকে, আমি সামনে। শোভাযাত্রাটা হয়েছিল খুবই জমকালো। সামনে পড়লে লোকে থেমে হাঁ করে দেখছিল। এখানকার মধ্যে আমাদের হোটেলটাই সেরা হোটেল, সবচেয়ে দামী এবং সবচেয়ে অভিজাত বলে পরিচিত। সিঁড়িতে বারান্দায় অনবরতই শৌখীন মহিলা আর ভারিক্কী ইংরেজদের দেখা পাওয়া যায়। তাঁদের অনেকেই প্রশ্ন করলেন হেড ওয়েটারকে, সেও অবিশ্যি সমান অবাক হয়ে গিয়েছিল, তাহলেও প্রশ্নের জবাব দিতে তার দেরি হল না, বললে খুব

* রুশী নবাব! (ফরাসী) — সম্পাঃ

একজন বিদেশী কেউকেটা গোছের মহিলা, une russe, une comtesse, grande dame*, যে স্যুইট উনি নিয়েছেন সেটাতেই হপ্তাখানেক আগে la grande duchesse de N. ছিলেন। চেয়ারে বাহিত কর্তামার সম্রাজ্ঞীসুলভ জবরদস্ত মূর্তিতে খুব একটা চমক লাগল চারিদিকে। নতুন কাউকে সামনে দেখলেই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকে আগাগোড়া লক্ষ করে উচ্চৈঃস্বরে আমায় প্রশ্ন করছিলেন, লোকটা কে। বেশ এক দশাসই বংশের মেয়ে তিনি, সব সময়েই চেয়ারে বসা, তবু দেখেই বোঝা যায় কী রকম লম্বা। পিঠটা একেবারে কাঠের তক্তার মতো সিধে, বসে আছেন গদিতে একেবারেই হেলান না দিয়ে। পাকা চুলে ভরা মস্ত মাথাটা একদম খাড়া, নাক মুখ চোখা চোখা এবং বড়ো বড়ো, চোখের দৃষ্টিটা কেমন উগ্র ও উদ্ধত। বোঝা যাচ্ছিল ভাবভঙ্গিগুলো তাঁর একান্তই স্বাভাবিক। পঁচাত্তর বছর বয়স হলেও গায়ের রঙটা এখনো বেশ তাজা, অধিকাংশ দাঁতও এখনো অক্ষত। পরনে সিল্কের একটা কালো ড্রেস, মাথায় শাদা টুপি।

আমার সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে মিঃ অ্যাস্টলি ফিসফিসিয়ে বললেন, 'ভারি আশ্চর্য মহিলা।'

আমি ভাবছিলাম, 'টেলিগ্রামের খবর উনি জানেন দেখছি, দ্য গ্রিয়েরর কথাও জানেন, কিন্তু মাদমোয়াজেল ব্লাঁশের খবর বোধ হয় এখনো কানে যায় নি।' সে কথা মিঃ অ্যাস্টলিকে বললাম।

লোকটা আমি দুরাত্মা, তাই প্রাথমিক বিস্ময়টা কেটে যেতেই জেনারেলের জন্যে এবার যে বজ্রপাতটি এখন হবে তা ভেবে খুশি হয়ে উঠলাম। সত্যিই কী যেন আমায় খোঁচাচ্ছিল, মহা ফুর্তিতে কদম বাড়িয়ে এগিয়ে গেলাম।

এঁদের ঘরগুলো তিন তলায়। আমি কোনো রকম জানানি না দিয়ে, টোকা পর্যন্ত না মেরে হাট করে দরজা খুলে দিলাম, বিজয়গর্বে বাহিত হলেন কর্তামা। হবি তো হ', ইচ্ছে করেই যেন সবাই সেদিন জেনারেলের বসার ঘরে জমায়েত। ঘড়িতে বারোটা, বোঝা যায় কোনো একটা যাত্রার পরিকল্পনা হচ্ছে — কেউ যাবে গাড়িতে, কেউ ঘোড়ায় চেপে, সবাই সদলবলে। ঘরের লোকেরা ছাড়াও কিছু বন্ধুবান্ধবও নিমন্ত্রিত। জেনারেল, পলিনা, ছেলেমেয়ে দুটি এবং তাদের আয়া ছাড়াও ঘরে আছেন: দ্য গ্রিয়ে, ফের সেই ঘোড়সওয়ারী পোষাকে, মাদমোয়াজেল ব্লাঁশ, তার মা মাদাম ভ্যুভ

* একজন রুশী, একজন কাউন্টেস, সম্ভ্রান্ত মহিলা। (ফরাসী) — সম্পাঃ

কর্মেজ, ছোট্টখাট্ট সেই রুশী প্রিন্স এবং কে একজন পরিব্রাজক জার্মান, তাঁকে কখনো আমি দেখি নি। কর্তামার চেয়ারটা নামানো হল ঘরের মাঝখানে, জেনারেল থেকে তিন পা দূরে। সত্যি সেই মুহূর্তের কথা আমি কখনো ভুলব না। আমরা ঢোকার সময় জেনারেল কী একটা বলছিলেন, দ্য গ্রিয়ে তাতে সংশোধন যোগ করছিল। বলে রাখা দরকার যে গত দু-তিন দিন থেকে দ্য গ্রিয়ে আর মাদমোয়াজেল ব্লাঁশ রুশী প্রিন্সটিকে নিয়ে কেন জানি খুব আদিখ্যেতা করছে — à la barbe du pauvre général* — বৈঠকের সুরটা খানিকটা কৃত্রিম হলেও বেশ হাসিখুশি এবং অমায়িক রকমের ঘরোয়া। কর্তামাকে দেখে জেনারেল তাঁর কথার মাঝখানেই মুখ হাঁ করে হঠাৎ পাথর হয়ে গেলেন। অজগরের দৃষ্টিপাতে মন্ত্রমুগ্ধের মতো কর্তামার দিকে চেয়ে রইলেন বিস্ফারিত চোখে। নীরবে নিশ্চল দৃষ্টিতে কর্তামাও তাকালেন তাঁর দিকে — কিন্তু সে কী বিজয়ের, বিদ্রূপের, ঘন্দ্বাহ্বানের দৃষ্টি! পুরো দশ সেকেন্ড ধরে ওঁরা এমনি ভাবেই তাকিয়ে রইলেন, আশেপাশের সবাই একেবারে নীরব। দ্য গ্রিয়ে প্রথমটা বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল, কিন্তু অচিরেই অসাধারণ একটা উদ্বেগের ভাব ফুটে উঠল তার মুখে। মাদমোয়াজেল ব্লাঁশ ভুরু তুলে ঈষৎ মুখ হাঁ করে উদভ্রান্তের মতো তাকাল কর্তামার দিকে। রুশী প্রিন্স আর জার্মান বৈজ্ঞানিকটি হতভম্বের মতো লক্ষ করতে লাগলেন গোটা ব্যাপারটা। পলিনার চোখেও চূড়ান্ত বিস্ময় ও বিহ্বলতা, হঠাৎ কাগজের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেল সে, তারপর মিনিটখানেক পরেই দ্রুত রক্তোচ্ছ্বাসে ভয়ানক লাল হয়ে উঠল তার গাল। হ্যাঁ, সকলের পক্ষেই এটা বিপর্যয়! সকলকে একবার দেখে নিয়ে ফের কর্তামার দিকে চোখ ফেরালাম আমি। যথারীতি শোভনতা ও সুস্থিরতা বজায় রেখে মিঃ অ্যাস্টলি দাঁড়িয়ে রইলেন দূরে।

'তা আমিই এলাম! টেলিগ্রামের বদলে!' নীরবতা ভেঙে শেষ পর্যন্ত বলে উঠলেন কর্তামা, 'আসব বলে ভাবো নি তো, তাই না?'

'আন্তনিদ্বা ভাসিলিয়েভনা — খুড়িমা আপনি... কিন্তু কেমন করে?..' অস্ফুটে বললেন বেচারা জেনারেল। কর্তামা যদি কথা বলতে আরো কয়েক সেকেন্ড দেরি করতেন তাহলে আমার ধারণা নির্ঘাৎ মূর্ছা যেতেন উনি।

---

* বেচারা জেনারেলের চোখের সামনেই। (ফরাসী) — সম্পাঃ

'কেমন করে? ট্রেনে চেপে বসলাম, চলে এলাম। নইলে রেলওয়েটা আছে কীসের জন্যে? তবে তোমরা তো সবাই ভেবেছিলে পটল তুলেছি, তাই না? সম্পত্তি সব তোমাদের জন্যে রেখে গেছি? এখান থেকে যেসব টেলিগ্রাম পাঠিয়েছ সব আমি জানি। বেশ খরচ করেছ বৈকি। এখান থেকে তো টেলিগ্রাম কম টাকা নয়। আমি ওদিকে গ্রুটিয়ে বাটিয়ে চলে এলাম। ইনিই সেই ফরাসী, ম'সিয়ে দা গ্রিয়ে, তাই না?'

'Oui, madame,' বলে উঠল দ্য গ্রিয়ে, 'et croyez, je suis si enchanté!.. votre santé... c'est un miracle... vous voir ici... une surprise charmante...'*

'Charmante বৈকি; তোমায় আমি চিনি মুখপোড়া, তোমায় আমি এইটুকুও বিশ্বাস করি না!' কড়ে আঙুলের ডগাটুকু দেখালেন তিনি, 'আর এটি কে?' মাদমোয়াজেল ব্লাঁশের দিকে দেখালেন তিনি। পরনে ঘোড়ায় চাপার পোষাক, হাতে চাবুক, অপরূপা ফরাসিনীর চেহারা দেখে স্পষ্টই আকৃষ্ট বোধ করছিলেন তিনি। 'এখানকার লোক, তাই না?'

'ইনি মাদমোয়াজেল ব্লাঁশ দ্য কমে'জ আর ইনি তাঁর মা, মাদাম দ্য কমে'জ। এই হোটেলেই এ'রা থাকেন,' আমি জানালাম।

'বিয়ে হয়েছে মেয়েটির?' অসংকোচে জিজ্ঞেস করলেন কর্তামা।

'মাদমোয়াজেল দ্য কমে'জের এখনো বিয়ে হয় নি,' যথাসম্ভব সসম্ভ্রমে এবং ইচ্ছে করেই নিচু গলায় জবাব দিলাম।

'ফূর্তিবাজ মেয়ে?'

প্রশ্নটার তাৎপর্য চট করে ধরতে পারলাম না।

'গোমড়ামুখো নয় তো? রুশী বোঝে? দ্য গ্রিয়ে তো মস্কোয় থাকার সময় ভাষাটা একটু আধটু শিখে এসেছে।'

বললাম মাদমোয়াজেল দ্য কমে'জ কখনো রাশিয়ায় যায় নি।

'Bonjour!'** মাদমোয়াজেল ব্লাঁশকে লক্ষ করে হঠাৎ বলে উঠলেন কর্তামা।

---

* হ্যাঁ, মাদাম... বিশ্বাস করুন, এত আনন্দ হচ্ছে... আপনার স্বাস্থ্য... আপনাকে দেখতে পাওয়া... এ তো একটা অলৌকিক ব্যাপার...: এমন সানন্দ একটা বিস্ময়... (ফরাসী) — সম্পাঃ

** নমস্কার। (ফরাসী) — সম্পাঃ

'Bonjour, madame!' সললিত সৌজন্যে প্রতিদান দিল মাদমোয়াজেল ব্লাঁশ, এবং সেইসঙ্গে অত্যধিক বিনয় ও ভদ্রতার আড়ালে মুখের ভাব এবং গোটা চেহারা দিয়ে এইটে বুঝিয়ে দিলে যে এ ধরনের অদ্ভুত প্রশ্ন ও আচরণে সে ভারি অবাক হয়েছে।

'ওহ্ হো, চোখ নামিয়ে, ঢঙ করে লেডি-লেডি ভাব করছেন! কী চীজ বোঝাই যাচ্ছে — অভিনেত্রী-টেত্রী হবে।' তারপর হঠাৎ জেনারেলের দিকে চেয়ে বললেন, 'আমি ঘর নিয়েছি নিচের তলায়, তোমারই প্রতিবেশী। কি, খুশি লাগছে, নাকি না?'

'কী যে বলেন খুড়িমা, আমার মনোভাব, আমার আনন্দের অকপটতায় বিশ্বাস করুন...' জেনারেল বললেন উদ্‌গ্রীব হয়ে। ধাক্কাটা থেকে তিনি আংশিক সামলে উঠেছেন, এবং যেহেতু দরকার পড়লে সম্ভ্রান্ত সুরে খানিকটা গুরুত্ব জাগিয়ে কথা বলতে তিনি পারেন, তাই এবারও বাখানি শুরু করলেন, 'আপনার অস্বাস্থ্যের খবর পেয়ে ভারি উদ্বিগ্ন, ভারি বিচলিত হয়ে উঠেছিলাম আমরা — এমন সব হতাশাব্যঞ্জক টেলিগ্রাম এসেছিল, তারপর হঠাৎ...'

'নে, আর মিছে কথা বলতে হবে না!' সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন কর্তামা।

'কিন্তু চলে আসার এতটা ঝুঁকি নিলেন কী করে?' এবার জেনারেল বললেন বাধা দিয়ে; গলার স্বরটা এমনভাবে চড়িয়ে দিলেন যেন কর্তামার ঐ 'মিছে কথা'র ব্যাপারটা তাঁর কানেই যায় নি. 'নিশ্চয় মানবেন যে আপনার এই বয়সে এই স্বাস্থ্যে... অন্তত সমস্ত ব্যাপারটা এতই অপ্রত্যাশিত, যে আমাদের বিস্ময় কিছু অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ভারি খুশি হয়েছি আমি — আমরা সকলেই...' (আহ্লাদের তোষামুদে হাসি হাসলেন তিনি) 'আপনার এই হাওয়া বদলের দিনগুলোকে যথাসম্ভব আনন্দে ভরে তোলার জন্যে আমরা সকলেই যথাসাধ্য চেষ্টা করব।'

'থাক, থাক, হয়েছে। বাজে কথা সব, চিরকালের বচনবাগীশ! আমি একাই চালিয়ে নিতে পারব। তবে তোমাদের সঙ্গ নিতে আমার অবিশ্যি আপত্তি নেই। রাগ আমি পুষে রাখি না। জিজ্ঞেস করছ কী করে এলাম? তাতে অবাক হবার কী আছে? এ তো ভারি সোজা! সবাই

এত অবাক হচ্ছে কেন? আরে, প্রাস্কোভিয়া, তুই নাকি? কী করছিস এখানে?'

'কেমন আছেন কর্তামা?' কাছে এসে জিজ্ঞেস করলে পলিনা, 'কবে রওনা দিয়েছিলেন?'

'এতক্ষণ পরে এই একটি বুদ্ধিমানের মতো প্রশ্ন শুনলাম। যত কেবল ওহ্ আর আহ্ শুনে শুনে হয়রান হয়ে গেছি। কী হয়েছিল জানো, আমি সেই যে শয্যাশায়ী তো শয্যাশায়ী। চিকিৎসার পর চিকিৎসা চলছে তো চলছেই। শেষ পর্যন্ত ডাক্তারগুলোকে খেদিয়ে দিয়ে সেণ্ট নিকোলাসের কের্তনীয়াটাকে ডেকে পাঠালাম। ভুষি খড় দিয়ে ও এক মাগীর এই একই রোগ সারিয়েছিল। আমারও উপকার হল আর কী। তিন দিনের দিন ঘাম শুরু হল, উঠে বসলাম। তখন আবার সেই জার্মান ডাক্তারগুলো ফের এসে জুটল, চশমা টশমা লাগিয়ে বচন ঝাড়তে লাগল। বললে —বিদেশে গিয়ে যদি এখন জল বদলাই, একদফা জলচিকিৎসা চালাই, তাহলে কোষ্ঠবদ্ধতাটা সেরে যাবে। ভাবলাম, যাওয়াই যাক। সোহাগীর দল সব কাউমাউ করে উঠল, — যাওয়ার ধকলেই মারা পড়বেন! আমি পরোয়া করলাম না। একদিন গেল বাঁধাছাঁদা করতে। গত শুক্রবার একটা ঝি, পতাপিচ আর আর্দালী ফিওদোরকে নিয়ে রওনা দিলাম, কিন্তু বার্লিনে পেণছে ফিওদোরকে ফিরিয়ে দিয়েছি, দেখলাম ওর কোনো দরকার নেই — আমি একাই চলে আসতে পারব — রেলের একটা আলাদা কামরা আমি নিজের জন্যে নিয়েছিলাম, সব স্টেশনে কুলিও পাওয়া যায়, বিশ কোপেক দিলেই ওরা যেখানে বলব নিয়ে যাবে। ঈস, ভারি যে খাসা স্যুইট ভাড়া নিয়েছ দেখছি!' চারপাশে তাকিয়ে কাহিনী শেষ করলেন তিনি, 'টাকাটা কোথা থেকে আসছে বাপু শুনি? সম্পত্তি তো সব বন্ধক। শুধু এই ফরাসীটার কাছেই তোমার যা দেনা! সব জানি বাপু, সব জানি আমি।'

'খুড়িমা... আমি...' থতমত খেয়ে শুরু করলেন জেনারেল, 'মানে অবাক লাগছে খুড়িমা। আমার ধারণা, কারো তত্ত্বাবধানের অপেক্ষা না রেখেই আমি আমার সংসার চালাতে পারি... তাছাড়া আমি আমার আয় বুঝেই ব্যয় করি এবং আমরা...'

'আয় বুঝে ব্যয়? বললে বটে? নিজের ছেলেমেয়েগুলোর শেষ পয়সাটাও উড়িয়ে বসেছ নিশ্চয়, ভারি আমার অভিভাবক!'

'এর পরে, এ রকম কথার পরে...' রাগে শুরু করলেন জেনারেল, 'জানি না আমি...'

'থাক আর জানতে হবে না। জুয়ার টেবল ছেড়ে বোধ করি এক পাও নড়ো না। সবই উড়িয়েছ তো?'

জেনারেল একেবারে হতভম্ব, উত্তেজনায় প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসে আর কি।

'জুয়ায়? আমি? আমার মতো সম্মানী একটা লোক... কী বলছেন খুড়িমা, ভালো করে ভেবে দেখুন! নিশ্চয় আপনি এখনো অসুস্থ...'

'ও সব বলে লাভ নেই। তোমায় টেবল থেকে কেউ নড়াতে পারে বলে তো আমার মনে হয় না। মিথ্যুক কোথাকার! আজই একবার দেখব তোমার রুলেতটা কী চিজ! প্রাস্কোভিয়া, তুই আমায় বলিস তো এখানে দেখবার কী কী আছে, আলেক্সেই ইভানভিচ আমায় ঘুরিয়ে দেখাতে পারবে। আর তুমি পতাপিচ — কোথায় কোথায় যেতে হবে সব টুকে রাখো। কী কী দেখবার আছে এখানে?' ফের পলিনাকে লক্ষ করে আচমকা জিজ্ঞেস করলেন কর্তামা।

'একটা ভাঙা কেল্লা আছে, খুব দূরে নয়, তাছাড়া শ্লাঙ্গেনবের্গ।'

'শ্লাঙ্গেনবের্গটা কী, বন নাকি?'

'না, বন নয়, একটা পাহাড়। একটা pointe আছে সেখানে...'

'Pointe-টা কী?'

'পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু জায়গা, চারিদিকটা ঘেরা। ওখান থেকে চারদিকের দৃশ্যটা চমৎকার।'

'ওই পাহাড়ের ওপর আমার চেয়ারটাকে টেনে নিয়ে যেতে হবে? পারবে তো, নাকি পারবে না?'

আমি বললাম, 'তা কুলি জোগাড় করা যাবে।'

এই সময় জেনারেলের ছেলেমেয়েদুটিকে নিয়ে আয়া ফেদোসিয়া এল কর্তামাকে নমস্কার জানাতে।

'তবে সোহাগ টোহাগ নয় বাপু। ছেলেপিলেদের চুমু খেতে আমি পারি না। নাক দিয়ে পোঁটা পড়ে সবার। কী ফেদোসিয়া, কেমন লাগছে এখানে?'

'ভারি চমৎকার জায়গা আন্তনিদা ভাসিলিয়েভনা,' ফেদোসিয়া বললে, 'কিন্তু আপনার কী হয়েছিল কর্তামা? ভারি ভাবনা হয়েছিল গো।'

'তা জানি — তুমি সাদাসিধে মানুষ বাছা। আর এঁরা সব কারা — সবাই অতিথি?' ফের পলিনার দিকে ফিরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'চশমা পরা ওই বাঁটকুলটি কে?'

'প্রিন্স নিল্‌স্কি কর্তামা,' কানে কানে বললে পলিনা।

'তাহলে রুশী! আমি ভেবেছিলাম বুঝবে না। শুনতে পায় নি বোধ হয়। মিঃ অ্যাস্টলিকে আমি আগেই দেখেছি। আরে এই তো উনি,' অ্যাস্টলিকে দেখে বললেন কর্তামা, 'নমস্কার!' হঠাৎ বলে চাইলেন তাঁর দিকে।

নীরবে মাথা নোয়ালেন মিঃ অ্যাস্টলি।

'তা ভালোমন্দ কিছু একটা বলুন আমায়। বলুন যা হোক। পলিনা আমার কথাটা তর্জমা করে দে তো।'

পলিনা দোভাষীর কাজ করলে।

'আপনাকে দেখে ভারি খুশি হলাম, আপনার স্বাস্থ্য ভালো আছে দেখে আনন্দ হচ্ছে,' বেশ গুরুত্ব দিয়ে কিন্তু খুবই চটপট জবাব দিলেন মিঃ অ্যাস্টলি। কথাগুলো রুশী করে কর্তামাকে জানানো হল। মনে হল খুশি হয়েছেন তিনি।

মন্তব্য করলেন, 'জবাব দিতে জানে বটে ইংরেজরা; কেন জানি ইংরেজদের বেশ লাগে আমার, ফরাসীরা ওদের কাছে লাগে না!। মাঝে মাঝে আসবেন আমার কাছে,' ফের মিঃ অ্যাস্টলির দিকে ফিরে বললেন, 'খুব যাতে উপদ্রব না করি সে চেষ্টা করব। তর্জমা করে দে পলিনা, আর বলিস, আমি নিচের তলায় আছি, নিচের তলায়, শুনছেন?' আঙুল দিয়ে নিচের তলাটা দেখিয়ে বললেন মিঃ অ্যাস্টলিকে।

আমন্ত্রণে খুশি হলেন মিঃ অ্যাস্টলি। কর্তামা এবার তৃপ্তির সঙ্গে পলিনার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন, হঠাৎ বললেন, 'ভালোবাসতে হলে তোকেই ভালোবাসা উচিত প্রাস্কোভিয়া, ধন্যি মেয়ে তুই, এদের সব কটার চেয়ে ভালো; কিন্তু কী মেজাজ! তবে মেজাজ সে তো আমারও আছে। ঘোর তো দেখি, — মাথায় ওটা কী, পরচুলা নয়ত তো?'

'না কর্তামা, এ আমার নিজেরই চুল।'

'তা ভালো। আজকালকার ওই বেয়াড়া ফ্যাশনটা আমি দেখতে পারি না। বেশ তোর রূপ আছে দেখছি। আমি যদি ছোকরা হতাম তাহলে নির্ঘাৎ তোর প্রেমে পড়তাম। বিয়ে করছিস না কেন? কিন্তু এবার যেতে হয়। এতক্ষণ ট্রেনে আসার পর কিছুটা খোলা হাওয়া দরকার। তা কী হল — এখনো রাগ যায় নি নাকি?' একথাটা জেনারেলের উদ্দেশে।

'রাগ করব কী খুড়িমা!' খুশি হয়ে তাড়াতাড়ি করে বললেন জেনারেল, 'বুঝতে তো পারি, আপনার এই বয়সে...'

'Cette vieille est tombée en enfance,'* দ্য গ্রিয়ে বললে আমার কানে কানে।

'এখানে যা দেখবার আছে সব দেখতে চাই আমি। আলেক্সেই ইভানভিচকে ছেড়ে দেবে তো?'

'নিশ্চয় নিশ্চয়, যত ইচ্ছে, তবে আমি নিজেও — পলিনা, মঁসিয়ে দ্য গ্রিয়ে, আমরা সবাই, সবাই আপনাকে সঙ্গ দিতে পারলে আনন্দ বোধ করব...'

'Mais, madame, cela sera un plaisir...'** মোহময় হাসি হেসে বললে দ্য গ্রিয়ে।

'খুব হয়েছে তোমার plaisir-এ! তোমার কথায় হাসি পাচ্ছে বাপু।' তারপর হঠাৎ জেনারেলের দিকে ফিরে বললেন, 'টাকা কিন্তু তোমায় দেব না। আচ্ছা, এবার আমায় ঘরে যেতে হচ্ছে। ঘরটা একবার দেখে নিয়ে বেরুব দৃশ্য দেখতে। এসো, তোলো আমায়?'

আবার তোলা হল কর্তামাকে, চেয়ারের পেছু পেছু গোটা দলটা নামল সিঁড়ি দিয়ে। জেনারেল এমন ভাবে হাঁটছিলেন যেন মাথায় মুগুরের ঘা খেয়ে বিমূঢ় হয়ে গেছেন। দ্য গ্রিয়ে ভাবনায় ডুব দিয়েছে। মাদমোয়াজেল ব্লাঁশ যাবে না ঠিক করছিল, কিন্তু কেন জানি পরে ভেবে চিন্তে সেও পিছু নিলে। সঙ্গে সঙ্গেই তার পেছনে ছুটল প্রিন্স। ওপর তলায় জেনারেলের ঘরে জার্মানিটি আর মাদাম ভ্যুভ কমেঁজ ছাড়া আর কেউ রইল না।

---

* বৃদ্ধাকে বাহাত্তুরে ধরেছে। (ফরাসী) — সম্পাঃ

** ও মাদাম, সে তো আনন্দের কথা... (ফরাসী) — সম্পাঃ

স্বাস্থ্য-তীর্থগ্‌লোতে, বলতে কি, মনে হয় ইউরোপের সর্বত্রই ঘর দেবার সময় হোটেল ম্যানেজার আর হেড-ওয়েটাররা পরিচালিত হয় অতিথিদের অভিলাষ ও দাবী অন্‌সারে ততটা নয় যতটা অতিথিদের সম্পর্কে তাদের নিজস্ব ধারণা দ্বারা। এবং স্বীকার করতেই হবে যে তাদের ভুল হয় কদাচিৎ। কিন্তু কী কারণে যেন কর্তামাকে এমন জমকালো একটা স্যুইট দেওয়া হয়েছে যে সত্যিই বাড়াবাড়ির ব্যাপার: ভয়ানকভাবে সাজানো চারটে ঘর, একটা বাথর্‌ম, চাকরদের জায়গা, ঝিয়ের জন্যে আলাদা একটা ঘর, আরো কত কী। এক সপ্তাহ আগে এখানে সত্যিই এক গ্র্যাণ্ড ডাচেস থেকে গেছেন, এবং বলাই বাহ্‌ল্য, স্যুইটটার দাম আরো বাড়াবার জন্যে সে কথা তক্ষ্‌ণি নতুন অতিথিদেরও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কর্তামাকে বয়ে কিংবা বলা ভালো, ঠেলে নিয়ে যাওয়া হল সবকটা ঘরের মধ্যে দিয়ে, তীক্ষ্ম সমালোচনার দ্‌ষ্টিতে তিনি তা সব পরিদর্শন করলেন। বয়স্ক টাক পড়া হেড-ওয়েটারটি সসম্ভ্রমে তাঁর এই প্রাথমিক পরিদর্শনের সময় সঙ্গে রইল।

কর্তামাকে ওরা ঠিক কী ভেবেছিল জানি না, কিন্তু নিশ্চয় খ্‌ব কেউকেটা একজন, প্রধান কথা, খ্‌বই টাকাওয়ালা লোক বলে ধরেছে। হোটেল রেজিস্টারে কর্তামার নাম লেখা হয় Madame la générale princesse de Tarassévitchéva* বলে, যদিও প্রিন্সেস খেতাব কর্তামার কখনো ছিল না। কর্তামার এ খ্যাতি জ্‌টেছে সম্ভবত এই কারণে যে তিনি ভ্রমণ করছেন তাঁর নিজের দাসদাসী সমেত, একটা প্রাইভেট রেল কামরায়, সঙ্গে একরাশ বাক্স পেঁটরা এমনকি সিন্দ্‌ক পর্যন্ত। তাছাড়া, আরামকেদারাটা, কর্তামার র্‌ঢ় কণ্ঠস্বর, অতি অসংকোচে, প্রতিবাদের কোনো অবকাশ না দিয়ে ক্ষ্যাপাটে সব প্রশ্ন করার ধরন, অর্থাৎ তাঁর সমগ্র ম্‌র্তি — তাঁর খাড়া চেহারা, র্‌ঢ় উদ্ধত ভাব — এতে তাঁর সম্পর্কে সকলের একটা সভয় সম্ভ্রমের ভাব বেড়ে উঠেছিল। ঘরগ্‌লোর মধ্যে ঘ্‌রতে ঘ্‌রতে হঠাৎ তাঁর চেয়ার থামাবার হ্‌কুম হচ্ছিল, কোনো একটা আসবাব দেখিয়ে আচমকা

* জেনারেল গ্‌হিণী, প্রিন্সেস তারাসেভিচেভা। (ফরাসী) — সম্পাঃ

সব প্রশ্ন করছিলেন হেড-ওয়েটারকে, সসম্ভ্রম স্মিতমুখ সত্ত্বেও সে ইতিমধ্যেই খানিকটা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কর্তামা প্রশ্ন করছিলেন সবই ফরাসীতে, তবে সে ভাষা তিনি বিশেষ বলতে পারেন না বলে দোভাষীর কাজ করতে হচ্ছিল আমাকে। হেড-ওয়েটারের অধিকাংশ উত্তরই তাঁর পছন্দ হল না। তবে নিজেও তিনি যে বিশেষ দরকারী প্রশ্ন করছিলেন তা নয়, সে যে কী প্রশ্ন ঈশ্বরই জানেন। যেমন, হঠাৎ একবার একটা পৌরাণিক ছবির সামনে চেয়ার থামালেন তিনি. বিখ্যাত একটা চিত্রের বাজে নকল সেটা।

'কার ছবি এটা?'

হেড-ওয়েটার বললে, বোধ হয় কোনো কাউন্টেসের ছবি।

'অর্থাৎ তুমি জানো না? এখানে থাকো অথচ জানো না। ছবিটা এখানে কেন? মেয়েটার চোখ অমন ট্যারা কেন?'

এত সব প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পেরে হেড-ওয়েটার বেশ ঘাবড়ে গেল।

'কী হাঁদা দেখেছ!' কর্তামা বললেন রুশীতে।

আরো টেনে নিয়ে যাওয়া হল কর্তামাকে। একটা স্যাক্সনি স্ট্যাটুয়েটের সামনেও ঐ একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি ঘটল। বহুক্ষণ মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে থেকে কর্তামা কেন জানি হুকুম দিলেন সেটাকে সরাতে। শেষ পর্যন্ত শোয়ার ঘরের কার্পেটগুলোর কত দাম, কোত্থেকে এসেছে এই প্রশ্নে হেড-ওয়েটারকে জ্বালিয়ে মারলেন। হেড-ওয়েটার কথা দিলে সন্ধান নিয়ে জানাবে।

কর্তামা মন্তব্য করলেন, 'গাধা কোথাকার!' তারপর বিছানা নিয়ে পড়লেন।

'কী জাঁকালো মশারি! তোলো তো একবার।'

মশারি তোলা হল।

'আরো আরো। একেবারে তুলে ফেলো। বালিশগুলো বার করো, বালিশের ওয়াড়গুলো খোলো। গদিটা ওলটাও।'

সবকিছু ওলটপালট করা হল। খুঁটিয়ে শয্যা পর্যবেক্ষণ করলেন কর্তামা।

'যাক, বাঁচোয়া যে ছারপোকা নেই। বিছানা পাতি সব তুলে নাও, আমারগুলো পাতো, আমার বালিশগুলো দেবে। যাই বলো, সবই খুব

জমকালো দেখছি। বুড়ির জন্যে এত সব কী দরকার? একা একা বিছছিরি লাগবে। আলেক্সেই ইভানভিচ, ছেলেমেয়েগুলোর পড়া শেষ হলেই তুমি প্রায়ই আমার কাছে চলে আসবে।'

বললাম, 'গতকাল থেকে আমি আর জেনারেলের বাড়িতে কাজ করছি না। হোটেলে আমি নিজের পয়সায় আছি।'

'সে কী?'

'কয়েকদিন আগে বার্লিন থেকে একজন নামকরা ব্যারন এখানে এসেছেন তাঁর ব্যারনেস সমেত। কাল বেড়াবার সময় আমি তাঁদের সঙ্গে জার্মান ভাষায় কথা কই, তবে বার্লিনের উচ্চারণ রীতিটা ঠিক মানি নি।'

'বেশ তো, তাতে কী হল?'

'উনি এটাকে বেয়াড়াপনা বলে ধরেন, জেনারেলের কাছে নালিশ করেন, জেনারেলও আমায় জবাব দিয়েছেন।'

'কেন — ব্যারনকে গালমন্দ করেছিলে কিছু? (করলেও কিছু এসে যায় না!)'

'আজ্ঞে না — ব্যারনই বরং আমার দিকে ছড়ি তোলেন।'

'আর তুমি — তোমার বাড়ির মাস্টারমশাইয়ের ওপর এই ব্যবহার তুমি সহ্য করে গেলে, আহাম্মক কোথাকার!' জেনারেলকে ধমকে উঠলেন কর্তামা, 'উল্টে জবাব দিয়ে দিলে ওকে! গাধার দল সব!'

'আপনার ব্যস্ত হবার কারণ নেই খুড়িমা,' জেনারেল বললেন খানিকটা অহংকৃত অসৌজন্যে, 'আমার নিজের ব্যাপারটা আমি নিজেই দেখতে পারি। তাছাড়া, আলেক্সেই ইভানভিচ সবটা ঠিকঠিক বলেন নি।'

'আর তুমিও তা সহ্য করলে?' কর্তামা বললেন আমার উদ্দেশে।

'আমি ব্যারনকে ডুয়েলে চ্যালেঞ্জ করতে চেয়েছিলাম,' যথাসাধ্য নম্র ও শান্ত গলায় জবাব দিলাম, 'কিন্তু জেনারেল আপত্তি করেন।'

'আপত্তি করলে কেন?' ফের প্রশ্ন করলেন জেনারেলকে। ('তুমি বাছা এবার যাও।' হঠাৎ হেড-ওয়েটারের দিকে ফিরে বললেন কর্তামা, 'যখন ডাকব, তখন এসো। হাঁ করে অমন দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। সইতে পারি না এই নুরেমবার্গী চাঁদবদনগুলোকে!') নমস্কার করে ওয়েটার বেরিয়ে গেল, কর্তামার তারিফটুকু অবিশ্যি না বুঝেই।

'কী বলছেন খুড়িমা, ডুয়েল লড়া কি সম্ভব?' তিক্ত হেসে জবাব দিলেন জেনারেল।

'কেন না? পুরুষ মাত্রেই তো লড়ুইয়ে মোরগ। একটু লড়ে গেলেই হত। অকম্মার দল যত সব। নিজের দেশের মুখ রাখতেও জানে না। যাক, আমায় তোলো! পতাপিচ, দেখবে যাতে দুজন কুলি সবসময় তৈরি থাকে — ভাড়া করে ঠিক করে নাও — দুজনেই হবে। বইতে হবে শুধু সিঁড়ি ওঠানামা করার সময়, সমান জায়গায় বা রাস্তায় ঠেলে নিয়ে গেলেই চলবে। আর দেখো, আগাম টাকা দিয়ে রেখো ওদের। তাহলে সম্ভ্রম করে চলবে। আর তুমি নিজেও সব সময় আমার পাশে থাকবে; আর তুমি আলেক্সেই ইভানভিচ, বেড়াবার সময় তোমার ওই ব্যারনটিকে দেখিয়ে দিও তো। অমন এক ফন ব্যারন — একবার দেখা দরকার। আচ্ছা ওই রুলেতটা কোথায়?'

বললাম, রুলেত টেবিল সব কুরসালের নানা ঘরে। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন এল: কত টেবিল? কত লোক খেলে? সারা দিন ধরেই খেলে নাকি? কী ভাবে সব ব্যবস্থা হয়? শেষ পর্যন্ত বললাম, নিজের চোখে দেখে আসাই তাঁর পক্ষে সবচেয়ে ভালো হবে, কেননা মুখে সব বুঝিয়ে বলা কঠিন।

'বেশ, তাহলে সোজা আমায় নিয়ে চলো সেখানে! তুমি সামনে চলো, আলেক্সেই ইভানভিচ!'

'সে কী খুড়িমা, এতটা পথ পাড়ি দিয়েছেন, একটু বিশ্রামও নেবেন না?' উদ্বেগ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন জেনারেল। খানিকটা শশব্যস্তই হয়ে উঠেছিলেন তিনি, বলতে কি সকলেই কেমন চঞ্চল হয়ে দৃষ্টি বিনিময় করতে লাগল। কর্তামার সঙ্গে সোজা যাওয়া রুলেত টেবিলে, যেখানে তিনি নির্ঘাৎ তাঁর পাগলামির প্রমাণ দেবেন এবং এবার জনসমক্ষে, এতে বোধ হয় সকলেই খানিকটা বিব্রত, এমনকি লজ্জিতই বোধ করছিল, অথচ এরা নিজে থেকেই বলেছিল কর্তামার সঙ্গে থাকবে।

'বিশ্রামের কী দরকার? ক্লান্ত তো হই নি। পাঁচ দিন ধরে বসেই আছি। তারপর কেমন তোমাদের ঝর্ণা, ওষুধ-জল কোথায়, সে সব দেখা যাবে। তারপর সেইটে — কী যেন বলছিলি প্রাস্কোভিয়া, চুড়ো না কী যেন?'

'Pointe, কর্তামা।'

'বেশ সেই pointe। আর কী আছে দেখবার?'

'তা অনেক আছে,' একটু মুশকিলেই পড়ল পলিনা।

'তুই তাহলে নিজেই জানিস না! মার্ফা, তুমিও আমার সঙ্গে আসবে,' বললেন দাসীকে।

'আহা, ওকে আবার কেন খুড়িমা?' ব্যস্ত হয়ে পড়লেন জেনারেল, 'এ যে অসম্ভব। পত্তাপিচকেও হয়ত কুরসালেই ঢুকতে দেবে না।'

'বাজে বোকো না। ও ঝিয়ের কাজ করে বলেই ওকে ফেলে যেতে হবে? ও-ও তো একটা মানুষ। গোটা এক সপ্তাহ আমাদের রেল গাড়িতে কেটেছে, ওরও তো দেখতে ইচ্ছে হয়। আমার সঙ্গে ছাড়া আর যাবে কার সঙ্গে? একা একা রাস্তায় বেরুবার সাহসই ওর নেই।'

'কিন্তু...'

'মানে আমার সঙ্গে যেতে তোমার লজ্জা করছে তো? তাহলে ঘরে থাকো। কেউ তো তোমায় যেতে বলছে না। ইস্, কী আমার জেনারেল। আমিও জেনারেল গিন্নী। তাছাড়া, তোমরা সবাই লেজুড় বেঁধে আসবেই বা কেন? আলেক্সেই ইভানভিচের সঙ্গে আমি নিজেই সব দেখে নিতে পারব...'

কিন্তু দ্য গ্রিয়ে ভয়ানক জিদ ধরল, সকলকেই তাঁর সঙ্গে যেতে হবে, তাঁর সাহচর্য যে কী আনন্দের কথা সেটা ঘোষণা করলে অতি অমায়িক সুরে। সবাই রওনা দিলাম আমরা।

'Elle est tombée en enfance,' জেনারেলের কাছে পুনরাবৃত্তি করল দ্য গ্রিয়ে, 'seule elle fera des bêtises...'*

বাকি কথাগুলো কানে এল না, কিন্তু পরিষ্কার বোঝা গেল কিছু মতলব আছে, নতুন করে আশা জেগেছে বোধ হয়।

প্রায় পোয়াটেক পথ। যেতে হয় বাদাম বীথির মধ্যে দিয়ে স্কোয়ার পর্যন্ত, সেটা পাশ কাটালেই সামনে কুরসাল। জেনারেল কিছুটা শান্ত হলেন, কেননা আমাদের মিছিলটা বেশ কিছুটা বাতুলসুলভ হলেও অন্তত সম্ভ্রান্ত ও মান্যগণ্য। রুগ্ন দুর্বল চলশক্তিহীন কেউ একজন জল চিকিৎসার জন্য এখানে এসেছে, তাতে অন্তত অবাক হবার কী আছে? কিন্তু জেনারেলের ভয়টা জুয়াঘর নিয়ে: অক্ষম পঙ্গু এক বৃদ্ধা — জুয়া টেবিলে আসার তার কী

---

* বুড়ির বায়ান্তুরে ধরেছে... একাই যথেষ্ট পাগলামি উনি করবেন... (ফরাসী) — সম্পাঃ

দরকার! ঠেলা চেয়ারটার দু-পাশে রইল পলিনা আর মাদমোয়াজেল ব্লাঁশ। মাদমোয়াজেল ব্লাঁশ হাসছিল, বেশ সংযত রকমের হাসিখুশি ভাব, মাঝে মধ্যে কর্তামার সঙ্গে এক ধরনের সসম্ভ্রম রসিকতাও চালালে এবং শেষ পর্যন্ত প্রায় মন ভিজিয়ে ফেললে কর্তামার। অন্যদিকে কর্তামার অবিরত অসংখ্য প্রশ্নের জবাব দিয়ে যেতে হচ্ছিল পলিনাকে, যথা: 'কে গেল রে, লোকটা কে? গাড়িতে করে যাচ্ছেন ওই মহিলাটি কে রে? শহরটা খুব বড়ো নাকি? পার্কটা কত বড়ো? এগুলো কী গাছ? পাহাড়গুলোর নাম কী রে? ঈগল পাখি আছে এখানে? অদ্ভুত ঐ চালাটা কিসের?' মিঃ অ্যাস্টলি হাঁটছিলেন আমার পাশে, কানে কানে বললেন, কপালে আজ অনেক কিছুই আছে মনে হচ্ছে। পতাপিচ আর মার্ফা আসছিল পেছন পেছন, পতাপিচের পরনে সেই ফ্রককোট, গলায় শাদা টাই, কিন্তু মাথায় একটা কার্তুজ টুপি। চল্লিশ বছরের আইবুড়ি মেয়ে মার্ফা — লালচে গাল কিন্তু চুল পাকতে শুরু করেছে। পরনে তার ছাপা সুতীর ফ্রক, মাথায় টুপি, পায়ে ছাগলের চামড়ার ক্যাঁচকেঁচে বুট। অনবরত পেছন ফিরে ফিরে কর্তামা তাদের সঙ্গে কথা কইছিলেন। দ্য গ্রিয়ে আর জেনারেল পিছিয়ে রইলেন খানিকটা, উত্তেজিতভাবে কী যেন ওঁদের আলোচনা হচ্ছিল। জেনারেল খুবই মুষড়ে পড়েছেন, দ্য গ্রিয়ে খুব দৃঢ়ভাবে কী যেন বলছে। বোধ হয় উৎসাহ দিচ্ছে জেনারেলকে, কোনো পরামর্শ জোগাচ্ছে নিশ্চয়। তাহলেও কর্তামা তো সেই করাল বাক্যটি বলেই দিয়েছেন, 'টাকা কিন্তু তোমায় দেব না।' এ ঘোষণাটা দ্য গ্রিয়ের বোধ হয় বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছিল না, কিন্তু জেনারেল তাঁর খুড়িমাকে চেনেন। বার কয়েক নজরে পড়ল দ্য গ্রিয়ে আর মাদমোয়াজেল ব্লাঁশের মধ্যে চোখ চাওয়াচাওয়ি হচ্ছে। এ্যাভেনিউর একেবারে শেষ প্রান্তে দেখলাম সেই রুশী প্রিন্স আর জার্মান পরিব্রাজকটিকে। ওঁরা আমাদের সঙ্গে আসেন নি, কোথায় যেন চলে যান।

বিজয়গর্বে হাজির হলাম কুরসালে। হোটেলের চাকরবাকরদের মতোই কুরসালের চাকরবাকরগুলোও সমান সম্মান দেখাল। তবে ভয়ানক কৌতূহলী হয়ে আমাদের দিকে না তাকিয়ে অবিশ্যি পারল না। প্রথমে কর্তামাকে বয়ে নিয়ে যেতে হল সবগুলি হলের মধ্যে দিয়ে। কোনোটার তারিফ করলেন, কোনোটার ক্ষেত্রে একেবারে নির্বিকার। তবে সবকিছু সম্পর্কেই প্রশ্ন হল। শেষ পর্যন্ত এলাম জুয়ার ঘরে। বন্ধ দোরের সামনে

দরোয়ান দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎ কেমন হতভম্বের মতো হাট করে সে দরজা খুলে দিলে।

জুয়ার টেবলের কাছে কর্তামার অভ্যুদয়ে খুব একটা ছাপ পড়ল লোকজনদের ওপর। রুলেত টেবলগুলোয় এবং ঘরের অন্য প্রান্তে trente et quarante টেবলটার চারপাশে কয়েক সারিতে পিঠোপিঠি প্রায় দেড়শ দুশ জুয়াড়ী। যারা ঠেলেঠুলে টেবল পর্যন্ত পথ করে যেতে পেরেছে, তারা যথারীতি অটল হয়ে দণ্ডায়মান, বাজি সব না হারা পর্যন্ত জায়গা তারা কখনো ছাড়ছিল না, কারণ শুধু দর্শক হিসাবে দাঁড়িয়ে থাকা, থামোকা খেলবার জায়গা দখল করে থাকা বারণ। টেবলের চারপাশে অবিশ্যি চেয়ার পাতা, কিন্তু জুয়াড়ীদের খুব কমই চেয়ারে বসে, বিশেষ করে ভিড় যখন বেশি; কেননা দাঁড়ালে টেবলের চারপাশে লোক ধরে বেশি, জায়গা বাঁচে, বাজি রাখাও সহজ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির লোকেরা সব সময় ঠেলাঠেলি করে প্রথম সারির লোকেদের পেছনে, অপেক্ষা করে কখন তাদের পালা আসবে। অধৈর্য হয়ে কেউ কেউ সামনের লোকেদের মাঝখান দিয়ে হাত বাড়িয়ে বাজি ফেলেও বসে মাঝে মাঝে। এমনকি কখনো সখনো তৃতীয় সারির লোকেরাও তা করে। তার ফলে টেবলের কোনো একটা জায়গায় বাজিটা কার তা নিয়ে প্রতি পাঁচ কি দশ মিনিট অন্তর ঝগড়া না বেধে যায় না। কুরসালের পুলিস কিন্তু খুব দক্ষ। ভিড় অবশ্য এড়ানো যায় না, বরং ভিড় হলেই তারা খুশি, তাতে মুনাফা বাড়ে। টেবলের চারপাশে আটজন আড্ডাধারী বসে তীক্ষ্ম নজর রাখে বাজির ওপর। টাকা দেওয়া নেওয়া করে ওরাই এবং তর্ক বাধলে ওরাই তা মেটায়। চূড়ান্ত ক্ষেত্রেই শুধু পুলিসের ডাক পড়ে এবং ফয়সালা হয়ে যায় মুহূর্তে। শাদা পোষাকে পুলিস দাঁড়িয়ে থাকে হলের মধ্যেই লোকজনের সঙ্গে মিশে, চেনা যায় না। চোর ছ্যাঁচোড় আর পেশাদারদের ওপর কড়া নজর রাখে তারা — রুলেতে এদের সংখ্যা বেশ, কেননা এ পেশায় সুবিধা অনেক। অন্য সব ক্ষেত্রে চুরি করতে হয় পকেট মেরে বা তালা ভেঙে — ধরা পরলে তাতে ভারি হাঙ্গামা। কিন্তু এক্ষেত্রে শুধু রুলেত টেবলে গিয়ে খেলা শুরু করতে হয়, তারপর হঠাৎ বেশ প্রকাশ্যে জনসমক্ষেই কারো জিতের টাকা তুলে নিয়ে পকেটস্থ করলেই হল। ঝগড়া বাধলে জুয়াচোর সবাইকে শুনিয়ে উচ্চস্বরে দাবি করতে থাকবে যে টাকাটা তারই; যদি বেশ কায়দা করে তা করা যায় এবং সাক্ষীরা একটু

দ্বিধায় পড়ে, তাহলে চোর প্রায়শই টাকাটা মেরে দিতে পারে, অবিশ্যি পরিমাণটা যদি খুব বেশি না হয়। বেশি হলে আড্ডাধারী বা জুয়াড়ীদের কেউ না কেউ তার ওপর নিশ্চিতই আগে থেকে নজর রাখে। টাকাটা যদি বেশি না হয় তাহলে আসল মালিক কেলেঙ্কারির ভয়ে মাঝে মাঝে স্রেফ পশ্চাদপসরণ করে সরেই যায়। আর চোর যদি ধরা পড়ে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই তাকে লাঞ্ছিত করে বার করে দেওয়া হয়।

দূর থেকে তীব্র কৌতূহলে কর্তামা এসব লক্ষ করছিলেন। চোরকে বার করে দেওয়া হয় জেনে ভারি খুশি হয়ে উঠলেন তিনি। Trente et quarante-এ তাঁর বিশেষ আগ্রহ লাগল না — রুলেতটাই তাঁর পছন্দ হল, গড়ানে বলটায় মজা লাগছিল তাঁর। খানিক পরে আরো কাছে থেকে খেলাটা দেখার ইচ্ছে হল তাঁর। কী করে সম্ভব হল কে জানে, দেখা গেল খানসামারা এবং শশব্যস্ত কিছু দালাল (প্রধানত পোল, নিজেদের টাকা হেরে যাবার পর এরা ভাগ্যমন্ত জুয়াড়ী ও প্রতিটি বিদেশীকে সাহায্য করার জন্যে উন্মুখ থাকে) ভিড়ের মধ্যে দিয়েই পথ বানিয়ে টেবলের ঠিক মাঝখানে প্রধান আড্ডাধারীর পাশেই কর্তামার জন্যে জায়গা করে ঠেলে নিয়ে এল তাঁর চেয়ার। অনেকেই নিজেরা খেলছিল না, শুধু খেলা দেখছিল (প্রধানত সপরিবারে ইংরেজরা), এরা সঙ্গে সঙ্গে ভিড় করে এল জুয়াড়ীদের পেছন থেকে কর্তামাকে একবার দর্শন করার জন্যে। অনেক লর্নেট ফিরল তাঁর দিকে। আড্ডাধারীদের আশা জাগল: এমন পাগলাটে জুয়াড়ী হলে সত্যিই অস্বাভাবিক কিছু একটাই ঘটার কথা। চলচ্ছক্তিহীন সত্তর বছরের বৃদ্ধা, জুয়া খেলতে চাইছেন — এটা তো আর নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা নয়। আমি টেবল ঘেঁষে এলাম, ঠাঁই নিলাম কর্তামার পাশে। পতাপিচ আর মার্ফা কোথায় যেন দূরে রইল লোকজনের মধ্যে। জেনারেল, পলিনা, দ্য গ্রিয়ে আর মাদমোয়াজেল ব্লাঁশও সরে রইল দর্শকদের সঙ্গে মিশে।

প্রথমটা জুয়াড়ীদের দেখতে লাগলেন কর্তামা। সজোরে ফিসফিস করে আচমকা আচমকা প্রশ্নবাণে জর্জরিত করছিলেন আমাকে: ওই লোকটা কে? ওই মেয়েটা কে? অতি তরুণ একটা ছেলেকে দেখে ভারি আকৃষ্ট হলেন তিনি। টেবলের শেষ প্রান্তে মোটা টাকা খেলছিল ছেলেটা, এক একবারে বাজি ধরছিল হাজার হাজার টাকা, কানাকানি শোনা গেল ইতিমধ্যেই সে নাকি চল্লিশ হাজার ফ্রাঁ জিতেছে, মোহরে আর ব্যাঙ্কনোটে টাকাটা তার

সামনে স্তূপ করা। ফ্যাকাশে চেহারা ছেলেটার, ধকধক করছে চোখদুটো, হাত কাঁপছে। এখন সে খেলতে শুরু করেছে একেবারে বেপরোয়ার মতো, দুহাতে যত আঁটছে সব বাজি ধরছে, আর অনবরত জিতছে, উপচে পড়ছে টাকা। তার পেছনে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ঘুরছে খানসামারা, এই একটা চেয়ার এগিয়ে দিচ্ছে, এই একটু ভিড় সরাচ্ছে যাতে কেউ ঠেলাঠেলি করতে না পারে পেছন থেকে — এবং সবই একটা মোটা বখশিসের আশায়। জুয়াড়ীরা জিতলে মাঝে মাঝে হিসাব না করে বখশিস দেয়, আনন্দের চোটে মুঠো ভরে টাকা বার করে পকেট থেকে। একজন পোল ইতিমধ্যেই ছেলেটার পাশে গিয়ে জায়গা করে নিয়েছে, ভারি শশব্যস্ত হয়ে উঠেছে সে, সসম্ভ্রমে অনবরত কানে কানে কী বলে যাচ্ছে, সম্ভবত হদিশ দিচ্ছে কোথায় বাজি ধরা উচিত, পরামর্শ দিচ্ছে, খেলায় সাহায্য করছে, সেও অবশ্যই ভবিষ্যৎ দাক্ষিণ্যলাভের আশায়। জুয়াড়ীটি কিন্তু তার দিকে দৃকপাতই প্রায় করছে না, পাগলের মতো বাজি ধরছে আর প্রতিবার আঁচড়ে আনছে জিতের টাকা। বোঝা যায় মাথাটি তার গেছে।

কয়েক মিনিট ধরে কর্তামা লক্ষ করে দেখলেন।

'আরে, থামতে বলো ওকে,' হঠাৎ ব্যাকুল হয়ে আমার খোঁচাতে লাগলেন কর্তামা, 'বলো ওকে, টাকাগুলো কুড়িয়ে এক্ষুণি চলে যাক। হারবে, এক্ষুণি হেরে যাবে যে সব!' উত্তেজনায় প্রায় হাঁপাতে লাগলেন কর্তামা, 'পতাপিচ কোথায়? পতাপিচকে পাঠাও ওর কাছে। বলো, শিগগির বলো, পতাপিচটা গেল কোথায়?' ফের খোঁচাতে লাগলেন আমাকে, 'Sortez, sortez!'* সোজাসুজি ছেলেটিকে লক্ষ করে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। আমি ওঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে কড়া করে জানালাম, চ্যাঁচানো চলবে না, কথাবার্তার সময় গলার স্বর এতটুকু ওঠানোও মানা, তাতে হিসাবে অসুবিধা হয়, সঙ্গে সঙ্গে বার করে দেবে আমাদের।

'কী আপসোস! মরেছে লোকটা! নিজেই যেচে... না, ওর দিকে তাকাতেই পারছি না বাপু, গা গুলিয়ে উঠছে। কী গাধা ছেলেটা!' কর্তামা দ্রুত মুখ ফেরালেন অন্যদিকে।

সেদিকে টেবলের অন্য পাশে বাঁয়ে জুয়াড়ীদের মধ্যে একটি তরুণী এবং

---

* চলে যান, চলে যান। (ফরাসী) — সম্পাঃ

তাঁর পাশে বসা একটি বামনকে বেশ চোখে পড়ে। বামনটা কে - মেয়েটির কোনো আত্মীয় নাকি শুধুই একটা চমকের জন্যে সঙ্গে এসেছে জানি না। মহিলাটিকে আগেও আমি দেখেছি। জুয়ার টেবলে উনি আসেন প্রতিদিন ঠিক বেলা একটার সময় এবং চলে যান ঠিক দুটোয়। প্রতিদিন একঘণ্টা করে জুয়া খেলেন। জুয়াঘরের লোকেরা সবাই তাঁকে চেনে, সঙ্গে সঙ্গেই চেয়ার এনে দেওয়া হয় তাঁকে। পকেট থেকে কিছু মোহর আর কিছু হাজার ফ্রাঁ নোট বার করে শান্তভাবে ঠান্ডা মাথায় বাজি ধরতে থাকেন, এবং এক টুকরো কাগজে আঁক কষে কষে এমন একটা সূত্র বার করার চেষ্টা করেন যাতে সেই মুহূর্তের চান্সের ছকটা মিলে যায়। বাজি তিনি ধরেন বেশ মোটা টাকার, প্রতিদিন দুই কি তিন হাজার ফ্রাঁ জেতেন, তার বেশি নয়, জেতার পরেই চলে যান। কর্তামা অনেকক্ষণ ধরে মেয়েটিকে লক্ষ করলেন।

'এই! এ হারবে না, এ হারার মেয়ে নয়। কোন দেশের লোক? জানো না? কে মেয়েটি?'

'ফরাসীই হওয়ার কথা, কী লোক বুঝতেই পারছেন,' বললাম ফিসফিস করে।

'ঠিক ঠিক — ওড়া দেখেই বোঝা যায় কী জাতের পাখি। শক্ত থাবা। এবার আমায় বলো তো কোন ঘুরনটার কী মানে, কী করে বাজি ধরতে হয়।'

বাজি ধরায় rouge et noir, pair et impair, manque et passe* ইত্যাদি অসংখ্য যোগাযোগ এবং গণনার নানা তারতম্যের অর্থ কী তা যথাসাধ্য বোঝাবার চেষ্টা করলাম। মন দিয়ে শুনলেন কর্তামা, মনে করে রাখলেন, যা বললাম ফের তার পুনরাবৃত্তি করতে বললেন এবং সব মুখস্থ করে নিলেন। চোখের সামনেই নানা পদ্ধতির বাজির দৃষ্টান্ত ছিল, ফলে সহজে এবং ত্বরিতে অনেক কিছুই শেখা এবং মনে রাখা গেল। ভয়ানক খুশি হয়ে উঠলেন কর্তামা।

'শূন্য মানে কী? ওই আড্ডাধারীটা, ওই যে কোঁকড়া চুল, প্রধান আড্ডাধারীটা এইমাত্র হাঁকলে শূন্য! টেবলের সবকিছু ও টেনে নিচ্ছে কেন? ইস্, কত টাকা, সবই ও নিল! তার মানে কী?'

'শূন্য মানে ব্যাঙ্কের টাকা। বল যদি শূন্যে এসে দাঁড়ায় তাহলে টেবলের

---

* লাল কালো, জোড় বিজোড়, ঘাটতি বাড়তি। (ফরাসী) — সম্পাঃ

সবকিছু ব্যাঙ্কের হয়ে যাবে। আর একটা চান্স অবিশ্যি পাওয়া যায়, তাতে ড্র' হয় কিনা দেখা যেতে পারে, কিন্তু ব্যাঙ্ক তাতে কিছুই দেবে না।'

'সে কী! আর আমি কিছু পাব না?'

'না কর্তামা, যদি আপনি শূন্যে টাকা রাখেন আর ওটা শূন্যে এসে থামে, তাহলে আপনি পাবেন বাজির প'য়ত্রিশ গুণ।'

'সে কি প'য়ত্রিশ গুণ? প্রায়ই শূন্য ওঠে নাকি? তাহলে তাতেই টাকা রাখে না কেন বোকারা?'

'কিন্তু শূন্যে না পড়ার চান্সই যে ছত্রিশটা।'

'বাজে কথা! পতাপিচ! পতাপিচ! দাঁড়াও, আমার কাছেই কিছু টাকা আছে। এই নাও!' পকেট থেকে একটা ঠেসে ভরা পার্স বার করে এক ফ্রিদারিখ্‌স্‌দর তুললেন, 'এই নাও — রাখো শূন্যের ঘরে।'

বললাম, 'কিন্তু কর্তামা এক্ষুণি শূন্য হয়ে গেল যে, খুবই সম্ভব অনেকক্ষণ ধরে তা আর আসবে না। বহু টাকা লোকসান যাবে। একটু সবুর করুন।'

'বাজে কথা — রাখো!'

'বলছেন তাই রাখছি। কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত হয়ত আর শূন্য আসবেই না। হাজার টাকা পর্যন্ত বাজি ধরে যেতে হবে। এরকম ঘটেছে।'

'দূর, দূর! নেকড়ের ভয় করলে বনে ঢোকাই চলে না! হারলাম নাকি? আর একটা রাখো!'

দ্বিতীয় ফ্রিদারিখ্‌স্‌দরও গেল। তৃতীয় ফ্রিদারিখ্‌স্‌দর বাজি ধরা হল। কর্তামা স্থির হয়ে আর বসে থাকতে পারছিলেন না। দুরন্ত হুইলের খোপের মধ্যে লাফিয়ে বেড়ানো বলটার দিকে তাঁর জ্বলন্ত চোখদুটো নিবদ্ধ। তৃতীয়টাও গেল। কর্তামা প্রায় আত্মহারা হয়ে উঠেছেন, শান্ত হয়ে কিছুতেই বসে থাকতে পারছিলেন না তিনি, প্রত্যাশিত শূন্যের বদলে আড্ডাধারী যখন ঘোষণা করলে trente six* তখন সত্যি সত্যি টেবিলের ওপর এক ঘুষি মেরেই বসলেন।

'আ মোলো যা!' ফুঁসে উঠলেন কর্তামা, 'পোড়ার মুখো শূন্যটা আর উঠবেই না নাকি? মরি সেও ভালো, না ওঠা পর্যন্ত বসেই থাকব! সবই ওই হতভাগা কোঁকড়া-চুলো আড্ডাধারীটার জন্যে, ওর হাতে কোনো পয় নেই!

* ছত্রিশ। (ফরাসী) — সম্পাঃ

আলেক্সেই ইভানভিচ, রাখো দুটো মোহর! এভাবে যদি হেরেই যেতে থাকি তাহলে শূন্য এলেও কিছু লাভ হবে না দেখছি।'

'কর্তামা!'

'রাখো, রাখো! টাকা তো-আর তোমার নয়!'

দুই ফ্রিদারিখ্‌স্‌দর রাখলাম। বলটা অনেকক্ষণ ধরে ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে তারপর লাফাতে লাগল খোপগুলোর মধ্যে। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে লক্ষ করছিলেন কর্তামা, হাত চেপে ধরে রেখেছিলেন আমার, হঠাৎ — থপ্‌!

'শূন্য!' বললে আড্ডাধারী।

'দেখলে, দেখলে তো!' আনন্দে জ্বলজ্বল করে দ্রুত আমার দিকে ফিরে চেঁচিয়ে উঠলেন কর্তামা, 'বলেছিলাম না তোমায়? বলেছিলাম না আমি? দুটো মোহর বাজি রাখার মতলবটা আমায় ভগবানই দিয়েছিলেন! তাহলে কত পাব আমি? দিচ্ছে না কেন? পতাপিচ, মার্কা! কোথায় ওরা? আমাদের লোকজনেরা সব চলে গেল নাকি? পতাপিচ, পতাপিচ!'

'পরে দেবে কর্তামা,' বললাম ফিসফিসিয়ে, 'পতাপিচ দরজার ওখানে। ওকে ঢুকতে দেবে না। ওই দেখুন, আপনার টাকা দিচ্ছে, নিন।'

নীল কাগজে সীল করা পঞ্চাশ ফ্রিদারিখ্‌স্‌দরের একটা ভরা মোড়ক ছুড়ে দেওয়া হল কর্তামার দিকে, তাছাড়া কুড়ি ফ্রিদারিখ্‌স্‌দর গুণে গুণে দেওয়া হল টেবলের ওপর। কুড়িয়ে বাড়িয়ে কর্তামাকে দিলাম।

'Faites le jeu, messieurs! Faites le jeu, messieurs! Rien ne va plus?'*

টাকা রাখার জন্যে খেলুড়েদের ডাক দিয়ে হুইলটা ঘোরাবার জন্যে তৈরি হতে লাগল আড্ডাধারী।

'ও মা, আমাদের যে দেরি হয়ে গেল! শুরু হল বলে! দোহাই তোমার, কিছু রাখো শিগগির!' ব্যস্ত হয়ে উঠলেন কর্তামা। পাগলের মতো উত্তেজিত হয়ে সজোরে আমায় খোঁচাতে খোঁচাতে তাড়া দিলেন, 'তাড়াতাড়ি!'

'কিন্তু কোথায় রাখব কর্তামা?'

'কোথায়? আবার শূন্যে! কেবলি শূন্যের ঘরে! যত বেশি পারো বাজি ধরো। মোট কত আছে আমাদের? সত্তর ফ্রিদারিখ্‌স্‌দর? কী হবে মায়া করে, কুড়ি ফ্রিদারিখ্‌স্‌দর রাখো একসঙ্গে।'

---

* বাজি ধরুন মঁসিয়ে, বাজি ধরুন! কই আর কে রাখবেন? (ফরাসী) — সম্পাঃ

'কী করছেন কর্তামা, ভেবে দেখুন! আর হয়ত দশ' বারের মধ্যে শূন্য না-ও আসতে পারে। সমস্ত টাকাই আপনি হারবেন বলে দিচ্ছি।'

'বাজে কথা, যত সব বাজে কথা! টাকাটা রাখো! বড়ো মুখ তো তোমার। কী করছি সে আমার ভালোই জানা আছে,' উত্তেজনায় প্রায় কাঁপতে শুরু করলেন কর্তামা।

'নিয়ম আছে কর্তামা, শূন্যের ওপর বারো ফ্রিদারিখ্‌স্‌দরের বেশি রাখা চলবে না — তাহলে তাই রাখলাম।'

'কেন রাখা চলবে না? বাজে কথা নয় তো? ম'সিয়ে, ম'সিয়ে!' বাঁয়ে বসা যে আড্ডাধারীটি হুইল ঘোরাবার উদ্যোগ করছিল তাকে ঠেলা দিতে লাগলেন কর্তামা, 'Combien zéro? douze? douze?'*

তাড়াতাড়ি করে প্রশ্নটা ফরাসীতে বোঝালাম।

আমার উক্তি সমর্থন করে ভদ্রভাবে আড্ডাধারী জানালে, 'Oui, madame, নিয়ম অনুসারে একবারে চার হাজার ফ্লোরিনের বেশি বাজি ধরা চলবে না।' বুঝিয়ে বললে সে।

'তাহলে আর উপায় কী — বারোই রাখো।'

'Le jeu est fait!'** বললে আড্ডাধারী। হুইল ঘুরে ঘুরে থামল তেরোয়। হেরেছি!

'আবার, আবার! আবার বাজি ধরো!' হাঁকলেন কর্তামা। ওঁকে থামাবার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে রাখলাম আরো বারো ফ্রিদারিখ্‌স্‌দর। অনেকক্ষণ ধরে চাকা ঘুরল। তার আবর্তন দেখতে দেখতে কর্তামা প্রায় কাঁপছিলেন। ওঁকে দেখে অবাক হয়ে ভাবছিলাম, 'আবার শূন্য উঠবে সে কথা উনি সত্যিই ভাবছেন নাকি?' উনি যে জিতবেন তার একটা নিশ্চিত প্রত্যাশায়, শূন্য বলে এখুনি চিৎকার উঠবে এই একটা দৃঢ় প্রত্যয়ে ওঁর সমস্ত চেহারা জ্বলজ্বলে হয়ে উঠেছে। বলটা লাফিয়ে এসে একটা খোপে পড়ল।

'শূন্য!' বলে উঠল আড্ডাধারী।

ক্ষিপ্ত উল্লাসে আমার দিকে ফিরে চেঁচিয়ে উঠলেন কর্তামা, 'দেখলে!!!'

---

* শূন্যে কত? বারো? বারো? (ফরাসী) — সম্পাঃ

** বাজি তৈরি! (ফরাসী) — সম্পাঃ

আমি নিজেও জুয়াড়ী, সেই মুহূর্তে সে কথা টের পেলাম আমি। হাত থরথর করছিল আমার, হাঁটু কাঁপছিল, মাথা ঘুরছিল। দশবারের মধ্যে তিনবারই শূন্য ওঠা — এটা সত্যিই অস্বাভাবিক, যদিও খুব একটা আশ্চর্যের ব্যাপার সেটা নয়। গত পরশু আমি নিজেই দেখেছি পরপর তিনবার শূন্য উঠল, এদিকে একজন জুয়াড়ী সোৎসাহে কাগজে ফলাফল টুকে রাখতে রাখতে উচ্চকণ্ঠে মন্তব্য করেছিল, আগের দিন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে শূন্য উঠেছে শুধু একবার।

অনেক টাকা যে জিতেছে তার যোগ্য সম্মান ও ভদ্রতা দেখিয়ে কর্তামার টাকা মিটিয়ে দেওয়া হল। চারশ কুড়ি ফ্রিদারিখ্‌স্‌দর পেলেন তিনি — অর্থাৎ চার হাজার ফ্লোরিন এবং কুড়ি ফ্রিদারিখ্‌স্‌দর। কুড়ি ফ্রিদারিখ্‌স্‌দর তাঁকে দেওয়া হল মোহরে, বাকি চার হাজার ফ্লোরিন ব্যাংকনোটে।

এবার আর কর্তামা পতাপিচকে ডাকলেন না। এবার অন্য কিছু করার পালা তাঁর। আমায় ঠেলাও দিলেন না, বাহ্যত কাঁপলেন না, বলা যেতে পারে, কাঁপছিলেন ভেতরে ভেতরে! মনে হল একেবারে তন্ময় হয়ে গেছেন তিনি, টান টান হয়ে উঠেছে তাঁর সমগ্র সত্তা।

'আলেক্সেই ইভানভিচ, ও বলছিল একবারে চার হাজার ফ্লোরিনের বেশি বাজি রাখা যায় না, তাই না? নাও ধরো, পুরো চার হাজারই রাখো লালের ওপর,' সিদ্ধান্ত জানালেন কর্তামা।

ওকে ফেরাবার চেষ্টা বৃথা। হুইল ঘুরল।

'Rouge!' ঘোষণা করলে আড্ডাধারী।

আরো চার হাজার ফ্লোরিন জিত — সব মিলিয়ে আট হাজার।

'আমায় চার হাজার দিয়ে বাকি চার হাজার ফের লালে লাগাও,' হুকুম করলেন কর্তামা।

ফের চার হাজার রাখলাম।

'Rouge!' আড্ডাধারী ফের ঘোষণা করলে।

'তাহলে মোট বারো। দাও আমায়। মোহরগুলো এই পার্সে দাও, ব্যাঙ্কনোটগুলো সরিয়ে রাখো।'

'যথেষ্ট হয়েছে! এবার বাড়ি। কইরে! চেয়ার ঠেল!'

১১

হলের অন্য প্রান্তে দরজার কাছে ঠেলে নিয়ে আসা হল চেয়ার। কর্তামা একেবারে জ্বলজ্বল করছেন। আমাদের দলের সকলেই অভিনন্দনে ঘিরে ধরল তাঁকে। কর্তামার আচরণ যতই বাতিকগ্রস্ত হোক, জেতার ফলে তাঁর হাজার পাপ ঢাকা পড়ে গেল; এরকম একজন বিদঘুটে মহিলার আত্মীয় হিসাবে সামনে এলে লোকের চোখে ছোটো হবেন, এ ভয় আর জেনারেলের রইল না। কর্তামাকে তিনি অভিনন্দন জানালেন প্রশ্রয়ের একটা অন্তরঙ্গ হাসি হেসে, যেন শিশুকে লাই দিচ্ছেন, বাহবা দিচ্ছেন। কিন্তু বোঝা গেল দর্শকদের সকলের মতোই তিনিও বজ্রাহত। সকলের মুখেই কর্তামার কথা, সবাই আঙুল দেখাচ্ছে তাঁরই দিকে। কাছ থেকে দেখবার জন্যে অনেকেই তাঁর পাশ দিয়ে হেঁটে গেল। একটু দূরে দুজন ইংরেজ বন্ধুর সঙ্গে মিঃ অ্যাস্টলি তাঁর সম্পর্কেই কথা কইছিলেন। সম্ভ্রান্ত কিছু মহিলা দর্শক অতি-সম্ভ্রান্ত বিস্ময়ের ভাব করে কর্তামার দিকে তাকিয়ে দেখলেন যেন তিনি একটা দানবীয় জীব বিশেষ। দ্য গ্রিয়ের কাছ থেকে কেবলি বিকিরিত হতে লাগল হাসি আর অভিনন্দন।

'Quelle victoire!'* বললে সে।

'Mais, madame, c'était du feu!'** লীলাময়ীর হাসি হেসে যোগ করলে মাদমোয়াজেল ব্লাঁশ।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সোজা গিয়ে বারো হাজার ফ্লোরিন জিত নিলাম। বারো হাজার কী বলছি! মোহরগুলো নিয়ে প্রায় তের হাজার। আমাদের টাকায় কত দাঁড়ায়? প্রায় হাজার ছয় হবে তাই না?'

আমি জানালাম, সাত হাজারেরও বেশি, বর্তমান বিনিময়ের হারে সম্ভবত আট হাজার রুবলে গিয়ে দাঁড়াবে।

'মন্দ নয় — আট হাজার! আর তোমরা এখানে সব বসে আছ গাধা কোথাকার, কিছুই করছ না। পতাপিচ, মার্ফা — দেখলে তোমরা?'

'মাগো, বলেন কি রাণীমা আপনি? আট হাজার রুবল!' সারা দেহ নাচিয়ে চেঁচিয়ে উঠল মার্ফা।

* কী একখান জিত। (ফরাসী) — সম্পাঃ

** ও মাদাম, চমৎকার দেখালেন। (ফরাসী) — সম্পাঃ

'নাও তোমাদের জন্যে পাঁচ মোহর করে। নাও!'

পতাপিচ আর মার্ফা ছুটে এল তাঁর হাতে চুমু দেবার জন্যে।

'কুলিদের এক ফ্রিদারিখ্স্দর করে দিয়ে দাও। মোহরই দিও ওদের, আলেক্সেই ইভানভিচ। খানসামাটা কুর্নিশ করছে কেন, আর একটাও করছে দেখছি? আমায় অভিনন্দন নাকি? ওদেরও দিয়ে দাও এক ফ্রিদারিখ্স্দর করে।'

'Madame la princesse ... un pauvre expatrié ... malheur continuel ... les princes russes sont si généreux ...'* টুপি তুলে সসম্ভ্রমে হেসে চেয়ারের পাশে ঘুরঘুর করছিল একটা গোঁপওয়ালা লোক, পরনে তার একটা রঙচঙে ওয়েস্টকোট, ওভারকোটটা জীর্ণ।

'ওকেও এক ফ্রিদারিখ্স্দর দাও। আচ্ছা, দুটোই দাও। বাস, এর আর শেষ হবে না। তোলো আমায়, নিয়ে চলো! প্রাস্কোভিয়া!' বললেন পলিনা আলেক্সান্দ্রভনার দিকে চেয়ে, 'তোকে কাল একটা ড্রেসের কাপড় কিনে দেব, আর ওই মাদমোয়াজেল — কী নাম ওর — মাদমোয়াজেল ব্লাঁশ তাই না? ওকেও একটা কাপড় কিনে দেব ড্রেসের। তর্জমা করে দে প্রাস্কোভিয়া!'

'Merci, madame,' মাদমোয়াজেল ব্লাঁশ বললে বিনীত ভদ্রতায়, ঠোঁটদুটো বেঁকে গেল ব্যঙ্গের হাসিতে, জেনারেল আর দ্য গ্রিয়ের সঙ্গে সে হাসির বিনিময়ও হল। জেনারেল খানিকটা বিব্রত বোধ করছিলেন, তরু-বীথিতে পা দিতেই উনি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

'আর ফেদোসিয়া! ফেদোসিয়া যে কী অবাক হয়ে যাবে তাই ভাবছি!' জেনারেলের আয়ার কথা মনে পড়ল তাঁর, 'ওর-ও একটা নতুন ড্রেস চাই। আলেক্সেই ইভানভিচ, আলেক্সেই ইভানভিচ, ভিখিরিটাকে কিছু দিয়ে দাও!'

বাউণ্ডুলে গোছের পিঠ বাঁকা একটা লোক যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে। আমাদের দিকে চাইছিল।

'ভিখিরি নাও হতে পারে, কর্তামা, গুণ্ডা-বদমাইস হবে হয়ত।'

'দাও, দিয়ে দাও! এক গুলডেন দিয়ে দাও।'

---

* মাদাম প্রিন্সেস ... গরিব দেশান্তরী লোক ... কেবলি বিপদ ... রুশী প্রিন্সেসরা অতি দয়ালু ... (ফরাসী) — সম্পাঃ

'আমি গিয়ে একটা গুলডেন দিলাম ওকে। ভয়ানক অবাক হয়ে লোকটা তাকাল আমার দিকে, কিন্তু বিনা বাক্যব্যয়ে গুলডেনটি নিলে। মুখ দিয়ে মদের গন্ধ বেরুচ্ছিল।

'আর তুমি, আলেক্সেই ইভানভিচ — তুমি একবার তোমার বরাতটা পরীক্ষা করে দেখো নি?'

'না কর্তামা।'

'অথচ চোখ তো বেশ তোমার জ্বলছিল — সেটা আমি দেখেছি।'

'বরাত একদিন পরীক্ষা করে দেখব কর্তামা — সত্যিই দেখব, কিন্তু পরে।'

'টাকাটা সোজা শূন্যে রাখবে! দেখো তখন! কত টাকা আছে তোমার?'

'সব মিলিয়ে মাত্র কুড়ি ফ্রিদারিখ্স্‌দর কর্তামা।'

'বেশি তো নয়। যদি চাও, তো তোমায় পঞ্চাশ ফ্রিদারিখ্স্‌দর ধার দেব। নাও এই মোড়কটাই নাও। তোমায় কিন্তু কিছু দেব না বাছা,' হঠাৎ বললেন জেনারেলের দিকে চেয়ে।

জেনারেল প্রায় বজ্রাহত, কিন্তু কিছু বললেন না। দ্য গ্রিয়ে ভ্রূকুটি করলে।

'Que diable, c'est une terrible vieille!'* দাঁতে দাঁত চেপে বললে জেনারেলের কানে কানে।

'ভিখিরি, ভিখিরি, আর একজন ভিখিরি,' চেঁচিয়ে উঠলেন কর্তামা, 'আলেক্সেই ইভানভিচ, ওকেও একটা গুলডেন দাও!'

এবার এক পাকা-চুল বুড়ো, একটা পা কাঠের, কেমন একটা লম্বা নীল ফ্রককোট গায়ে, হাতে একটা মস্ত লাঠি। বুড়ো সৈনিকের মতো দেখতে। গুলডেনটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিতেই লোকটা এক পা পিছিয়ে গিয়ে কটমট করে তাকালে আমার দিকে।

'Was ist's, der Teufel!'** বলে চেঁচিয়ে উঠে একরাশ গালাগালি দিলে।

'হাঁদা একেবারে!' হাত নেড়ে বললেন কর্তামা, 'চলো, খিদে পেয়েছে!

---

* শালার বুড়ি বটে সাংঘাতিক! (ফরাসী) — সম্পাঃ

** শালার পেয়েছ কী! (জার্মান) — সম্পাঃ

ডিনারের সময় এখন। তারপর কিছুটা গড়িয়ে নিয়ে ফের ওখানে যাওয়া যাবে।'

'আপনি আবার খেলবেন নাকি কর্তামা?' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

'নয়ত কী! ভেবেছ তোমরা মুখ ব্যাজার করে বসে থাকবে আর আমি তাই চেয়ে চেয়ে দেখব?'

'Mais, madame,' দ্য গ্রিয়ে কাছ ঘেঁসে এল, 'les chances peuvent tourner, une seule mauvaise chance, et vous perdrez tout . . . surtout avec votre jeu . . . c'était terrible!'*

'Vous perdrez absolument,'** কূজন করে উঠল মাদমোয়াজেল ব্লাঁশ।

'তাতে তোমাদের কী? আমার টাকা আমি হারব, তোমাদের তো নয়। আর ঐ মিঃ অ্যাস্টলি গেলেন কোথায়?' জিজ্ঞেস করলেন আমাকে।

'উনি কুরসালে থেকে গেছেন কর্তামা।'

'কী আফসোস, ভারি ভালো লোকটি।'

হোটেলে ফিরে সিঁড়িতে হেড-ওয়েটারের সঙ্গে দেখা। কর্তামা তাকে ডেকে বিজয়ের বড়াই শোনালেন। তারপর ডাক পড়ল ফেদোসিয়ার। তাকে তিন ফ্রিদ্‌রিখ্‌স্‌দর দিয়ে হুকুম হল ডিনার দিতে। ডিনারের সময় ফেদোসিয়া আর মার্ফা একেবারে গদগদ হয়ে উঠল।

'চেয়ে চেয়ে আপনাকে দেখি গিন্নিমা,' বকবক করতে লাগল মার্ফা, আর পতাপিচকে বলি, 'গিন্নিমা শুরু করছেন কী, দ্যাখো দিকি নি। আর টাকা কী, মাগো! টেবলের ওপর টাকার পাহাড়! সারা জীবনে অত টাকা আমি বাপু দেখি নি কো! আর চারিদিকে কেবলি সব হোমরাচোমরা বাবু, বসে আছে কেবলি সব আমীর। বলি হাঁ, পতাপিচ, কোথা হতে এল গো? আর মনে মনে ভাবি, হেই মা মেরী, কৃপা করুন গো ওনাকে। আপনার জন্যে প্রার্থনা করতে লেগে গেলাম গিন্নিমা, বুক আমার টিপ-টিপ, টিপ-টিপ, থরথরিয়ে কাঁপছি। হেই ভগমান, দাও ওনাকে একবার, দিয়ে দাও। আর

---

* কিন্তু মাদাম ... কপাল তো আর স্থির থাকে না, একটা দুর্ভাগ্য ঘটলেই আপনি সবকিছু হারবেন ... বিশেষ করে আপনি যেভাবে খেলেন ... সাংঘাতিক। (ফরাসী) — সম্পাঃ

** আপনি নিশ্চয় হারবেন। (ফরাসী) — সম্পাঃ

দেখুন, ভগমানই দিলে। এখনো পর্যন্ত কাঁপুনি যাচ্ছে না গো গিন্নিমা, থরথরিয়ে কাঁপছি।'

'আলেক্সেই ইভানভিচ, ডিনারের পর চারটে নাগাদ তৈরি থেকো — যাব আমরা। এবার বিদায়, একটা ডাক্তার পাঠাতে ভুলো না কিন্তু। এখানকার সেই সব জলও তো খেয়ে দেখতে হবে, নইলে হয়তো ভুলেই যাব।'

কর্তামার কাছ থেকে চলে এলাম আচ্ছন্নের মতো। ভাবতে চেষ্টা করলাম আমাদের এনাদের এবার দশা কী দাঁড়াবে, কোন দিকে মোড় নেবে ঘটনা। পরিষ্কার দেখতে পেলাম, এমনকি প্রথম ধাক্কাটা থেকেও এখনো পুরোপুরি ধাতস্থ হয় নি কেউ, বিশেষ করে জেনারেল। ক্ষণে ক্ষণে প্রতীক্ষা করা কর্তামার মৃত্যুর (সুতরাং তাঁদের সম্পত্তিলাভের) বার্তাবহ টেলিগ্রামের বদলে স্বয়ং কর্তামার আগমনে এঁদের সমস্ত পরিকল্পনা ও সংকল্প এতই তছনছ হয়ে গেছে যে একেবারেই বিমূঢ়ের মতোই কেমন একটা মূর্ছার ঘোরের মধ্যেই যেন ওঁরা রুলেত টেবলে কর্তামার পরবর্তী কীর্তিটা দেখে গেছেন। অথচ প্রথম ঘটনাটার চেয়ে এই দ্বিতীয় ঘটনাটাই হয়ত বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই দিক থেকে যে জেনারেলকে কোনো টাকা দেবেন না একথা কর্তামা দু-দুবার ঘোষণা করেছেন। কিন্তু বলা কি যায়? এখনো আশা আছে হয়ত। জেনারেলের সব ব্যাপারে যে মাথা গলায় সেই দ্য গ্রিয়ে সে আশা এখনো ছাড়ে নি। এবং সমান জড়িত মাদমোয়াজেল ব্লাঁশও (জেনারেলপত্নী হওয়া ও প্রচুর সম্পত্তি পাওয়া তো কম কথা নয়!) আশা ছাড়বে না বলে আমার বিশ্বাস, ছলাকলার সবখানি ক্ষমতা সে প্রয়োগ করবে কর্তামার ওপরে — উল্টো দিকে গর্বিত একরোখা পলিনা জানেই না কী করে আদর কাড়তে হয়। কিন্তু এখন, এখন যখন কর্তামা রুলেতে এমন একখান খেল দেখালেন, নিজের ব্যক্তিত্বের স্বরূপটি যখন তিনি এমন পরিষ্কার করে তুললেন (একরোখা স্বেচ্ছাচারী এক বৃদ্ধা, et tombée en enfance), তখন বোধ হয় সকলেই মরেছেন। কেননা জুয়ায় জিতে উনি যে একেবারে শিশুর মতো খুশি, পরিণামে যে সবই খোয়াবেন। বাপ্‌স্‌! মনে মনে ভাবলাম আমি (ঈশ্বর মার্জনা করুন, অতি হিংসুক একটা হাসির ভাব নিয়েই ভাবলাম), আজ সকালে কর্তামা যে বাজিগুলো ধরছিলেন তার প্রতিটি ফ্রিদারিখ্‌স্‌দরই যে ঠিক ছুরির মতো গিয়ে বিঁধেছিল জেনারেলের বুকে, ক্ষেপিয়ে তুলেছিল দ্য গ্রিয়েকে, পাগল করে দিচ্ছিল

মাদমোয়াজেল ব্লাঁশকে, — তার ঠোঁটের কাছ থেকেই দুধের বাটি খসে পড়ছে। তদুপরি আরো একটা ব্যাপার: কর্তামা যখন শেষ পর্যন্ত জিতলেন, আনন্দে টাকা ছড়াতে লাগলেন নির্বিচারে, প্রতিটি পথচারীকে ভাবতে লাগলেন ভিখিরি বলে, এমনকি তখনো জেনারেলকে তিনি বলে দিয়েছেন, 'টাকা কিন্তু তোমায় দেব না।' তার মানে এ ভাবনাটা তাঁকে পেয়ে বসেছে, মন স্থির হয়ে গেছে, অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা নিয়ে বসেছেন উনি। বিপদ, ভারি বিপদের কথা!

ওপর তলায় আমার ছোট্ট কুঠরিটায় যাবার জন্যে সদরের সিঁড়ি ভেঙে ওঠার সময় কথাগুলো মনে ভেসে গেল আমার। ব্যাপারটা আমায় খুবই ভাবিয়ে তুলল; আমার সামনেকার মঞ্চে অভিনেতারা যে সূত্রে বাঁধা তার সবচেয়ে জরুরি ও শক্ত সুতোগুলো অবিশ্যি আমি অনেক আগেই আবিষ্কার করতে পেরেছি, কিন্তু অভিনয়ের ভিতর বাহির সবকিছু এখনো আমার জানা নেই। পলিনার পূর্ণ আস্থা আমি কখনো অর্জন করি নি যদিও একথা সত্যি যে, মাঝে মাঝে সে যেন খানিকটা অনিচ্ছাতেও মন খুলেছে আমার কাছে। কিন্তু লক্ষ করে দেখেছি যে প্রায়ই, বস্তুত এই ধরনের আত্মোদঘাটনের পর প্রতিবারই, সে যা বলে ফেলেছে সেটাকে হয় একটা তামাসায় পরিণত করার চেষ্টা করেছে, নয় সবকিছু ইচ্ছে করেই এমন তালগোল পাকিয়ে দিয়েছে যাতে জিনিসটা সত্যি বলে না মনে হয়। উহ্, কত কিছুই না গোপন করে রেখেছে ও! তাহলেও মনে হল এবার এই রহস্যময় তীব্র পরিস্থিতিটা অন্তত একটা পরিশেষের দিকে চলেছে। শুধু আর একটি আঘাত বাকি—তাহলেই সবকিছুর অবসান, সবারই স্বরূপ মোচন! আমার নিজের ভূমিকা কী দাঁড়াবে তা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামালাম না, যদিও আমিও এ সবের সঙ্গেই জড়িত। কিন্তু অদ্ভুত আমার মন। পকেটে আছে মাত্র কুড়িটি ফ্রিদারিখ্‌স্‌দর, ঘর ছেড়ে এসে ঘুরছি এক বিদেশ বিভুঁইয়ে, না আছে চাকরি, না কোনো সংস্থান, কোনো আশাও নেই, কোনো নির্দিষ্ট পরিকল্পনাও নেই, তবু এসবে যেন এতটুকু উদ্বেগ নেই আমার! পলিনার কথা না ভাবতে হলে আসন্ন অঙ্কপাতের হাসির দিকটা নিয়ে একেবারে মেতে উঠতাম, প্রাণভরে হেসে নিতাম। কিন্তু দুশ্চিন্তা পলিনাকে নিয়ে। টের পাচ্ছিলাম, ভাগ্য ওর স্থির হতে চলেছে। কিন্তু স্বীকার করছি, আমার যা দুশ্চিন্তা সেটা ওর ভাগ্য নিয়ে নয়। আমি চাই ওর মনের গোপনে প্রবেশ করতে, চাই ও আমার

কাছে এসে বলুক: 'কিন্তু আমি যে তোমায় ভালোবাসি!' তা যদি না হয়, এ পাগলামি যদি অকল্পনীয়ই হয়, তাহলে — তাহলে কী আমার চাইবার আছে? কী আমি চাই সে কি আমি জানি? আমি নিজেই যে উদ্ভ্রান্ত। শুধু যদি থাকতে পারতাম ওর কাছাকাছি, ওর জ্যোতি, ওর দ্যুতির পরিমণ্ডলে, চিরকাল, সারা জীবন! এর বেশি কিছু আমি জানি না। ওকে ছেড়ে কি যেতে পারি কখনো!

তিন তলার বারান্দায় কেমন যেন একটা ধাক্কার মতো লাগল। ফিরতেই দেখি, কুড়ি পা, হয়ত বা আরো একটু দূরেই পলিনা ঘর থেকে বেরচ্ছে। ঠিক যেন আমার প্রতীক্ষাতেই ছিল এতক্ষণ, দেখেই আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকলে।

'পলিনা আলেক্সান্দ্রভনা...'

'আস্তে!'

ফিসফিসিয়ে বললাম, 'আশ্চর্য, মনে হল সত্যিই কে যেন আমায় ধাক্কা দিলে! তাকিয়েই দেখি আপনি। কেমন একটা বিদ্যুতেই বোধ হয় বিকিরণ করেন আপনি।'

'চিঠিটা ধরুন,' ছটফটিয়ে ভ্রুকুটি করে বললে সে। যা বললাম সেটা নিশ্চয় কানে যায় নি, 'এক্ষুণি গিয়ে নিজে মিঃ অ্যাস্টলির হাতে দেবেন। দেরি করবেন না কিন্তু, জবাব দেবার দরকার নেই। উনি নিজেই...'

থেমে গেল পলিনা।

'মিঃ অ্যাস্টলিকে?' সবিস্ময়ে প্রতিধ্বনি করলাম আমি।

ততক্ষণে বন্ধ দরজাটার পেছনে অদৃশ্য হয়েছে পলিনা।

'বটে, চিঠিপত্রও চলে তাহলে!' বলাই বাহুল্য তক্ষুণি দৌড়লাম মিঃ অ্যাস্টলির খোঁজে। প্রথমে হোটেলে, সেখানে পাওয়া গেল না। তারপর কুরসালে, সবকটি হল খুঁজে প্রায় হতাশ হয়ে বেরিয়ে আসছি, এমন সময় হঠাৎ দৈবচক্রে তাঁর সাক্ষাৎ পেলাম একদল ঘোড়ায় চাপা নারী পুরুষ ইংরেজদের মধ্যে। আমি হাতছানি দিয়ে ঘোড়া থামালাম ওঁর, চিঠিটি দিলাম। দৃষ্টি বিনিময়েরও সময় হল না। কিন্তু আমার সন্দেহ, ইচ্ছে করেই ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলেন মিঃ অ্যাস্টলি।

ঈর্ষায় কি আমি পীড়িত? একেবারে চূর্ণ বোধ হচ্ছিল ভেতরটা। কী নিয়ে ওদের চিঠি লেখালেখি তা জানারও ইচ্ছে রইল না আমার। মিঃ অ্যাস্টলির

কাছে তাহলে ও সব জানায়! মনে হল, 'বন্ধুত্ব, হাঁ বন্ধুত্ব তা ঠিক,' অতি পরিষ্কার সেটা (এর মধ্যেই বন্ধু হয়ে উঠতে পারল কী করে), কিন্তু এর সঙ্গে ভালোবাসাও আছে নাকি? ফিসফিসিয়ে যুক্তি বললে, তা হতে পারে না। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে একমাত্র যুক্তির ওপর ভরসা করা যায় কতটুকু? নিদেনপক্ষে এ ব্যাপারটাও খোলসা করতে হবে। বড়োই অপ্রীতিকর জটিলতায় পাকিয়ে উঠেছে জিনিসটা।

হোটেলে ঢুকতেই দরোয়ান আর হেড-ওয়েটার জানাল, আমায় ওরা খুঁজছে, কোথায় আছি সন্ধানের জন্যে তিনবার লোক পাঠিয়েছে, এক্ষুণি জেনারেলের ঘরে যেতে বলা হয়েছে আমায়। মেজাজ আমার তখন ভারি খারাপ। জেনারেলের বসার ঘরে দেখলাম জেনারেল ছাড়াও আছে দ্য গ্রিয়ে আর মাদমোয়াজেল ব্লাঁশ — একাই, মা নেই। মা-টি নিতান্তই এক শোভা, শুধু সমারোহের সময়ই তার দরকার; আসল ব্যাপারের বেলায় মাদমোয়াজেল ব্লাঁশ নিজেই অস্ত্র ধরেন। তথাকথিত কন্যার খবরাখবর মহিলাটি নিজেই বিশেষ জানেন কি না সন্দেহ।

তিনজনের মধ্যে খুব একটা প্রবল জটলা চলছিল, দরজাটা পর্যন্ত বন্ধ, — এটা কখনো আগে ঘটে নি। দরজার দিকে এগোতেই উচ্চস্বর কানে এল — দ্য গ্রিয়ের রূঢ় বিষাক্ত উক্তি, ব্লাঁশের নির্লজ্জ গালাগালি আর ক্ষিপ্ত চিৎকার, আর জেনারেলের করুণ সুর, বোঝা যায় কী একটা কৈফিয়ৎ দিতে চাইছেন। আমি আসতেই সকলে খানিকটা আত্মসংবরণ করে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করল। দ্য গ্রিয়ে চুল ঠিকঠাক করে মুখের রাগটাকে পরিণত করলে হাসিতে, সেই যাচ্ছে-তাই কেতা-মানা ফরাসী হাসি যা আমি দেখতে পারি না। দীনমূর্তি হতভম্ব জেনারেল তাঁর মর্যাদার ভাবটা ফুটিয়ে তুললেন যন্ত্রের মতো। একলা কেবল মাদমোয়াজেল ব্লাঁশেরই রোষ-ঝলকিত মুখখানার বদল হল না। শুধু চুপ করে গিয়ে অধীর অপেক্ষায় চেয়ে রইল আমার দিকে। বলা দরকার যে এযাবৎ ও আমায় অসম্ভব তাচ্ছিল্য করে এসেছে, নমস্কারেরও প্রতিদান দিত না — নজরই করত না আমায়।

'আলেক্সেই ইভানভিচ,' কোমল অনুযোগের সুরে শুরু করলেন জেনারেল, 'বলতেই হবে যে আশ্চর্য, অত্যন্ত আশ্চর্য - আমার এবং আমার পরিবারের প্রতি আপনার যা আচরণ... সেটা, এক কথায় খুবই অদ্ভুত, অতিশয় রকমের অদ্ভুত...'

'Eh, ce n'est pas ça,'* অত্যন্ত বিরক্তি ও তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বাধা দিলে দ্য গ্রিয়ে। (সত্যি লোকটা সবারই মাতব্বর হয়ে উঠেছে!) 'Mon cher monsieur, notre cher general se trompe'**(দ্য গ্রিয়ের পরের কথাগুলো রুশেই বলছি), 'উনি শুধু এই বলতে চাইছিলেন — মানে আপনাকে হুঁশিয়ার করে দিতে, আপনাকে বুঝিয়ে অনুরোধ করতে চাইছিলেন যেন আপনি ওঁর সর্বনাশ না করেন... মানে, হ্যাঁ, ওঁকে যেন না মারেন — মারা কথাটাই আমি ব্যবহার করছি...'

'কিন্তু কী করে, কেমন করে মারছি?' বাধা দিয়ে বললাম।

'আপনি তো এই বৃদ্ধার, cette pauvre terrible vieille-র*** (কী বলা যায়?) ভার নিয়েছেন,' একটু এলোমেলো হয়েই বললে দ্য গ্রিয়ে, 'কিন্তু উনি নির্ঘাৎ হারবেন। শেষ পয়সাটি পর্যন্ত উনি হারবেন! আপনি নিজেই দেখেছেন কী ভাবে উনি জুয়া খেলেন, আপনি নিজেই তার সাক্ষী! হারতে শুরু করলে উনি আর টেবল ছাড়বেন না, নিতান্ত গোয়ার্তুমি করে ক্ষেপে গিয়ে উনি চালিয়েই যাবেন, খেলেই যাবেন, আর এসব ক্ষেত্রে কখনোই হারের টাকা উশুল হয় না, তারপর... তারপর...'

'এবং তখন,' সূত্র ধরলেন জেনারেল, 'তখন গোটা সংসারের সর্বনাশ! আমি এবং আমার পরিবার ওঁর উত্তরাধিকারী, ওঁর আর কোনো নিকট আত্মীয় নেই। খোলাখুলিই আপনাকে বলছি — অবস্থা আমার খারাপ, অত্যন্ত খারাপ। আপনি নিজেও খানিকটা জানেন... উনি যদি প্রচুর টাকা হারেন, বলতে কি গোটা সম্পত্তিটাই হেরে বসেন, — হায় ভগবান! — তাহলে ওদের কী হবে, আমার ছেলেপিলেদের' (জেনারেল তাকালেন দ্য গ্রিয়ের দিকে), 'আমার কী হবে!' (এই বলে জেনারেল তাকালেন মাদমোয়াজেল ব্লাঁশের দিকে, ব্লাঁশ চোখ ফিরিয়ে নিলে বিতৃষ্ণায়।) 'আলেক্সেই ইভানভিচ, বাঁচান আমাদের, বাঁচান!'

'কিন্তু জেনারেল, আমি কী করতে পারি... বলুন, এখানে আমার হাত কতটুকু?'

---

* আহ্, ওভাবে নয়। (ফরাসী) — সম্পাঃ

** প্রিয় মঁসিয়ে.... আমাদের শ্রদ্ধেয় জেনারেল ভুল করছেন। (ফরাসী) — সম্পাঃ

*** এই হতভাগা সাংঘাতিক বুড়িটির। (ফরাসী) — সম্পাঃ

'আপত্তি করুন, না করে দিন, ওঁর কাজ ছেড়ে দিন!..'

.'কিন্তু আমার জায়গায় অন্য কেউ আসবে!' বললাম চেঁচিয়ে।

'Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça,' ফের বাধা দিলে দ্য গ্রিয়ে, 'que diable!* উঁহু, ওঁকে ছেড়ে যাবেন না, কিন্তু পরামর্শ দিন, বুঝিয়ে বলুন, অন্য দিকে ওঁর মন ফেরান — অন্তত খুব বেশি হারতে দেবেন না ওঁকে, অন্য দিকে মন ফেরাতে চেষ্টা করুন।'

'সে আমি করব কী করে? বরং সে ভারটা যদি আপনি নেন মঁসিয়ে দ্য গ্রিয়ে,' যথাসাধ্য সারল্যের ভাব করে বললাম।

চোখে পড়ল দ্য গ্রিয়ের দিকে একটা চকিত, জ্বলন্ত, জিজ্ঞাসু দৃষ্টি হানল মাদমোয়াজেল ব্লাঁশ। দ্য গ্রিয়ের মুখের ওপরেও কেমন একটা বিচিত্র উদ্ঘাটিত ছায়াপাত দেখলাম, এমন কিছু যা সে চেপে রাখতে পারছে না।

'কিন্তু এখন যে উনি আমায় নেবেন না!' বললে হাত নেড়ে, 'যদি সম্ভব হয়... তবে সেটা পরে...'

মাদমোয়াজেল ব্লাঁশের দিকে একটা অর্থপূর্ণ চকিত দৃষ্টিপাত করলে দ্য গ্রিয়ে।

'O mon cher monsieur Alexis, soyez si bon!'** মুখে এক মোহিনী হাসি ফুটিয়ে খোদ মাদমোয়াজেল ব্লাঁশই এবার আমার দিকে এগিয়ে এল, আমার দুই হাত ধরে ঘনিষ্ঠ চাপ দিলে। শালী একেবারে ডাইনী! মুহূর্তের মধ্যে কী করে ভোল বদলাতে হয় সেটা ওর বেশ জানা। সেই মুহূর্তে ওর সারা মুখখানায় ভারি একটা আবদার ফুটে উঠেছিল, ভারি মধুর হয়ে উঠল তার হাসি, ভারি ছেলেমানুষের মতো, দুষ্টু-দুষ্টু। কথার শেষে সবার আড়ালে গোপন একটা কটাক্ষপাতও হল আমার প্রতি। ওতেই আমায় ধরাশায়ী করবে ভেবেছে নাকি? কটাক্ষটা মন্দ হয় নি অবশ্য, কিন্তু স্থূল, ভীষণ স্থূল।

ওর পেছু পেছু জেনারেলও লাফিয়ে উঠলেন — সত্যি লাফিয়েই উঠলেন।

---

* না, না, তা নয়, তা নয়, ধুত্তোরি সব! (ফরাসী) — সম্পাঃ

** সত্যি প্রিয় আলেক্সেই একটু দয়া করুন। (ফরাসী) — সম্পাঃ

'যে ভাবে কথা শ্বরু করেছিলাম তার জন্যে মাপ করুন আলেক্সেই ইভানভিচ, আমি মোটেই ওকথা বলতে চাই নি... অনুরোধ করছি আপনাকে, মিনতি করছি, রুশী প্রথায় হে'ট হয়ে কুর্নিশ করছি কেবল আপনিই আমাদের বাঁচাতে পারেন, একমাত্র আপনি! মাদমোয়াজেল দ্য কমে'জ আর আমি — আমরা মিনতি করছি আপনাকে — বিবেচনা করুন, বুঝতেই তো পারছেন?' চোখ দিয়ে মাদমোয়াজেল ব্লাঁশকে ইঙ্গিত করে মিনতি করলেন তিনি. সত্যিই ভারি করুণ লাগছিল তাঁকে।

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজায় তিনটি সসম্ভ্রম মৃদু টোকা পড়ল. দরজা খুলতে বোঝা গেল করিডরের চাকরটা টোকা দিয়েছে। তার কয়েক পা দূরে দাঁড়িয়ে আছে পতাপিচ। কর্তামার দূত সব। পাঠিয়েছেন আমায় খুঁজে বার করে তৎক্ষণাৎ নিয়ে যেতে। 'উনি রাগ করছেন,' বললে পতাপিচ।

'কিন্তু সবে তো সাড়ে তিনটে!'

'উনি ঘুমতে পারেন নি, কেবলি ছটফট করেছেন। তারপর এখন বিছানা ছেড়ে উঠে চেয়ার আনার হুকুম দিয়েছেন, আপনার ডাক পড়েছে। এতক্ষণে উনি নিচের গাড়ি বারান্দায়...'

'Quelle mégère!'* চে'চিয়ে উঠল দ্য গ্রিয়ে।

সত্যিই দেখি, কর্তামা নিচের বারান্দায়, আমায় না দেখে অধীর হয়ে উঠেছেন। চারটে পর্যন্তও সবুর করতে পারলেন না।

'এসোঁ, তোলো আমায়!' হুকুম দিলেন উনি; ফের যাত্রা করা গেল কুরসালের দিকে।

১২

অস্থির খিট্‌খিটে হয়ে উঠেছিলেন কর্তামা। বেশ বোঝা গেল মাথায় ওঁর কেবল রুলেত ঘুরছে। আর কোনো দিকে তাঁর খেয়ালই নেই, অসম্ভব অন্যমনস্ক মনে হল। যেমন, সারা রাস্তা আগের মতো একটা প্রশ্নও করলেন না। জমকালো একটা গাড়ি ঝড়ের বেগে আমাদের পেরিয়ে যেতে হাত তুলে একবার জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার? কার গাড়ি?' কিন্তু মনে হল না আমার জবাবটা তাঁর কানে গেছে। থেকে থেকে কোনো এক একটা অধীর

---

* কী খান্ডারণী! (ফরাসী) — সম্পাঃ

দেহবিক্ষেপে নয়ত আচমকা কোনো খেয়ালে তাঁর আনমনা ভাবটা মাঝে মাঝে কাটছিল। কুরসালে পৌঁছবার মুখে দূরে থেকে যখন ব্যারন ও ব্যারনেস ভুরমেরহেল্মকে দেখালাম তখন আনমনার মতো তাকিয়ে দেখে নির্বিকারভাবে শুধু বললেন 'ও!' তারপর চট করে ঘাড় ফেরালেন পতাপিচ আর মার্ফার দিকে। ওরা আসছিল পিছন পিছন।

'পেছু পেছু আসছ কেন ? প্রত্যেকবারই তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যাব ভাবছ?, বাড়ি ফিরে যাও! তুমি থাকলেই আমার যথেষ্ট,' বললেন আমায় লক্ষ করে। তাড়াতাড়ি করে নমস্কার জানিয়ে ওরা ফিরল হোটেলের দিকে।

কুরসালে সকলেই কর্তামার আশা করছিল। আড্ডাধারীর পাশে তাঁর সেই আগের জায়গাটা তৎক্ষণাৎ খালি করে দেওয়া হল। এই 'ক্রুপিয়ে'দের আচরণ এমনিতে সর্বদাই অতি ভদ্র, নেহাৎ যেন সাধারণ এক কর্মচারী, ব্যাংক হারল কি জিতল তাতে যেন তাদের কিছু এসে যায় না, কিন্তু মনে হয় ব্যাংকের হারজিত সম্পর্কে এরা মোটেই উদাসীন নয়, নিশ্চয় জুয়াড়ীদের আকর্ষণ করার নির্দেশ আছে এদের ওপর, কর্তৃপক্ষের স্বার্থের ওপর তীক্ষ্ন নজর রাখতে হয় এদের; এর জন্যে নিশ্চয় পুরস্কার আর বোনাস পায় তারা। কর্তামাকে অন্তত তারা শিকার বলেই ধরে রেখেছিল। অতঃপর যা ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল তাই ফলল।

ঘটনাটা এই: সোজা শূন্য দিয়ে শুরু করলেন কর্তামা, গিয়েই বারো ফ্রিদারিখ্‌স্‌দর রাখার হুকুম হল। একবার, দুবার, তিনবার — কিন্তু শূন্য উঠল না।

'রাখো, রাখো!' অধীর হয়ে খোঁচাতে লাগলেন কর্তামা। আমি আজ্ঞা পালন করলাম।

'কতবার হল?' অধীরভাবে দাঁত কড়মড় করে শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করলেন।

'বারো বার হল কর্তামা। একশ চুয়াল্লিশ ফ্রিদারিখ্‌স্‌দর হেরেছি আমরা। আপনাকে বলছি কর্তামা, রাতের আগে আর...'

'চুপ করো!' ধমকে উঠলেন কর্তামা, 'শূন্যে রাখো, আর লালের ওপর রেখো এক হাজার গুলডেন। এই নাও নোট।'

হুইল থামল লালে। শূন্যের ঘরে যে টাকাটা রাখা হয়েছিল সেটা গেল। হাজার গুলডেন ফিরে পাওয়া গেল।

'দেখলে তো!' ফিসফিসিয়ে বললেন কর্তামা, 'যা হেরেছিলাম, তার সবই প্রায় উঠে এসেছে। ফের শূন্যে ধরো — আরো দশবার ধরে তারপর থামব।'

কিন্তু পাঁচ বারের বার কর্তামা একেবারেই অধৈর্য হয়ে উঠলেন।

'চুলোয় যাক তোমার শূন্য। পুরো চার হাজার গুলডেন রাখো লালের ওপর,' হুকুম হল।

'কর্তামা! এ যে অনেক টাকা! ধরুন যদি লাল না ওঠে,' অনুরোধ করলাম আমি। কিন্তু কর্তামা আমায় প্রায় পিটিয়ে ছাড়লেন। (এমনিতেই তাঁর খোঁচানিগুলো এমন জোরালো যে তাকে প্রহার বললেও ভুল হয় না।) যে চার হাজার গুলডেন সকালে জেতা গেছে তার সবটাই লালে রাখা ছাড়া গত্যন্তর রইল না। হুইল ঘুরল। কর্তামা বসে রইলেন শান্তভাবে, সগর্বে মাথা উঁচু করে, জিতবেন যে নিশ্চয় তাতে যেন এতটুকু সন্দেহ নেই।

'শূন্য,' ঘোষণা করলে ক্রুপিয়ে।

প্রথমে কর্তামা কিছু বোঝেন নি। দেখলেন তাঁর চার হাজার গুলডেন সমেত টেবিলের সমস্ত বাজি ক্রুপিয়ে টেনে নিচ্ছে, যে শূন্য এতক্ষণ ধরে আসছিল না, যার ওপর বাজি ধরে প্রায় দু'শ' ফ্রিদারিখ্স্‌দর হেরেছেন, সেই শূন্য যেন তাঁকে বিদ্রূপ করেই উঠল ঠিক তখন যখন গালাগালি দিয়ে সে শূন্যকে সবে ছেড়েছেন। আর্তনাদ করে সকলের সামনেই দুহাত ছড়িয়ে হতাশার ভঙ্গি করলেন কর্তামা। দর্শকদের মধ্যে সত্যিই হাসি উঠল।

'দেখো দিকি! পোড়াকপালে শূন্যটা তাহলে উঠল শেষ পর্যন্ত!' ককিয়ে উঠলেন কর্তামা, 'কী পোড়াকপালে অলক্ষুণে দ্যাখো দিকি! তোমার দোষ, সব তোমার দোষ!' আমায় একটা খোঁচা দিয়ে ক্ষেপার মতো ফিরলেন আমার দিকে, 'তুমিই আমাকে মানা করছিলে!'

'আমি তো শুধু সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের কথা বলছিলাম কর্তামা। সমস্ত চান্সের কথা কি বলা যায়?'

'চুলোয় যাক তোমার চান্স!' রাগে হিসিয়ে উঠলেন কর্তামা, 'নিকালো, দূর হও আমার সামনে থেকে।'

'চললাম কর্তামা,' চলে যাচ্ছিলাম আমি।

'আলেক্সেই ইভানভিচ, দাঁড়াও আলেক্সেই ইভানভিচ! কোথায় চললে? কী ব্যাপার? ইস্, রাগ হয়েছে দেখছি! বোকা কোথাকার! নাও হয়েছে, হয়েছে, এসো আর একটু থাকো আমার সঙ্গে! রাগ কোরো না, আমারি বোকামি। বলো এবার কী করতে হবে!'

'পরামর্শ দেবার ভার আমি নেব না কর্তামা, আপনি কেবল আমাকেই দোষী করবেন। আপনি নিজে খেলুন, যা বলবেন সেখানেই টাকা রাখব।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, বেশ তাই সই! লালের ওপর আরো চার হাজার গুলডেন রাখো। এই নাও আমার পার্স,' পার্সটা বার করে আমায় দিলেন, 'নাও নাও ধরো, মোহরে কুড়ি হাজার রুবল আছে এতে।'

'কর্তামা,' একটু তো-তো করে বললাম আমি, 'এত মোটা টাকা...'

'প্রাণ যায় তাও স্বীকার, যা হেরেছি সব তুলতে হবে। রাখো।'

বাজি ধরা গেল। হারলাম।

'ফের — বাকি আট হাজার যা আছে সব ধরো!'

'তা হয় না কর্তামা, চার হাজারের বেশি ধরা যায় না!'

'চার হাজারই ধরো তাহলে!'

এবার আমরা জিতলাম। কর্তামা তাজা হয়ে উঠলেন।

'দেখলে তো, দেখলে!' আমায় খোঁচালেন, 'আবার চার!'

তাই করা গেল এবং হারলাম। এরপরেও পরপর দু বার হারলাম।

জানিয়ে দিলাম, 'পুরো বারো হাজারই গেছে, কর্তামা।'

'গেছে তা দেখতেই পাচ্ছি,' যে সুরে বললেন সেটাকে বলা যেতে পারে এক ধরনের শান্ত ক্ষিপ্ততা, 'তা দেখছি বাছা, দেখতেই পাচ্ছি।' না নড়ে সোজা সামনের দিকে চেয়ে কেমন আচ্ছন্নের মতো গুঞ্জন করলেন, 'নাঃ, প্রাণ যায় তাও স্বীকার, রাখো আরো চার হাজার বাজি!'

'টাকা আর নেই কর্তামা। থলেতে আমাদের পাঁচ পার্সেন্টী হুণ্ডি আর কিছু ট্রান্সফার ছাড়া আর কিছু নেই — কোনো টাকা নেই।'

'পার্সে?'

'শুধু কিছু খুচরো আছে।'

'এক্সচেঞ্জ ব্যুরো আছে এখানে? শুনেছিলাম আমাদের সমস্ত টাকাই এখানে এক্সচেঞ্জ করা যায়,' দৃঢ়ভাবেই বললেন কর্তামা।

'প্রচুর আছে, কিন্তু এত টাকা কেটে নেবে যে ইহুদীও হার মানে!'

'বাজে বোকো না, হারের টাকা সব তুলতে হবে। নিয়ে চলো আমায়। বন্ধুগুলোকে ডাকো!'

চেয়ার ঠেলে নিয়ে এলাম আমি। কুলিরা এল। বেরিয়ে এলাম কুরসাল থেকে।

'তাড়াতাড়ি করো, জলদি!' হাঁক দিলেন কর্তামা, 'রাস্তা দেখিয়ে দাও, আলেক্সেই ইভানভিচ, সবচেয়ে কাছেরটায় চলো… কতদূর সেটা?'

'কাছেই কর্তামা।'

স্কোয়ার থেকে তরু-বীথিতে বাঁক নিতেই আমাদের গোটা দলটার সঙ্গে দেখা: জেনারেল, দ্য গ্রিয়ে, মাদমোয়াজেল ব্লাঁশ আর তার মা। পলিনা আলেক্সান্দ্রভনা নেই, নেই মিঃ অ্যাস্টলিও।

'ও কী! থামিও না!' হাঁকলেন কর্তামা। 'কী চাই তোমাদের? কথা বলার সময় নেই আমার!'

চেয়ারের পেছন পেছন হাঁটছিলাম আমি। দ্য গ্রিয়ে ছুটে এল আমার কাছে।

'সকালে যা জিতেছিলেন তা তো গেছেই, নিজের বারো হাজার গুলডেনও হেরেছেন,' চট করে কানে কানে জানিয়ে দিলাম, 'এখন যাচ্ছি পাঁচ পার্সেন্ট ভাঙাতে।'

দ্য গ্রিয়ে পা ঠুকে ছুটল জেনারেলকে খবর দিতে। এগিয়ে চলল কর্তামার চেয়ার।

পাগলের মতো জেনারেল ফিসফিসিয়ে বললেন, 'থামাও ওঁকে, থামাও।'

'পারেন তো থামিয়ে দেখুন,' বললাম ফিসফিসিয়ে।

'খুড়িমা!' জেনারেল বললেন এগিয়ে গিয়ে, 'খুড়িমা… আমরা — আমরা এই এখুনি…' স্বর ওঁর কাঁপছিল, গলা ভেঙে গেল, 'ঘোড়া ভাড়া করে শহরের বাইরে বেড়াতে যাব… অপূর্ব দৃশ্য… সেই pointe… আপনাকে নিমন্ত্রণ করার জন্যে আসছিলাম।'

'চুলোয় যাও তুমি আর তোমার pointe,' বিরক্ত হয়ে হাত নেড়ে বললেন কর্তামা।

'গ্রাম আছে একটা… সেখানে চা খাওয়া যাবে…' পরিপূর্ণ হতাশায় জের টেনে চললেন জেনারেল।

'Nous boirons du lait, sur l'herbe fraiche,'* হিংস্র আক্রোশে যোগ করলে দ্য গ্রিয়ে।

Du lait, de l'herbe fraiche - তাজা ঘাসের ওপর বসে খাওয়া এই হল প্যারিস বুর্জোয়াদের একমাত্র আদর্শ প্রকৃতি প্রেম, সবাই জানে 'nature et la vérité'** সম্পর্কে তাদের গোটা দৃষ্টিভঙ্গিটা শুধু এতেই সীমাবদ্ধ।

'চুলোয় যাক তোমার দুধ! নিজে গেলো গে। ওতে আমার পেট কামড়ায়। সত্যি, আমার এমন পেছনে লাগলে কেন বলো তো?' চেঁচিয়ে উঠলেন কর্তামা, 'বলছি যে সময় নেই!'

আমি বলে উঠলাম, 'এসে গেছি কর্তামা, এই জায়গা!'

যে বাড়িটায় ব্যাংকারের আপিস সেখানে যাওয়া গেল। আমি ভেতরে গেলাম হুন্ডি ভাঙাতে, কর্তামা অপেক্ষা করতে লাগলেন বাইরে। দ্য গ্রিয়ে, জেনারেল আর ব্লাঁশ হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইল একটু দূরে। সরোষ দৃষ্টি হানলেন কর্তামা, ওরা চলে গেল কুরসালের দিকে।

এমন গলাকাটা দর দিল ওরা যে নেব কিনা ঠিক করতে না পেরে ফিরে গেলাম কর্তামার কাছে জানতে।

'বদমাইশের দল সব!' দুহাত ছড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন কর্তামা, 'যাক গে, ঠিক আছে, ভাঙিয়ে নাও!' বললেন দৃঢ়ভাবে, তার পরই ফের থামালেন, 'দাঁড়াও, ব্যাংকারটিকে একবার ডেকে দাও তো আমার কাছে!'

'ব্যাংকার নয় কর্তামা, দপ্তরের কেরানি টেরানি কেউ হবে হয়ত?'

'বেশ কেরানিই সই; কী বদমাইশ সব!'

চলচ্ছক্তিহীন এক রুগ্ন দুর্বল কাউন্টেস ডাকছে, এই শুনে কেরানিটি আসতে রাজী হল। কর্তামা তাকে ধরে সরোষে সোচ্চারে জুয়াচোর বলে গালি দিলেন এবং রুশ ফরাসী আর জার্মান ভাষার এক জগাখিচুড়িতে চেষ্টা করলেন দরাদরি করতে। দোভাষীর কাজ করছিলাম আমি। গম্ভীরদর্শন কেরানিটি দুজনকেই বিশেষ রকম নিরীক্ষণ করে নীরবে মাথা নাড়ল। কর্তামার দিকে যে কৌতূহলের স্থির দৃষ্টিতে সে চেয়েছিল সেটা প্রায় অভদ্রতারই সামিল। পরিশেষে একটি হাসি ফুটল তার মুখে।

'ভাগো বাপু, ভাগো!' হাঁকলেন কর্তামা, 'যাও, আমার টাকার নিচে

---

* কচি ঘাসের ওপর বসে দুধ খাওয়া যাবে। (ফরাসী) — সম্পাঃ

** প্রকৃতি ও সত্য। (ফরাসী) — সম্পাঃ

চাপা পড়ে মরো গে! এখানেই ভাঙিয়ে নাও আলেক্সেই ইভানভিচ; সময় নেই নইলে অন্য জায়গায় যেতাম...'

'ও বলছে, অন্য জায়গায় আরো কম দেবে।'

ঠিক কী দর পেয়েছিলাম মনে নেই, কিন্তু একেবারে গলাকাটা! মোহর আর ব্যাঙ্কনোট মিলিয়ে বারো হাজার ফ্লোরিনের মতো টাকা ভাঙিয়ে সবটা এনে দিলাম কর্তামার কাছে।

'চলে এসো, চলে এসো। গুণতে হবে না!' বললেন হাত নেড়ে, 'জলদি!'

ক্রুরসালের দিকে যেতে যেতে ঘোষণা করলেন, 'ওই পোড়ার মুখো শূন্যে আর কিছুই রাখছি না আমি, লালেও আর নয়।'

এবার আপ্রাণ চেষ্টা করলাম এইটে বোঝাতে যে যথাসম্ভব কম করে বাজি ধরা ভালো, কপাল ফিরলে তখন বেশি বাজি ধরা যাবে। কিন্তু এতই ওঁর অধৈর্য যে প্রথমটা আমার কথা মানলেও খেলার সময় ঠেকিয়ে রাখা গেল না। দশ কি কুড়ি ফ্রিদারিখ্স্‌দ'র করে বাজি ধরার পর জিততে শুরু করতেই উনি আমায় খোঁচাতে লাগলেন, 'তখুনি বলেছিলাম। দেখলে তো, জিতেছি। দশ ফ্রিদারিখ্স্‌দরের বদলে চার হাজার গুলডেন বাজি রাখলে চার হাজারই পেয়ে যেতাম। এখন বোঝো! তোমার দোষ, সব তোমার দোষ!'

উনি যে ভাবে খেলছিলেন তাতে যতই বিরক্ত লাগুক শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম কিছুই বলব না, কোনো পরামর্শ দেব না।

হঠাৎ উদয় হল দ্য গ্রিয়ে, তিনজনেই ওরা কাছাকাছি। নজরে পড়ল, মাদমোয়াজেল ব্লাঁশ এবং তাঁর মা একটু দূরে দাঁড়িয়ে সেই রুশী প্রিন্সকে নিয়ে আদিখ্যেতা করছে। বোঝা যায় জেনারেল কৃপাচ্যুত হয়েছেন, প্রায় একেবারেই উপেক্ষিত। কাছেই যথাসাধ্য ঘুরঘুর করে বেড়ালেও ব্লাঁশ জেনারেলের দিকে একবার তাকাচ্ছে না পর্যন্ত। বেচারা জেনারেল! কখনো বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছেন উনি, কখনো লাল হয়ে উঠছেন, ছটফট করছেন, কর্তামার খেলার দিকে পর্যন্ত ওঁর দৃষ্টি নেই। শেষ পর্যন্ত ব্লাঁশ আর প্রিন্স বেরিয়ে গেল, জেনারেলও ছুটলেন প্রায় পেছু পেছু।

'মাদাম, মাদাম!' কর্তামার প্রায় কানের কাছে ঘেঁসে দ্য গ্রিয়ে বললে মধুমাখা সুরে, 'না না, ও বাজি ধরা উচিত নয় মাদাম... উঁহু, ও চলবে না,' ভাঙা ভাঙা রুশীতে যোগ করলে, 'না, না!'

'চলবে না? বেশ আমায় শেখাও!' বললেন কর্তামা।

হঠাৎ ফরাসীতে দ্রুত বকবক করতে শুরু করল দ্য গ্রিয়ে, ব্যস্তসমস্ত হয়ে পরামর্শ দিতে লাগল, বললে চান্সের জন্যে অপেক্ষা করা উচিত, চটপট কী কতকগুলো হিসাব করলে... তার একবিন্দুও বুঝলেন না কর্তামা। দ্য গ্রিয়ে কেবলি আমায় বলছিল যেন তর্জমা করে বুঝিয়ে দিই, আঙুল দিয়ে টেবিলের ওপর টোকা মেরে কী সব দেখাতে লাগল সে, শেষ পর্যন্ত একটা পেনসিল নিয়ে আঁক কষতে লাগল। কর্তামা অধৈর্য হয়ে উঠলেন।

'যাও বাপু, পথ দেখো তুমি — যত কেবল বাজে কথা! কেবলি মাদাম! মাদাম! ওদিকে নিজেই কিছু জানো না, পথ দেখো বাপু!'

'Mais, madame!' কূজন করে উঠল দ্য গ্রিয়ে, ফের গায়ে ঠেলা দিয়ে বোঝাতে লাগল। ভারি উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল সে।

'বেশ, ও যা বলছে সেইভাবেই একবার বাজি ধরে দ্যাখো,' হুকুম হল কর্তামার, 'দেখাই যাক, লেগে যেতেও পারে।'

দ্য গ্রিয়ে চাইছিল শুধু বড়ো বড়ো বাজি ধরা থেকে ওঁকে ফেরাতে। পরামর্শ দিলে সংখ্যার ওপর বাজি ধরতে, এক একটা সংখ্যার ওপর এবং সংখ্যার এক একটা জোটের ওপর। ওর উপদেশ মতো বারো পর্যন্ত বিজোড় সংখ্যার প্রত্যেকটির ওপর এক এক ফ্রিদারিখ্স্দর বাজি ধরলাম, আর পাঁচ ফ্রিদারিখ্স্দর করে রাখলাম বারো থেকে আঠারো আর আঠারো থেকে চব্বিশের একটা জোটের ওপর। সব সমেত বাজি ধরা হল ষোলো ফ্রিদারিখ্স্দর।

হুইল ঘুরল।

ক্রুপিয়ে হাঁকল, 'শূন্য!'

সব টাকা আমাদের গেল।

'গাধা কোথাকার!' দ্য গ্রিয়ের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন কর্তামা, 'পোড়ার মুখো ফরাসী, পরামর্শ দিতে এসেছ! যাও, যাও! নিজে কিছু বোঝে না, নাক গলাতে এসেছে।'

মর্মান্তিক অপমানে কাঁধ ঝাঁকিয়ে কর্তামার দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টি হেনে সরে গেল দ্য গ্রিয়ে। সংযম হারিয়ে নাক গলাতে এসেছিল বলে নিজেরই তার লজ্জা হচ্ছিল।

যতই চেষ্টা করি, এক ঘণ্টার মধ্যে সব টাকাই হারলাম আমরা।

'বাড়ি চলি!' হাঁকলেন কর্তামা।

তরু-বীথি পর্যন্ত একটি কথাও উনি বললেন না। হোটেলের কাছাকাছি এসে তাঁর আক্ষেপ শুরু হল:

'বোকা, বোকা আমি! একেবারে আহাম্মক! বুড়ি আহাম্মক একটি!'

'চা দাও আমায়!' স্যুইটে পৌঁছেই হাঁকলেন কর্তামা, 'গোছগাছ শুরু করে দাও এক্ষুণি, চলে যাব!'

'কোথায় যাবেন, গিন্নিমা?' মার্ফা বলতে উঠেছিল।

'যেখানেই যাই, তোর কী? ছোটো মুখে বড়ো কথা? পতাপিচ, মালপত্র সব বাঁধো। মস্কো ফিরব। পনের হাজার মোহর জলে গেল!'

'পনের হাজার গিন্নিমা, ওরে বাপরে!' ফলাও করে দুহাত ছড়িয়ে বলতে উঠেছিল পতাপিচ, নিশ্চয় ভেবেছিল তাতে কর্তামাকে তোয়াজ করাই হবে।

'নাও খুব হয়েছে হাঁদা কোথাকার! আবার ঘ্যানঘ্যানানি শুরু করেছে দেখো! থামো তো বাপু! গোছগাছ শুরু করো। বিল কোথায়, জলদি!'

'ট্রেন ছাড়ে সাড়ে নটার সময় কর্তামা,' বললাম একটু শান্ত করার জন্যে।

'এখন কটা?'

'সাড়ে আট।'

'কী জ্বালা! ঠিক আছে! আলেক্সেই ইভানভিচ, আমার হাতে আর একটি পয়সাও নেই। এই নাও আরো দুটো নোট, দৌড়ে গিয়ে ভাঙিয়ে নিয়ে এসো। যাবার মতো টাকাও তো নেই।'

যথানির্দেশ করা গেল। আধ-ঘন্টা পরে হোটেলে ফিরে দেখি, সবাই এরা কর্তামার ঘরে জুটেছে। কর্তামা মস্কো ফিরে যাচ্ছেন এ খবর তাঁর হারের খবরের চেয়েও সকলকে বেশি স্তম্ভিত করেছে। উনি চলে গেলে তাঁর সম্পত্তি বাঁচবে তা সত্যি, কিন্তু জেনারেলের কী হবে? দ্য গ্রিয়ের পাওনা মেটাবে কে? মাদমোয়াজেল ব্লাঁশ অবশ্যই কর্তামার মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করবে না, খুবই সম্ভব এবার ঐ রুশী প্রিন্স বা অন্য কারো সঙ্গে ভাগবে। সকলেই ওরা কর্তামার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তোয়াজ করছে, বোঝাচ্ছে। এবারেও পলিনা অনুপস্থিত। কর্তামা সরোষে চিৎকার করছেন:

'আমায় রেহাই দাও তো বাপু, হারামজাদা সব! এতে তোমাদের কী! ঐ ছাগল-দাড়িটা আমার পেছু লেগেছে কেন?' চেঁচালেন দ্য গ্রিয়ের উদ্দেশে, 'আর এই চেঙড়ী, কী চাস তুই?' বললেন মাদমোয়াজেল ব্লাঁশের উদ্দেশে, 'এত আদিখ্যেতা কেন তোর?'

'Diantre!'* হিসিয়ে উঠল মাদমোয়াজেল ব্লাঁশ, রাগে চোখ তার জবলছিল, কিন্তু হঠাৎ হাসতে শুরু করলে সে, হাসতে হাসতে চলে গেল।

যাবার সময় জেনারেলকে বললে, 'Elle vivra cent ans!'**

'ও হো, তুমি তাহলে আমার মরণ গুণছিলে, বটে?' জেনারেলের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন কর্তামা, 'ভাগো, ভাগো সব! আলেক্সেই ইভানভিচ বার করে দাও এদের! আমি যাই করি তোমাদের কী? আমার টাকা আমি হেরেছি, তোমাদের তো হারি নি!' কাঁধ ঝাঁকিয়ে কুঁজো হয়ে বেরিয়ে গেলেন জেনারেল। পেছু পেছু দ্য গ্রিয়ে।

'প্রাস্কোভিয়াকে ডাকো,' কর্তামা বললেন মার্ফাকে।

পাঁচ মিনিট পরে মার্ফা ফিরল পলিনাকে নিয়ে। ছেলেমেয়ে দুটিকে নিয়ে ও এতক্ষণ নিজের ঘরেই ছিল, বাইরে বেরুবে না বলেই বোধ হয় ঠিক করে রেখেছিল। মুখ তার গম্ভীর, বিষণ্ণ, উদ্বিগ্ন।

'প্রাস্কোভিয়া,' কর্তামা শুরু করলেন, 'ঐ আহাম্মকটা, তোর ঐ সৎবাপটি নাকি ঐ ফরাসী কাঁচপোকাটাকে বিয়ে করতে চায়? এই যে গুজব শুনেছি সেটা সত্যি? নটী নাকি মেয়েটা, নাকি আরো খারাপ, বল, সত্যি নাকি?'

'সঠিক জানি না কর্তামা,' পলিনা বললে, 'তবে মাদমোয়াজেল ব্লাঁশের তো কিছু চেপে রাখার প্রয়োজন পড়ে না, ওঁর কথা থেকে মনে হয়...'

'থাক, বুঝেছি!' পলিনাকে চট করে থামিয়ে দিয়ে বললেন কর্তামা, 'সবই বুঝতে পারছি! ঠিকই ভেবেছিলাম, এই রকম একটা কিছু হবে, জানি চিরকালই ও একটা ফাঁপা, হালকা লোক। জেনারেল বলে ভারি ডাঁট নিচ্ছেন (ছিল তো কর্নেল, পেনসন নিয়ে এখন জেনারেল হয়েছে), ধরাকে সরা দেখছেন! সব কথাই জানি বাছা, মস্কোয় টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে, — বুড়ি শিগগিরই পটল তুলছে নাকি? ভাবছে সম্পত্তি পাবে; টাকা না থাকলে তো আর ঐ বজ্জাৎ মাগীটা — কী নাম ওর, দ্য কমেঁজ তাই না? —, ও তো আর ওকে, ওই দাঁত বাধানো হাবড়াকে চাকরও ধরবে না! শুনেছি মাগীর নিজেরই নাকি অঢেল টাকা, সুদে খাটিয়ে খুব ফেঁপেছে।

---

* ডাইনী। (ফরাসী) — সম্পাঃ

** একশ বছর বুড়ি বাঁচবে। (ফরাসী) — সম্পাঃ

তোর আর দোষ কি প্রাস্কোভিয়া, তুই তো আর টেলিগ্রাম পাঠাস নি। তাছাড়া পুরনো কাসুন্দিও আমি ঘাঁটিতে চাই না। জানি মেজাজ তোর বড়ো বেয়াড়া, একেবারে বোলতা! হুল ফোটাতে জানিস, বটে, কিন্তু কষ্ট হয় তোর জন্যে, কারণ তোর মাকে বড়ো ভালোবাসতাম রে। শোন, কী বলিস, এদের সংসার ছেড়ে চলে আসবি আমার সঙ্গে? তোর তো যাবার জায়গা নেই। তাছাড়া এদের সঙ্গে এখন থাকাটাও তোর শোভন নয়। আরে দাঁড়া, দাঁড়া!' পলিনা জবাব দিতেই যাচ্ছিল, কর্তামা বাধা দিলেন, 'এখনো কথা শেষ হয় নি, তোর কাছ থেকে আমি কিছুই চাই না। মস্কোয় আমার বাড়ি তো দেখেছিস, — প্রাসাদ বললেই হয়। ইচ্ছে হলে গোটা একটা মহল নিয়ে থাকতে পারিস, আমার মেজাজ যদি পছন্দ না হয় তাহলে সপ্তাহের পর সপ্তাহ না হয় আমার কাছে নাই এলি। তা কী বলিস তুই — হাঁ কি না?'

'প্রথমে জিজ্ঞেস করি, আপনি সত্যিই এখুনি চলে যাচ্ছেন?'

'কী ভেবেছিস বাছা, তামাসা করছি? বলেছি যখন, যাবই। আজ তোদের ঐ হতচ্ছাড়া রুলেতে হেরেছি পনের হাজার রুবল। পাঁচ বছর আগে কথা দিয়েছিলাম, আমার মহালের ঐ কাঠের গির্জাটা পাথরে বাঁধাই করে দেব। তার বদলে টাকা ওড়ালাম এখানে। এবার বাছা গিয়ে গির্জাটা তুলব।'

'আর জলচিকিৎসা কর্তামা? আপনি তো এখানে জলচিকিৎসার জন্যেই এসেছিলেন?'

'দূর তোর জলচিকিৎসা! আমায় চটাস না প্রাস্কোভিয়া, নাকি ইচ্ছে করেই চিমটি কাটছিস? বল, আসবি কি আসবি না?'

'আমায় আশ্রয় দিতে চাইছেন কর্তামা,' আবেগ ঢেলেই বললে পলিনা, 'সে জন্যে আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ, ভারি, ভারি কৃতজ্ঞ। আপনি আমার অবস্থাটা খানিকটা ধরেছেন। আপনার প্রতি আমি এত কৃতজ্ঞ যে বিশ্বাস করুন, আপনার কাছেই আমি যাব, হয়ত খুব শিগগিরই, কিন্তু কতকগুলো কারণ আছে... জরুরী কারণ... ঠিক এই মুহূর্তে কিছু স্থির করতে পারছি না। আপনি যদি অন্তত আরো সপ্তাহ দুয়েক থাকেন, তাহলে...'

'তার মানে যেতে চাস না?'

'তার মানে, যেতে পারছি না। তাছাড়া ভাইবোনদুটিকে ফেলে রেখেও আমার যাওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া... তাছাড়া... হয়ত সত্যিই ওরা অকূলে পড়তে পারে, তাই... যদি আমার সঙ্গে বাচ্চাদুটোকেও নেন, তাহলে আমি

আপনার কাছেই যাব। আর বিশ্বাস করুন, অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দেব না,' পলিনা বললে গভীর আবেগে, 'কিন্তু ভাইবোনদুটিকে ফেলে তো আমি যেতে পারি না কর্তামা।'

'থাক, ন্যাকী কান্নার দরকার নেই!' (নাকী কান্নার কথা পলিনা স্বপ্নেও ভাবে নি, কাঁদেই না সে) 'তোর ছানাদুটিরও জায়গা হবে। খোঁয়াড়টা আমার ছোটো নয়। তাছাড়া, ওদের তো এখন স্কুলে যাবার সময়। তাহলে কী, যাচ্ছিস না এখন? বেশ, সে তুই বুঝে দ্যাখ, তোর ভালোর জন্যেই বলছিলাম। তবে কেন আসছিস না তা আমি জানি রে, সব জানি প্রাস্কোভিয়া। ওই ফরাসীটার পিছু ধরে কোনো মঙ্গল নেই।'

পলিনা লাল হয়ে উঠল। ভয়ানক চমকে উঠলাম আমি। (সকলেই জানে! দেখা যাচ্ছে একমাত্র আমিই কিছু জানি না!)

'নে, ভুরু কোঁচকাতে হবে না। বেশ বকবক আর করব না। তবে দেখিস, বিপদে না পড়িস। বুদ্ধিমতী মেয়ে তুই, দুঃখু হবে। থাক, যথেষ্ট হয়েছে, তোদের সবকটার হাত থেকে রেহাই পেলেই বাঁচি। নে পালা, বিদায়!'

'আমি আপনাকে তুলে দিয়ে আসব কর্তামা,' পলিনা বললে।

'কোনো দরকার নেই, আমার ব্যাপারে মাথা গলাতে হবে না। উঃ, একেবারে তিতিবিরক্তি ধরে গেল তোদের নিয়ে।'

কর্তামার হাতে চুমু খেলে পলিনা। উনি কিন্তু হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চুমু খেলেন পলিনার গালে।

পাশ দিয়ে যাবার সময় পলিনা একবার চকিতে আমার দিকে চেয়েই অন্য দিকে চোখ ফেরালে।

'তোমার কাছেও বিদায়, আলেক্সেই ইভানভিচ! ট্রেন ছাড়তে মাত্র এক ঘণ্টা বাকি। তোমায় খুব কষ্ট দিয়েছি বোধ হয়। নাও পঞ্চাশটা মোহর আছে রাখো।'

'সবিনয়ে ধন্যবাদ জানাই কর্তামা, কিন্তু সঙ্কোচ হচ্ছে যে...'

'হয়েছে, হয়েছে!' এমন সজোরে হুমকি দিয়ে উঠলেন কর্তামা যে প্রত্যাখ্যান করতে সাহস হল না।

'মস্কোয় গিয়ে যখন চাকরির ধান্দায় ঘুরবে, তখন আমার কাছে এসো। কোথাও একটা সুপারিশ করে দেব। নাও ভাগো!'

নিজের ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে রইলাম। মাথার তলে হাত দিয়ে চিৎ

হয়ে আধ-ঘণ্টা খানেক শুয়েছিলাম নিশ্চয়। দুর্যোগ ভেঙে পড়েছে, ভাবনার অনেক কিছুই আছে বৈকি। ঠিক করলাম পরদিন পলিনার সঙ্গে একবার কথা কইতেই হবে। বটে! ফরাসীটাই তাহলে? তাহলে সত্যি! কিন্তু ব্যাপারটা কী হতে পারে? পলিনা আর দ্য গ্রিয়ে! ঈস্, কী রাজজোটক!

সবটাই একেবারে অবিশ্বাস্য লাগছিল। হঠাৎ উন্মাদের মতো লাফিয়ে উঠলাম, ঠিক করলাম তক্ষুণি গিয়ে মিঃ অ্যাস্টলিকে খুঁজে বার করে যে করেই হোক কথা বার করব। উনি এ ব্যাপারটাও নিশ্চয়ই আমার চেয়ে বেশি জানেন। মিঃ অ্যাস্টলি? এও একটা প্রহেলিকা!

কিন্তু দরজায় টোকা পড়ল। দেখি — পতাপিচ।

'ঠাকরুন আপনাকে ডাকছেন বাবু!'

'কী ব্যাপার? চলে যাচ্ছেন নাকি? ট্রেন ছাড়তে তো এখনো কুড়ি মিনিট।'

'উনি ভারি অস্থির হয়ে উঠেছেন বাবু। এক দণ্ড স্থির হয়ে থাকতে পারছেন না। কেবলি বলছেন, — জলদি, জলদি করো! — আপনাকে চাইছেন আর কি। দোহাই বাবু, দেরি করবেন না।'

তৎক্ষণাৎ ছুটে নামলাম নিচে। কর্তামা ইতিমধ্যেই করিডরে এসে পেঁছেছেন। পার্সটা তাঁর হাতে।

'আলেক্সেই ইভানভিচ, তুমি সামনে এগোও। যাওয়া যাক!'

'কোথায় কর্তামা?'

'যা হেরেছি সব তুলব, প্রাণ যায় তাও স্বীকার। চলো, এগোও! কোনো কথা নয়। মাঝ রাত্তির পর্যন্ত তো খেলা চলে, তাই না?'

হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। এক মুহূর্ত ভেবে মন ঠিক করে ফেললাম।

'খেলতে চান সে আপনার অভিরুচি আন্তনিদা ভাসিলিয়েভনা, কিন্তু আমি যেতে পারব না।'

'তার মানে? সে আবার কী? মাথা খারাপ হয়েছে নাকি তোমাদের সবকটার?'

'যা বলবেন বলুন, কিন্তু পরে তো নিজেকেই দুষব। কিছুতেই যাচ্ছি না! সাক্ষী হয়েও থাকতে চাই না, অংশীদার হতেও রাজী নই। মাপ করুন আন্তনিদা ভাসিলিয়েভনা, এই নিন আপনার পঞ্চাশ ফ্রিদারিখ্স্দর ফেরত দিচ্ছি। বিদায়!' কর্তামার চেয়ারের পাশে একটা ছোট্ট টেবলের ওপর ফ্রিদারিখ্স্দরের মোড়কটা রেখে নমস্কার করে চলে গেলাম।

'কী পাগলামি!' আমায় লক্ষ করে হাঁকলেন কর্তামা, 'বেশ, না যেতে চাও যেও না। আমি নিজেই যেতে পারি! পতাপিচ, এসো আমার সঙ্গে! ওহে, তোলো এবার, নিয়ে চলো।'

মিঃ অ্যাস্টলিকে না পেয়ে ফের ঘরে ফিরে এলাম। বেশ রাতে, বারোটারও পর, পতাপিচের কাছ থেকে শুনলাম কর্তামার ইতিবৃত্তটা। সেদিন ওঁর জন্যে যা ভাঙিয়ে দিয়েছিলাম, সব উনি হেরেছেন — অর্থাৎ আমাদের টাকায় আরো দশ হাজার রুবল। সেই যে পোলটাকে উনি তখন দুই ফ্রিদারিখ্‌স্‌দর দিয়েছিলেন, সে কর্তামাকে পক্ষপুটে গ্রহণ করে পরামর্শদাতা হয়ে বসে। লোকটা আসার আগে কর্তামা পতাপিচকে দিয়ে বাজি ধরাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু অচিরেই তাকে তাড়িয়ে দেন। অতঃপর উদয় হয় পোলটার। দুর্ভাগ্যবশত লোকটা রুশ ভাষা বুঝত, তিন ভাষার এক মিশেল দিয়ে কথা চালাতেও পারত, ফলে পরস্পর মোটামুটি বুঝতে ওঁদের অসুবিধা হয় নি। সারাটা ক্ষণ কর্তামা ওকে কেবল গালাগালি দিয়েছেন। 'কর্তামার যতই খোসামদ করুক বাবু, আপনার সঙ্গে কোনো তুলনাই হয় না আলেক্সেই ইভানভিচ,' পতাপিচ জানালে, 'আপনার সঙ্গে কর্তামা সমীহ করে চলতেন, কিন্তু ঐ লোকটা, — নিজের চোখে দেখেছি বাবু, মিথ্যে বললে আমার মুখ যেন খসে যায় — লোকটা সোজাসুজি টেবল থেকে ওঁর টাকা মেরে দিচ্ছিল। বার দুয়েক কর্তামা নিজেই ধরেন, কী গালাগালিটাই না দিলেন — কথার কী ধার বাবু, লোকটার চুল ধরেও একবার এমন ঝাঁকানি দিলেন, সত্যি বলছি বাবু, যে সবাই হেসেই উঠল। সব টাকা হেরেছেন বাবু, যে টাকা আপনি ভাঙিয়ে দিয়েছিলেন সব। আমরা ওঁকে ধরে নিয়ে এসেছি — এক গ্লাস জল চাইলেন শুধু, তারপর ক্রস করে শুতে যান। খুবই হয়রান হয়ে গিয়েছিলেন বোধ হয়, শোয়ামাত্রই ঘুমিয়ে পড়েছেন। ভগবান করেন যেন ঘুমটা ভালো হয়। হায় হায়, খুব হয়েছে আমার বিদেশে এসে!' উপসংহার টানলে পতাপিচ, 'বলেছিলাম, কোনো লাভ হবে না এসে। তাড়াতাড়ি এখন মস্কো যেতে পারলে বাঁচি! ঘরে আমাদের নেই কী? বাগান রয়েছে, ফুল রয়েছে। অমন ফুল এখানে পাবেন না। কী গন্ধ, কত আপেল গাছ, খোলামেলা জায়গা। তা না, বিদেশে ওঁকে আসতেই হবে! হায়-হায় হায়।'

১৮

প্রায় গোটা একটা মাস কেটে গেছে: এলোমেলো হলেও খুবই প্রবল কতকগুলো তাড়নায় এই যে পাতাগুলো লিখতে শুরু করেছিলাম, তা আর একবার ছুঁয়েও দেখি নি। সে সময় যে বিপর্যয়ের আভাস পেয়েছিলাম সেটা সত্যিই ভেঙে পড়ে; কিন্তু আমি যা ভাবছিলাম তার চেয়েও শতগুণ তীব্রতা ও আকস্মিকতায়। সবটাই কেমন যেন অদ্ভুত, বিচ্ছিরি, এমনকি শোচনীয় — অন্তত আমার পক্ষে। এমন কতকগুলো কান্ড ঘটে গেল জীবনে, যা প্রায় অলৌকিক কান্ড — অন্তত এখনো পর্যন্ত সেটা অলৌকিক বলেই মনে হয়, যদিও অন্য দিক থেকে দেখলে, যে ঘূর্ণির মধ্যে আমি পড়েছিলাম সেটা বিবেচনা করলে মনে হবে ঘটনাটা স্বাভাবিকতার ঈষৎ বাইরে মাত্র। কিন্তু ঘটনাগুলোকে আমি নিজে যে চোখে দেখি, সেইটেই আমার কাছে সবচেয়ে আশ্চর্য। আজো পর্যন্ত নিজেকে আমি বুঝে উঠতে পারি নি! সবই যেন কেটে গেল একটা স্বপ্নের ঘোরে — এমনকি আমার প্রেমাবেগও! অথচ সে আবেগ তো খুব প্রবলই ছিল, অকৃত্রিমই ছিল, কিন্তু... আজ তা কোথায়? মাঝে মাঝে সত্যিই কেমন যেন মনে হয়, আমি তখন পাগল হয়ে যাই নি তো? গোটা সময়টা কাটিয়েছি কোনো এক পাগলাগারদে? হয়ত এখনো আমি সেই পাগলাগারদেই আছি — এ সবই হয়ত একটা দিবাস্বপ্ন দেখেছিলাম, এখনো পর্যন্ত শুধু তাই দেখছি...

লেখা কাগজগুলো নিয়ে সব পড়ে দেখলাম। (কে জানে, সত্যিই সত্যিই যে উন্মাদ আশ্রমে তা লেখা হয় নি, এইটে নিশ্চয় করে নেবার জন্যেই বোধ হয়।) এখন আমি একা, একেবারে একা। হেমন্ত আসছে, হলুদ হয়ে উঠছে গাছের পাতা। আমি পড়ে আছি এই বিষণ্ণ ক্ষুদে শহরটায় (উঃ, কী বিষণ্ণই না এই ক্ষুদে জার্মান শহরগুলো!), কী করব তা ভাবার বদলে কাল কাটাচ্ছি সদ্য বিগত অনুভূতিগুলোর ঘোরের মধ্যে, টাটকা স্মৃতিগুলোর আচ্ছন্নতায়, সেই ঘূর্ণিটার মধ্যে, যা আমায় উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত কোথায় নিক্ষেপ করেছে কে জানে। মাঝে মাঝে মনে হয় এখনো আমি বুঝি ওই ঘূর্ণির মধ্যেই আছি, যে কোনো মুহূর্তে ছুটে আসবে ঝড়, ভাসিয়ে নিয়ে যাবে আমায়, শোভনতাবোধ মাত্রাবোধ সব হারিয়ে ঘুরপাক খেতে থাকব কেবলি...

এই এক মাসের সমস্ত ঘটনাগুলো যদি যথাসম্ভব সঠিকভাবে নিজের কাছে খতিয়ে নিই, তাহলে হয়ত সেই পাক খাওয়া বন্ধ হয়ে কোনো রকমে সুস্থির হয়ে উঠতে পারি। ফের ইচ্ছে হচ্ছে কলমটা তুলে নিই। তাছাড়া সন্ধ্যাগুলোয় আমার প্রায়ই করার কিছু থাকে না। হাসির কথা, তবু নেহাৎ কিছু একটা করার জন্যই আমি এখানকার ঐ হতচ্ছাড়া লাইব্রেরিটা থেকে নিয়ে আসি পল দ্য কক-এর নভেলগুলো (জার্মান ভাষায়!); বইগুলো আমার কাছে একেবারে অসহ্য, তবু তাই পড়ছি আর নিজের কাণ্ডেই অবাক হচ্ছি: গুরুতর বই পড়ে বা গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজে মন দিয়ে সদ্য অতীতের মোহটা ভাঙতে যেন আমার ভয় হচ্ছে। এই বিকট স্বপ্নটা, আর তার অনুভূতিগুলো আমার কাছে এতই মূল্যবান যে পাছে তা শূন্যে মিলিয়ে যায় এই ভয়ে যেন তার সঙ্গে নতুন কিছুর সংস্পর্শ ঘটাতে আমি চাই নে। সত্যিই কি এগুলো আমার কাছে অতটাই মূল্যবান? হ্যাঁ, সত্যিই তাই। চল্লিশ বছর পরেও হয়ত বসে বসে ভাবব...

তাই লিখেই যাওয়া যাক। এবার খানিকটা সংক্ষেপেই সব বলা যেতে পারে, অনুভূতিগুলো তো আর এখন ঠিক তেমন নয়...

প্রথমে কর্তামার কথাটা সেরে নিই। পরের দিন উনি তাঁর যা কিছু ছিল সব হারেন। তাই হতে বাধ্য। এ পথে দৈবাৎ এসে পড়লে তাঁর মতো লোকেরা ঠিক বরফ ঢাকা পাহাড় বেয়ে নিচের দিকে গড়াতে থাকে কেবলি উদ্দাম গতিতে। সন্ধ্যে আটটা পর্যন্ত গোটা দিনটা উনি খেলে যান। আমি ছিলাম না, ব্যাপারটা জেনেছি শুধু লোকের মুখে শুনে।

কুরসালে সারাদিন তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ছিল পতাপিচ। কর্তামাকে পরামর্শ দিচ্ছিল পোলেরা, বার কয়েক তাদের পালা বদলায়। প্রথম যেটার চুল ধরে উনি টেনেছিলেন, সেটাকে তাড়িয়ে দিয়ে আর একটাকে নেন উনি। কিন্তু দেখা গেল সেটা আরো খারাপ। তাকেও ভাগিয়ে আবার প্রথমটাকে নেন — লোকটা চলে যায় নি, নির্বাসন কালটুকু সে তাঁর চেয়ারের কাছেই ঘুরঘুর করছিল, মিনিটে মিনিটেই মাথা বাড়িয়ে দিচ্ছিল কর্তামার দিকে। শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যিই মরীয়া হয়ে ওঠেন কর্তামা। বিতাড়িত দ্বিতীয় পোলটা যেতে চায় নি — একজন বসে তাঁর ডান দিকে, আর একজন বাঁয়ে। সারাটা সময় তারা বাজি ধরা নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া গালাগালি চালায়, পোলিশ ভাষায়

যত রকম কদর্য মুখখিস্তি করে, তারপর আবার মিটমাট করে নিয়ে কোনো রকম একটা নিয়মের বালাই না রেখে বেমক্কা বাজি ধরতে থাকে। ঝগড়ার পর ওরা এক একজন এক এক পথে চলে, একজন যদি লালে রাখে তো আর একজন কালোয়। শেষ পর্যন্ত কর্তামাকে তারা এমনই চরকি পাক খাওয়ায় ও হতভম্ব করে তোলে যে প্রায় সাশ্রুনয়নে তিনি বুড়ো ক্রুপিয়ের কাছে মিনতি করেন তাঁকে বাঁচাতে, লোকগুলোকে তাড়িয়ে দিতে। প্রতিবাদ হল্লা সত্ত্বেও লোকদুটোকে সত্যি সত্যিই সঙ্গে সঙ্গে বার করে দেওয়া হয়; দুটোই একসঙ্গে চিৎকার জোড়ে, বলে, কর্তামা নাকি ওদের কাছে টাকা ধারেন, তিনি নাকি তাদের কী ঠকিয়েছেন, অন্যায় করেছেন, জঘন্য ব্যবহার করেছেন। চূড়ান্ত হারের পর সেই সন্ধ্যেতেই বেচারা বৃদ্ধ পতাপিচ এ সব কথা আমায় কেঁদে কেঁদে শোনায়। দিব্যি দিয়ে বলে যে লোকগুলো পকেট বোঝাই করে টাকা নিয়ে গেছে, স্বচক্ষে ও দেখেছে, বেহায়ার মতো চুরি করেছে ওরা, মিনিটে মিনিটে টাকা ঢুকিয়েছে পকেটে। যেমন, একজন কর্তামার কাছ থেকে পাঁচ ফ্রিদারিখ্‌স্‌দর চেয়ে নেয় মেহনত বাবদে। টাকাটা পেয়েই সে কর্তামার সঙ্গে সঙ্গে নিজেও বাজি ধরে। কর্তামা জেতেন, কিন্তু ও চিৎকার করতে থাকে, কর্তামা হেরেছেন, ওর টাকাটাই জিতেছে। ওদের বার করে দেবার সময় পতাপিচ এগিয়ে এসে খবর দেয় যে ওদের পকেট-ভর্তি মোহর। কর্তামা সঙ্গে সঙ্গে ক্রুপিয়েকে বলেন ব্যবস্থা করতে। পোলাঁর দুটো চেঁচামেচি লাগালেও (ঠিক চেপে ধরা দুটো মোরগের মতো!) পুলিস আসে, এবং পকেট খালি করে সব টাকা কর্তামাকে ফেরত দেওয়া হয়। সব টাকা না হারা পর্যন্ত সারাটা দিন ক্রুপিয়েদের চোখে এবং কুরসাল কর্তৃপক্ষের কাছে কর্তামার বেশ প্রতাপ ছিল। সারা শহরে ওঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। শহরটার সমস্ত টুরিস্টেরা, হেঁজি পেঁজি থেকে শুরু করে হোমরাচোমরা পর্যন্ত সব জাতির সব রকমের লোকেরা ভিড় করে দেখতে আসে 'une vielle comtesse russe, tombée en enfance' যিনি ইতিমধ্যেই 'কয়েক লক্ষ' হেরেছেন।

কিন্তু পোল দুটির হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েও কর্তামার বিশেষ লাভ হয় নি। তাদের জায়গায় তৃতীয় একটি পোল তৎক্ষণাৎ সাহায্য করতে এগিয়ে আসে — খাসা রুশ বলতে পারে সে, জমিদার বাবুর মতো পোষাক আশাক, তাহলেও খানসামার গন্ধ যায় নি, মুখে প্রকাণ্ড একটা গোঁপ, ভারিক্কী চাল। সেও সারাক্ষণ তোষামোদ করে চললেও আশেপাশের সকলের প্রতি একটা

উদ্ধত ভাব করে স্বেচ্ছাচারী হুকুম দিতে থাকে, অর্থাৎ অবিলম্বেই সে নিজেকে কর্তামার ভৃত্য নয়, মনিবের স্থলাভিষিক্ত করে নেয়। প্রতি মিনিট, হুইলের প্রতিটি আবর্তনের পরেই সাংঘাতিক সব দিব্যি দিয়ে সে জানাতে থাকে যে সে নিজেই পোলীয় অভিজাত, কর্তামার টাকার একটি পয়সাও সে নেবে না। এত ঘন ঘন সে এই দিব্যি দিতে থাকে যে কর্তামা একেবারে ভড়কে যান. কিন্তু পোলীয় ভদ্রলোকটি প্রথমটা সত্যিই কর্তামার চাল শুধরে দিতে পেরেছিল মনে হয়, কর্তামা জিততে শুরু করেন, তাই কর্তামা নিজেই ওকে ছাড়তে পারেন নি। ঘণ্টাখানেক পরে বহিষ্কৃত সেই পোল দুটিও ফের এসে কর্তামার চেয়ারের পাশে দেখা দেয়, নিতান্ত হুকুম খাটার কাজ হলেও তা করে দিতে চায়। পতাপিচ একেবারে দিব্যি দিয়ে বলল যে, 'পোলীয় জমিদারবাবু' ঐ পোল দুটোর সঙ্গে চোখে চোখে কী সব ইশারা করে, তাদের হাতে কী যেন পাচারও করে। কর্তামার খাওয়া হয় নি, চেয়ার ছেড়ে উনি উঠছিলেন না, তাই একটা পোলকে দিয়ে সত্যিই কিছুটা কাজ হল। পাশেই কুরসাল রেস্টুরেন্ট থেকে সে তাঁর জন্যে এক কাপ বুলিয়ন আর পরে কিছুটা চা এনে দিলে. বলতে গেলে, এ কাজের জন্যে দুটো পোলই ছুটেছিল। কিন্তু দিন শেষের সময় যখন সকলের কাছেই পরিষ্কার হয়ে গেল যে কর্তামা তাঁর শেষ ব্যাঙ্কনোটটিও হারছেন, তখন তাঁর চেয়ারের পেছনে কোথা থেকে এসে জুটে গিয়েছিল একেবারে ছয় ছয়টি পোল। কর্তামা যখন তাঁর শেষ পয়সাটি হারছেন, তখন কর্তামার কোনো কথা তো এরা শুনছিলই না, তাঁর দিকে দৃকপাতও করছিল না, তাঁর ঘাড়ের ওপর দিয়েই নিজেরাই টাকা কুড়াতে থাকে, নিজেরাই হুকুম দেয়, বাজি ধরে, তর্ক করে আর চ্যাঁচায়, সেই জমিদারদর্শন পোলটির সঙ্গে তখন তাদের গলায় গলায় ভাব। জমিদারবাবুও ততক্ষণে কর্তামার কথা যেন একেবারে ভুলেই গেছেন। সবকিছু হেরে রাত আটটায় কর্তামা যখন হোটেলে ফিরছেন, তখনও তিন চারটে পোল তাঁকে ছাড়ে নি, তাঁর চেয়ারের দু-পাশে ছুটে ছুটে গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে থাকে যে কর্তামা তাদের কী যেন ফাঁকি দিয়েছেন, কী নাকি তাদের শোধ দিতে হবে। সারা রাস্তা এই চলে, হোটেলে পৌঁছে শেষ পর্যন্ত ওদের ভাগানো হয়।

পতাপিচের হিসাব মতো, আগের দিন যা হেরেছিলেন তার ওপরে সেদিন কর্তামা হারেন মোট নব্বই হাজার রুবল। তাঁর কাছে যা ছিল, পাঁচ পার্সেন্ট, সরকারী ঋণপত্র, সিকিউরিটি — একের পর এক সবকটি হুন্ডি তিনি

ভাঙান। এই সাত আট ঘণ্টা ধরে টেবিল থেকে না নড়ে উনি কী করে বসে থাকতে পারলেন এই ভেবে অবাক লাগছিল। কিন্তু পতাপিচ বললে যে বার তিনেক সত্যি সত্যিই ভালোরকম জিততে শুরু করেছিলেন উনি। এক একবার আশা জাগতেই আর নড়তে পারেন নি। তবে জুয়াড়ীরা তো ভালোই জানে কী ভাবে প্রায় সারা দিন সারা রাত ডাইনে বাঁয়ে নজর রেখে তাস নিয়ে একই জায়গায় একটানা বসে থাকা সম্ভব!

ইতিমধ্যে অতি গুরুতর সব ঘটনা ঘটে যায় হোটেলে। সকাল থেকে বেলা এগারোটা পর্যন্ত কর্তামা যখন ঘরেই আছেন, তখনই আমাদের এঁরা অর্থাৎ জেনারেল ও দ্য গ্রিয়ে একটা শেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন স্থির করেছিলেন। যখন শুনলেন কর্তামা ফিরে যাচ্ছেন না, উল্টে ফের চলেছেন কুরসালে, তখন ওঁরা দল বেঁধে (পলিনা বাদে) তাঁর সঙ্গে একটা একদম **খোলাখুলি** চূড়ান্ত কথা কইতে যান। নিজের সর্বনাশা পরিণতির কথা ভেবে জেনারেলের বুক হিম হয়ে এসেছিল, পা কাঁপছিল, একটু বাড়াবাড়িই করে বসেন তিনি। আধ-ঘণ্টা অনুরোধ উপরোধের পর সবকিছু খোলাখুলিই স্বীকার করে বসেন, অর্থাৎ তাঁর দেনা-কর্জগুলোর কথা, এমনকি মাদমোয়াজেল ব্লাঁশের প্রতি তাঁর অনুরাগটা পর্যন্ত (একেবারে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল তাঁর), তার পর হঠাৎ একটা ধমকানির সুরে কথা কইতে শুরু করেন, সত্যি করেই হুমকি দিতে থাকেন, পা ঠুকতে থাকেন কর্তামার উদ্দেশে! চ্যাঁচাতে শুরু করেন, কর্তামা নাকি বংশের নাম ডোবাচ্ছেন, সারা শহরে তাঁকে নিয়ে ঢি ঢি পড়ে গেছে, এবং পরিশেষে... পরিশেষে: 'রুশ দেশেরই কলঙ্ক হয়ে উঠছেন ঠাকরুন!' চেঁচিয়ে ওঠেন জেনারেল, 'পুলিস আছে কী জন্যে, কী ভেবেছেন আপনি?' কর্তামা শেষ পর্যন্ত লাঠি হাঁকিয়ে (আসল লাঠি) ওঁকে তাড়ান। জেনারেল আর দ্য গ্রিয়ের মধ্যে সেদিন সকালে আরো বার দুয়েক পরামর্শ চলে, প্রধান আলোচ্যই ছিল — সত্যিই কি পুলিস দিয়ে হস্তক্ষেপ করানো যায় না। যেমন, বলা যেতে পারে বেচারি সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধাটির মাথা খারাপ হয়ে গেছে, শেষ কপর্দকও তিনি জুয়ায় ওড়াচ্ছেন, ইত্যাদি। এক কথায়, ওঁর ওপর কিছু একটা অছিগিরি, কিছু একটা নিষেধাজ্ঞার ব্যবস্থা করা যায় না কি? দ্য গ্রিয়ে কিন্তু কাঁধ ঝাঁকিয়ে জেনারেলের মুখের ওপরই হেসে ওঠে — কী যে বলছেন সে খেয়াল তখন আর জেনারেলের নেই, ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে কেবলি বকবক করে

যাচ্ছিলেন তিনি। অবশেষে দ্য গ্রিয়ে জেনারেলের কথায় আর কান না দিয়ে কোথায় যেন উধাও হয়। সন্ধ্যায় আবিষ্কৃত হল, মাদমোয়াজেল ব্লাঁশের সঙ্গে খুব একটা জরুরী ও রহস্যময় আলাপের পর সে একেবারেই হোটেল ছেড়ে চলে গেছে। মাদমোয়াজেল ব্লাঁশও সেদিন সেই সকালেই চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। জেনারেলকে সে ভাগিয়ে দেয়, তাঁর সঙ্গে দেখা করতেও সে গররাজী। জেনারেল যখন তার পেছু পেছু কুরসালে গিয়ে প্রিন্সের বাহুলগ্না ব্লাঁশের মুখোমুখি হলেন তখন ব্লাঁশ অথবা মাদাম ভ্যুভ কমেঁজ কেউ তাঁকে চিনতেই চাইল না। প্রিন্সও তাঁর অভিনন্দনের প্রতিদান দিলেন না। সারা দিন মাদমোয়াজেল ব্লাঁশ তার কারিগরি চালায় প্রিন্সের ওপর, তার মনের কথা টেনে বার করার চেষ্টা করে। কিন্তু হায়! নিষ্ঠুর একটা ফাঁকি ধরা পড়ে মাদমোয়াজেল ব্লাঁশের হিসাবে। দুর্যোগটি ঘটে সেই সন্ধ্যাতেই। হঠাৎ আবিষ্কৃত হয় প্রিন্স একেবারেই এক ন্যাংটা ফকির, ব্লাঁশের কাছ থেকেই হুণ্ডিতে টাকা ধার নিয়ে সে নাকি রুলেত খেলতে ইচ্ছুক। ব্লাঁশ সরোষে তাকে বিতাড়িত করে ঘরে খিল্ দিয়ে বসে থাকে।

সেই দিন সকালে আমি যাই মিঃ অ্যাস্টলির কাছে; বরং বলা উচিত, সেদিন সারা সকাল আমি মিঃ অ্যাস্টলির খোঁজ করে বেড়াই, দেখা পাই নি। ঘরে নেই, কুরসালে নেই, পার্কেও নেই। হোটেলেও সেদিন খান নি। চারটের পর হঠাৎ দেখি রেলস্টেশন থেকে সোজা আসছেন হোটেল d'Angleterre-তে। খুব তাড়া ছিল, মনে হল কী যেন ভাবছেন, যদিও মুখ দেখে কোনো দুশ্চিন্তা কি বিব্রত ভাব কিছু ধরা যায় না। সাদরে হাত বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে, মুখে সেই স্বভাবসিদ্ধ উক্তি: 'আরে!' কিন্তু কথা কইবার জন্যে থামলেন না, বেশ জোরেই হেঁটে চললেন। আমিও সঙ্গ ধরলাম, কিন্তু এমন একটা ধরনে জবাব দিতে লাগলেন যে প্রশ্ন করে যাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠল। তাছাড়া, পলিনার কথাটা তুলতে কেন জানি ভয়ানক সঙ্কোচ হচ্ছিল। উনি নিজেও কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। কর্তামার কথা বললাম। উনি মন দিয়ে গম্ভীর হয়ে শুনে কাঁধ ঝাঁকালেন।

'সব উনি হারবেন,' আমি বললাম।

'ও, হ্যাঁ,' বললেন মিঃ অ্যাস্টলি, 'যাওয়ার আগেই দেখছিলাম খেলতে যাচ্ছেন। তাই বেশ জানতাম হারবেন। সময় থাকলে কুরসালে গিয়ে একবার দেখব। কৌতূহল হচ্ছে...'

'কোথায় গিয়েছিলেন?' অবাক লাগল যে কথাটা এ পর্যন্ত জিজ্ঞেসই করি নি।

'ফ্রাঙ্কফুর্টে গিয়েছিলাম।'

'কাজ ছিল নাকি?'

'হ্যাঁ, কাজ ছিল।'

বাস, আর কী বলা যেতে পারে? আমি তখনো সঙ্গে সঙ্গেই হাঁটছি। রাস্তাতেই পড়ে হোটেল 'Des quatre saisons'* — হঠাৎ আমার দিকে মাথা নেড়ে সেখানে উনি ঢুকে গেলেন। বাড়ি ফেরার পর ক্রমশ খেয়াল হল দু-ঘণ্টা ধরে কথা কয়ে গেলেও ওঁর কাছ থেকে কিছু বার করা যেত না, কারণ... ওঁকে জিজ্ঞাসা করার মতো কোনো প্রশ্নই যে আমার নেই! সত্যি, কিছুতেই এখন আর আমার প্রশ্নটাকে আমি রূপ দিতে পারছি না।

সারা দিন পলিনা কখনো আয়া আর ভাইবোনদুটির সঙ্গে পার্কে বেড়াল, কখনো হোটেলেই বসে রইল। অনেকদিন থেকেই ও জেনারেলকে এড়িয়ে যাচ্ছে, কথাই প্রায় বলত না, অন্তত গুরুত্বের কোনো কথা। অনেক আগেই তা আমার নজরে এসেছে। কিন্তু অন্তত আজ জেনারেলের যে হাল হয়েছে সেটা জানা থাকায় ভেবেছিলাম জেনারেল আজ ওকে এড়িয়ে যেতে পারবে না, অর্থাৎ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক আলোচনা না হয়ে যাবে না। কিন্তু মিঃ অ্যাস্টলির সঙ্গে আমার আলাপের পর হোটেলে ফিরে যখন পলিনা আর বাচ্চাগুলোর সঙ্গে দেখা হল, তখন ওর মুখে অসীম প্রশান্তি, গোটা পারিবারিক ঝড়টা যেন কেবল ওকেই ছোঁয় নি। সম্ভাষণের প্রত্যুত্তরে মাথা নাড়লে ও। একান্ত বিরক্ত হয়ে ফিরে এলাম নিজের ঘরে।

এটা সত্যি যে ওর সঙ্গে কথাবার্তা আমি এড়িয়ে চলছিলাম, ভুরমেরহেল্মের ঘটনাটির পর থেকে ওর সঙ্গে দেখাই করি নি। কিন্তু সেটা আমার দিক থেকে ছিল খানিকটা লোক দেখানি ডাঁট। ক্রমশই কিন্তু সত্যি সত্যিই রাগ জমতে লাগল মনের মধ্যে। আমায় যদি এতটুকু ও ভালো না বাসে, তাহলেও আমার অনুরাগকে এমনভাবে পায়ে দলার, আমার স্বীকারোক্তিকে এমন তাচ্ছিল্য করার কোনো অধিকার ওর নেই। ও তো অন্তত এটুকু জানে যে আমার ভালোবাসাটা অকপট, ওর সঙ্গে ওভাবে কথা বলার অনুমতি তো

---

* চার ঋতু। (ফরাসী) — সম্পাঃ

সে নিজেই আমায় দিয়েছে! খানিকটা অদ্ভুতভাবে আমাদের সম্পর্কের শুরু তা সত্যি। বহুদিন আগে — প্রায় দু-মাস হবে — লক্ষ করেছিলাম ও আমায় বন্ধু হিসাবে, সখা হিসাবে পেতে চাইছে, সেদিকে খানিকটা প্রচেষ্টাও ওর ছিল। কিন্তু কেন জানি, তখন তা থেকে কিছুই দাঁড়াল না। তার বদলে এসে পৌঁছেছি বর্তমানের এই একটা অদ্ভুত সম্পর্কে। এই জন্যেই ওর সঙ্গে আজকাল আমি এইভাবে কথা বলতে শুরু করেছি। কিন্তু আমার প্রেম যদি ওর ভালো না লাগে, তাহলে কথা বলা সোজাসুজি নিষেধ করে দিচ্ছে না কেন?

নিষেধ কিন্তু সে করে না। মাঝে মাঝে এমনকি নিজেই ও কথা বলতে ওস্কায়। এবং ... সেটা করে অবশ্যই উপহাসের জন্যে। বেশ জানি, খুব ভালো করেই দেখেছি যে আমার সবখানি কথা শুনে, আমায় প্রায় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মেরে হঠাৎ কেমন একটা অপরিসীম উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্যের আঘাতে আমায় থমকে দিতেই ও ভালোবাসে। অথচ ও তো জানে যে ওকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারি না ব্যারনের ঘটনাটার পর আজ তিন দিন কেটে গেছে, বিচ্ছেদ আর আমি সইতে পারছি না। কিছু আগে কুরসালের কাছে যখন ওকে দেখলাম, তখন এমন বুক টিপটিপ করে ওঠে যে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিলাম। অথচ আমায় ছাড়া যে ওরও চলে না, আমায় ওর দরকার, কিন্তু সেটা কি কেবল বিদূষক বালাকিরেভ* হিসাবে?

কিছু একটা গোপন ব্যাপার আছে ওর — সেটা স্পষ্ট! কর্তামার সঙ্গে ওর যে আলাপ হয়, সেটা ছুরি হয়ে আমার বুকে বিঁধেছে। হাজার বারই তো আমি বলেছি, আমায় খুলে বলুক, ও তো জানে যে ওর জন্যে আমি সত্যিই গর্দান দিতে রাজী। কিন্তু কেবলি ও আমায় প্রায় ঘেন্নায় ঠেলে দেয়; নয়ত আমার প্রাণোৎসর্গের বদলে দাবি করে ব্যারনের সঙ্গে সেই কাণ্ডটার মতো কোনো একটা ফাজলামি! অসহ্য নয় কি? ফরাসীটাই কি ওর কাছে সব? আর মিঃ অ্যাস্টলি? ব্যাপারটা এখানে একেবারেই অবোধ্য হয়ে উঠছে। ঈশ্বর, কী জ্বালায় না আমি জ্বলছি!

হোটেলে ফিরে কলম তুলে নিয়ে রাগের ঝোঁকে এই কয়েক ছত্র ওকে লিখলাম.

* বালাকিরেভ ইভান (জন্ম ১৬৯৯) — দরবারের বিদূষক। — সম্পাঃ

'পলিনা আলেক্সান্দ্রভনা, স্পষ্টই দেখছি যবনিকাপাত হয়েছে, আপনিও তাতে ভুগবেন। শেষ বারের মতো জিজ্ঞাসা করছি, আমার গর্দানটা আপনার চাই কি চাই না। যে কোনো ব্যাপারেই হোক আমার দরকার থাকলে হুকুম করুন। আপাতত আমি ঘরেই থাকছি, অন্তত বেশির ভাগ সময়, কোথাও যাব না। দরকার থাকলে লিখুন কিংবা ডেকে পাঠান।'

চিঠিটা সীল করে করিডরের পেয়াদাটার হাত দিয়ে পাঠালাম। বলে দিলাম সোজাসুজি হাতে দিতে। উত্তর আশা করি নি। কিন্তু কয়েক মিনিট পরে লোকটা ফিরে এসে বললে, মহিলাটি সেলাম জানিয়েছেন।

ছ'টার পর ডাক পড়ল জেনারেলের ঘরে।

উনি ছিলেন বসার ঘরে, সাজসজ্জা করে, যেন বাইরে বেরবেন। সোফার ওপর টুপি আর ছড়ি। ঘরে ঢুকে মনে হল, ঘরের মাঝখানে মাথা নিচু করে দু-পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে উনি নিজের মনেই কী যেন বকছিলেন। আমায় দেখেই প্রায় চিৎকার করে এমনভাবে ছুটে এলেন যে অজান্তেই পেছিয়ে এলাম খানিকটা, আর একটু হলে দৌড়ে পালাতাম। দুই হাতে আমায় ধরে উনি সোফা পর্যন্ত টেনে আনলেন। নিজে সোফায় বসে আমায় বসালেন ঠিক সামনের কেদারায়, হাত কিন্তু ছাড়লেন না, থরথর করে ঠোঁট কাঁপছিল, চোখের পাতায় হঠাৎ ঝিকিয়ে উঠল জল। মিনতির সুরে বললেন:

'আলেক্সেই ইভানভিচ, আমায় বাঁচান, বাঁচান, দয়া করুন আমায়!'

বহুক্ষণ কিছুই বুঝলাম না। বারবারই উনি কেবল বলতে লাগলেন, 'দয়া করুন আমায়, দয়া করুন!' শেষ পর্যন্ত বুঝলাম, আমার কাছে পরামর্শের মতো কিছু একটা চাইছেন, কিংবা বরং বলা ভালো, সকলের কাছে পরিত্যক্ত হয়ে শোকে দুঃখে দুশ্চিন্তায় আমার কথা মনে পড়েছে ওঁর, আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন নিতান্তই কথা বলে বলে মন হালকা করার জন্যে।

মনে হল কী রকম যেন পাগলা হয়ে উঠেছেন উনি, অন্তত ভয়ানক রকমের বিমূঢ় হয়ে পড়েছেন। মিনতির ভঙ্গিতে হাত জোড় করলেন উনি, আমার সামনে নতজানু হতেও তিনি প্রস্তুত, শুধু আমি যেন (কী ভাবছেন?) আমি যেন এক্ষুণি গিয়ে মাদমোয়াজেল ব্লাঁশকে অনুরোধ জানাই, ওকে বোঝাই জেনারেলের কাছে ফিরে আসতে, তাকে বিয়ে করতে!

'সে কী জেনারেল!' আমি বলে উঠলাম, 'মাদমোয়াজেল ব্লাঁশ সম্ভবত

আজো পর্যন্ত জানেই না যে আমি বলে একটা লোক আছি! আমি কী করতে পারি?'

কিন্তু আপত্তি করে কোনো লাভ হল না। যা বলছি কিছু ওঁর মাথায় ঢুকল না। কর্তামার কথাও বলতে শুরু করলেন, কিন্তু একেবারে অসংলগ্ন। তখনো পুলিস ডাকার কথা ওঁর মাথায় ঘুরছে।

'আমাদের দেশে,' হঠাৎ রাগের দমকে শুরু করলেন তিনি, 'আমাদের দেশে, মানে সুপরিচালিত কোনো রাষ্ট্রে যেখানে কর্তৃপক্ষ আছে, সেখানে অমন এক বুড়ি হলে সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর অভিভাবক নিযুক্ত হত! হ্যাঁ মশাই, হ্যাঁ,' হঠাৎ একটা তিরস্কারের সুর এসে গেল তাঁর গলায়। সোফা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে পায়চারি করতে লাগলেন, 'সে কথা আপনার জানা নেই মশায়, জানা নেই...' কোণে দাঁড়ানো কোন এক কল্পিত 'মশায়'কে লক্ষ করে বলতে লাগলেন তিনি, 'এই বলে দিচ্ছি শুনে রাখুন... হ্যাঁ... এরকম বুড়িদের আমাদের দেশে তুলোধোনা করা হয়, তুলোধোনা, তুলোধোনা, আজ্ঞে হ্যাঁ! উঃ মাগো!'

ফের সোফায় এলিয়ে পড়লেন তিনি; মিনিটখানেক পরেই প্রায় সাশ্রুনয়নে হাঁপাতে হাঁপাতে আমায় বলতে শুরু করলেন, মাদমোয়াজেল ব্লাঁশ তাঁকে বিয়ে করতে চায় না, কেননা টেলিগ্রামের বদলে কর্তামা নিজেই এসে হাজির হয়েছেন এবং পরিষ্কার হয়ে গেছে যে তিনি সম্পত্তি পাচ্ছেন না। তাঁর মনে হয়েছিল আমি এসব কিছুই বোধ হয় জানি না। দ্য গ্রিয়ে সম্পর্কে কী একটা বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু উনি হাত নেড়ে আমায় থামালেন, 'সরেছে। আমার সব সম্পত্তি ওর কাছে বাঁধা। একেবারে কপর্দকহীন আমি। আপনি যে টাকাটা এনেছিলেন — সেই টাকাটা, তার ঠিক কত মনে নেই — বোধ হয় সাতশ ফ্রাঁ বাকি আছে, বাস, ওই আমার সব। তারপর যে কী হবে জানি না, জানি না...'

'হোটেলের বিল শোধ করবেন কী করে?' সভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আর তারপর?'

চিন্তান্বিত দেখাল জেনারেলকে, কিন্তু মনে হল না কিছু বুঝেছেন, কী বললাম বোধ হয় তা কানেও যায় নি। পলিনা আলেক্সান্দ্রভনা আর ছেলেমেয়েদুটোর কথা তুললাম। জবাবে উনি তাড়াতাড়ি করে শুধু বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ!' তারপর ফের চলে গেলেন প্রিন্সের কথায়; বললেন

প্রিন্স এখন ব্লাঁশকে নিয়ে ভাগবে, তারপর... 'তারপর আমি কী করব আলেক্সেই ইভানভিচ?' হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে ককিয়ে উঠলেন উনি, 'ভগবানের দোহাই, বলুন কী করব আমি? এ যে অকৃতজ্ঞতা, অকৃতজ্ঞতা?'

কেঁদেই ফেললেন উনি।

এরকম লোককে নিয়ে কিছু করা যায় না। একলা ফেলে যাওয়াও বিপদ, কী যে ঘটবে তার ঠিক নেই। যাই হোক কোনোক্রমে ওঁর হাত থেকে ছাড়ান মিলল। আয়াকে বললাম, ও যেন মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসে, তাছাড়া করিডরের খানসামাকেও বলে রাখলাম, মনে হল বুদ্ধিমান ছোকরা। সেও কথা দিলে, মাঝে মাঝে গিয়ে দেখবে।

জেনারেলের কাছ থেকে আসতে না আসতেই কর্তামার সমন নিয়ে পতাপিচ হাজির। তখন আটটা, কুরসাল থেকে সবে ফিরেছেন সব হেরে। গেলাম ওঁর ঘরে। একেবারে ক্লিষ্ট হয়ে বৃদ্ধা চেয়ারে বসে আছেন, মনে হয় বেশ অসুস্থ। এক কাপ চা দিচ্ছে মার্ফা, প্রায় জোর করেই খাওয়াচ্ছে। কর্তামার হাবভাব কণ্ঠস্বরে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন।

'নমস্কার বাছা আলেক্সেই ইভানভিচ,' ধীরে ধীরে কর্তৃত্বের ভঙ্গিতে মাথা হেলিয়ে বললেন উনি, 'ফের কষ্ট দিচ্ছি, মাপ করো, বুড়িকে নয় একটু ক্ষমাই করো। আমি বাছা সবই ওখানে দিয়ে এসেছি, প্রায় একলাখ রুবল্‌। কালকে আমার সঙ্গে না গিয়ে তুমি ঠিকই করেছিলে। এখন আর কোনো টাকা নেই, একটি পয়সাও নেই। এক মুহূর্তও আর দেরি করতে চাই না, সাড়ে ন'টায় যাব। তোমার ঐ ইংরেজ — অ্যাস্টলি, তাই না? ওঁর কাছে লোক পাঠিয়েছি। এক সপ্তাহের জন্যে তিন হাজার ফ্রাঁ ধার চাইব। তুমি ওঁকে একটু বলে দিও কেমন? কিছু একটা ভেবে বসে যেন আপত্তি না করেন। এখনো বাছা ধনী আমি কম নই। দেশে তিনটে গ্রাম আর দুটো বাড়ি আছে। টাকাও আছে কিছু, সব তো সঙ্গে আনি নি। উনি যেন কিছু সন্দেহ না করেন সেই জন্যই তোমায় বলছি... আরে উনি দেখছি এসেই গেছেন। বোঝাই যায় লোকটি ভালো।'

প্রথম ডাকেই মিঃ অ্যাস্টলি কর্তামার কাছে এসে হাজির। এক মুহূর্ত না ভেবে প্রায় বিনা বাক্যব্যয়ে উনি কর্তামার সই করা একটা বন্ডের ওপর তিন হাজার ফ্রাঁ গুণে দিলেন। তারপর নমস্কার করে দ্রুত চলে গেলেন।

'এবার তুমিও যাও আলেক্সেই ইভানভিচ, এক ঘণ্টার একটু বেশি সময়

মাত্র বাকি। একটু গড়িয়ে নিই, হাড়ে ব্যথা ধরে গেছে। বোকা বুড়ির ওপর রাগ করো না যেন। এবার থেকে আর জোয়ানদের দোষ ধরতে যাব না, আর তোমার ঐ হতভাগা জেনারেল, ওকেই বা আর কী দোষ দেব! নিজেরই পাপ হবে। তবে যতই হোক, টাকা ওকে আমি দেব না - সেইটুকুই তো শুধু ও চায় — কেননা ও একেবারে অপদার্থ বলে আমার ধারণা, তবে আমি নিজেই বা আর কী বুদ্ধিমান? সত্যিই - বুড়ো বয়সেও ভগবান অহংকারের সাজা দেবেনই। আচ্ছা, বিদায়! আমায় তোল মার্ফা।'

আমি কিন্তু ঠিক করলাম, ওঁকে তুলে দিয়ে আসব। কেমন একটা প্রত্যাশার মধ্যে রইলাম আমি, কেবলি মনে হচ্ছিল যে কোনো মুহূর্তেই কিছু একটা ঘটবে। ঘরে বসে থাকতে পারলাম না। করিডরে এসে দাঁড়ালাম. মিনিটখানেকের জন্যে তরু-বীথি থেকেও ঘুরে এলাম। পলিনার কাছে লেখা আমার চিঠিটা পরিষ্কার এবং সুনিশ্চিত। বর্তমান সর্বনাশটাও চূড়ান্ত. হোটেলে দ্য গ্রিয়ের চলে যাবার কথা শুনেছিলাম। কে বলতে পারে — বন্ধু হিসাবে আমায় প্রত্যাখ্যান করলেও দাস হিসেবে হয়ত নাও ফেরাতে পারে। আমায় যে ওর দরকার, নেহাৎ ফাইফরমাশ খাটার জন্যেও যে আমি কাজে লাগতে পারি।

ট্রেন ছাড়ার সময় প্ল্যাটফর্মে এসে কর্তামাকে গাড়িতে তুলে দিলাম। গোটা একটা কম্পার্টমেন্ট উনি নিজের জন্যে নিয়েছেন। 'ধন্যবাদ বাছা, আমার জন্যে এতটা করলে তার জন্যে ধন্যবাদ,' বিদায় নিয়ে বললেন, 'আর হ্যাঁ, কাল যা বলেছিলাম সে কথা প্রাস্কোভিয়াকে মনে করিয়ে দিও — আমি ওর আশা করে থাকব।'

হোটেলে ফিরে এলাম। জেনারেলের স্যুইটের সামনে দিয়ে আসার সময় আয়াকে জিজ্ঞেস করলাম জেনারেল কেমন আছেন। 'ভালো আছে বাবু, ভালোই আছে,' বললে নিরানন্দ গলায়। তাহলেও ভেতরে গেলাম, কিন্তু অসীম বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম বৈঠকখানার দোরগোড়ায়। মাদমোয়াজেল ব্লাঁশ আর জেনারেল মন খুলে হাসছেন। ভ্যুভ কমেঁজ সোফায় বসে। আনন্দে জেনারেল একেবারে আত্মহারা, যত আজেবাজে কথা বকে যাচ্ছেন, থেকে থেকে দীর্ঘ স্নায়বিক হাসিতে ভেঙে পড়ছেন, ফলে অজস্র বলিরেখায় মুখ ভরে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে চোখদুটো। পরে ব্লাঁশের কাছ থেকে শুনেছিলাম, রুশী প্রিন্সটিকে তাড়িয়ে দেবার পর সে শোনে যে জেনারেল কান্নাকাটি

করছেন, তাই ভাবে মিনিটখানেকের জন্যে গিয়ে একটু সান্ত্বনা দিয়ে আসবে। বেচারী জেনারেল জানতেন না যে ভাগ্য তাঁর আগেই স্থির হয়ে গেছে, ব্লাঁশের বাক্স পেঁটরা গোছানো শুরু হয়েছে, পরদিন ভোরের ট্রেনেই সে চলে যাচ্ছে প্যারিস।

দোরগোড়ায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর ঠিক করলাম ভেতরে আর যাব না, অলক্ষ্যেই ফিরে যাই। সিঁড়ি বেয়ে উঠলাম আমার নিজের ঘরে। দরজা খুলতেই চোখে পড়ল অন্ধকারে জানলার পাশে কে যেন বসে আছে। আমি ঢুকতেও সে উঠল না। দ্রুত কাছে গিয়ে তাকাতেই নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে এল আমার। পলিনা!

১৪

চেঁচিয়ে উঠেছিলাম।

'কী ব্যাপার, কী হল?' ও বললে বিচিত্র এক সুরে। মুখটা ওর বিবর্ণ, চাইছিল বিষণ্ণ দৃষ্টিতে।

'কী ব্যাপার? মানে আপনি এখানে — আমার ঘরে!'

'এলে আমি পুরোপুরিই চলে আসি। সেই আমার অভ্যেস' শিগগিরই তা দেখতে পাবেন। বাতিটা জ্বালুন।'

বাতি জ্বালালাম। উঠে ও টেবিলের কাছে এল, সীলভাঙা একটা চিঠি মেলে ধরল আমার সামনে।

বললে, 'পড়ুন!'

'এ যে — এ যে দ্য গ্রিয়ের হাতের লেখা!' চিঠিটা নিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম। হাত কাঁপছিল আমার, চোখের সামনে নেচে বেড়াচ্ছিল লাইনগুলো। চিঠির অবিকল কথাগুলো মনে নেই, তাহলেও চিঠিটা এই রকম, শব্দগুলো হুবহু না মিললেও মর্মটা অবিকল এই।

দ্য গ্রিয়ে লিখেছে, 'মাদমোয়াজেল, প্রতিকূল অবস্থাচক্রে অবিলম্বে চলে যেতে বাধ্য হলাম। আপনি নিজেই অবশ্য লক্ষ করেছেন যে পরিস্থিতিটা সব খোলসা না হওয়া পর্যন্ত আমি ইচ্ছে করেই এতদিন আপনার কাছে চূড়ান্ত বক্তব্য পেশ না করে এড়িয়ে গেছি। আপনার বৃদ্ধা আত্মীয়ার (de la vieille dame) আগমন এবং তাঁর অদ্ভুত আচরণে আমার সব বিভ্রমের

অবসান হয়েছে। আমার নিজের বিষয় সম্পত্তির বিশৃঙ্খল অবস্থার জন্যে যে মধুর আশায় আমি কিছুকাল দোলায়িত হয়েছিলাম তা নিয়ে আর বিভোর হয়ে থাকা আমার পক্ষে এখন অসম্ভব। অতীতের জন্য আমি দুঃখিত কিন্তু ভরসা আছে আমার আচরণে ভদ্র ও. সৎলোকের (gentilhomme et honnête homme) অযোগ্য কিছু আপনি পান নি। আপনার সৎপিতাকে ঋণে দিয়ে আমার প্রায় সব টাকা খুইয়ে, এখন যেটুকু বাকি আছে তার সদ্ব্যবহার করতে আমি একান্ত বাধ্য বোধ করছি। পিটার্সবুর্গে আমার বন্ধুদের কাছে লিখেছি, যে-সম্পত্তিটার ওপর আমার বন্ধকীস্বত্ব আছে সেটা যেন তারা অবিলম্বে বিক্রির ব্যবস্থা করে। আপনার নিজের টাকাও আপনার অবিবেচক সৎবাবা উড়িয়ে দিয়েছেন, একথা জানতে পেরে আমি ঠিক করেছি ওই পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ আমি ওঁকে ছাড় দেব, তাঁর বন্ধকী সম্পত্তির একাংশ ফেরত দেব তাঁকে, তার ফলে আপনি যা হারিয়েছিলেন, সে সম্পত্তিটা আপনি মোকদ্দমা করে ফেরত পেতে পারবেন। আশা করি মাদমোয়াজেল, বর্তমানে যা অবস্থা তাতে আপনার অতীব সুবিধা হবে। আমার ধারণা, এতে করে সৎ ও সম্ভ্রান্ত এক ব্যক্তির যা উচিত সেই কর্তব্যই আমি পালন করছি। বিশ্বাস করুন, চিরকালের মতো আপনার স্মৃতি আমার হৃদয়ে মুদ্রিত হয়ে থাকবে।'

পলিনার দিকে ফিরে বললাম, 'সবই তো পরিষ্কার। এছাড়া অন্য কিছু আশা করেছিলেন নাকি?' যোগ দিলাম ঝাঁঝের সঙ্গে।

'কিছুই আশা করি নি,' বললে এমনিতে বেশ শান্তভাবেই, যদিও স্বরের ঈষৎ কম্পন কানে এল বলে মনে হল, 'অনেক আগেই মন ঠিক করে রেখেছিলাম আমি। ওর মতলব আমি টের পেয়েছিলাম, জানতাম কী ভাবছে। ভেবেছিল আমি চেষ্টা চরিত্তির করব... দাবি করব...' (কথা শেষ না করেই ও থেমে গেল, নীরবে ঠোঁট কামড়ালে।) 'ইচ্ছে করেই দ্বিগুণ করে ঘেন্না দেখিয়েছি ওকে,' শুরু করলে আবার, 'দেখতে চাইছিলাম, কী করে। সম্পত্তি পাবার টেলিগ্রামটা যদি আসত, তাহলে ওর মুখের ওপর ওই বোকাটার (আমার সৎবাবার) সব দেনা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তাড়াতাম ওকে! কতদিন থেকে যে ওকে ঘেন্না করে আসছি। ওহ, আগে লোকটা ছিল একেবারে অন্যরকম, একেবারে আলাদা, আর এখন! এখন!. ওহ, ওই পঞ্চাশ হাজার একবার ওর পোড়ামুখখানায় ছুঁড়ে মারতে পারলে কী সুখই

না হত আমার, থ্ু-থ্ু করে যদি একবার থ্ুতু দিতে পারতাম ওর গোটা মুখখানায়!'

'আচ্ছা, দলিলটা - পঞ্চাশ হাজারের বন্ধকী যে খতটা ও ফেরত দিয়েছে সেটা তো এখন জেনারেলের কাছে আছে? নিয়ে দ্য গ্রিয়েকে ফেরত দিন।'

'উ'হ্ুঁ তা হবে না, সে হবে না!..'

'তা ঠিক, ওটা চলবে না! সত্যি জেনারেলকে দিয়ে এখন আর কোন কাজই বা হবে? কিন্তু কর্তামা?' হঠাৎ চে'চিয়ে উঠলাম।

পলিনা কেমন যেন অন্যমনস্ক অধৈর্যে তাকাল আমার দিকে।

বিষণ্ণ সুরে বললে, 'এর সঙ্গে কর্তামার কী সম্পর্ক?' 'আমি তাঁর কাছে যেতে পারব না... কারো কাছে গিয়ে মাপ চাইবার ইচ্ছা আমার নেই,' বললে ঝাঁঝের সঙ্গে।

বলে উঠলাম, 'কী করা যায় তাহলে! ইস্, কী করে, কী করে আপনি ভালোবাসতে পারলেন লোকটাকে? উহ্, পাষণ্ড! একেবারে পাষণ্ড! কী বলেন, ডুয়েলে খ্ুন করব ওকে? কোথায় সে আছে এখন?'

'ফ্রাঙ্কফুর্টে, তিন দিন থাকবে সেখানে।'

'শ্ুধ্ু একবার বল্ুন। কালই পয়লা ট্রেনে চলে যাই!' কেমন একটা নির্বোধ উৎসাহে চে'চিয়ে উঠলাম আমি।

ও হাসলে।

'তারপর? ও হয়ত বলবে আগে আমার পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ ফেরত দিন। তাছাড়া, ডুয়েল লড়বেই বা কেন?.. আজগ্ুবি কথা যত!'

'কিন্তু কোথায়, কোথা থেকে ঐ পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ পাওয়া যায়?' দাঁতে দাঁত চেপে এমনভাবে বললাম যেন হঠাৎ মেজে ফ্ু'ড়েই ব্ুঝি টাকাটার উদয় হবে। তারপর ওর দিকে ফিরে কেমন একটা অদ্ভুত ভাবনার ঝোঁকে বলে উঠলাম, 'শ্ুন্ুন, যদি মিঃ অ্যাস্টলির কাছে?'

চোখ জ্বলে উঠল ওর।

'সে কী? তুমি - নিজেই তুমি চাইছ যে তোমায় ছেড়ে যাই ওই ইংরেজটার কাছে?' আমার ম্ুখের দিকে তীক্ষ্ম দ্ৃষ্টিপাত করে তিক্ত হেসে ও বললে। এই প্রথম ও তুমি বললে আমায়।

মনে হয় এই ম্ুহ্ূর্তে উত্তেজনায় তার মাথা ঘ্ুরে উঠেছিল, হঠাৎ ও সোফায় ঢলে পড়ল একেবারে নির্জীবের মতো।

ঠিক বিদ্যুত-স্পৃষ্টের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। নিজের চোখ নিজের কানকে বিশ্বাস হচ্ছিল না! সে কী, তাহলে দেখছি, আমাকেই ও ভালোবাসে! অ্যাস্টলির কাছে যায় নি, এসেছে **আমার কাছেই!** কুমারী মেয়ে, একাকিনী এসেছে আমারই ঘরে, হোটেলে — তার মানে পাঁচজনার চোখের সামনে মান খুইয়েছে নিজের, — আর আমি, ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছি আমি, কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না!

একটা উন্মাদ চিন্তা জাগল মনে।

'পলিনা! শুধু এক ঘণ্টা সময় দাও আমায়। এক ঘণ্টা অপেক্ষা করো এখানে... আমি ফিরে আসছি! এটা — এটা একান্ত প্রয়োজন! দেখে নিও তুমি! বসে থেকো, চলে যেয়ো না!'

ছুটে বেরুলাম ঘর থেকে; ওর বিস্মিত সপ্রশ্ন দৃষ্টিকে উপেক্ষা করে। আমার উদ্দেশে চেঁচিয়ে ও কী যেন বললে, কিন্তু আমি ফিরলাম না।

সত্যি, অতি ক্ষেপাটে, আপাতদৃষ্টিতে অতি অসম্ভব এক একটা কল্পনা মাঝে মাঝে মনকে এমন পেয়ে বসে যে শেষ পর্যন্ত মনে হয় বুঝি সে কল্পনা বাস্তব হয়ে উঠবে... শুধু তাই নয়, তার সঙ্গে যদি একটা প্রবল উদগ্র আকাঙ্ক্ষার যোগ হয়, তাহলে কখনো কখনো মনে হয় যেন সেটা একটা নিয়তি, অপরিহার্য, অমোঘ এক ভবিতব্য, তা না ঘটে পারে না। হয়ত এর পেছনে আছে ভবিষ্যৎবোধের কোনো রকম কিছু-একটা যোগাযোগ, ইচ্ছাশক্তির কোনো একটা অসাধারণ তীব্রতা, আপন কল্পনার গরজেই কেমন একটা আত্মবিষাক্তি এবং হয়ত আরো কিছু — ঠিক জানি না, তবে সে সন্ধ্যায় একটা অপূর্ব ব্যাপার ঘটল আমার — সারা জীবনেও তার কথা আমি ভুলব না। ঘটনাটার একান্তই একটা গাণিতিক ব্যাখ্যা থাকলেও এখনো পর্যন্ত আমার কাছে ওটা অলৌকিক হয়েই আছে। অতদিন আগে থেকে এই দৃঢ় বিশ্বাসটা আমার মধ্যে অমন গভীর অমন অটল হয়ে উঠতে পেরেছিল কী করে? সত্যি, ফের বলি, নানা সম্ভাবনার মধ্যে এ জিনিসটাও ঘটতে পারে (সুতরাং সমানভাবেই নাও ঘটতে পারে), এভাবে নয়, ভাবতাম এই কথাই যে তা না ঘটে যাবে না!

তখন সোয়া দশটা। পরিপূর্ণ আশা নিয়ে গেলাম কুরসালে, জীবনে অত উত্তেজিত আমি আর কখনো বোধ করি নি। জুয়ার ঘরগুলোতে তখনো বেশ ভিড়, যদিও সকালে যত ছিল তার অর্ধেকও নয়।

রাত দশটার পর টেবিলে থাকে কেবল খাঁটি বেপরোয়া জুয়াড়ীরা, যাদের কাছে স্বাস্থ্যতীর্থের একমাত্র অস্তিত্বই রুলেতে, শুধু ঐ জন্যেই যারা এসেছে, চারপাশে কী ঘটছে তার দিকে যাদের খেয়ালই নেই, সারা মরসুমে যাদের রুলেত ছাড়া আর কোনো আগ্রহ নেই, সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত যাদের একমাত্র কাজ খেলা, সম্ভব হলে রাত ভোর করতেও তারা রাজী। রাত বারোটায় ঘর বন্ধ হলে ওরা প্রতিদিনই ফেরে বিরক্ত মেজাজে। বারোটা নাগাদ বন্ধর সময় সিনিয়র ক্রুপিয়ে যখন ঘোষণা করে, 'Les trois derniers coups, messieurs!'* তখন এই শেষ তিন দানের ওপর এরা মাঝে মাঝে পকেট উজাড় করে বাজি ধরে — এবং সত্যিই সবচেয়ে বড়ো লোকসানের পালা ঠিক তখনই। কিছুক্ষণ আগে যে টেবিলে কর্তামা বসেছিলেন, ঠিক তার দিকেই এগুলাম আমি। খুব বেশি ভিড় ছিল না, অচিরেই খোদ টেবিলের কাছে পৌঁছে গেলাম। আমার ঠিক সামনেই সবুজ ঢাকনির ওপর খড়ি দিয়ে লেখা: Passe।

Passe হল ১৯ থেকে ৩৬ পর্যন্ত সংখ্যার একটা সারি। ১ থেকে ১৮ — এই প্রথম সারিকে বলে Manque; কিন্তু ও সবে আমার কী দরকার? এতটুকু হিসাব করলাম না আমি, আগের বার কোন সংখ্যাটা উঠেছে তারও পরোয়া করলাম না, যে কোনো হিসেবী জুয়াড়ীই যা করবে। পুরো কুড়ি ফ্রিদারিখ্‌স্‌দর বার করে ফেললাম সামনেই passe-এর ওপর।

'Vingt deux!'** বললে ক্রুপিয়ে।

জিতেছি আমি, জিতের টাকা সমেত সব টাকাটাই ফের বাজি ধরলাম।

'Frente et un!'*** হাঁকলে ক্রুপিয়ে। এবারও জিতেছি! আশী ফ্রিদারিখ্‌স্‌দর হল। পুরো আশীই রাখলাম মাঝের বারোটা সংখ্যায় (তিনবারের জিত, কিন্তু আমার বিরুদ্ধে দুটো চান্স) — হুইল ঘুরে থামল চৌব্বিশে। পঞ্চাশ ফ্রিদারিখ্‌স্‌দর করে তিনটে মোড়ক আর দশটা মোহর

---

* শেষ তিন খেলা মঁসিয়েরা! (ফরাসী) — সম্পাঃ

** বাইশ। (ফরাসী) — সম্পাঃ

*** একত্রিশ। (ফরাসী) — সম্পাঃ

এগিয়ে দেওয়া হল আমার দিকে। মূল টাকাটা সমেত সব মিলিয়ে আমার এখন দুশ ফ্রিদারিখ্‌স্‌দর।

কী এক উত্তেজনায় গোটা টাকাটাই স্তূপ করে দিলাম লালের ওপর — তারপর হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে এল! সারা সন্ধ্যার মধ্যে যতক্ষণ খেলেছি এই একবারই কেবল হিম হয়ে গেলাম ভয়ে, কেঁপে কেঁপে উঠল শরীর। সভয়ে অনুভব করলাম, মুহূর্তে টের পেলাম এখন হারার অর্থ কী! গোটা জীবনই আমার এখন হুইলের ওপর!

'Rouge!' ক্রুপিয়ে হাঁকলে। নিঃশ্বাস ছাড়লাম আমি, একটা আগুনে শিহরণ বয়ে গেল সারা শরীরে। ব্যাঙ্কনোটে পাওনা মেটানো হল আমার। সব মিলিয়ে চার হাজার ফ্লোরিন আশি ফ্রিদারিখ্‌স্‌দর! (তখনো গণনার ক্ষমতা আমার যায় নি।)

তারপর যতদূর মনে পড়ে, দুহাজার ফ্লোরিন ফের রাখলাম মাঝের বারোটা সংখ্যার ওপর, এবং হারলাম। আশি ফ্রিদারিখ্‌স্‌দর আর মোহরগুলো বাজি ধরলাম, আবার হারলাম। পাগল হয়ে উঠলাম আমি। শেষ দুহাজার ফ্লোরিন যা ছিল টেনে নিয়ে না ভেবে চিন্তে রাখলাম প্রথম বারোটার ওপর। শুধু একমুহূর্তের একটা উৎকণ্ঠা জাগল আমার, প্যারিসে বেলুন থেকে লাফিয়ে পড়ার সময় মাদাম ব্লাঁশারের যেরকম অনুভূতি হয়েছিল, হয়ত অনেকটা তেমনি।

'Quatre!'* হাঁকল ক্রুপিয়ে। সব মিলিয়ে ফের ছ' হাজার ফ্লোরিন হল আমার। এবার একটা বিজয়ীর ভাব এল আমার — কিছুতেই, কোনো কিছুতেই এখন আর আমার ভয় নেই। চার হাজার ফ্লোরিন রাখলাম কালোয়। জন দশেক লোকেও দেখাদেখি কালোয় রাখলে। ক্রুপিয়েরা দৃষ্টি বিনিময় করে কী বললে ফিসফিসিয়ে। সকলেই কথা কইছে, প্রতীক্ষা করছে।

কালো উঠল। এরপর থেকে আমার মনে নেই কোথায় কত কী বাজি ধরেছিলাম স্বপ্নের মতো শুধু মনে আছে যে ষোলো হাজার ফ্লোরিন পর্যন্ত জিতেছিলাম। হঠাৎ হুইলের তিনটে দুর্ভাগা ঘূর্ণিতে তার বারো হাজার

---

* চার। (ফরাসী) — সম্পাঃ

গেল। শেষ চার হাজার রাখলাম passe-এ (এবার কোনো কিছুই প্রায় মনে হল না, চিন্তাহীন যন্ত্রের মতো অপেক্ষা করে গেলাম) — এবং জিতলাম। পরপর চার বার জিতলাম আবার। শুধু এইটুকু মনে আছে যে টাকা গুটোচ্ছিলাম হাজারে হাজারে এবং অন্যগুলোর চেয়ে মাঝের বারোটা সংখ্যা আসছিল বেশি ঘন ঘন, তাতেই লেগে রইলাম আমি। বেশ যেন নিয়ম করে উঠছিল সংখ্যাগুলো, পরপর তিনচার বার ওঠার পর দুবার বাদ, ফের আবার পরপর তিনচার বার। এই ধরনের একটা আশ্চর্য নিয়মিতি মাঝে মাঝে দেখা যায় বেশ পর্যায় ধরে এবং তাতেই মরে সব ঝানু জুয়াড়ীরা, পেনসিল নিয়ে যারা হিসাব করে খেলে। ভাগ্যের কী ভয়ংকর সব বিদ্রূপই না দেখা যায় এখানে!

মনে হয় না আধ-ঘন্টার বেশি এসেছি। হঠাৎ ক্রুপিয়ে জানালে যে আমি তিরিশ হাজার ফ্লোরিন জিতেছি, একবারে এর বেশি টাকা দেওয়া ব্যাঙ্কের নিয়ম নেই, তাই কাল পর্যন্ত রুলেত বন্ধ। সব মোহরগুলো কুড়িয়ে পকেটে ভরলাম, তুলে নিলাম নোটগুলো, তারপর তৎক্ষণাৎ গিয়ে জুটলাম আর একটা ঘরে আর একটা রুলেত টেবলে। গোটা ভিড়টাও এল আমার পেছু পেছু। সঙ্গে সঙ্গেই একটা জায়গা খালি করে দেওয়া হল আমার জন্যে। ফের বাজি ধরতে লাগলাম, কোনো ছক কোনো হিসেব না করে। ভাবতে পারি না কী করে পার পেলাম!

মাঝে মাঝে অবিশ্যি এক একটা হিসেব খেলে যাচ্ছিল মনে মনে। কোনো একটা সংখ্যা ও চান্স ধরে এগুচ্ছিলাম। কিন্তু অচিরেই সব ছেড়ে ছুড়ে ফের বাজি রাখতে লাগলাম প্রায় অচেতনের মতো। নিশ্চয় ভয়ানক রকমের অন্যমনস্ক হয়ে ছিলাম আমি, মনে আছে ক্রুপিয়েরা বার কয়েক আমার খেলা শুধরে দেয়। বিছছিরি সব ভুল হচ্ছিল আমার। কপালের রগ ভিজে উঠেছিল ঘামে, হাত কাঁপছিল। আমায় সাহায্যের জন্যে ছুটে এসেছিল পোলেরা। কিন্তু কারো কথায় আমি কান দিলাম না। কপাল খুলে গিয়েছিল আমার! হঠাৎ চেঁচামেচি হাসি শোনা গেল। তারিফ করে উঠল সবাই, 'সাবাস! সাবাস!' কেউ কেউ হাততালিও দিয়ে উঠল। এখানেও তিরিশ হাজার ফ্লোরিন জিতে গেছি, পরদিন পর্যন্ত বন্ধ রইল ব্যাঙ্ক!

'চলে যান, চলে যান এবার,' ডানদিকে কে যেন বললে কানে কানে।

ফ্রাঙ্কফুর্টের কোন এক ইহুদী। সারাক্ষণ সে আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, মনে হয় মাঝে মাঝে যেন আমায় পরামর্শও দিয়েছে।

'ভগবানের দোহাই, চলে যান!' এবার বললে আর একজন কেউ, আমার বাঁ কানে, চকিতে তাকিয়ে দেখলাম। একেবারেই অনাড়ম্বর পোষাকের একটি মহিলা, বয়স তিরিশের নিচে, কেমন রুগ্ন বিবর্ণ ক্লান্ত মুখ — সে মুখে এখনো একটা অপরূপ অতীত সৌন্দর্যের ছাপ। ব্যাঙ্কনোটে পকেট ভর্তি করছিলাম আমি, কোনো মতে ঠেসেঠুসে গুঁজছিলাম, টেবল থেকে গুটিয়ে নিচ্ছিলাম বাকি মোহরগুলো। পঞ্চাশ ফ্রিদারিখ্‌স্‌দরের শেষ মোড়কটা তুলে অলক্ষ্যে সেটা গুঁজে দেওয়া গেল ঐ বিবর্ণা মহিলার হাতে। ওঁকেই দেব, এই ইচ্ছেটা আমার ভয়ানক পেয়ে বসেছিল, আর এখনো মনে পড়ে, গভীর কৃতজ্ঞতায় সরু সরু আঙুলগুলো সজোরে চাপ দিয়েছিল আমার হাতে। এ সবই ঘটে গেল মুহূর্তের মধ্যে।

টাকাগুলো গুটিয়ে বাটিয়ে দ্রুত এসে জুটলাম trente et quarante-তে।

Trente et quarante-তে অভিজাতদের ভিড়। এখানে রুলেত হুইল নেই, আছে শুধু তাস। একবারে লক্ষ টেলার পর্যন্ত এখানে ব্যাঙ্কের সীমানা। এখানেও সর্বোচ্চ বাজি চার হাজার ফ্লোরিন। খেলা আমি কিছুই জানতাম না; এখানেও লাল কালো ছিল — সেইটুকু ছাড়া আর কী ভাবে বাজি ধরতে হয় তার কিছুই জানা ছিল না আমার। ওই লাল কালোতেই লেগে পড়লাম। গোটা কুরসালও এল ভিড় করে। মনে নেই, এই সারাটা সময় আমার একবারও পলিনার কথা মনে হয়েছিল কিনা। সামনের স্তূপাকৃতি ব্যাঙ্কনোট কেবল টেনে টেনে তোলার অদম্য উল্লাসে আমি তখন একেবারে ডুবে।

সত্যিই যেন নিয়তি আমায় এগিয়ে দিলে। এবার যেন ইচ্ছে করেই যে ব্যাপারটা দেখা দিল, সেটা কিন্তু এ খেলায় মোটেই অস্বাভাবিক নয়। যেমন, হঠাৎ হয়ত লালটা খুব পয়মন্ত হয়ে উঠল, পরপর দশ কি পনের বার লালই উঠবে। তিন দিন আগে শুনেছিলাম, গত সপ্তাহ লাল উঠেছিল পরপর বাইশ বার। এমন ব্যাপার রুলেত টেবলে আগে কেউ কখনো শোনে নি, লোকে অবাক হয়ে খুব আলোচনা করে তাই নিয়ে। স্বভাবতই লোকে তখন লাল এড়িয়ে চলতে চায়, দশ বারের পর প্রায় কেউই লালে বাজি রাখতে

সাহস করবে না। লালের ঠিক উল্টো সেই কালোতেও কিন্তু পাকা জুয়াড়ী কেউ এক্ষেত্রে বাজি ধরবে না। এই 'খামখেয়ালের' মানে কী তা ওরা জানে। যেমন ষোলো বার লাল ওঠার পর খুবই মনে হতে থাকে সতের বারের বার নিশ্চয় কালো উঠবে। কাঁচা খেলুড়েরা ঝাঁকে ঝাঁকে তাতেই রাখে, দুগুণ তিনগুণ করে বাজি ধরে — আর সাংঘাতিক লোকসান দেয়।

পরপর সাত বার লাল উঠেছে দেখে আমি কিন্তু কী এক অদ্ভুত খেয়ালে ঠিক করলাম ওতেই লেগে থাকব। আমার দৃঢ় ধারণা এর পেছনে হয়ত অর্ধেকটাই ছিল আমার আত্মম্ভরিতা। ইচ্ছে হয়েছিল ক্ষেপার মতো ঝুঁকি নিয়ে দর্শকদের তাক লাগিয়ে দেব। এবং — ওহ্, কী বিচিত্র সে অনুভূতি — বেশ মনে আছে আত্মম্ভরিতার কোনো তাগিদ ছাড়াই হঠাৎ ঝুঁকি নেবার একটা উন্মাদ নেশায় আমায় পেয়ে বসল। এত বিচিত্র অনুভূতির মধ্যে দিয়ে গেলে সম্ভবত প্রাণটা পরিতৃপ্ত না হয়ে বরং উত্তেজিতই হয়ে ওঠে, একেবারে অবসন্ন হয়ে না পড়া পর্যন্ত জোরালো, কেবলি আরো জোরালো অনুভূতিতে মাততে চায়। এবং সত্যি বলছি, এক এক বারে পঞ্চাশ হাজার ফ্লোরিন বাজি ধরার যদি নিয়ম থাকত, তাহলে তাই ধরতাম আমি। চারিপাশে লোকে তখন কেবলি চ্যাঁচাচ্ছে, এ যে পাগলামি! পরপর চোদ্দ বার লাল উঠে গেছে।

'Monsieur a gagné déjà cent mille florins,'* কে একজন বললে পাশ থেকে।

হঠাৎ চৈতন্য হল আমার। সে কী? একলক্ষ ফ্লোরিন জিতেছি নাকি? তার বেশি আর কী দরকার আমার? থাবলা দিয়ে ব্যাঙ্কনোটগুলো তুলে নিয়ে না গুণেই পকেটে ভরলাম। মোহর আর টাকার মোড়কগুলো সব গুটিয়ে বাটিয়ে ছুটে বেরুলাম কুরসাল থেকে। ঘরগুলোর মধ্যে দিয়ে গেলাম একটা সার্বজনীন হাস্যধ্বনির ভেতরে, সকলেই আমার স্ফীত পকেট আর টাকার ভারে অসমান পদক্ষেপের দিকে চাইছিল। অন্তত আট সের ওজন নিশ্চয়। একাধিক হাত এগিয়ে এল আমার দিকে। টাকা বিলোলাম মুঠো মুঠো, এক একবারে যতটা ওঠে। দরজার কাছে দুজন ইহুদী আমায় থামালে।

---

* মঁসিয়ে ইতিমধ্যেই এক লাখ ফ্লোরিন জিতেছেন। (ফরাসী) — সম্পাঃ

বললে, খুব সাহস আপনার, ভয়ানক সাহস। কিন্তু কালকে সকালেই চলে যান এখান থেকে, যত তাড়াতাড়ি পারেন। নয়ত সব সব হারবেন...'

কান দিলাম না ওদের দিকে। তরু-বীথিটা এত অন্ধকার যে নিজের হাতও দেখা যায় না। হোটেল প্রায় পোয়াটেক পথ দূরে। চোর ডাকাতের কোনো ভয় আমার কখনোই ছিল না, এখনো সে সবকিছু ভাবলাম না। কিন্তু ঠিক কী যে ভাবছিলাম তা সত্যিই আর এখন মনে নেই। চিন্তা বলেই কিছু ছিল না। ছিল শুধু কেমন একটা ভয়ঙ্কর পরিতৃপ্তির অনুভূতি — একটা সাফল্য, বিজয়, শক্তিমত্তা, কী তার নাম জানি না। পলিনার ছবিটাও মাঝে মাঝে ভেসে উঠছিল, মনে পড়ছিল, জানতাম যে তারই কাছে যাচ্ছি, এখুনি দেখা হবে, সবকিছু বলব ওকে, দেখাব... কিন্তু ও যে আমায় কী বলেছিল, কেন আমি এসেছিলাম, সে কথা তখন আর প্রায় মনেই নেই; মাত্র দেড় ঘণ্টা আগে আমি যা ভাবছিলাম তা যেন সব এক সুদূর অতীতের কথা, তা যেন বাতিল, নাকচ হয়ে গেছে, তা নিয়ে ভাবার প্রয়োজন নেই, কেননা সবই এবার নতুন শুরু হবে। তরু-বীথির প্রায় শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পেঁাছে হঠাৎ ভয় ধরল আমায়: 'এই মুহূর্তেই যদি আমায় খুন করে টাকা লুটে নিয়ে যায় কেউ?' প্রতি পদক্ষেপে দ্বিগুণ হয়ে উঠল ভয়। প্রায় ছুটতে শুরু করলাম। হঠাৎ তরু-বীথিটা শেষ হতেই ঝলসে উঠল আমাদের অসংখ্য আলোভরা গোটা হোটেলটা! — ধন্যবাদ ঈশ্বরকে! এসে গেছি!

ছুটে উঠলাম নিজের তলায়, হাট করে খুললাম দরজা। পলিনা তখনো সোফার ওপর বসে আছে, সামনে একটা মোমবাতি জ্বলছে, হাতদুটি তার বুকের ওপর জড়ো করা। অবাক হয়ে ও তাকালে আমার দিকে — সেই মুহূর্তে নিশ্চয় ভারি অদ্ভুত দেখাচ্ছিল আমাকে। থমকে দাঁড়ালাম ওর সামনে, তারপর টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলতে লাগলাম টাকার বোঝা।

১৫

মনে পড়ে, সাঙ্ঘাতিক স্থির দৃষ্টিতে ও তাকিয়েছিল আমার মুখের দিকে, এতটুকু নড়লও না।

টাকার শেষ মোড়কটা ছুঁড়ে বললাম, 'দু লক্ষ ফ্রাঁ জিতেছি!' ব্যাঙ্কনোট আর মোহরের স্তূপে টেবিল ঢাকা। সেখান থেকে চোখ ফেরাতে পারছিলাম

না, থেকে থেকেই একেবারে ভুলে যাচ্ছিলাম পলিনার কথা। কখনো গ্নুছোতে যাই ব্যাংকনোটগ্নলোকে, কখনো গাদা করি মোহরগ্নলো, কখনো আবার ভাবনায় ডুবে গিয়ে দ্রুত পায়চারি করতে করতে ফের ফিরে আসি টেবলের কাছে, টাকা গ্নণতে শ্নরু করি। হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে ছ্নটে গেলাম দরজার দিকে, ডবল করে চাবি দিলাম। তারপর আমার ছোট্ট স্যুটকেসটার সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম চিন্তিতভাবে।

'আজ রাতটা স্যুটকেসটাতেই রাখব নাকি?' বললাম পলিনার দিকে তাকিয়ে; হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল ওর অস্তিত্ব। অনড় হয়ে একই জায়গায় বসে ছিল ও, সারাক্ষণ স্থির দ্নষ্টিতে দেখছিল আমায়। ম্নখে ওর ভারি অদ্ভুত একটা ভাব, মোটেই সেটা ভালো লাগল না আমার! ভুল হবে না যদি বলি বিদ্বেষই ফুটে উঠেছিল তার ম্নখে।

দ্রুত পদে গিয়ে দাঁড়ালাম ওর কাছে।

'পলিনা, এই নিন প'চিশ হাজার ফ্লোরিন, অর্থাৎ পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ, এমনকি বেশি। কাল গিয়ে ছ্ন'ড়ে দিয়ে আস্নন ওর ম্নখের ওপর।'

ও জবাব দিলে না।

'যদি চান কাল সকালেই আমি নিজেই নিয়ে যাব। কী বলেন?'

হঠাৎ হোহো করে হেসে উঠল ও, অনেকক্ষণ ধরে হাসলে।

ক্ষোভ ও বিস্ময় নিয়ে তাকালাম ওর দিকে। হাসিটা ঠিক ওর সেই ঠাট্টার হাসির মতো, যা আমার অতি ভাবাবেগের ঘোষণা-কালে ইদানীং ঘন ঘন দেখা দিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত হাসি থামল ওর, ভুর্ন কোঁচকালে। ভুর্নর তল থেকে কঠিন করে তাকালে আমার দিকে।

'আপনার টাকা আমি নেব না,' বললে তাচ্ছিল্য করে।

'সে কী! কী বলছেন আপনি?' চে'চিয়ে উঠলাম আমি, 'কেন নেবেন না, পলিনা?'

'দান হিসাবে টাকা নিই না আমি।'

'বন্ধ্ন হিসাবে দিচ্ছি। আপনাকে আমি তো আমার জীবনই দিতে রাজী।'

অনেকক্ষণ সন্ধানী দ্নষ্টি মেলে ও তাকিয়ে রইল আমার দিকে, যেন দেখতে চাইছিল আমার ভেতরটা।

শুকনো হেসে বললে, 'একটু বেশি মূল্য দিচ্ছেন। দ্য গ্রিয়ের প্রণয়িনীর দাম পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ নয়।'

'এ সব কী কথা পলিনা,' বলে উঠলাম ভর্ৎসনা করে, 'ভেবেছেন আমি দ্য গ্রিয়ে?'

'ঘৃণা করি আপনাকে! হ্যাঁ, ঘৃণা করি!.. দ্য গ্রিয়ের চেয়ে আপনাকে বেশি ভালোবাসি না,' চেঁচিয়ে উঠল ও, হঠাৎ জ্বলে উঠল ওর চোখদুটো।

তারপর হঠাৎ দু-হাতে মুখ ঢেকে ফোঁপাতে লাগল। আমি ছুটে গেলাম তার কাছে।

আন্দাজ করলাম, আমি যখন ছিলাম না তার মধ্যে কিছু একটা ওর হয়েছে। একেবারেই যেন মাথা খারাপ হয়ে গেছে ওর।

'তা নাও, কেনো আমায়! রাজী? রাজী আছ? দ্য গ্রিয়ের মতো পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ দাম দিয়ে?' ফোঁপানির দমকে দমকে বেরিয়ে এল কথাগুলো। দু-হাতে জড়িয়ে ধরলাম ওকে, চুমু দিলাম ওর হাতে পায়ে, নতজানু হয়ে বসলাম ওর সামনে।

হিস্টিরিয়ার দমকটা কেটে গেল। আমার কাঁধের ওপর দু-হাত দিয়ে স্থির সন্ধানী দৃষ্টিতে দেখতে লাগল আমায়। কী যেন আবিষ্কার করতে চাইছিল আমার মুখে। কথা শুনলে আমার, কিন্তু কী বললাম তা বোধ হয় কানে গেল না। মুখে ওর কেমন যেন উদ্বেগ আর চিন্তা ফুটে উঠল. ভয় হল আমার। দৃঢ় ধারণা হল ও পাগল হয়ে যাচ্ছে। কখনো আমায় আস্তে করে কাছে টেনে নিচ্ছিল। মুখ ভরে উঠছিল বিশ্বাসের হাসিতে, তারপর হঠাৎ আবার ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছিল, তাকিয়ে দেখছিল বিষণ্ণ দৃষ্টিতে।

হঠাৎ দু-হাতে জড়িয়ে ধরল আমায়।

বললে, 'তুমি যে আমায় ভালোবাসো, বলো ভালোবাসো, তাই না? তুমি... তুমি যে আমার জন্যে লড়তে চেয়েছিলে ব্যারনের সঙ্গে!' বলেই খিল্‌খিল্‌ করে হাসতে শুরু করল, যেন ভারি হাসির, ভারি নরম কী একটা ব্যাপার মনে পড়েছে ওর। একই সঙ্গে ও হাসছে আর কাঁদছে। কিন্তু কী করা যায়? এদিকে আমার নিজেরও কেমন জ্বর জ্বর লাগছিল। মনে পড়ে, কী যেন একটা বলতে শুরু করেছিল ও, কিন্তু কিছুই আমি ধরতে পারলাম না। কেমন যেন ভুল বকছে, কথা জড়িয়ে যাচ্ছে, যেন খুব তাড়াতাড়ি করে কিছু একটা বলতে চায় আমায়। সেই প্রলাপও আবার মাঝে মাঝে

ছিঁড়ে যাচ্ছে ভয়ানক খুশির খিল্‌খিল্‌ হাসিতে। ভয় শুরু হল আমার। ও বলতে লাগল, 'না, না, তুমি আমার লক্ষ্মীটি, তুমি আমার আদরের ধন!' ফের ও হাত রাখল আমার কাঁধে, চেয়ে দেখল আমায়, আর ফের সেই একই কথা, 'তুমি আমায় ভালোবাসো... সত্যিই ভালোবাসো...' চিরকাল ভালোবাসবে তো?' চোখ ফেরাতে পারছিলাম না আমি। প্রেম ও মমতার এমন উচ্ছ্বাস ওর আগে কখনো দেখি নি। নিতান্তই বিকারের ভুলবকা তা সত্যি, কিন্তু... আমার কামনার দৃষ্টি দেখে মুখ টিপে টিপে হাসছিল, কথা নেই বার্তা নেই, হঠাৎ শুরু করছিল মিঃ অ্যাস্টলির কথা।

সারাক্ষণই ও মিঃ অ্যাস্টলি সম্পর্কে কী একটা বলতে চাইছিল (বিশেষ করে কিছুক্ষণ আগে যখন আমায় কী একটা বোঝাচ্ছিল), কিন্তু ঠিক কী যে বলছিল ধরতে পারি নি। অ্যাস্টলিকে নিয়ে হাসাহাসিও করেছিল বোধ হয়। অনবরত বলতে লাগল, মিঃ অ্যাস্টলি নাকি অপেক্ষা করে আছেন... আমায় জিজ্ঞেস করলে, তিনি যে এখন জানলার নিচে দাঁড়িয়ে আছেন, তা কি আমি জানি? 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানলার ওপাশে, যাও না, দ্যাখো, দ্যাখো গে — ওখানেই আছেন!' জানলার দিকে ঠেললে আমায়, কিন্তু পা বাড়াতেই হাসিতে ফেটে পড়ল, যাওয়া আর হল না, আমায় ও জড়িয়ে ধরতে লাগল।

'আমরা তো চলে যাচ্ছি, কালই চলে যাচ্ছি, না?' হঠাৎ এই ভাবনাটায় অস্থির হয়ে উঠল ও, 'আচ্ছা... (একটু থেমে কী ভাবলে) কর্তামার নাগাল ধরতে পারব মনে হয়? আমার ধারণা বার্লিনে গিয়ে ধরা যাবে। তখন আমাদের দেখে কী বলবেন বলো তো? আর মিঃ অ্যাস্টলি?.. উনি নিশ্চয় শ্লাঙ্গেনবের্গ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়বেন না, কী বলো?' (খুব একচোট হাসলে ও।) 'শোনো বলি, পরের গ্রীষ্মে উনি কোথায় বেড়াতে যাবেন জানো? বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে যাবেন উত্তর মেরুতে, আমায় সঙ্গে যেতে বলেছেন, হা-হা-হা! বলেন, ইউরোপীয়রা না থাকলে আমরা রুশীরা নাকি কিছুই জানতাম না, কোনো কাজের নই আমরা... তবে উনিও লোকটা ভালো! জানো, উনি 'জেনারেলের' দোষ দেন না, বলেন, ব্লাঁশ নাকি... মানে প্রেমাবেগ — না কী কে জানে বাপু, জানি না ওসব,' প্রসঙ্গের সূত্র হারিয়ে হঠাৎ বলে উঠল, 'বেচারা ওরা — কী যে দুঃখ হয় ওদের জন্যে, আর কর্তামার জন্যে... ভালো কথা, ভেবেছিলে দ্য গ্রিয়েকে তুমি খুন করবে? তেমন লোক তুমি নও! সত্যি করেই ভেবেছিলে নাকি খুন করতে

পারবে? পাগল! সত্যিই ভেবেছিলে আমি তোমায় দ্য গ্রিয়ের সঙ্গে লড়তে দেব? ব্যারনটাকে পর্যন্ত খুন করা তোমার কম্ম নয়।' ফের এক দমক হাসির সঙ্গে ও যোগ করলে, 'ওহ্, ব্যারনের সঙ্গে তখন কী রকম মজা লাগছিল' তোমায় দেখতে! বেঞ্চে বসে তোমাদের দুজনকেই দেখছিলাম আমি, যেতে বলায় কী যে তখন তোমার অনিচ্ছা! কী যে হাসি পেয়েছিল আমার, কী হাসি!' বলে ফের হাসতে লাগল ও।

তারপর ফের চুমু খেল আমাকে, জড়িয়ে ধরল, কামনায় মমতায় মুখ চেপে ধরল আমার মুখের ওপর। কিছুই আর তখন ভাবছিলাম না আমি, কিছুই শুনছিলাম না। মাথা ঘুরছিল...

সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখন বোধ করি সাতটা। রোদ্দুরে আলো হয়ে উঠছে ঘর। ঠিক আমার পাশেই বসে ছিল পলিনা, চোখে বিচিত্র দৃষ্টি, যেন সবে কী একটা অন্ধকার ঘোর থেকে জেগে সবকিছু মনে করবার চেষ্টা করছে। তারও ঘুম ভেঙেছে অল্প আগেই, টেবিলটা আর তার ওপরকার টাকাগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে অপলকে। আমার মাথা টনটন করছিল, ভার-ভার লাগছিল। পলিনার হাতখানা টেনে নিতে গিয়েছিলাম, কিন্তু হঠাৎ আমায় ঠেলে দিয়ে সোফা থেকে লাফিয়ে উঠল ও। সকালটা কুয়াসায় ভরা, ভোরের আগে বৃষ্টি হয়েছিল। গিয়ে জানলাটা ও খুলে দিলে, জানলার বাজুতে কনুই রেখে হাতে ভর দিয়ে মাথা আর বুকটা বাড়িয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ কাটালে। আমার দিকে তাকালে না, কী বলছি কান দিলে না। সভয়ে ভাবলাম, কী হবে এবার, পরিশেষটা কী। হঠাৎ জানলা থেকে ও সরে এল টেবিলের কাছে। অপরিসীম ঘৃণার দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললে:

'বেশ, এবার আমার পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ দাও!' রাগে থরথর করছিল ঠোঁটদুটো।

'ফের পলিনা, ফের?' শুরু করলাম আমি।

'কী, মন বদলে গেছে বুঝি, হা-হা-হা! আফসোস হচ্ছে তো?'

পঁচিশ হাজার ফ্লোরিনের যে মোড়কটা আগের দিন রাত্রে সরিয়ে রেখেছিলাম, সেটা টেবিলের ওপরেই ছিল। তুলে নিয়ে দিলাম ওকে।

'টাকাটা এখন আমার, তো? তাই না? তাই তো?' টাকাটা হাতে নিয়ে হিংস্রভাবে জিজ্ঞেস করলে ও।

'এখন কেন, আগেও ও টাকা ছিল তোমার।'

'বেশ, তাহলে এই নাও তোমার পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ!' হাত তুলে টাকাগুলো ও ছুঁড়ে মারলে আমার দিকে। বেশ ব্যথা লাগল মুখে, মেজের ওপর ছড়িয়ে পড়ল টাকাগুলো। কাণ্ডটা করেই ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল পলিনা।

বলাই বাহুল্য, জানি যে সে মুহূর্তে ও প্রকৃতিস্থ ছিল না, কিন্তু এই সাময়িক পাগলামির ঝোঁকটা কেন তা জানি না। সত্যি এক মাস কেটে গেছে, এখনো ও অসুস্থ। কিন্তু এ অবস্থার, এবং তার চেয়েও বড়ো কথা এই কাণ্ডটার কারণটা কী? গর্বে লেগেছিল কি? নিজে যেচে ও আমার কাছেও এসেছিল তারই হতাশা? ওর সামনে কি আমি এমন ভাব দেখিয়েছি যে এ সৌভাগ্য নিয়ে আমি কেবল জাঁক দেখাচ্ছি, আসলে ঠিক দ্য গ্রিয়ের মতোই শেষ পর্যন্ত পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ ওকে দিয়ে রেহাই পেতে চাই। কিন্তু সে তো নয়, নিজের বিবেক থেকেই যে তা বলতে পারি। না ভেবে পারলাম না, ওর দেমাকই এর জন্যে খানিকটা দায়ী। দেমাকই ওকে খুঁচিয়েছে আমায় বিশ্বাস না করতে, আমায় অপমান করতে, যদিও নিজে ও হয়ত সে বিষয়ে সচেতন ছিল না। তাই দ্য গ্রিয়ের জন্যে জবাবদিহি করতে হয়েছে আমাকে, সম্ভবত বিশেষ দোষ না করেও অপরাধী হয়ে উঠলাম। তবে এ সবই যে নিতান্ত বিকারের প্রলাপ তাতে সন্দেহ নেই, এবং এও সত্যি, আমি জানতাম ও প্রলাপের ঘোরে আছে অথচ তখন সেটা মোটেই বিবেচনা করলাম না। সে জন্যে হয়ত বা আমায় এখন সে ক্ষমা করতেই পারবে না? কিন্তু এ সব তো এখনকার কথা। কিন্তু তখন? সে সময়? তার বিকার তার অসুস্থতা তো তখন এতটা জোরালো হওয়া সম্ভব নয় যে সে দ্য গ্রিয়ের চিঠি নিয়ে আমার ঘরে এসে ওঠার মানে কী সেটা সে একেবারেই ভুলে যাবে? তার মানে, কী করছে সেটা ওর জানা ছিল।

নোটের তাড়া আর মোহরের গাদিগুলোকে তাড়াতাড়ি করে বিছানার ওপর চাদর চাপা দিয়ে বেরুলাম পলিনা চলে যাবার মিনিট দশেক পরে। ধরে নিয়েছিলাম ও নিজের ঘরেই গেছে; ইচ্ছে ছিল চুপি চুপি জেনারেলের স্যুইটে গিয়ে বাইরের ঘরে আয়ার কাছ থেকে জেনে নেব দিদিমণি কেমন আছে। কী অবাকই হয়ে গেলাম যখন সিঁড়িতে আমায় দেখতে পেয়ে আয়া জানাল, ও নিজেই আমার কাছেই আসছিল পলিনার খোঁজে, পলিনা এখনো ফেরে নি।

বললাম, 'এই তো আমার ওখান থেকে ও গেছে, দশ মিনিটও হয় নি, কোথায় যেতে পারে?'

ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে আস্না তাকালে আমার দিকে।

ওদিকে সারা হোটেলে তখন জোর গুজব। হোটেলের চাকরবাকরদের আড্ডায় আর হেড-ওয়েটারের ঘরে কানাকানি চলছিল যে সকাল ছয়টায় ফ্রলিন* বৃষ্টির মধ্যেই হোটেল থেকে বেরিয়ে ছুটে গেছেন hôtel d'Angleterre-এর দিকে। ওদের কথাবার্তা আভাস ইঙ্গিত থেকে বোঝা গেল পলিনা যে আমার ঘরে রাত কাটিয়েছে তা ওরা জানে। তবে শুধু ওর কথাই নয়, জেনারেলের গোটা সংসারের কথাই তখন আলোচ্য হয়ে উঠেছে। জানা গেল যে গতকাল জেনারেল প্রায় পাগলা হয়ে উঠেছিলেন, চিৎকার করে কেঁদেছেন। এই প্রসঙ্গে বলাবলি করছিল, হোটেলে যে বৃদ্ধা মহিলাটি এসেছিলেন, তিনি জেনারেলের মা, রাশিয়া থেকে ছুটে এসেছিলেন মাদমোয়াজেল দ্য কমেঁজের সঙ্গে তাঁর ছেলের বিয়ে ঠেকাবার জন্যে, কথা না শুনলে সম্পত্তি দেবেন না বলে ভয় দেখিয়েছিলেন এবং জেনারেল সত্যিই তাঁর কথা শোনেন নি বলে কাউণ্টেস ইচ্ছে করেই রুলেতে তার চোখের সামনে সব টাকা হেরেছেন যাতে ছেলে আর কিছুই না পায়। 'Diese Russen!'** মাথা নেড়ে মুখ বেঁকিয়ে বললে হেড-ওয়েটার, সবাই হেসে উঠল। হেড-ওয়েটার বিল তৈরি করছিল। আমি যে জিতেছি, সে খবর জানা হয়ে গেছে। আমার করিডরে খানসামা কার্ল সর্বাগ্রে আমায় অভিনন্দন জানালে। কিন্তু আমার তখন অন্য ধান্দা। ছুটলাম হোটেল d'Angleterre-এ।

তখনো বেশ সকাল। মিঃ অ্যাস্টলি কারো সঙ্গে দেখা করছিলেন না। আমি এসেছি শুনে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন, নীরবে তাঁর টিন-রঙা চোখ তুললেন আমার দিকে, অপেক্ষা করতে লাগলেন কী বলি। পলিনার কথা জিজ্ঞেস করলাম।

'উনি অসুস্থ,' বললেন মিঃ অ্যাস্টলি, তখনো স্থিরভাবে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে, চোখ সরাচ্ছেন না।

'উনি তাহলে সত্যিই আপনার এখানে?'

---

* শ্রীমতি। (জার্মান) — সম্পাঃ

** ওহ এই রুশীরা! (জার্মান) — সম্পাঃ

'হ্যাঁ, আমার এখানেই।'

'সে কি আপনি, মানে আপনি ওঁকে নিজের কাছেই রাখবেন, ঠিক করেছেন?'

'হ্যাঁ, তাই ঠিক করেছি।'

'মিঃ অ্যাস্টলি, তাতে যে কলঙ্ক রটবে। সে অসম্ভব। তাছাড়া উনি বেশ অসুস্থ। হয়ত আপনি খেয়াল করেন নি।'

'হ্যাঁ, সেটা আমি খেয়াল ঠিকই করেছি, নিজেই তো বললাম উনি অসুস্থ। অসুস্থ না হলে উনি আপনার ঘরে রাত কাটাতেন না।'

'সে খবরও জানেন দেখছি?'

'জানি। কাল রাতে আমার কাছেই উনি আসছিলেন। আমার জনৈকা আত্মীয়ার কাছে আমি ওঁকে দিয়ে আসতাম। কিন্তু অসুস্থতার জন্যে উনি ভুল করে চলে যান আপনার কাছে।'

'বটে বটে! তাহলে অভিনন্দন নিন মিঃ অ্যাস্টলি। তবে ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। কাল সারা রাত আমাদের জানলার নিচে আপনি দাঁড়িয়ে থাকেন নি তো? মিস পলিনা কেবলি বলছিলেন, জানলা খুলে যেন দেখি আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কিনা, খুব হাসছিলেন।'

'তাই নাকি? না, জানলার নিচে দাঁড়িয়ে থাকি নি। তবে অপেক্ষা করছিলাম করিডরে, চারিদিকে ঘুরে বেরাচ্ছিলাম।'

'কিন্তু ওঁর যে চিকিৎসা দরকার মিঃ অ্যাস্টলি।'

'হ্যাঁ, ডাক্তার ডেকে পাঠিয়েছি। উনি যদি মারা যান তাহলে সে মৃত্যুর জন্যে আপনি আমার কাছে জবাবদিহি করবেন।'

অবাক হয়ে গেলাম।

'সে কী মিঃ অ্যাস্টলি, কী বলতে চান আপনি?'

'আচ্ছা, বলুন তো কাল দুলক্ষ টেলার জিতেছেন, সত্যি?'

'মাত্র এক লাখ ফ্লোরিন।'

'তবে তো সত্যি, তাহলে শুনুন, আজ সকালেই প্যারিস চলে যান আপনি।'

'কেন?'

'পকেটে টাকা থাকলে সব রুশীই প্যারিসে যায়,' মিঃ অ্যাস্টলি এমনভাবে বললেন যেন বই থেকে কথাটা পড়ে শোনাচ্ছেন।

'গ্রীষ্মে প্যারিসে গিয়ে কী করব? আমি ওঁকে ভালোবাসি মিঃ অ্যাস্টলি! আপনি নিজেই তা জানেন!'

'তাই নাকি? আমার তো উল্টো ধারণা। তাছাড়া, এখানে থাকলে আপনি সব হারবেন, প্যারিস যাবার টাকা থাকবে না। আচ্ছা বিদায়, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আজই প্যারিস যাবেন।'

'বেশ, বিদায় — কিন্তু প্যারিস আমি যাচ্ছি না। শুধু ভেবে দেখুন মিঃ অ্যাস্টলি, আমাদের এবার কী দশা হবে? এদিকে জেনারেল ... তার ওপর শ্রীমতী পলিনার এই ব্যাপারটা সারা সহরেই যে ছড়িয়ে পড়বে।'

'তা সারা সহরে ছড়াবে। তবে তা নিয়ে জেনারেলের কোনো ভাবনা আছে বলে তো আমার মনে হয় না, তাঁর অন্য দুশ্চিন্তা। তাছাড়া যেখানে খুশি থাকার পুরো অধিকার মিস পলিনার আছে। আর সংসারের কথা যা বলছেন, সত্যি বলতে সে সংসারের আর অস্তিত্বই নেই।'

চলে এলাম। প্যারিসে যে যাবই ইংরেজটির এই অদ্ভুত নিশ্চয়তা দেখে হাসি পাচ্ছিল। 'তবে মাদমোয়াজেল পলিনা যদি মারা যায় তাহলে তুয়েলে আমায় ও খুন করবে,' মনে মনে ভাবলাম আমি। 'ঝামেলা মন্দ নয়!' পলিনার জন্যে যে দুঃখ হচ্ছিল সেটা দিব্যি দিয়ে বলতে পারি, কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, গতকাল জুয়ার টেবলে গিয়ে টাকার তাড়া গুটোতে শুরু করার মুহূর্ত থেকে আমার ভালোবাসাটা যেন গৌণ হয়ে উঠেছে। একথা অবশ্য এখন বলছি, কিন্তু সে সময় এসব স্পষ্ট করে বুঝি নি। আমি কি তাহলে সত্যিই এক জুয়াড়ী, পলিনার প্রতি আমার ভালোবাসাটা কি... সত্যিই এত খাপছাড়া? না, ঈশ্বর জানেন, আজো পর্যন্ত ভালোবাসি ওকে! এবং তখন, মিঃ অ্যাস্টলির কাছ থেকে যখন হোটেলে ফিরছিলাম তখন সত্যি সত্যিই মরমে মরছিলাম আমি, ধিক্কার দিচ্ছিলাম নিজেকে। কিন্তু... কিন্তু তারপর অতি বিদঘুটে ও নির্বোধ একটি কাণ্ড ঘটল।

জেনারেলের স্যুইটের দিকে চলেছি, হঠাৎ অদূরে করিডরের একটা দরজা খুলে গেল, কে আমায় নাম ধরে ডাকলে। দেখি, মাদাম ভ্যুভ কমেঁজ ডাকছেন মাদমোয়াজেল ব্লাঁশের নির্দেশে। মাদমোয়াজেল ব্লাঁশের কামরায় ঢোকা গেল।

দুই ঘরের ছোট্ট একটা স্যুইট ওদের। মাদমোয়াজেল ব্লাঁশের হাসি আর ডাকাডাকির শব্দ আসছিল শোয়ার ঘর থেকে। শয্যা ত্যাগ হচ্ছে ওর।

'A, c'est lui!! Viens donc, bêtà! সত্যি নাকি que tu as gagné une montagne d'or et d'argent? J'aimerais mieux l'or'.*

হেসে বললাম, 'জিতেছি।'

'কত?'

'এক লক্ষ ফ্লোরিন।'

'Bibi, comme tu es bête!** এসো না এখানে, কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। Nous ferons bombance, n'est-ce pas?'***

গেলাম ওর কাছে। গোলাপী রঙের সাটিন লেপের নিচে ও গড়াচ্ছে; বেরিয়ে এসেছে ওর গাঢ় রঙের সুপুষ্ট, অপূর্ব কাঁধদুটো — এমন কাঁধ দেখা যায় কেবল স্বপ্নে — ধবধবে শাদা লেস দেওয়া এক কেম্ব্রিক সেমিজে তা বিশেষ আড়াল হয় নি। গায়ের গাঢ় রঙের সঙ্গে অদ্ভুত মানিয়েছিল সেমিজটা।

'Mon fils, as-tu du coeur?'**** আমায় দেখে ও বললে, ভেঙে পড়ল খিল্‌খিল্‌ হাসিতে। হাসিটা ওর সব সময়েই অতি উচ্ছল, এবং মাঝে মাঝে এমনকি বেশ আন্তরিকও।

'Tout autre...'*****কর্নেলিয়া উদ্ধৃত করে শুরু করলাম আমি.

'শোনো, বলি vois-tu!' বকবক করে চলল ও, 'আগে আমার মোজাটা দাও তো, পরিয়ে দাও, তারপরের কথা, si tu n'es pas trop bête, je te prends à Paris।*) জানো তো এক্ষুণি আমি যাচ্ছি।'

'এক্ষুণি?'

'আধ-ঘণ্টার মধ্যে।'

সত্যিই সবকিছু বাঁধা ছাঁদা। স্যুটকেস এবং অন্যান্য মালপত্তর মেজের ওপর তৈরি। অনেকক্ষণ কফি দিয়ে গেছে।

* আরে ওইতো ও! এসো এখানে হাঁদারাম... সত্যিই একরাশ সোনা চাঁদি জিতেছ নাকি তুমি? আমার অবিশ্যি সোনাই পছন্দ। (ফরাসী) — সম্পাঃ

** ভারি বোকা তুমি খোকামণি। (ফরাসী) — সম্পাঃ

*** ফুর্তি করা যাবে তাহলে, কী বলো? (ফরাসী) — সম্পাঃ

**** কী বাছা, কাপুরুষ নও তো? (ফরাসী) — সম্পাঃ

***** অন্য কেউ হলে ... (ফরাসী) কর্নেলিয়ার 'সিদ' নামক ট্রাজেডির নায়ক রোদ্রিগো ও তার পিতার উক্তি প্রত্যুক্তি। — সম্পাঃ

*) যদি বোকামি না করতে চাও, তাহলে আমি তোমায় প্যারিস নিয়ে যাব। (ফরাসী) — সম্পাঃ

'Eh bien! যদি চাও tu verras Paris. Dis donc qu'est ce que c'est qu'un outchitel? Tu étais bien bête, quand tu étais outchitil।* কই মোজা কই? নাও — পরিয়ে দাও!'

ছোট্ট পাখানি বার করে দিলে ও, সত্যিই অপূর্ব গাঢ় রঙের পা, জুতো পরা অবস্থায় অনেক পা-ই বেশ সুন্দর লাগলেও তাদের অধিকাংশই সাধারণত বিকৃত হয়। এ পা তেমন নয়। হেসে সিল্কের মোজা টেনে পরাতে লাগলাম আমি। বিছানার কানায় বসে বকে যেতে লাগল মাদমোয়াজেল ব্লাঁশ:

'Eh bien, que feras-tu, si je te prends avec? প্রথমত, je veux cinquante mille francs।** আমায় তা ফ্রাঙ্কফুর্টে দিতে হবে। Nous allons à Paris; সেখানে আমরা একসঙ্গে থাকব et je te ferais voir des étoiles en plein jour।*** এমন সব মেয়ে দেখবে যা জীবনে দ্যাখো নি। শোনো...'

'আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও! আমি যদি তোমায় পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ দিই তাহলে আমার কী থাকবে?'

'Et cent cinquante mille francs,**** তা ভুলে গেছ? তাছাড়া, তোমার ঘরে আমি থাকতে রাজী এক মাস দু-মাস que sais-je*****। দু-মাসে ও দেড় লাখ ফ্রাঁ তো খরচ হবেই। বুঝছ না, je suis bonne enfant, এবং আগে থেকেই তোমায় বলে দিচ্ছি, mais tu verras des étoiles।'*)

'সে কি, দু-মাসের মধ্যেই সব খতম?'

'সে কি মানে, ঘাবড়াচ্ছ? Ah, vil esclave!**) এক মাসের এ জীবন যে তোমার সারা জীবনের চেয়েও দামী, জানো না? এক মাস — et après

---

* তাহলে, যদি চাও চলো প্যারিস দেখবে। আচ্ছা বলো তো, 'উচিতেল' মানে কী। 'উচিতেল' থাকার সময় ভারি বোকা ছিলে তুমি? (ফরাসী) — সম্পাঃ

** তোমায় যদি আমার সঙ্গে প্যারিস নিয়ে যাই, কী হয়?.. আমি পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ নেব। (ফরাসী) — সম্পাঃ

*** প্যারিসে যাব... দিনের আলোয় তারা দেখাব তোমায়। (ফরাসী) — সম্পাঃ

**** দেড় লাখ ফ্রাঁ। (ফরাসী) — সম্পাঃ

***** যত ইচ্ছে। (ফরাসী) — সম্পাঃ

*) দেখছ তো আমি কত দয়ালু ... কিন্তু তারা দেখবে তুমি। (ফরাসী) — সম্পাঃ

**) আরে নচ্ছার গোলাম। (ফরাসী) — সম্পাঃ

le déluge! Mais tu ne peux comprendre, va! দূর হও গে তুমি, তোমার কম্ম নয়। এই, que fais-tu?'*

অন্য পাটিতে মোজা পরাচ্ছিলাম সে সময়; সে পায়ের ওপর একটা চুমু না দিয়ে পারলাম না। সঙ্গে সঙ্গে পা ছিনিয়ে নিয়ে মুখের ওপর পায়ের ডগা দিয়ে লাথি মারতে লাগল ও। শেষ পর্যন্ত একেবারেই তাড়িয়ে দিলে।

'Eh bien, mon outchitel, je t'attends, si tu veux;** পনের মিনিটের মধ্যেই আমি যাচ্ছি!' চেঁচিয়ে বললে আমায়।

ঘরে ফিরে মনে হল মাথা ঘুরছে। সত্যি মাদমোয়াজেল পলিনা যে আমার মুখের ওপর টাকার মোড়ক ছুড়ে মেরেছে, এমনকি কালকেই আমায় বাদ দিয়ে পছন্দ করে রেখেছিল মিঃ অ্যাস্টলিকে, সে দোষ আমার নয়? কতকগুলো ব্যাঙ্কনোট তখনো মেজেয় পড়ে। তুলে নিলাম সেগুলো। ঠিক সেই সময় দরজা খুলে গেল, দেখা দিল স্বয়ং হেড-ওয়েটার (আগে লোকটা আমার দিকে তাকিয়েও দেখে নি); বললে, কয়েক তলা নিচে কাউণ্ট ভ যে চমৎকার স্যুইট ছেড়ে গেছেন, সেখানে আমি উঠে যেতে চাই কিনা।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলাম খানিক।

তারপর চেঁচিয়ে উঠলাম, 'বিল! বিল দাও! এক্ষুণি চলে যাচ্ছি দশ মিনিটের মধ্যে!' মনে মনে ভাবলাম, 'বেশ, প্যারিসই সই, সেই তাহলে আমার নির্বন্ধ।'

পনের মিনিট পরে আমরা তিনজনেই সত্যি সত্যিই অধিষ্ঠিত হলাম একটা আলাদা কামরায়: আমি, মাদমোয়াজেল ব্লাঁশ এবং মাদাম ভ্যুভ কমে'জ। আমায় দেখে মাদমোয়াজেল ব্লাঁশের স্নায়বিক হাসি শুরু হয়ে গেল। ভ্যুভ কমে'জেরও তাই। আমার নিজের যে খুব ফুর্তি লাগছিল তা বলতে পারি না। জীবন আমার ভেঙে দু-টুকরো হয়ে গেছে, কিন্তু গতকাল থেকেই সর্বস্ব বাজি ধরার নেশায় পেয়েছে আমায়। সত্যিই বোধ হয় টাকায় মাথা ঘুরে গেছে আমার। Peut-être, je ne demandais pas mieux.*** মনে হচ্ছিল যেন

* তারপর আসুক না প্রলয়। কিন্তু না, ও তুমি বুঝবে না, যাও ভাগো।.. কী করছ? (ফরাসী) — সম্পাঃ

** তাহলে আমার মাস্টার যদি চাও তোমার জন্যে অপেক্ষা করব। (ফরাসী) — সম্পাঃ

*** হয়ত শুধু এরই দরকার ছিল আমার। (ফরাসী) — সম্পাঃ

আপাতত দৃশ্যপটের বদল হয়েছে, কিন্তু সেটা একান্তই সাময়িক। 'এক মাসের মধ্যেই ফিরছি, তারপর... তারপর আপনায় আমায় এক চোট হবে মিঃ অ্যাস্টলি!' কিন্তু না, এখন সব কথা মনে করতে গিয়ে বুঝতে পারছি, তখনো ভারি বিষণ্ণ লাগছিল মনের ভেতরটায়, যদিও মন খুলে হাসছিলাম ওই বোকা মেয়েটা ব্লাঁশের সঙ্গে।

'এ ছাড়া আর চাইবার কী আছে! ওহ, কী বোকা তুমি! কী বোকা!' হাসির মাঝখানে থেমে বললে ব্লাঁশ, সত্যি করেই বকতে শুরু করলে আমায়, 'মানে হ্যাঁ, হ্যাঁ তোমার দু-লাখ ফ্রাঁই ওড়াব বটে, কিন্তু mais tu seras heureux, comme un petit roi*, নিজের হাতে আমি তোমার টাই বেঁধে দেব, পরিচয় করিয়ে দেব অর্তেন্সের সঙ্গে। আমাদের সব টাকা যখন শেষ হবে তখন ফের এখানে এসে ব্যাঙ্ক পয়মাল করবে। ইহুদীরা কী বলেছিল তোমায়? আসল কথা হল সাহস, সেটা তোমার আছে। বারে বারেই প্যারিসে আমায় টাকা এনে দিও। Quant à moi, je veux cinquante mille francs de rente et alors...**'

জিজ্ঞেস করলাম, 'আর জেনারেল?'

'ওহ জেনারেল! জানোই তো, এই সময়টা ও রোজ আমার জন্যে বোকে কিনতে যায়। আজকের জন্যে ওকে ইচ্ছে করেই যেসব ফুল খুঁজে আনতে বলেছি তা পাওয়া দুষ্কর। বেচারা ফিরে এসে দেখবে পাখি পালিয়েছে। দেখে নিও, ঠিক আমাদের পেছু নেবে ও। হা-হা-হা! তাতে খুশিই হব আমি, প্যারিসে ওকে দিয়ে কাজ হবে। মিঃ অ্যাস্টলি ওর এখানকার দেনা শোধ করবেন...'

এই হল আমার প্যারিস যাত্রার বৃত্তান্ত।

■

কীই বা বলি প্যারিস সম্পর্কে? সবটাই একটা বিকারের ঘোর, একটা মূর্খামি সন্দেহ নেই। প্যারিসে ছিলাম মাত্র তিন সপ্তাহের কিছু বেশি। তার ভেতরে আমার এক লাখ ফ্রাঁ সবই উড়ে যায়। শুধু এক লাখের কথাই বলছি,

---

* রাজসুখে দিন কাটাবে। (ফরাসী) — সম্পাঃ

** আমার দিক থেকে, আমি শুধু পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ খাজনা চাই, তারপর .. (ফরাসী) — সম্পাঃ

বাকি এক লাখ মাদমোয়াজেল ব্লাঁশকে দিয়েছিলাম নগদ টাকায় — ফ্রাংকফুর্টে পঞ্চাশ হাজার এবং তিনদিন পরে প্যারিসে পঞ্চাশ হাজারের একটা হুণ্ডি লিখে দিয়েছিলাম, এক সপ্তাহ পরেই তার টাকাটা সে উশুল করে নেয়। 'Et les cent mille francs qui nous restent, tu les mangeras avec moi, mon outchitel'।* আমায় মাস্টার বলে ডাকতে ওর ক্লান্তি ছিল না। দুনিয়ায় মাদমোয়াজেল ব্লাঁশের চেয়ে হিসেবী, কৃপণ ও নীচ জীবের কল্পনা করা কঠিন। কিন্তু সেটা শুধু তার নিজের টাকার বেলায়। আমার যে এক লাখ ফ্রাঁ ছিল, সে সম্পর্কে ও পরে আমায় খোলাখুলিই বলেছিল যে প্যারিসে তার প্রথম গুছিয়ে বসার জন্যে টাকাটা ওর দরকার ছিল: 'এখন যখন বেশ বরাবরের মতো ভালোভাবে বসা গেল, তখন কেউ আর অনেক দিন আমায় ডোবাতে পারবে না, অন্ততপক্ষে তার ব্যবস্থা আমি করেছি।' সত্যি বলতে কি, ওই এক লাখ ফ্রাঁ আমি প্রায় চোখেই দেখি নি। প্রথম থেকেই টাকাটা ও রেখেছিল নিজের কাছেই, আমার পার্সে একশ ফ্রাঁ-র বেশি প্রায় থাকতই না, কমই থাকত — প্রতিদিন ও তা যাচাই করে দেখত।

'তোমার আবার কী দরকার টাকায়?' অতি নিরীহ ভাব করে জিজ্ঞেস করত ও, আমি তর্ক করতাম না। এ টাকায় নিজের ঘরখানা ও ভারি চমৎকার করে সাজালে, পরে তার নতুন বাসায় এসে ঘরগুলো দেখিয়ে বললে, 'দেখেছ, রুচি থাকলে হিসেব করে কত অল্প টাকাতেও কী করা যায়।' এই অল্প টাকাটার পরিমাণ অবশ্য কাঁটায় কাঁটায় পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ। বাকি পঞ্চাশ হাজার দিয়ে এক জোড়া ঘোড়া আর একটা গাড়ি হল, তাছাড়া দুটি বলনাচের আসর, কিংবা বলা ভালো, নৈশ পার্টিও আমরা দিলাম, তাতে এসেছিলেন অর্তেঞ্জ, লিসেৎ এবং ক্লেয়োপাত্র্ — নানা দিক থেকে এ'রা অতি বিশিষ্টা মহিলা, মোটেই হেলাফেলার মতো নন। এই দুই পার্টিতে নিমন্ত্রণকর্তার নির্বোধ ভূমিকাটা আমায় পালন করতে হয়, অভিনন্দন-আপ্যায়ন করতে হয় অসম্ভব রকমের আহাম্মক সব হঠাৎ-বড়োলোক ব্যবসায়ীদের, অবিশ্বাস্য রকমের অজ্ঞ ও নির্লজ্জ নানাবিধ যুবক অফিসারদের, হতভাগা গোছের কিছু মসীজীবী সাংবাদিক ও সাহিত্যিকদের; ফ্যাশনদুরস্ত ফ্রককোট আর ধানী রঙের দস্তানা

---

* আর বাকি এক লাখ ফ্রাঁ আমরা দুজনে মিলে খরচ করব, কী বল মাস্টার? (ফরাসী) — সম্পাঃ

পরে তাঁরা এলেন, এমন আত্মতৃপ্ত নাক-উ'চু চালে চললেন যে যদি বলি পিটার্সবুর্গেও তার তুলনা মেলা ভার — তাহলে যা বোঝাবার সবই বোঝানো যায়। আমায় নিয়েও রগড় করার চেষ্টা হল, কিন্তু প্রচুর শ্যাম্পেন গিলে পেছনকার ঘরে গিয়ে আমি শয্যা নিলাম। অত্যন্ত রকমের অসহ্য লাগত এ সব। 'C'est un outchitel,' ব্লাঁশ বলত আমার নামে, 'il a gagné deux cent mille francs*, আমি না থাকলে ও ভেবেই পেত না কী করে খরচ করতে হয়। পরে ও ফের মাস্টারই হবে। ওর একটা কাজের সন্ধান দিতে পারেন কেউ? ওর জন্যে কিছু করা দরকার।' ঘন ঘন শ্যাম্পেন খাওয়া ধরলাম আমি, কেননা ভারি বিষণ্ণ লাগত, অসম্ভব রকমের একঘেয়ে লাগত সারাটা সময়। বাস করতাম অতি বুর্জোয়া, অতি বেণে একটা পরিবেশের মধ্যে, প্রতিটি সু সেখানে গুণে রাখা, মেপে দেখা। প্রথম দু-সপ্তাহ ব্লাঁশ আমায় মোটেই পছন্দ করে নি, সেটা লক্ষ করেছিলাম। আমায় সে ফিটফাট করে সাজাত সত্যি, প্রত্যেক দিন নিজের হাতেই ফাঁস দিত টাইয়ে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে অকৃত্রিম ঘেন্না করত আমায়। আমি তাতে ভ্রূক্ষেপও করতাম না। ভয়ানক মনমরা আর একঘেয়ে লাগত, প্রতিদিন Château des Fleurs-এ যেতে শুরু করলাম, সেখানে নিয়মিতভাবে প্রতি সন্ধ্যায় নেশায় চুর হতাম, ক্যানক্যান নাচ নাচতে শুরু করলাম (এ নাচটা সেখানে অতি কদর্য করে নাচা হত), পরে তাতে বেশ একটা খ্যাতিও হল আমার। শেষ পর্যন্ত ব্লাঁশ আমার ধাতটা বুঝল। আমার সম্পর্কে ওর কেমন একটা ধারণা ছিল, যতদিন আমরা একত্র থাকছি ততদিন বুঝি কাগজ পেনসিল নিয়ে আমি ওর পেছু পেছু ছুটব, হিসেব করতে থাকব কতটা সে খরচ করেছে, কতটা চুরি করেছে এবং ভবিষ্যতে কত খরচ আর কত চুরি করবে। এবং নিশ্চয় ধরেই রেখেছিল প্রতি দশ ফ্রাঁ খরচ নিয়েই এক একটা কুরুক্ষেত্র বাধবে। আমার প্রতিটি প্রত্যাশিত আক্রমণের জন্যে আগে থেকেই ও তার খণ্ডনের ব্যবস্থা করে রাখত। আমার দিক থেকে কোনো আক্রমণই না হওয়ায় প্রথম প্রথম সে নিজেই মাঝে মাঝে যেচে কৈফিয়ত দিত। শুরু করত বেশ রাগ করেই, কিন্তু আমিই কিছুই বলছি না, — বেশির ভাগ সময় কোচে গড়াচ্ছি, নীরবে কড়িকাঠ গুনছি দেখে শেষ পর্যন্ত ভারি অবাক হয়ে পড়ত। প্রথম প্রথম ভাবত, আমি নেহাৎই

---

* এ এক মাস্টার, দু-লাখ ফ্রাঁ টাকা জিতেছে। (ফরাসী) — সম্পাঃ

নির্বোধ, un outchitel, কৈফিয়ৎ দেওয়া শুরু করে থেমে যেত কথার মাঝখানে, হয়ত ভাবত, 'লোকটা নেহাৎই বোকা, নিজে থেকেই ওর যদি কিছু মনে না হয় তাহলে কী দরকার বাখানি করে?' ঘর থেকে বেরিয়ে যেত, কিন্তু ফিরত দশ মিনিট যেতে না যেতেই (এরকম ঘটত তার চরম অমিতব্যয়গুলোর সময় — যে অপব্যয় আমাদের সাধ্যের বাইরে: যেমন, ঘোড়া বিক্রি করে দিয়ে নতুন এক জোড়া ঘোড়া কিনল ষোলো হাজার ফ্রাঁ দিয়ে)।

'Bibi, রাগ করো নি তো?' বলত আমার কাছে এসে।

'না-না-ন-া-া! তিতি বিরক্তি ধরে গেল!' হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললাম আমি। কিন্তু এটা ওর কাছে এতটা অদ্ভুত ঠেকল যে সঙ্গে সঙ্গেই পাশে বসে পড়ল।

'কী জানো, খুব একটা দাঁও পেলাম বলেই অত টাকা দিতে রাজী হলাম। কুড়ি হাজার ফ্রাঁতে ও দুটোকে ফের বিক্রি করে দেওয়া যাবে।'

'মানছি, মানছি, চমৎকার ঘোড়া। এবার তোমার চমৎকার একখানা জুড়িগাড়ি হল। খুব কাজে দেবে — বাস, আর কোনো কথা নয়।'

'রাগ করো নি তাহলে?'

'কিসের জন্যে? নিজের দরকারী কিছু কিছু জিনিস জমিয়ে তো বুদ্ধিমানের মতোই কাজ করেছ। পরে কাজে দেবে। বুঝতে পারছি, এই ধরনের জাঁক যে তোমার দরকার, সে তো দেখতেই পাচ্ছি। তা নইলে কোটিপতি হবে কোত্থেকে? আমাদের একলক্ষ ফ্রাঁ তো তার সবে শুরু — সিন্ধুতে বিন্দু মাত্র।'

প্রত্যাশিত তর্জন গর্জনের বদলে আমার এহেন যুক্তি শুনে ব্লাঁশ একেবারে হতভম্ব।

'তুমি তাহলে... দ্যাখো দেখি, কী লোক তুমি! Mais tu as l'esprit pour comprendre! Sais-tu, mon garçon*, মাস্টার হলে কী হয়, জাত প্রিন্সের মেজাজ! এত তাড়াতাড়ি টাকা খরচ হয়ে যাওয়ায় কিছু তাহলে মনে করছ না তো?'

'আরো তাড়াতাড়ি গেলেই বাঁচি!'

'Mais... sais-tu... mais dis donc, বলো কি বড়োলোক নাকি তুমি?

* বোঝার মতো বুদ্ধি তোমার আছে দেখছি! জানো খোকা... (ফরাসী) — সম্পাঃ

Mais sais-tu, টাকা সম্বন্ধে কিন্তু তোমার সত্যিই ভারি হেলা ফেলা। Qu'est ce que tu feras après, dis donc?*

'Après, হামবুর্গে গিয়ে আর এক লাখ ফ্রাঁ জিতব।'

'Oui, oui, c'est ca, c'est magnifique!** জানি তুমি ঠিকই জিতবে, জিতে নিয়ে আসবে। Dis donc, সত্যি সত্যিই তোমার প্রেমে পড়ে যেতে হবে দেখছি! Eh bien, তুমি যখন এমনি ধারা লোক তখন তোমায় এই সারাটা সময়ই ভালোবেসে যাব, অসতী হব না। জানো, তোমায় আমি এতদিন না ভালোবাসলেও parce que je croyais, que tu n'est qu'un outchitel (quelque chose comme un laquais, n'est-ce pas?*** বিশ্বাসঘাতকতা করি নি, parce que je suis bonne fille।****

'মিছে কথা, আলবেরটার সঙ্গে, সেই যে কেলেচুলো অফিসারটার সঙ্গে সেবার দেখি নি তোমায়?'

'Oh, oh, mais tu es...'

'ও সব বাজে কথা ছাড়ো। ভাবছ রাগ করেছি? বয়ে গেছে রাগ করতে; il faut que jeunesse se passe*)। ওকে তো আর তাড়িয়ে দিতে পারো না, ওই তো ছিল আমার আগে আর ওকে তুমি ভালোওবাসো। কিন্তু টাকা কড়ি কিছু ওকে দিয়ো না, বুঝেছ?'

'এ ব্যাপারটাতেও রাগ করো নি তাহলে? Mais tu es un vrai philosophe, sais-tu? Un vrai philosophe!' সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল ও, 'Eh bien, je t'aimerai, je t'aimerai —tu verras, tu seras content!'**)

সত্যিই, সেই দিন থেকে ওর যেন সত্যি করেই একটা টান হল আমার ওপর, সেটাকে প্রায় বন্ধুত্বই বলা যায়। আমাদের শেষ দশ দিন এইভাবেই

---

* কিন্তু বলো তো, পরে তুমি কী করবে? (ফরাসী) — সম্পাঃ

** হ্যাঁ, হ্যাঁ খাসা। (ফরাসী) — সম্পাঃ

*** কারণ আমি ভেবেছিলাম তুমি নেহাৎ একটা মাস্টার। (একটা চাকরের মতো, তাই না?) (ফরাসী) — সম্পাঃ

**** কারণ আমি ভালো মেয়ে। (ফরাসী) — সম্পাঃ

*) বয়সকালে ফষ্টিনষ্টি করতে হয় বৈকি। (ফরাসী) — সম্পাঃ

**) কিন্তু তুমি সত্যিকারের দার্শনিক... আমি তোমায় ভালোবাসব, ভালোবাসব, দেখে নিও, খুশি হবে। (ফরাসী) — সম্পাঃ

কাটে। প্রতিশ্রুত 'তারাদের' আমি দেখি নি, কিন্তু কয়েকটা ব্যাপারে ও সত্যিই কথা রেখেছিল। তাছাড়া, অর্তেঞ্জের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল আমার — এক দিক থেকে উনি খুবই বিশিষ্টা মহিলা, আমাদের মহলে তাঁর নাম ছিল Thérèse philosophe...*

কিন্তু এসব কথা বিশদে বলে লাভ নেই। এগুলো নিয়ে বিশেষ আমেজের আলাদা একটা গল্প হতে পারে, কিন্তু এ কাহিনীতে সেটা আমি ঢোকাতে চাই না। আসলে, সর্বান্তঃকরণে আমি চাইছিলাম যেন ব্যাপারটা তাড়াতাড়িই চুকে যায়। কিন্তু আগেই বলেছি, আমাদের এক লাখ ফ্রাঁয়ে প্রায় এক মাস চলল — তাতে অবাকই হয়েছিলাম আমি: ব্লাঁশ অন্তত ৮০ হাজার ফ্রাঁ মূল্যের জিনিসপত্র কেনে নিজের জন্যে — বাকি খরচার জন্যে আমাদের হাতে কুড়ি হাজারের বেশি ছিল না, তাতেও এক মাস চলে গেল। শেষের দিকে ব্লাঁশ আমার সঙ্গে প্রায় অকপট ব্যবহার করত (অন্তত কয়েকটা বিষয়ে সে আমায় মিছে কথা বলে নি) — আমায় সে বলেছিল, ওকে যে সব ধার কর্জ করতে হয়েছে, সেটা আমার ঘাড়ে চাপাবে না। বললে, 'তোমাকে দিয়ে বিল, বণ্ডগুলো আমি সই করিয়ে নিই নি, মায়া হল; অন্য কেউ হলে কিন্তু ঠিক তাই করত, তোমায় জেলে পাঠাত। দেখছ তো, কী রকম তোমায় ভালোবাসি, কী রকম ভালো মেয়ে আমি! শুধু এই হতচ্ছাড়া বিয়ের ব্যাপারটাতেই যে আমার কত খসবে কে জানে!'

বিয়ে সত্যিই একটা হল। হল ঐ এক মাসের শেষের দিকে, ধরে নেওয়া যেতে পারে যে আমার এক লাখ ফ্রাঁয়ের শেষ কড়িগুলো তাতেই গেছে। এবং সেই সঙ্গেই ব্যাপারটা চুকল, অর্থাৎ আমাদের এক মাস পুরল, এবং অতঃপর আনুষ্ঠানিকভাবে আমি অবসর নিলাম।

ঘটনাটা এই। প্যারিসে আমাদের এক সপ্তাহ অধিষ্ঠানের পরই জেনারেল এলেন। উনি সোজা এলেন ব্লাঁশের কাছে এবং প্রথম আগমনের পর থেকেই প্রায় আমাদের সঙ্গে রয়ে গেলেন, যদিও কোথায় যেন একটা ছোট্ট ফ্ল্যাট তাঁর সত্যিই ছিল। ব্লাঁশ সানন্দে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালে, চেঁচালে, খিল্‌খিলিয়ে হাসলে, এমনকি আলিঙ্গনও করলে। শেষ পর্যন্ত ব্লাঁশই তাঁকে ছাড়লে না, ব্লাঁশের সঙ্গে সঙ্গে জেনারেলকে ঘুরতে হত সর্বত্র — বুলভারে, জুড়িগাড়িতে, থিয়েটারে, নিমন্ত্রণে। এ ভূমিকাটার যোগ্যতা জেনারেলের তখনো যায় নি।

* দার্শনিক তেরেজ। (ফরাসী) আদিরসাত্মক একটি বেনামী বই। — সম্পাঃ

দেখতে তিনি যথেষ্ট মান্যগণ্য, সম্ভ্রান্ত, লম্বা চেহারা, কলপ লাগানো মোচ আর গালপাট্টা (আগে তিনি ছিলেন কুইরাসির ঘোড়সওয়ার দলে), মুখখানা কিছুটা ফুলো ফুলো হলেও বেশ শোভন। আদবকেতা তাঁর নিখুঁত, ফ্রককোটটি পরতেন বেশ কায়দা করে। প্যারিসে এসে নিজের পদকগুলোও তিনি ঝোলাতে শুরু করেন। এরকম একজনের সঙ্গে বুলভারে পদচারণা করা সম্ভব শুধু নয়, বলা উচিত সঙ্গত। ভালোমানুষ নির্বোধ জেনারেলের এতে খুশি আর ধরে নি। প্যারিসে আমাদের কাছে আসার সময় এ আশা তাঁর ছিল না। এসেছিলেন প্রায় ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে; ভেবেছিলেন, ব্লাঁশ তর্জন গর্জন শুরু করবে, তাড়িয়ে দেবে। তাই ব্যাপার দেখে তাঁর আনন্দের সীমা ছিল না, গোটা মাসটা তাঁর কাটল কেমন একটা নির্বোধ আহ্লাদে ডগমগ হয়ে। ওই অবস্থাতেই ওঁকে রেখে আমি চলে আসি। রুলেতেনবুর্গ থেকে আমাদের অপ্রত্যাশিত প্রস্থানের পর কী ঘটেছিল সেটা আমি এখানেই শুনেছিলাম। সেই সকালেই জেনারেলের ফিটের মতো হয়েছিল. অচৈতন্য হয়ে পড়েন তিনি, পুরো এক সপ্তাহ পাগলের মতো প্রলাপ বকেন। চিকিৎসা চলছিল, হঠাৎ সবকিছু ফেলে রেখে প্যারিসের ট্রেনে চাপেন। ব্লাঁশের অভ্যর্থনায় অবিশ্যি সবচেয়ে ভালো ওষুধের কাজ করল। কিন্তু তাঁর উল্লসিত আহ্লাদিত অবস্থা সত্ত্বেও পীড়ার চিহ্ন ছিল দীর্ঘ দিন। যুক্তিতর্কের ক্ষমতা তাঁর আর ছিল না, এতটুকু গুরুতর বিষয় হলেই আর আলাপ চালাতে পারতেন না। তেমন ক্ষেত্রে শুধু প্রতিটি কথার উপরে একবার করে 'হুম!' বলে মাথা নেড়ে দায় সারতেন। প্রায়ই হাসতেন, কিন্তু সে এক স্নায়বিক অসুস্থ হাসি। মাঝে মাঝে আবার ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতেন মুখ হাঁড়ি করে, ঘন ভুরু বেঁকে যেত ভ্রূকুটিতে। অনেক জিনিস তাঁর আদৌ মনে পড়ত না। অসম্ভব অন্যমনস্ক হয়ে উঠেছিলেন তিনি, আপন মনে বিড়বিড় করতেন। কেবল ব্লাঁশ তাঁকে চাঙ্গা করে তুলতে পারত। আসলে যখন তিনি গিয়ে কোণ নিতেন, তখন তাঁর হাঁড়ি-মুখ গোমড়া মেজাজটার অর্থ আর কিছুই নয়, অনেকক্ষণ ব্লাঁশকে দেখেন নি, নয়ত বেরিয়ে যাবার সময় ব্লাঁশ তাঁকে সঙ্গে নেয় নি অথবা আদর করে যায় নি। এ রকম অবস্থায় কী যে তিনি আসলে চাইছেন, তা নিজেই তিনি বলতে পারতেন না, নিজে যে বিষণ্ণ হয়ে উঠেছেন এ বোধটুকুও তাঁর থাকত না। এইভাবে ঘণ্টা দুয়েক বসে থাকার পর (একবার কি দুবার এ ব্যাপার আমার চোখে পড়েছে, সারা দিনের

মতো ব্লাঁশ যখন কোথাও গেছে, সম্ভবত আলবেরের কাছে) হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠতেন তিনি, ব্যস্তসমস্ত হয়ে এদিক ওদিক চাইতেন, কী যেন মনে পড়ে গেছে, কাকে যেন খুঁজছেন, কিন্তু কাউকে না দেখে, এবং কী জিজ্ঞেস করতে চাইছিলেন সেটা কিছুতেই মনে না পড়ায় উনি ফের সেই একটা ভুলো ভুলো অবস্থায় বসে থাকতেন, যতক্ষণ না হঠাৎ এসে হাজির হত হাসিখুশি, লীলাময়ী, সুবেশিনী ব্লাঁশ তার হাসির ঝঙ্কার তুলে। ছুটে এসে আদর করত জেনারেলকে ব্লাঁশ, মাঝে মাঝে চুমুও খেত, তবে এ বদান্যতা ঘটত কদাচিৎ। ব্লাঁশকে ফের দেখতে পেয়ে জেনারেল একবার এতই খুশি হয়ে উঠেছিলেন যে কেঁদেও ফেলেন। বলতে কি, অবাকই লেগেছিল আমার।

জেনারেলের উদয় হওয়ামাত্র ব্লাঁশ তাঁর পক্ষ নিয়ে ওকালতি শুরু করলে। এমনকি বক্তৃতাই দিতে লাগল সে, আমায় মনে করিয়ে দিলে যে জেনারেলের প্রতি সে যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তার জন্যে আমিই দায়ী, আসলে তাকে তো জেনারেলেরই বধূ বলা যায়, বাগদত্তা ছিল সে। তার জন্যেই জেনারেল তাঁর পরিবার ছাড়েন, এবং শেষ কথা, আমি তো তাঁরই চাকরি করতাম, সে কথা আমার মনে রাখা উচিত, লজ্জা পাওয়া উচিত... আমি চুপ করে রইলাম, কিন্তু মুখ ওর ছুটতেই থাকল। শেষ পর্যন্ত আমি হোহো করে হেসে উঠতে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হল, অর্থাৎ প্রথমটা ভেবেছিল আমি একটি নির্বোধ কিন্তু পরে স্থির করলে যে আমি অতি নির্বিরোধ ভালোমানুষ। সংক্ষেপে, শেষ পর্যন্ত এই গুণবতী মেয়েটির পরিপূর্ণ নেকনজর লাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল (প্রসঙ্গত বলি, ব্লাঁশ আসলে কিন্তু খুবই ভালো মেয়ে — বলাই বাহুল্য তার নিজের ধরনে, প্রথম দিকে তার প্রতি আমি সুবিচার করি নি)। শেষের দিকে ও বলত, 'তুমি বুদ্ধিমান লোক, ভালো লোক... কিন্তু, কিন্তু... সত্যি, তুমি ভারি বোকা! কখনোই তুমি টাকা করতে পারবে না, কখনো পারবে না!'

'Un vrai russe, un calmouk!'* — আমায় সে কয়েক বার পাঠায় জেনারেলের সঙ্গে বেড়াতে; ঠিক যেমন করে বাড়ির কুকুরকে 'বেড়িয়ে' আনবার জন্যে পাঠানো হয় খানসামাকে। আমি অবিশ্যি তাঁকে নিয়ে যেতাম থিয়েটারে, Bal-Mabile, রেস্তোরাঁ-তে। ব্লাঁশ সে জন্যে আমায় টাকা দিত, যদিও জেনারেলের নিজস্ব কিছু টাকাও ছিল এবং লোকের সামনে পার্সটা

* খাঁটি রুশ, কালমিক! (ফরাসী) — সম্পাঃ

বার করতে তাঁর খুব ভালোও লাগত। প্যালে রয়েলে একবার একটা ব্রোচ তাঁর খুব পছন্দ হয় — জিনিসটা তিনি ব্লাঁশকে দেবেনই — সাতশ ফ্রাঁ দামের এই ব্রোচ কেনা ঠেকাবার জন্যে আমায় প্রায় বলপ্রয়োগ করতে হয়েছিল। ব্লাঁশের কাছে সাতশ ফ্রাঁ দামের একটা ব্রোচের মূল্য কতটুকু? অথচ জেনারেলের পুঁজি সর্বসাকুল্যে হাজার ফ্রাঁয়ের বেশি নয়। টাকাটা ঠিক কোথা থেকে উনি এনেছেন তা আমি ব্যর করতে পারি নি। সম্ভবত মিঃ অ্যাস্টলির কাছ থেকে, হোটেলের বিল তো অ্যাস্টলিই শোধ করে দিয়েছেন। এই কটা দিন আমার প্রতি জেনারেলের যা মনোভাব ছিল, তাতে মনে হয় ব্লাঁশের সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা উনি স্বপ্নেও সন্দেহ করেন নি। আবছাভাবে উনি অবিশ্যি শুনেছেন, আমি প্রচুর টাকা জিতেছি; কিন্তু আমায় তিনি ব্লাঁশের এক ধরনের বাজার সরকার, হয়ত বা চাকর বলেই ভাবতেন। অন্ততপক্ষে, আমার সঙ্গে তিনি কথা কইতেন ঠিক আগের মতোই — ভারিক্কী চালে, কর্তৃত্বের সুরে, মাঝে মাঝে এমনকি ধমক দিতেও আটকাতেন না। একদিন প্রাতরাশের সময় ওঁকে নিয়ে আমার আর ব্লাঁশের ভারি মজা লেগেছিল। লোকটা আসলে খুব অভিমানী নন, কিন্তু সেদিন হঠাৎ আমার ওপর ভারি রাগ করে বসলেন, কী তার কারণ সেটা আজও জানি না। বলতে কি, উনি নিজেও তা জানতেন না। কথা বলতে শুরু করলেন à bâtons rompus*, ধমক দিয়ে বললেন আমি নেহাৎ একটা বাচ্চা — আমায় তিনি শিক্ষা দেবেন — টের পাওয়াবেন ইত্যাদি। মাথামুণ্ডু কিছুই আমরা বুঝলাম না। ব্লাঁশ হেসে গড়িয়ে পড়ল। শেষ পর্যন্ত কোনোক্রমে শান্ত করে ওঁকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হল। প্রসঙ্গত, প্রায়ই লক্ষ করে দেখেছি, উনি থেকে থেকে কেমন মনমরা হয়ে উঠতেন, কার জন্যে যেন, কিসের জন্যে যেন কষ্ট হচ্ছে ওঁর, ব্লাঁশ ঘরে আছে, তবু কার জন্যে যেন ওঁর মন কেমন করছে। এই সব মুহূর্তে উনি নিজেই দু একবার আমার কাছে মন খুলতে চেয়েছেন, কিন্তু কখনোই গুছিয়ে কিছু বোঝাতে পারেন নি। তাঁর চাকরির কথা বলতেন, তাঁর বিগতা পত্নী, জমিদারি, সম্পত্তির কথা বলতেন। কোনো একটা কথা মনে ধরলে উনি সেই কথাটাতেই আটকে যেতেন, সারা দিন অন্তত শ' খানেকবার সেই কথাটির পুনরাবৃত্তি করতেন, যদিও তাতে তাঁর ভাবনা বা অনুভূতির কিছুই প্রকাশ পেত না। আমি তাঁর ছেলেমেয়েদুটির

* এলোমেলোভাবে। (ফরাসী) — সম্পাঃ

কথা তুলেছিলাম, কিন্তু উনি সেই আগের মতো দ্রুত-জড়িত কিছু বিড়বিড় করে যথাসম্ভব প্রসঙ্গ পরিবর্তন করেন। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ছেলেমেয়েদুটো, ঠিক বলেছেন, ছেলেমেয়েগুলো!' শুধু একবার ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন তিনি, আমরা তখন থিয়েটারে গিয়েছিলাম। হঠাৎ বলে ওঠেন উনি, 'ছেলেমেয়েদুটো! বড়ো অভাগা, হ্যাঁ হে, বড়ো অভাগা!' অভাগা ছেলেমেয়েদুটো, কথাটা সেদিন সন্ধ্যায় তিনি একাধিক বার পুনরাবৃত্তি করেন। একবার পলিনার কথা তুলেছিলাম। তাতে উনি ভয়ানক রেগে উঠলেন। চেঁচিয়ে উঠলেন, 'অকৃতজ্ঞ কোথাকার! মেয়েটা যেমন কুটিল তেমনি অকৃতজ্ঞ। বংশের নাম ডুবিয়েছে ও! এ দেশে আইন থাকলে ওকে পিটিয়ে তক্তা করে ছাড়তাম!' আর দ্য গ্রিয়ের কথা বলতে গেলে, তার নামোল্লেখটা পর্যন্ত উনি সইতে পারতেন না। 'আমার সর্বনাশ করেছে ও, আমায় লুঠ করেছে, গলায় ছুরি দিয়েছে আমার! গত দু-বছর ধরে শুধু ওর বিভীষিকা দেখেছি! মাসের পর মাস শুধু ওরই দুঃস্বপ্ন... লোকটা... লোকটা, লোকটা... ওহ্, ক্ষমা দিন ওর কথায়।'

দেখছিলাম কী একটা ব্যাপারে এদের বেশ জমে উঠছে। কিন্তু যথারীতি চুপ করেই ছিলাম। ব্লাঁশই প্রথম ঘোষণা করলে — চলে আসার ঠিক এক সপ্তাহ আগে। 'Il a de la chance,'* বকবক করে গেল ব্লাঁশ, 'কর্তামা এবার সত্যিই শয্যাশায়ী, মরণ নিশ্চিত। মিঃ অ্যাস্টলি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন। যতই হোক উনিই তো কর্তামার উত্তরাধিকারী। তা না হলেও বা কী, উনি তো কারো বাদ সাধছেন না। প্রথমত, ওঁর নিজের পেনসন আছে, তাছাড়া, উনি পাশের ঘরখানায় থাকবেন, থাকবেন খুবই আনন্দেই। লোকে আমায় বলবে madame la générale,** উঁচু মহলে যাতায়াত হবে আমার' (এইটেই ব্লাঁশের চিরকালের স্বপ্ন), 'পরে হব রুশী জমিদারণী, j'aurai un château, des moujiks, et puis j'aurai toujours mon million।'***

'কিন্তু ধরো, উনি যদি ঈর্ষাতুর হয়ে ওঠেন, দাবি করেন যে... বুঝতেই পারছ কী বলতে চাইছি?'

---

* লোকটার কপাল খুলেছে। (ফরাসী) — সম্পাঃ

** জেনারেল গিন্নি। (ফরাসী) — সম্পাঃ

*** প্রাসাদ থাকবে আমার, চাষা থাকবে, যে করেই হোক লাখ টাকা হয়ে যাবে। (ফরাসী) — সম্পাঃ

'Oh, non, non, non!* সে সাহস ওঁর হবে না! ভাবনা নেই, ব্যবস্থা করে রেখেছি। আলবেরের নামে কতকগুলো বন্ড ওঁকে দিয়ে সই করিয়ে রেখেছি। একটু ট্যাঁ-ফোঁ করতে গেলেই উনি বিপদে পড়বেন। না, সে সাহস ওঁর হবে না!'

'বেশ, তাহলে বিয়ে করে ফ্যালো গে...'

বিয়েটা হল খুব একটা জাঁকজমক করে নয়, চুপচাপ একটা ঘরোয়া ব্যাপারের মতো। আলবের প্রভৃতি কিছু অন্তরঙ্গের নিমন্ত্রণ হয়। অর্তেঞ্জ, ক্লেয়োপাত্র প্রভৃতিরা একেবারে বাদ গেল। বর তার নবপ্রতিষ্ঠায় ভারি আগ্রহী হয়ে উঠল।

জেনারেলের টাই বেঁধে দিল ব্লাঁশ নিজেই, প্রসাধন করে দিলে; শাদা ওয়েস্টকোটের ওপর ফ্রককোট চাপাতেই জেনারেলকে দেখাল বেশ très comme il faut**।

'Il est pourtant très comme il faut,'*** জেনারেলের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঘোষণা করলে ব্লাঁশ, জেনারেল যে très comme il faut এ কথাটা ভাবতেই ওরও যেন ভারি অবাক লাগছে। ব্যাপারটায় আমার অংশ ছিল যথাসাধ্য এক অলস দর্শকের মতো, খুঁটিনাটি নানা ব্যাপারে বিশেষ নজর দিই নি, ফলে কী হয়েছিল তার অনেক কিছুই আমার মনে নেই। শুধু এইটুকু মনে আছে যে আবিষ্কৃত হল ব্লাঁশ মোটেই দ্য কমে'জ নয়, যেমন তার মাও নয় ভ্যুভ কমে'জ। আসল নামটা তার দ্যু-প্লাসে। এতদিন ওঁরা কেন যে দ্য কমে'জ হয়ে ছিল তা আজো জানি না। কিন্তু এ ঘটনাটাতেও জেনারেল ভারি খুশি বোধ করলেন, দ্য কমে'জের চেয়ে দ্যু-প্লাসেই তাঁর বেশি ভালো লাগল। বিয়ের দিন সকালে নিখুঁত সাজ করে অসাধারণ রাশভারী একটা ভাব নিয়ে উনি বলরুমে পায়চারি করতে করতে কেবলি বলতে লাগলেন, 'মাদমোয়াজেল ব্লাঁশ দ্যু-প্লাসে! ব্লাঁশ দ্যু-প্লাসে! কুমারী ব্লাঁশ দ্যু-প্লাসে!' কেমন একটা তৃপ্তিতে মুখ তাঁর জ্বল জ্বল করছিল। গির্জায়, পৌর দপ্তরে, এবং গৃহে ভোজন টেবিলে তাঁকে শুধু হাসিখুশিই

---

* আরে না, না, না! (ফরাসী) — সম্পাঃ

** সভা-শোভন মান্যগণ্য। (ফরাসী) — সম্পাঃ

*** উনি কিন্তু ভারি মান্যগণ্য। (ফরাসী) — সম্পাঃ

দেখা গেল না, এমনকি গর্বিতই মনে হল। ওদের দ্বজনেরই যেন কী একটা হয়েছিল। ব্লাঁশও বেশ একটা মর্যাদার ভাব নিলে।

'এখন থেকে আমায় একেবারেই অন্যভাবে চলতে হবে,' ব্লাঁশ আমায় বললে বেশ গ্রুত্ব দিয়ে, 'mais vois-tu,* একটা বিদঘ্টে ব্যাপারের কথা আমি একেবারেই ভাবি নি। আমার নতুন উপাধিটা কিছ্বতেই রপ্ত করতে পারছি না: জাগোরিয়ানস্কি, জাগোজিয়ানস্কি, madame la générale de-Sago — Sago, ces diables des noms russes, enfin madame la générale à quatorze consonnes! comme c'est agréable, n'est-ce pas?'**

অবশেষে বিদায় নেওয়া গেল এবং বিদায় দিতে গিয়ে ব্লাঁশ, — ওই বোকা ব্লাঁশ — সত্যি করেই কে'দে ফেললে। 'Tu étais bon enfant,'*** আমায় বললে কান্নাভরা গলায়, 'Je te croyais bête et tu en avais l'air,**** তবে সেটা তোমায় মানায় কিন্তু।' তারপর আমার হাতে শেষ চাপ দিয়ে হঠাৎ বলে উঠল, 'attends !'*) তারপর নিজের খাস কামরায় ছ্বটে গিয়ে আমার জন্যে নিয়ে এল দ্বটি হাজার ফ্রাঁ নোট। আমার কাছে এ একেবারে অবিশ্বাস্য! 'নাও কাজে দেবে। হতে পারে তুমি খ্ব এক জ্ঞানী outchitel, কিন্তু ভারি বোকা তুমি। দ্ব-হাজারের বেশি আমি অবশ্য তোমায় কিছ্বতেই দেব না, কেননা ও টাকা তো তুমি হারবেই! এবার বিদায়! Nous serons toujours bons amis,**) আর যদি জেতো, তাহলে আমার কাছে আসতে ভুলো না কিন্তু, et tu seras heureux!'***)

আমার নিজের পাঁচশ ফ্রাঁ তখনো আমার কাছে ছিল। তাছাড়াও আছে হাজার ফ্রাঁ দামের একটা চমৎকার ঘড়ি, হীরে বসানো হাতের বোতাম

* কিন্তু জানো। (ফরাসী) — সম্পাঃ

** কী হতচ্ছাড়া এই সব র্শী নাম, মাদাম জেনারেল পত্নী জাগো — জাগো-র পর চোদ্দটা ব্যঞ্জন বর্ণ! বেশ মানানসই তাই না? (ফরাসী) — সম্পাঃ

*** খ্ব ভালো ছেলে তুমি। (ফরাসী) — সম্পাঃ

**** তোমায় ভেবেছিলাম বোকা সোকা লোক, তুমিও বোকার ভাব করতে। (ফরাসী) — সম্পাঃ

*) দাঁড়াও! (ফরাসী) — সম্পাঃ

**) আমরা বন্ধ্ হয়েই থাকব! (ফরাসী) — সম্পাঃ

***) স্খী হবে। (ফরাসী) — সম্পাঃ

ইত্যাদি কিছু জিনিস। সুতরাং নিশ্চিন্তে বেশ কিছু দিন আমার চলে যাবে। এই ছোট্ট শহরটায় বাস করতে এসেছি আমি ইচ্ছে করেই, সবকিছু ভেবে দেখার অবকাশ পাওয়া যাবে এখানে এবং সবচেয়ে বড়ো কথা, আমি মিঃ অ্যাস্টলির জন্য অপেক্ষা করছি। এ খবর আমি ঠিকই পেয়েছি যে তিনি এই শহর দিয়ে যাবেন, কর্মোপলক্ষে একদিন কাটাবেন এখানে। যা জানবার সব তাঁর কাছ থেকে জেনে নেওয়া যাবে, সব... তারপর, তারপর — সোজা হম্‌বুর্গ! রুলেতেনবুর্গে যাব না, হয়ত বা পরের বছর। লোকে বলে, পরপর দুবার একই টেবিলে ভাগ্য পরীক্ষা করতে যাওয়া কুলক্ষণ, তাছাড়া আসল জুয়া চলে শুধু হম্‌বুর্গেই।

১৭

আজ এক বছর আট মাস লেখাগুলোর দিকে চেয়ে দেখি নি, নিতান্ত মন খাঁ খাঁ করছিল বলেই আজ নিজেকে ভোলাবার জন্যে দৈবাৎ সবটা পড়ে দেখলাম। লেখাটা শেষ হয়েছে হম্‌বুর্গে যাব আমার এই সিদ্ধান্তে। হায় ভগবান, এখনকার তুলনায় কী হালকা মনেই না এই শেষ পঙ্‌ক্তিগুলো আমি লিখেছিলাম! মানে, ঠিক হালকা মনে হয়ত নয়, কিন্তু কী আত্মবিশ্বাস নিয়ে, কী অটল ভরসায়। মুহূর্তের জন্যেও কি তখন এতটুকু সন্দেহ করেছি নিজের ওপর? তারপর দেড় বছরেরও বেশি কেটে গেছে, আমি এখন একটা ভিখিরিরও অধম। কিন্তু ভিখিরির কথা বলে লাভ কী! চুলোয় যাক ভিখিরি! সোজা কথা নিজেকেই ধ্বংস করেছি আমি! তবে তা নিয়ে কারো সঙ্গে তুলনার মানে হয় না। নিজেকে নীতিকথা শুনিয়েও লাভ নেই! এ অবস্থায় হিতোপদেশের চেয়ে হাস্যকর আর কিছু নেই। ওহ্, আত্মতুষ্টের দল সব! কী সগর্ব আত্মতৃপ্তিতেই না এরা বুলি ঝাড়তে রাজী! এরা যদি জানত, আমার বর্তমান অবস্থার শোচনীয়তার কথাটা আমি নিজেই কী পরিমাণ বুঝি, তাহলে আমায় শিক্ষা দিতে এসে মুখে তাদের আর কথা সরত না। কী কথা, জিজ্ঞেস করি, কী নতুন কথা তারা আমায় বলবে যা আমি জানি না? আর ব্যাপারটা কি শুধু তাই নিয়ে? আসল ব্যাপার হল, হুইলের একটা চক্করেই সবকিছু বদলে যেতে পারে এবং এই নীতিবাগীশরাই সর্বাগ্রে হাসিঠাট্টা করে ছুটে আসবে আমায় অভিনন্দন জানাতে (সে বিষয়ে আমি একেবারে নিঃসন্দেহ)। তখন আর লোকে

এখনকার মতো মুখ ফিরিয়ে নেবে না। ধুর ধুর, চুলোয় যাক সবাই! এখন আমার কী মূল্য? শূন্য। কাল কী হতে পারে? কাল আমি উঠে দাঁড়াতে পারি মৃতের মধ্যে থেকে, ফের বাঁচা শুরু করতে পারি! নিজেকে মানুষ করে তুলতে পারি, যদি মানুষটা ইতিমধ্যেই একেবারেই না মরে গিয়ে থাকে!

তখন সত্যিই হমবুর্গে আমি গিয়েছিলাম, কিন্তু... পরে ফের যাই রুলেতেনবুর্গে, তারপর স্পা-তে, বাদেনেও যাই, যাই কাউন্সিলার হিন্‌ৎসের খানসামা হয়ে — বদমাইসটার কাছে এর আগেও একবার এখানে আমি চাকরি করেছিলাম। হ্যাঁ, পুরো পাঁচ মাস আমি ছিলাম খানসামা! চাকরিটা নিই জেল থেকে বেরুবার ঠিক পরেই। (দেনার দায়ে রুলেতেনবুর্গে জেলেও যেতে হয়েছিল আমায়। আমি জানি না, কে যেন আমায় খালাস করে আনে — কে সে? মিঃ অ্যাস্টলি? পলিনা? জানি না, কিন্তু দেনাটা সে মিটিয়ে দেয়, সব মিলিয়ে দুশ' টেলার, আমিও ছাড়া পাই।) তখন কোথায় যাই? গেলাম ঐ হিন্‌ৎসেটার কাছে। লোকটার কাঁচা বয়স, উড়ু-উড়ু ভাব, আলসেমি করতে ভালোবাসে, অথচ তিনটে ভাষায় আমি লিখতে পারি, কইতে পারি। প্রথমটা আমায় সে সেক্রেটারি গোছের একটা চাকরিতে বহাল করলে, মাসে মাইনে দিত তিরিশ গুলডেন। কিন্তু পরিণামে স্রেফ তার খানসামা হয়ে থাকতে হল। সেক্রেটারি রাখার ক্ষমতা তার আর ছিল না, মাইনে কমিয়ে দিলে আমার। কোথাও যাবার জায়গা ছিল না আমার, তাই থেকেই গেলাম, ধীরে ধীরে হয়ে দাঁড়ালাম ওর চাকর। চাকরিতে আমার পেট পুরে খাওয়া জোটে নি, তবু পাঁচ মাসে সত্তর গুলডেন জমাতে পেরেছিলাম। বাদেনে একদিন বলে দিলাম, কাজ ছেড়ে দিচ্ছি। সেই সন্ধ্যাতেই চলে যাই রুলেত টেবলে। কী বুক টিপ্‌টিপ্‌ই না করছিল! না, টাকার লোভ আমার ছিল না, — শুধু ভয়ানক ইচ্ছে হচ্ছিল যেন এই যত হিন্‌ৎসে, আর হেড-ওয়েটার আর বাদেনের অভিজাত মহিলাদের দল — কাল এরা সবাই যেন আমার কথাই বলে, আমার কাহিনীটা শোনায়, অবাক হয় আমায় দেখে, তারিফ করে আমার, মাথা নোয়ায় আমার নতুন জিতের কাছে। যত সব ছেলেমানুষী স্বপ্ন আর আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু... কে জানে হয়ত বা পলিনার সঙ্গেই দেখা হয়ে যাবে, তাকে সব বলব, ও বুঝবে, ভাগ্যের এই হাস্যকর উঠতি পড়তির অনেক ঊর্ধ্বে আমি... না, না, আমার ঝোঁক টাকায় নয়! আবার কোনো এক

ব্লাঁশের পেছনে সে টাকা আমি নিঃসন্দেহে উড়িয়ে দিতে পারি, ষোলো হাজার ফ্রাঁ দামের নিজের জুড়ি ঘোড়ায় তিন সপ্তাহের জন্যে ঘুরে বেড়াতে পারি প্যারিসে। আমি বেশ জানি, কৃপণতা আমার নেই; বরং দেদার খরচ করাই আমার স্বভাব। তবু কী উদ্বেগে, কী রকম দুরু দুরু বুকেই না আমি শুনতে লাগলাম ক্রুপিয়ের হাঁক — trente et un, rouge, impair et passe, কিংবা quatre, noir, pair et manque! কী লুব্ধের মতোই না নিরীক্ষণ করতে লাগলাম লুইদোর, ফ্রিদারিখ্স্‌দের আর টেলারে ছড়ানো জুয়ার টেবলটাকে, আগুনের মতো জ্বলন্ত এক স্তূপে ক্রুপিয়ের যে মোহরগুলোকে স্তূপাকৃতি করছে, হুইলের চারপাশে দুহাত পর্যন্ত লম্বা হয়ে উঠছে চাঁদির টাকার যে সারগুলো, তার দিকে। যখন এখানে আসি তখন দুটো হলঘর আগে থেকেই টেবলের ওপর টাকা পড়ার ঝন্‌ঝন্ শব্দ কানে আসতেই গা শিটিয়ে এসেছিল।

জুয়ার টেবলে আমার সত্তর গুলডেন নিয়ে যখন যাই সেদিনকার সে সন্ধ্যাটাও ছিল চমৎকার! ফের passe-এ দশ গুলডেন রেখে শুরু করলাম। Passe নিয়ে আমার একটা কুসংস্কার আছে। হেরে গেলাম। বাকি শুধু রুপোর টাকায় ষাট গুলডেন। কী ভেবে শূন্যে ধরলাম। পাঁচ গুলডেন করে রাখতে লাগলাম শূন্যে। তিন বারের বার শূন্য উঠল। একশ প'চাত্তর গুলডেন পেয়ে আমি আনন্দে মরি আর কি। সেবার এক লাখ গুলডেন জিতেও এত আনন্দ হয় নি। সঙ্গে সঙ্গে একশ গুলডেন রাখলুম লালের ওপর। লাল জিতল। দুশো গুলডেনের সবটাই ফের লালে — লাল জিতল। পুরো চারশ গুলডেনই কালোয় — কালো জিতল। পুরো আটশ গুলডেনই manque-এ* — manque জিতল। এখন আমার হাতে সব মিলিয়ে এক হাজার সাতশ গুলডেন, এবং তাও পাঁচ মিনিটের মধ্যেই। ঠিকই, এমনি মুহূর্তেই অতীতের সবকিছু বিফলতা ভুলে যাওয়া সম্ভব! এ যে জিতলাম, সে তো প্রায় জীবন-অধিক একটা ঝুঁকি নিয়ে। ঝুঁকি নেবার সাহস দেখিয়েছি — ফের আমি একটা মানুষ!

হোটেলে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে খিল দিয়ে টাকা গুণতে লাগলাম রাত তিনটে অবধি। সকালে ঘুম ভাঙল, এখন আর আমি কারো খানসামা নই। ঠিক করলাম সেই দিনই হম্‌বুর্গে যাব। সেখানে আমি কখনো খানসামার

* ঘাটতি। (ফরাসী) — সম্পাঃ

কাজ করি নি, জেলেও যাই নি। ট্রেন ছাড়ার আধ-ঘণ্টা আগে মাত্র আরো দ্বটি দান খেলতে যাই — তাও বেশি নয় — তাতে এক হাজার পাঁচশ ফ্লোরিন হারি। তাহলেও কিন্তু হম্‌ব্বর্গে চলে আসি এবং একমাস এখানে আছি ...

অবিরাম উদ্বেগের মধ্যেই দিন কাটে বৈকি, নিতান্ত অল্প স্বল্প বাজি রেখে খেলি, অপেক্ষা করি কিছ্ব একটা ঘটবে, হিসেব করি, দিনের পর দিন জ্বয়ার টেবলের পাশে দাঁড়িয়ে খেলা লক্ষ করি, এমনকি স্বপ্নেও কেবল জ্বয়া খেলাই দেখি, তব্ব সারাক্ষণ মনে হয় যেন আমি পাথর হয়ে আছি, যেন কাদায় ল্বটোচ্ছি। আমায় দেখে মিঃ অ্যাস্টলির যা ধারণা হয়েছিল তাই থেকেই এ রকম একটা সিদ্ধান্ত করেছি আমি। তখন থেকে মিঃ অ্যাস্টলির সঙ্গে এতদিনও আমার দেখা হয় নি, দেখা হল এইবার, হঠাৎ। ঘটনাটা এই। পার্ক দিয়ে যাচ্ছিলাম এবং হিসেব করছিলাম যে প্রায় কপর্দকহীন হলেও এখনো আমার কাছে পঞ্চাশ গ্বলডেন আছে, তাছাড়া যে হোটেলটায় একটা ছোট্ট কুঠরি আমি ভাড়া নিয়েছি তার টাকা সবই দ্ব-দিন আগে শোধ করে দিয়েছি। স্বতরাং, র্বলেত টেবলে শ্বধ্ব আর একবারটি যাবার মতো টাকা আমার আছে, তাতে যদি কিছ্ব জিতি তাহলে খেলা চালিয়ে যেতে পারি। যদি হারি তাহলে ফের খানসামার চাকরি নিতে হবে, যদি না এখানে এমন একজন র্বশীকে পাই যার গৃহশিক্ষক দরকার। এই সব ভাবনায় ডুবে গিয়ে পার্ক এবং বনের মধ্যে দিয়ে আমার দৈনন্দিন পদচারণের পথ ধরে যাচ্ছিলাম পাশের কাউন্টিতে। মাঝে মাঝে এইভাবে একনাগাড়ে ঘণ্টা চারেক ধরে আমি হাঁটি, তারপর হম্‌ব্বর্গে ফিরি ক্লান্ত ক্ষ্বধার্ত হয়ে। সেদিন বাগিচা থেকে বেরিয়ে পার্কে ঢুকতেই চোখে পড়ল মিঃ অ্যাস্টলি একটা বেঞ্চিতে বসে আছেন। উনিই প্রথম আমায় দেখেন এবং নাম ধরে ডাকেন। পাশেই গিয়ে বসলাম। ওঁর মধ্যে কেমন খানিকটা ভারিক্কী ভাব লক্ষ করে উল্লাস সংযত করলাম, যদিও ভারি আনন্দ হয়েছিল ওঁকে দেখে।

'আপনি তাহলে এখানেই! আমিও ভেবেছিলাম দেখা হবে,' মিঃ অ্যাস্টলি বললেন, 'কষ্ট করে আমার কিছ্ব বলবার দরকার নেই। সব, সবই আমি জানি। গত একবছর আট মাস ধরে আপনি যে জীবন কাটিয়েছেন তা সবই আমার জানা।'

বললাম, 'বটে, প্ররনো বন্ধ্বদের ওপর তাহলে বেশ নজর রাখেন দেখছি!

তাদের যে ভোলেন না সেটা আপনার গৌরবের কথাই... কিন্তু দাঁড়ান তো, আপনার কথায় একটা জিনিস মনে হল: রুলেতেনবুর্গে আমি দুশ গুলডেন দেনার দায়ে জেলে ছিলাম, সেখান থেকে আপনিই কি আমায় খালাস করে আনেন? কেউ একজন আমার টাকা শোধ করে দেয়, কিন্তু কে জানি না।'

'আরে না, না, রুলেতেনবুর্গের জেল থেকে আমি আপনাকে ছাড়িয়ে আনি নি, তবে আমি জানতাম, দুশ টাকার দেনায় আপনি জেলে গেছেন।'

'তাহলে নিশ্চয় এও জানেন, কে আমায় ছাড়িয়ে এনেছে?'

'উঁহু, কে ছাড়িয়ে এনেছে সেটা আমি জানি — এমন কথা বলতে পারি না।'

'তাজ্জব! এখানকার রুশীদের কেউ আমায় চেনে না। তাছাড়া, মনে হয় না তারা টাকা দিয়ে আমায় খালাস করবে — খৃষ্টানরা সেটা করে কেবল স্বদেশে রাশিয়াতে। তাই এতদিন আমি একেবারে নিশ্চিত হয়ে ছিলাম যে এটা কোনো বায়ুগ্রস্ত ইংরেজের পাগলামি।'

মিঃ অ্যাস্টলি আমার কথা শুনছিলেন খানিকটা অবাক হয়ে। বোধ হয় ভেবেছিলেন আমায় বিমর্ষ ও বিধ্বস্ত দেখবেন।

'যাই হোক, আপনার মনের স্বাধীনতা এমনকি ফুর্তির মেজাজটাও এখনো পুরো বজায় আছে দেখে আনন্দ হল,' বললেন বেশ বিরূপ হয়েই।

'অর্থাৎ বলতে চান, আমি হতাশা বা হীনতা বোধ করছি না দেখে আপনি ভেতরে ভেতরে রুষ্ট হয়ে উঠেছেন?' হেসে জানালাম।

কথাটার অর্থ সঙ্গে সঙ্গেই বোধগম্য হল না ওঁর, যখন হল তখন হাসলেন।

'আপনার টিপ্পনীগুলো আমার বেশ লাগে। আমার আগের সেই বুদ্ধিমান উৎসাহী অথচ সেই সঙ্গে সিনিক পুরনো বন্ধুটিকে সে কথায় বেশ চেনা যায়। একই সঙ্গে এতগুলি স্ববিরোধী গুণ শুধু রুশীদের মধ্যেই সম্ভব। সত্যি, সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুটিকেই লোকে দেখতে চায় হীন অবস্থার মধ্যেই। অধিকাংশ বন্ধুত্বই হীনতার ওপর গড়া। এ এক প্রাচীন সত্য, বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেই তা জানে। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে, আপনাকে নিশ্চয় করে জানাই, আপনি যে মুষড়ে পড়েন নি সে জন্যে সত্যিই আনন্দ হচ্ছে। এবার বলুন, জুয়া খেলা ছাড়তে আপনি রাজী নন?'

'চুলোয় যাক জুয়া! এই মুহূর্তেই ছেড়ে দেব শুধু যদি...'

'শুধু যা হেরেছেন সেটা তুলতে পারেন; এই তো? ভাবছিলাম এই-ই বলবেন। না, না, আর কিছু বলতে হবে না — জানি, কথাটা আপনার মুখ ফসকে বেরিয়ে এসেছে, সুতরাং তা সত্যি। আচ্ছা বলুন, জুয়া ছাড়া আর কিছু কাজ টাজ করেন?'

'কিছু না...'

আমার একটু পরীক্ষা নিতে শুরু করলেন মিঃ অ্যাস্টলি। কিছুই জানা ছিল না আমার, কাগজ প্রায় পড়ি না এবং এ সময়টা ধরে একটা বইয়ের পাতাও উলটিয়ে দেখি নি।

বললেন, 'আপনি অসাড় হয়ে গেছেন। শুধু যে জীবন, নিজের ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বার্থ, নাগরিক হিসাবে ও মানুষ হিসাবে আপনার কর্তব্য, এবং আপন বন্ধুবান্ধবদের (নিশ্চয় মানবেন কিছু বন্ধু আপনার ছিল) আপনি বর্জন করেছেন তাই নয়, জুয়ায় জেতা ছাড়া অন্য সমস্ত লক্ষ্যই বাদ দিয়ে বসেছেন শুধু তাই নয়, নিজের স্মৃতিও আপনি হারিয়েছেন। আপনার জীবনের এক উদগ্র, প্রখর মুহূর্তে আপনাকে আমি দেখেছি। কিন্তু বেশ জানি, সে সময়কার সেরা অনুভূতিগুলোও আপনি সব ভুলে গেছেন! আপনার সব স্বপ্ন, আপনার বর্তমানের প্রধানতম সব বাসনাও কেবল pair আর impair, rouge, noir, মাঝের বারোটা সংখ্যা ইত্যাদির বাইরে যায় না!'

'থাক, থাক মিঃ অ্যাস্টলি, নাই বা ওসব বললেন,' বললাম বিরক্ত হয়ে, প্রায় চটেই, 'কিছুই ভুলি নি, সে কথা আপনাকে জানিয়ে রাখি। সাময়িকভাবে মাথা থেকে সরিয়ে রেখেছি শুধু, এমনকি আমার স্মৃতিগুলোকেও, সরিয়ে রেখেছি শুধু ততদিনের জন্যে, যতদিন না নিজের হাল আমূল ফেরাতে পারছি। তখন, তখন দেখবেন মৃতের মধ্যে থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছি আমি!'

'আজ থেকে আরো দশ বছর পরেও আপনি এখানেই বসে থাকবেন।' উনি বললেন, 'বাজি রেখে বলতে পারি, বেঁচে থাকলে সেটা আপনাকে হাতে নাতে দেখিয়ে যাব এইখানেই, ঠিক এই বেঞ্চিতেই।'

'থাক, হয়েছে,' অধৈর্যের সুরে বাধা দিলাম, 'অতীতের কথা যে আমি ঠিক অতটা বিস্মৃত হই নি তা প্রমাণের জন্যে বরং একটা প্রশ্ন করি — শ্রীমতী পলিনা এখন কোথায়? আমায় যদি আপনি খালাস না করে থাকেন, তাহলে নিশ্চয় পলিনা করেছেন। সে সময় থেকে ওঁর কোনো খবরই আমি পাই নি।'

'উঁহ্, উনি আপনাকে ছাড়িয়েছেন সে কথা আমার মনে হয় না। উনি এখন সুইজারল্যান্ডে এবং মিস পলিনা সম্পর্কে প্রশ্ন করা যদি বন্ধ করেন তাহলে অতি বাধিত হব,' বললেন দৃঢ়ভাবে, প্রায় রাগ করে।

'তাব মানে, তিনি আপনাকেও খুব একটা আঘাত দিয়েছেন!' অনিচ্ছা সত্ত্বেও হেসে উঠলাম আমি।

'দুনিয়ায় শ্রদ্ধেয় যা কিছু আছে তাদের সকলের চেয়েই মিস পলিনার স্থান উঁচুতে, কিন্তু ফের বলি, মিস পলিনা সম্পর্কে আপনি কিছু জিজ্ঞেস না করলে বিশেষ বাধিত হব। আপনি কখনো ওঁকে চেনেন নি। তাই আপনার মুখে ওঁর নাম শুনলে আমার নীতিবোধের অপমান হয়।'

'বটে! তবে আপনার কিন্তু একটা ভুল হচ্ছে। আপনার সঙ্গে আমি এ ছাড়া আর কী নিয়েই বা আলাপ করতে পারি, বলুন? আমাদের অতীত স্মৃতি তো সব ওঁকে নিয়েই। কিন্তু ভাবনা নেই, আপনাদের ভেতরকার গোপন কোনো ব্যাপার নিয়ে আমার এতটুকু কৌতূহল নেই... আমি জানতে চাই শুধু শ্রীমতী পলিনার, বলা যেতে পারে, বাইরের খবরাখবর, তাঁর বর্তমানের বাহ্যিক অবস্থাটা। দু-চার কথায় তা বলতে পারেন।'

'বেশ, তবে এই দু-চার কথাই শেষ, তার বেশি নয়। মিস পলিনা দীর্ঘ দিন অসুস্থ ছিলেন, এখনো অসুস্থ। কিছুকাল উত্তর ইংলন্ডে আমার মা আর বোনের সঙ্গে ছিলেন। ছয় মাস আগে তাঁর কর্তামা, সেই যে ক্ষ্যাপাটে বুড়িটা —, তিনি মারা যান এবং উইলে পলিনাকে দিয়ে যান সাত হাজার পাউন্ডের সম্পত্তি। আমার বোনের বিয়ে হয়েছে, মিস পলিনা এখন তাদের পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণ করছেন। কর্তামার উইলে পলিনার ছোটো ভাইবোনদুটির জন্যেও সংস্থান করা ছিল, তারা এখন লন্ডনে পড়ছে। পলিনার সৎবাপ, জেনারেল এক মাস আগে প্যারিসে হঠাৎ সন্ন্যাসরোগে মারা গেছেন। মাদমোয়াজেল ব্লাঁশ তাঁর সঙ্গে ভালোই ব্যবহার করে, কিন্তু বুড়ির কাছ থেকে জেনারেল যা সম্পত্তি পেয়েছিলেন তা সবই কুক্ষিগত করে নেয়।... এই হল মোট খবর।'

'এবং দ্য গ্রিয়ে? সেও কি সুইজারল্যান্ড ভ্রমণ করছে?'

'না, দ্য গ্রিয়ে সুইজারল্যান্ডে যায় নি, জানিও না সে কোথায়; এবং শেষ বারের মতো আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, একরকম ইঙ্গিত এবং ইতর মন্তব্য করতে যাবেন না। নইলে আপনার সঙ্গে আমার হয়ে যাবে।'

'সে কী — আমাদের আগেকার বন্ধুত্ব সত্ত্বেও?'

'হ্যাঁ, আগেকার বন্ধুত্ব সত্ত্বেও।'

'হাজার বার মার্জনা চাইছি মিঃ অ্যাস্টলি। কিন্তু সত্যি, এর মধ্যে অপমান বা ইতরতার কিছু ছিল না। কোনো কিছুর জন্যেই আমি শ্রীমতী পলিনার দোষ দিই না। তাছাড়া, সাধারণভাবে বললে ফরাসী পুরুষ ও রুশী কুমারী — এটা এমনই এক যোগাযোগ, যার রহস্যভেদ বা পুরো উপলব্ধি আমাদের সাধ্যের বাইরে মিঃ অ্যাস্টলি।'

'আর একটা বিশেষ নামের সঙ্গে জুড়ে দ্য গ্রিয়ের নামটা আপনি যদি উল্লেখ না করে থাকেন, তাহলে 'ফরাসী পুরুষ ও রুশী কুমারী' বলতে কী বোঝাতে চাইছেন ভালো করে বলুন। ঠিক এই যোগাযোগটা কেন? কেনই বা ঠিক ফরাসী পুরুষই আর নির্ঘাত রুশী কুমারী?'

'দেখছেন তো, আপনারও কৌতূহল হয়েছে। কিন্তু সে এক দীর্ঘ কাহিনী মিঃ অ্যাস্টলি। অনেক কিছু আগে থেকেই জানা না থাকলে মুশকিল। তবু, প্রশ্নটা গুরুতর, যদিও প্রথম দৃষ্টিতে তা হাস্যকর লাগতে পারে। ফরাসী হল একটি নিখুঁত, অপরূপ মূর্তি। আপনি ইংরেজ, কথাটা না মানতে পারেন; আমি রুশী, আমিও মানি না, তবে সেটা সম্ভবত ঈর্ষাবশেই। কিন্তু আমাদের তরুণীদের একটা ভিন্ন মত থাকা সম্ভব। রাসিনকে আপনার হয়ত ন্যাকা, কৃত্রিম, আতরঢালা বলে মনে হতে পারে, হয়ত ওকে পড়েই দেখবেন না। আমার কাছেও ওকে ন্যাকা, কৃত্রিম, আতরঢালা এবং একদিক থেকে হাস্যকর বলেই মনে হয়। কিন্তু তবু রাসিন অপরূপ মিঃ অ্যাস্টলি, আপনি আমি চাই বা না চাই, এক মস্ত কবি সে। আমরা যখন বুনো ভালুক, তখন থেকেই ফরাসীদের, মানে প্যারিসিয়ানের জাতীয় ছাঁদটা একটা সুশ্রী রূপ নিয়েছে। অভিজাতদের কাছ থেকে সেটা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছে বিপ্লব। এখন এমনকি সবচেয়ে সাধারণ, মামুলী ফরাসীটারও যা কেতাকায়দা, চলনবলন, এমনকি ভাবনা-চিন্তা, তার ঠাটটা ভারি সুশ্রী, যদিও তার জন্যে তার কোনো স্বকীয় উদ্যোগ, তার হৃদয় মনের কোনো স্বকীয় কৃতিত্বের প্রয়োজন হয় নি। এ সবই সে পেয়ে গেছে ঐতিহ্য হিসাবে। অথচ মানুষ হিসাবে সে হয়ত অতি শূন্যগর্ভ, অতি নীচতম হতে পারে। উল্টোদিকে, এবার আপনাকে বলে রাখি মিঃ অ্যাস্টলি, ভালোমানুষ, বুদ্ধিমতী, এবং বিশেষ কৃত্রিম হয়ে ওঠে নি, এমন একজন রুশী তরুণীর মতো অকপট ও

বিশ্বাসপ্রবণ জীব দুনিয়ায় আর নেই। কোনো একটা ভূমিকা নিয়ে ছদ্মবেশে যদি কোনো দ্য গ্রিয়ের উদয় হয়, তাহলে অতি অনায়াসেই সে তার হৃদয় জয় করতে পারে। নিখুঁত ঠাট তার আছে এবং তরুণীটি এই ঠাটকেই ধরে নেয় তার আত্মা বলে, তার মনপ্রাণের স্বাভাবিক ছাঁদ বলে, উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া একটা পোষাক বলে নয়। আপনার কাছে ভারি অপ্রীতিকর শোনালেও আমি বলতে বাধ্য যে ইংরেজরা বেশির ভাগই কেমন খোঁচা-খোঁচা, শ্রীহীন অথচ রুশীরা শ্রী-সচেতন, লাবণ্যের তারা ভক্ত। কিন্তু প্রাণের রূপ এবং ব্যক্তিত্বের মৌলিকতা ধরতে হলে দরকার আমাদের মেয়েদের, বিশেষ করে আমাদের তরুণীদের যা আছে, তার চেয়ে অনেক বেশি আত্মনির্ভরতা ও সাধীনতা, অন্তত অনেক বেশি অভিজ্ঞতা। মিস পলিনা — মাপ করবেন, মুখ ফসকে যখন বেরিয়েই পড়েছে, তখন এড়িয়ে লাভ নেই, পাষণ্ড দ্য গ্রিয়ের জায়গায় আপনাকে পছন্দ করতে হলে মন স্থির করার জন্যে তাঁর দরকার অতি দীর্ঘ একটা সময়। উনি আপনার কদর করতে পারেন, আপনার বন্ধু হতে পারেন, আপনার কাছে নিজের হৃদয়টা সবই মেলে ধরতেও পারেন, তবু সেই হৃদয়ের মধ্যে জঘন্য বদমাইসটা, ইতর ও তুচ্ছ এক চশমখোর দ্য গ্রিয়েই তখনো রাজা। এবং সেটা হয়ত কেবল একটা গোঁয়ার্তুমি, একটা অহংকারের বশেই, কেননা এই দ্য গ্রিয়েটাকে তিনি একদা দেখেছিলেন এক সুশ্রী মার্কুইসের জ্যোতির্মণ্ডলে, এক মোহহীন উদারনীতিক রূপে, যে তাঁদের পরিবার এবং বুদ্ধিহীন জেনারেলকে উদ্ধার করতে গিয়ে তার সমস্ত সম্পদ খুইয়ে বসেছে (তাই নাকি?)। এ সব কারসাজি পরে ফাঁস হয়েছে। কিন্তু তাতে কী? মন ওঁর এখনো কাঁদছে সেই আগের দ্য গ্রিয়ের জন্যে — তাকেই তাঁর প্রয়োজন! বর্তমানের দ্য গ্রিয়েকে তিনি যতই ঘেন্না করবেন ততই তাঁর মন কাঁদবে অতীতের দ্য গ্রিয়ের জন্যে, যদিও সে দ্য গ্রিয়ের অস্তিত্ব তাঁর আপন কল্পনায় ছাড়া অন্য কোথাও নেই। আপনি একজন চিনির কলওয়ালা, তাই না মিঃ অ্যাস্টলি?'

'হ্যাঁ, নামজাদা চিনি কারখানা লভেল কোম্পানির আমি অংশীদার।'

'তাহলে দেখুন, একদিকে এক চিনি কারবারী অন্য দিকে বেলভেদরী অ্যাপলো! কেমন যেন ঠিক মিলছে না। আমি আবার চিনি কারবারীও নই — নেহাৎ এক রুলেতের ক্ষুদে জুয়াড়ী, এমনকি খানসামার কাজও করেছি,

শ্রীমতী পলিনার নিশ্চয় তা জানা, কেননা মনে হচ্ছে তাঁর গোয়েন্দা ব্যবস্থাটা ভালোই।'

'মনের জ্বলুনিতে আপনি এই সব ছাইভস্ম বলছেন,' একটু ভেবে শান্তভাবে বললেন মিঃ অ্যাস্টলি, 'যা বলছেন তার মধ্যে এতটুকু মৌলিকতা কিছু নেই।'

'মানলাম! কিন্তু বন্ধুবর, ব্যাপারটা সাম্ঘাতিক এই জন্যই যে আমার অভিযোগ যত মামুলী, যত বাসি, যত হাস্যকরই হোক না কেন, তবু সেটা সত্যি! যতই বলুন, আপনি, বা আমি তো কিছুই পেলাম না!'

'জঘন্য ছাইভস্ম যত সব... কেননা... কেননা... তাহলে কথাটা আপনাকে বলিই!' মিঃ অ্যাস্টলি বললেন, গলার স্বর তাঁর কাঁপছিল, ধকধক করছিল চোখ, 'অকৃতজ্ঞ, অপদার্থ, হীন, হতভাগ্য লোক আপনি, জেনে রাখুন, হম্‌বুর্গে আমি এসেছি ইচ্ছে করেই, ওঁরই অনুরোধে, আপনার সঙ্গেই দেখা করবার জন্যে, আপনার সঙ্গে ভালো করে লম্বা-আলাপ করে গিয়ে ওঁকে জানাব কী আপনার মনোভাব, কী ভাবছেন, কী আপনার আশা এবং... কী মনে রেখেছেন, এই জন্যে!'

'সত্যি! সত্যি বলছেন?' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি, অঝোরে জল ঝরতে লাগল চোখ দিয়ে। অশ্রু সংযত করা অসাধ্য হয়ে উঠেছিল, মনে হয় জীবনে এ ব্যাপার এই প্রথম।

'হ্যাঁ হতভাগা লোক আপনি, আপনাকেই তিনি ভালোবেসেছিলেন। কথাটা আপনাকে বলতে পারি, কারণ নিজের সর্বনাশ করেছেন আপনি! যদি বলি এখনো তিনি আপনাকে ভালোবাসেন, তাহলেও জানি আপনি এখানেই থাকবেন! হ্যাঁ, নিজের সর্বনাশ করেছেন আপনি! কিছু কিছু যোগ্যতা আপনার ছিল, মনটা ছিল তেজী, লোকটা আপনি খারাপ ছিলেন না। নিজের স্বদেশের কাজেও আপনি লাগতে পারতেন — লোকের সেখানে ভারি দরকার। কিন্তু এখানেই থাকবেন আপনি, জীবন আপনার খতম। বিশেষ করে আপনাকেই দোষ দিচ্ছি না। আমার ধারণা রুশীরা সকলেই এই রকম, অন্তত এই দিকেই তাদের ঝোঁক। রুলেত যদি বা না হয়, তাহলে ওই ধরনেরই আর একটা কিছু। এর ব্যতিক্রম নেহাৎই বিরল। শ্রমের মূল্য বুঝলেন না, সেটা এই আপনিই প্রথম নন (আপনাদের জনগণের কথা আমি বলছি না)। রুলেত খেলাটা মূলত রুশীদেরই খেলা। এ পর্যন্ত আপনি

সততা বজায় রেখেছেন, চুরি করার চেয়ে বরং খানসামার কাজ নিয়েছেন ... কিন্তু ভবিষ্যতে কী আছে ভেবে ভয় হয়। থাক যথেষ্ট হয়েছে, চলি! নিশ্চয় আপনার টাকার দরকার? এই নিন দশ লুইদোর, এর বেশি দেব না, কেননা যাই দিই জুয়া খেলেই ওড়াবেন। এই নিন, এবং বিদায়। নিন ধরুন!'

'না, মিঃ অ্যাস্টলি, যে কথা বললেন তারপরে...'

'নিন ধরুন!' চেঁচিয়ে উঠলেন অ্যাস্টলি, 'বিশ্বাস করি এখনো মানী লোক আপনি, টাকাটা দিচ্ছি খাঁটি বন্ধুর মতোই। যদি নিশ্চয় জানতাম যে আপনি এক্ষুণি জুয়া খেলা ছেড়ে দেবেন, হম্‌বুর্গ থেকে চলে যাবেন নিজের দেশে, তাহলে নতুন করে জীবন শুরু করার জন্যে আপনাকে হাজার পাউন্ডই দিতাম, কিন্তু হাজার পাউন্ড না দিয়ে কেবল দশ লুইদোর দিচ্ছি কারণ বর্তমানে আপনার কাছে হাজার পাউন্ড বা দশ লুইদোর — দুইই সমান। দুইই জুয়ায় যাবে। টাকাটা ধরুন — এবং বিদায়।'

'নেব, যদি বিদায় আলিঙ্গন হিসাবে কোলাকুলি করতে দেন।'

'সানন্দে!'

সাগ্রহে কোলাকুলি করলাম আমরা। মিঃ অ্যাস্টলি চলে গেলেন।

না, অ্যাস্টলি ভুল ভাবছেন! পলিনা এবং দ্য গ্রিয়ের প্রসঙ্গে আমি যদি রূঢ়তা ও নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ করে থাকি, তাহলে উনিও রুশীদের সম্পর্কে রূঢ়তা ও নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ করেছেন। নিজের কথা কিছুই বলতে চাই না... তবু... তবু... আপাতত এ সবই অর্থহীন। সবই কেবল কথা আর কথা, দরকার কাজের। সবচেয়ে বড়ো ব্যাপার এখন সুইজারল্যান্ড! কালই, ওহ্, এ জায়গাটা ছেড়ে কালই যদি সুইজারল্যান্ডে গিয়ে হাজির হতে পারতাম! আর একটা পুনর্জন্ম, আর একটা পুনরুত্থান! আর একবার দেখিয়ে দিতে হবে ওদের... পলিনা দেখুক যে আমি এখনো মানুষ হয়ে ফিরতে পারি। দরকার শুধু একবার... তবে আজ আর সময় নেই, কিন্তু কাল... উহ্, টের পাচ্ছি, এ না হয়েই পারে না! এখন আমার হাতে পনের-পনেরটা লুইদোর — অথচ শুরু করেছিলাম তো কেবল পনেরটি গুলডেন নিয়েই! যদি খুব হুঁশিয়ার হয়ে লাগাই... কিন্তু সত্যিই কি আমি এতই ছেলেমানুষ। আমি যে নিজের সর্বনাশ করে বসেছি সে কি আর আমি জানি না! কিন্তু— কেনই বা আমার পুনরুত্থান সম্ভব নয়? হ্যাঁ, জীবনে শুধু এই একটিবার হিসেব করে ধৈর্য ধরতে পারলেই হয় — তাহলেই চলবে! দরকার শুধু

একটি বার ডেটে থাকা, তাহলে এক ঘণ্টার মধ্যেই পুরো ভাগ্যটা ফিরিয়ে নেওয়া যায়। সবচেয়ে বড়ো কথা মনোবল। সাত মাস আগে, রুলেতেনবুর্গে, আমার চরম লোকসানটার আগে কী ঘটেছিল তা একবার ভেবে দেখলেই হল। ওহ্, আশ্চর্য সে এক দৃঢ়তা। সব, সবকিছু হেরেছিলাম সেদিন... কুরসাল থেকে বেরিয়ে আসছি হঠাৎ ওয়েস্টকোটের পকেটে কী যেন হাতে ঠেকল — একটা গুলডেন তখনো আছে। ভাবলাম, 'তাহলে আজকের খাবার মতো পয়সাটা আছে!' কিন্তু একশ পা এগুবার পরই মত বদলালাম। ফিরে এলাম আবার। গুলডেনটা রাখলাম manque-এর ওপর (সেবার ধরেছিলাম manque), — সত্যি একটা বিদেশে বিভুঁইয়ে, একেবারে একলা, স্বদেশ স্বজন থেকে বহু দূরে, জানি না সেদিন কী খাব, তবু পকেটের শেষ গুলডেন, একেবারে সর্বশেষ গুলডেনটি বাজি ধরা — এ এক অদ্ভুত অনুভূতি। জিতলাম আমি, কুড়ি মিনিট পরে কুরসাল থেকে বেরিয়ে এলাম পকেটে একশ সত্তর গুলডেন নিয়ে। মাইরি, একেবারে সত্যি ঘটনা! শেষ গুলডেনটাও মাঝে মাঝে কী ঘটাতে পারে দ্যাখো! ধরো যদি তখন ঘাবড়ে যেতাম, বাজি ধরার সাহস না করতাম, তাহলে...

কাল, কাল সবই চুকিয়ে দেব!

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
প্রগতি প্রকাশন
২১, জুবোভ্স্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
21, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union